প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

এই পুস্তকে প্রকাশিত "একদাগ ঔষধ" ও "প্রতিজ্ঞা-পূরণ"—"ভারতী" হইতে, এবং অবশিষ্ট গল্পগুলি "প্রবাসী" হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল।

প্রবীণ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "প্রত্যাবর্ত্তন" গল্প পাঠ করিয়া "প্রবাসী"তে যে সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার অনুমতি লইয়া সেটি এই পুস্তকের পরিশিষ্ট স্বরূপ মুদ্রিত করিলাম। উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বেই "প্রত্যাবর্ত্তন" এ গ্রন্থে ছাপা হইয়া গিয়াছিল, নচেৎ মাননীয় লেখক মহাশয়ের পরামর্শ মত গল্পের নামটি পরিবর্ত্তন করিতাম।

লক্ষ্ণৌ "নাগরী-প্রচারিণী সভা"র শ্রীযুক্ত রূপনারায়ণ পাণ্ডেয় এবং এলাহাবাদ "অভ্যুদয়" সংবাদপত্রের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত মালবীয় এই পুস্তকের কয়েকটি গল্প হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। পুনার শ্রীযুক্ত টি, আর, বিদ্বাংশ মারাঠী ভাষায়; পণ্ডিচারীর শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ আয়ার তামিল ভাষায়; দেরা-ইস্মাইল-খাঁর শ্রীযুক্ত ভঞ্জিরাম গন্ধী উর্দ্দু ভাষায় এই পুস্তকের কোন কোন গল্প অনুবাদ করিয়া মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশ করিয়াছেন। আমার সামান্য গল্পগুলির নানা ভাষায় এরূপ বহুল প্রচারের জন্য, উক্ত মহাশয়গণের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

গয়া

১লা আশ্বিন, ১৩১৬

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র

দেশী—

বিলাতী—

পরিশিষ্ট—

দেশী

আমার উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি যখন শেষ পরীক্ষা দিয়া মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাহির হইলাম তখন আমার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বর্ষ মাত্র। আমার যথেষ্ট পৈত্রিক সম্পত্তি থাকাতে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করার তাদৃশ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু গ্রামস্থ সকলেই বলিলেন,—যখন এত পরিশ্রম করিয়া, এত অর্থব্যয় করিয়া ডাক্তারিটা পাসই করিলে, তখন প্র্যাক্‌টিস্ না করাটা মোটেই ভাল দেখায় না। কথাটা যথার্থ বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু ডাক্তারি চোগা চাপকান পরিহিত স্থূলকায় (কারণ ভাল পশার হইলে ঘি দুধ নিশ্চয়ই বেশী করিয়া খাইব) অত্যন্ত গম্ভীর নিজের ভবিষ্য মূর্ত্তিটি কল্পনা করিয়া বড়ই হাসি পাইতে লাগিল।

ডাক্তার হইবার উচ্চাভিলাষ আমার কোন কালেই ছিল না। আমার একমাত্র উচ্চাভিলাষ ছিল,—তাহা উপন্যাসের নায়ক হইবার জন্য। বাল্যকাল হইতেই উপন্যাস পাঠে আমার অতিরিক্ত পরিমাণ আসক্তি জন্মিয়াছিল। আমার প্রথম উপন্যাস পাঠ বঙ্কিম বাবুর "আনন্দ-মঠ"। মনে আছে আমার বয়স তখন একাদশ বর্ষ মাত্র। সেই বৎসর নূতন "আনন্দ-মঠ" বাহির হইয়াছে। আমার মেজদাদা মহাশয় কলিকাতায় কলেজে পড়িতেন, পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিবার সময় বহিখানি আনয়ন করেন। তিনি আসিয়া হঠাৎ প্রচার করিয়া দিলেন যে তিনি একজন 'সন্তান'। চিরদিন অবিবাহিত থাকিয়া দেশের

জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন। গ্রামস্থ অন্যান্য নব্য যুবকগণের সহিত মিলিত হইয়া গোপনে অনেক পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলে আমায় কিছুই বলিতেন না,—আশা দিতেন, বড় হইলে আমায় দীক্ষিত করিবেন। অত্যন্ত কুতূহলী হইয়া "আনন্দ-মঠ"-খানি অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু মেজদাদা সেখানি কোথায় যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিছুতেই পাইলাম না। হতাশ হইয়া অবশেষে তাঁহাদের মন্ত্রণাসভায় আড়ি পাতিলাম। যে ঘরে তাঁহাদের সভা বসিত, পূর্ব্বে হইতে একদিন সেই ঘরে চৌকির নীচে লুকাইয়া রহিলাম। যাহা শুনিলাম, তাহা আর এক্ষণে প্রকাশ করিব না, কারণ দাদা মহাশয় এখন পূর্ব্ববঙ্গের একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। সম্প্রতি একটি স্বদেশী মোকর্দ্দমায় কয়েকজন বিদ্যালয়ের বালককে জেলে দিয়া তাঁহার পদোন্নতির সম্ভাবনাও হইয়াছে।

অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা মেজেতে উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকার জন্যই হউক অথবা অত্যধিক পরিমাণে কাঁচা তেঁতুল খাইয়াই হউক, ইহার একদিন পরেই আমি জ্বরে পড়িলাম। জ্বর ছাড়িলেও কয়েক দিন অবধি আমার সাবধান পিতামাতা আমাকে সাগু বার্লি ভিন্ন কিছুই খাইতে দিলেন না। পেটের জ্বালায় অস্থির হইয়া খাদ্যান্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ "আনন্দ-মঠ"খানি একদিন হাতে পড়িল। সেই দিনই সমস্ত বহিখানি পাঠ করিয়া ফেলিলাম। স্মরণ আছে, দুর্ভিক্ষপীড়িতগণ ইন্দুর পোড়াইয়া খাইতেছে পড়িয়া আমারও মনে হইয়াছিল, আমিও এ সময় দুই একটা পোড়া ইন্দুর পাইলে খাইয়া ফেলি।

তাহার পর হইতে যতই বয়স বাড়িতে লাগিল, বাঙ্গালা ইংরাজি বহু উপন্যাস গলাধঃকরণ করিতে লাগিলাম। নিজের দৈনন্দিনে গদ্যময় জীবনটার উপর বড়ই অশ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল। অভিভাবকগণের

নির্ব্বন্ধাতিশয় সত্ত্বেও বিবাহ করিলাম না; পূর্ব্বরাগবর্জ্জিত, অ্যাড্‌ভেঞ্চর-লেশ-হীন বিবাহ করিতে কিছুতেই মন উঠিল না।

উপন্যাসের নায়ক হইবার পক্ষে আমার একটা বিশেষ ব্যাঘাতও ছিল, তাহা আমার বাহ্যাবয়ব। চেহারাটি আমার মোটেই উপন্যাসের নায়কের মত নহে।

কিন্তু বিধাতা যে কি উপায়ে কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন, বুঝা কঠিন। এই অনায়কোচিত মূর্ত্তিই একদিন আমাকে উপন্যাসের স্বপ্নরাজ্যে অবতীর্ণ করিয়া দিল।

বন্ধুগণের প্ররোচনায় ডাক্তারি ব্যবসায় করিব বলিয়াই কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম। গ্রামে বসিয়াই ডাক্তারি করিব—বিষয় সম্পত্তিও দেখিতে শুনিতে পারিব। ঔষধ, আলমারি প্রভৃতি কিনিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তখন বর্ষাকাল। কলিকাতায় প্রায়ই বৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব্বে যে মেসের বাসায় থাকিয়া পড়িতাম, সেইখানেই গিয়া উঠিলাম। সপ্তাহ খানেক থাকিয়া, দেখিয়া শুনিয়া, আসবাবপত্র কিনিব ইচ্ছা ছিল। প্রাতে উঠিয়াই প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতাম,—এটি আমার বহু-দিনের অভ্যাস। একখানি শুষ্ক বস্ত্র ও গামছা স্কন্ধে করিয়া নগ্নপদে সাতটার পূর্ব্বেই স্নানে বাহির হইতাম। গঙ্গাস্নানের জন্য এক যোড়া স্বতন্ত্র বস্ত্র ছিল, কারণ সে সময় গঙ্গার জল অত্যন্ত ঘোলা, কাপড় ময়লা হইয়া যাইত।

তিন চারিদিন কলিকাতায় অতিবাহিত হইলে, একদিন স্নান করিয়া যেই মাত্র ঘাটে উঠিয়াছি, সিক্ত বস্ত্রখানি পরিবর্ত্তন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, একটি বাবু হন্ হন্ করিয়া ঘাটে আসিয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। লোকটির স্নানের বেশ ছিল না। কামিজের উপর চাদর লম্বমান ছিল। বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর। লোকটির চেহারা শুষ্ক, অনেক দিন ক্ষৌরকার্য্য না হওয়াতে মুখখানা দেখিতে বিশ্রী হইয়াছে,—যেন তাঁহাকে দেখিবার, যত্ন করিবার কেহ নাই বলিয়া বোধ হইল। তিনি আসিয়া স্নানকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্যস্তভাবে যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ আমার কাছে আসিয়া আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"বামুন ঠাকুর?"

আমি ব্রাহ্মণ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই—কিন্তু বামুন ঠাকুর পদবীলাভ ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। ভাবিলাম, বোধ হয় লোকটি অন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া আমাকে ভ্রম করিতেছেন।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া বাবুটি অধীর হইয়া বলিলেন—"কি বিপদ! উত্তর দাও না কেন? তুমি কি বামুন ঠাকুর?"

হায়! আমার মূর্ত্তি নায়কোচিত না হইলেও কি একেবারেই পাচক ব্রাহ্মণের মত? বুঝিলাম, বাবুটি একজন রাঁধুনি অন্বেষণ করিতেছেন। মস্তকে কি খেয়াল চাপিল, বলিলাম—"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

"কোথাও চাকরি কর?"

"আজ্ঞা না।"

"করবে?"

"পেলে ত করি।"

"রাঁধতে জান?"

"আজ্ঞা জাতব্যবসা,—ওটা আর জানিনে ?"

"বাড়ী কোথা ?"

"যশোর।"

"নাম ?"

"শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায়।"

"কলকেতায় কতদিন এসেছ ?"

"এই চার পাঁচ দিন হবে।"

"চাকরির চেষ্টায় ?"

"আজ্ঞা তা নৈলে কি থিয়েটার দেখতে এসেছি ?"

বাবুটি চটিয়া গেলেন। বলিলেন—"দেখ হ্যা, তোমার মুখটা ভাল নয়। তুমি বড় অসভ্য। ভদ্র লোকের সঙ্গে এই রকম করে কথা কইতে হয় ?"

মনে মনে বড় আমোদ অনুভব করিলাম। ইহার রাঁধুনিগিরি দিন দুই করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি ? এই এক অ্যাডভেঞ্চরের সুযোগ জুটিয়া গিয়াছে। সুতরাং বিনীত হইয়া বলিলাম—"আজ্ঞা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, কিছু জানি শুনি না। তা, অপরাধ নেবেন না কর্ত্তা।"

বাবুটি নরম হইয়া বলিলেন—"হুঁ।" একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন —"সত্যি বামুন ? না বামুন সেজেছ ? গলায় একগাছা পৈতে দিয়ে অনেক ব্যাটা হাড়ি মুচি কলকেতায় এসে বামুন হয়।"

হায় হায়, আমার মূর্ত্তিট কি তবে হাড়ি মুচির বলিয়াও ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা ? বাবুটির "সভ্যতার" আমি বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিলাম না। প্রকাশ্যে, একটু বিনীত হাস্য করিয়া বলিলাম—"আজ্ঞা ও সব জাল জুয়াচুরির ধার দিয়েও যাইনে।"

বাবুটি আবার আমায় জেরা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"আচ্ছা, কেমন বামুন, গায়ত্রী বল দেখি ?"

আমি গায়ত্রী আবৃত্তি করিলাম। এই ভণ্ডামি করিবার সময় সুপবিত্র গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, মনে সাপরাধ অনুশোচনা উপস্থিত হইল।

বাবুটি ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত করিয়া, সন্দিগ্ধভাবে মাথাটি নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন—"কিছু বোঝা গেল না। আজকাল ছাপার বই হয়েছে, চার পয়সা দিয়ে একখানা কিনে গায়ত্রী, সন্ধ্যা মুখস্থ করে নিলেই হল।"

একটু দুঃখের ভাণ করিয়া বলিলাম—"কর্ত্তা যদি বিশ্বাস না করেন তা হলে কি করি ?"

বাবুটির মুখে একটু উৎসাহের চিহ্ন দেখা গেল। সহসা বলিলেন—"আচ্ছা, পৈতে গ্রন্থি দেয় কি মন্ত্র বলে বল দিকিন ? এটা আর কোনও ছাপার কেতাবে নেই।"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম—"ভারদ্বাজ-আঙ্গিরস-বার্হস্পত্য প্রবরস্য।"

শুনিয়া বাবুটি বলিলেন—"তবে ঠিক বামুনই বটে। কত মাইনে নেবে ?"

"আজ্ঞা, কর্ত্তার কি হুকুম হয় ?"

"তুমিই বল না।"

"কলকেতার রেট ত বাঁধা আছে।"

"কত ?"

আমাদের বাসার বামুনের মাহিনা পাঁচ টাকা আর খোরাক পোষাক ছিল। তাই সাহস করিয়া বলিলাম—"পাঁচ টাকা।"

"পাঁচ টাকা না পঁচিশ টাকা! কে বল্লে তোমায় কলকেতার রেট্ পাঁচ টাকা?"

"আজ্ঞা, অনেক ছাত্রদের মেসের বাসায় ত বামুনের মাইনে পাঁচ টাকা আর খোরাক পোষাক আছে।"

"মেসের বাসা আর গেরস্তর বাড়ী সমান? ছাত্রদের মেসের বাসার চাকরি আজ আছে কাল নেই। যদি চার টাকায় রাজি হও ত বল। চার টাকা, খোরাক, আর বছরে দু'খান কাপড় দু'খান গামছা।"

আমি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলাম—"আজ্ঞা চার টাকায় কি করে চলবে? বহু পরিবার, তাদের খাওয়াব কি?"

"বহু পরিবার? ক'জন খানেওয়ালা?"

"আজ্ঞে বুড়ো মা বাপ, ভাই,—"

বাধা দিয়া বাবুটি বলিলেন—"ঈশ্! রাধুনিগিরি করে বুড়ো মা বাপ ভাইকে খাওয়াবেন! আমার একশো টাকা মাইনে, আমিই পারিনে,—নিজের স্ত্রীসন্তানকে খাওয়াতেই সব টাকা খরচ হয়ে যায়। চার টাকা থেকে এক টাকা জমাবে,—তিন টাকা মাসে মাসে তোমার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিও এখন।"

"আজ্ঞা, বিবাহ করিনি।"

"কি, কুলীন বামুন এখনও বিবাহ করনি?"

"না।"

"কেন? কোনও দোষ টোষ আছে নাকি?"

"দোষ—দারিদ্র্যদোষ। এত গরীবকে কে মেয়ে দেবে?"

"বিয়ে করনি ভালই করেছ। সাহেবেরা নিজে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করতে না পারলে বিবাহ করে না। যদি ইংরাজি জানতে, ওদের

কেতাবেই দেখতে পেতে। আমাদের আপিসের ছোট সাহেব, পাঁচশো টাকা মাইনে পায়, এখনও বিবাহ করেনি।”

আমি চারি টাকা স্থানে পাঁচ টাকা করিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। অবশেষে সাড়ে চারি টাকায় রফা হইল। বাবুটি বলিলেন—যদি ভাল কাজকর্ম্ম করিতে পারি, পলায়ন না করি, তবে বৎসরান্তে বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে “বিবেচনা” করিবেন। এখনি আমাকে গিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তাঁহার গৃহিণী পীড়িতা। আজ দুই দিন তাঁহার বামুন পলায়ন করাতে বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এইরূপ অভাবনীয় ভাবে পাচক ব্রাহ্মণ হইয়া বাবুটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, অনেক আরাধনার পর অবশেষে আমার অদৃষ্টে এই এক অ্যাড্‌ভেঞ্চর জুটিল। দেখা যাউক, ইহার মধ্যে হইতে কোনও রহস্যলাভ হয় কিনা।

বাবুটির নাম কালীকান্ত রায়। ব্রাহ্মণ। তাঁহার বাসা চোরবাগানে। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ক্ষুদ্র উঠানটিতে আমের আঁটি, পরিত্যক্ত ভাত তরকারী ও শালপাতার রাশি স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। উঠানের এক কোণে একটি জলের কল, তাহার পার্শ্বে একটি হাউজ। কলের গলায় কাপড়ের পাড় দিয়া একটি বাঁশের চোঙা বাঁধা রহিয়াছে, তাহা বহিয়া জল হাউজে পড়িতেছে।

কালীকান্ত বাবু প্রবেশ করিয়া, ঊর্দ্ধে দ্বিতলের বারান্দার পানে চাহিয়া বলিলেন—“গিন্নী—অ গিন্নী—”

তাঁহার গলার স্বর শুনিয়া বারান্দায় একটি বালিকা আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"বাবা, চেঁচিও না। মা এখনও ঘুমুচ্ছেন।"

সেই আমাদের প্রথম চারিচক্ষে মিলন। রোমিও ও জুলিয়েটের অলিন্দ-দৃশ্য মনে পড়িল। আমার জুলিয়েট, আলুলায়িতকুন্তলা, দোতালার বারান্দা হইতে দেখিলেন, স্কন্ধে গামছা, হস্তে ভিজা কাপড়, পাচকব্রাহ্মণরূপী রোমিও মুগ্ধনেত্রে দণ্ডায়মান। জুলিয়েটের বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ ছিল, আমার জুলিয়েটের বয়সও তাহাই বলিয়া অনুমান করিলাম। তাঁহার দেহবর্ণটি ইতালীয় জুলিয়েট অপেক্ষা কিছু মলিন বটে, কিন্তু মুখ চক্ষুর সৌন্দর্য্য অপরাভূত।

কালীকান্ত বাবু বলিলেন—"প্রিয়, আয় নেমে আয় দিকিন।"

'প্রিয়'? প্রিয়তমা না প্রিয়ম্বদা? প্রিয়বালাও হইতে পারে। 'প্রিয়তমা' না হইলেই ভাল। পৃথিবীসুদ্ধ লোকেই কি প্রিয়তমা বলিয়া ডাকিবে? প্রিয়বালা নামটি মধুর। কিন্তু প্রিয়ম্বদা নামটি মধুর এবং কাব্যগন্ধি। প্রিয়ম্বদা শকুন্তলার, কিন্তু প্রিয়বালা আধুনিক উপন্যাসের মাত্র।

পায়ের চারিগাছি মল ঝুম্ ঝুম্ করিয়া, বালিকা নামিয়া আসিল। আসিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাঁহার মুখের প্রতি প্রশ্নযুক্ত দৃষ্টিপাত করিল।

আমাকে দেখাইয়া কালীকান্ত বাবু বলিলেন—"প্রিয়, এই একজন বামুন ঠাকুর এনেছি। সব যোগাড় যন্তর করে দে।"

হায় এরূপ সূচনা ত কোন কাব্যেই লেখে না! বালিকা কি পরীকন্যা ও রাজকন্যাদের গল্প পাঠ করিয়া, জাগ্রতে বা নিদ্রায় স্বপ্ন দেখে নাই যে তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য কোন পুষ্পময় রাজ্য

হইতে একজন রাজপুত্র আসিয়া দণ্ডায়মান? তাহার কিশোর হৃদয়ে কোন পাচক ব্রাহ্মণ কি ঈপ্সিতরূপে কখনও স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে?

আমার কবিত্বময় চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া বাবু বলিলেন—"আটটা বাজে। দশটায় আপিসের ভাত চাই। পারবে?"

আমি বলিলাম—"আজ্ঞে, দেখি চেষ্টা করে।"

"যা হয় দুটো ভাতে ভাত। দুটো উনান জেলে এক দিকে ভাত একদিকে ডাল চড়িয়ে দাও। আমি বাজার থেকে মাছ কিনে আনি। তরীতরকারী সব ঘরেই আছে।"

প্রিয় বলিল—"সব আছে।"

অতঃপর বাবু একখানি গামছা লইয়া মাছ কিনিতে বাহির হইলেন।

আমি তখন বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"রান্নাঘর কোন্ দিকে?"

"এই দিকে এস।" বলিয়া প্রিয় আমাকে সঙ্গে করিয়া অন্য বারান্দায় লইয়া গেল। একটি ঘরের শিকল খুলিতে খুলিতে বলিল—"এই রান্না ঘর।"

প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তখন চুল্লীতে অগ্নিসংযোগ হয় নাই। বলিলাম—"এখনও যে কিছুই যোগাড় হয় নি। ঝি কোথায়, উনুন ধরিয়ে দিক না।"

বালিকা বলিল—"ঝি ত আমাদের নেই। মাসখানেক হ'ল ঝি পালিয়েছে, মা বলেছেন ঝি আর রাখবেন না। আমিই সব করি। আমি উনুন ধরিয়ে দিচ্চি।"

দেখিলাম ঘরের এক কোণে একগাদা কয়লা রহিয়াছে। আমি বলিলাম—"ঝি নেই? আচ্ছা তবে আমিই ধরাচ্চি। তোমায় কষ্ট

করতে হবে না।” বলিয়া কয়লার গাদার নিকট গিয়া, একটি ডালায় করিয়া কয়লা ভরিয়া আনিলাম। উনান জ্বালিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

এ কার্য্য যে এত কঠিন তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। প্রিয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, আর মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। শেষে বলিল—“ঐ রকম করে বুঝি কয়লা ধরায় ?”

আমি হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“কি রকম করে ধরায় বল দেখি ?”

“সর আমি ধরাই। তুমি বরং এই মাছের ঝোলের জন্যে আলু পটোলগুলো কুটে ফেল।”

এই ময়লা পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে বালিকাকে নিযুক্ত হইতে দিতে আমার দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু কি করি উপায় নাই। দশটায় ভাত না পাইলে বাবু মহাশয় হৈ চৈ কাণ্ড বাধাইয়া দিবেন। সুতরাং কয়লার চুলা বালিকাকে ছাড়িয়া দিয়া, হাত ধুইয়া আমি তরকারী কুটিতে বসিলাম।

দেখিলাম, বঁটিতে তরকারী কোটা মুস্কিল। ছুরী দিয়া এক রকম পারা যায়। আমাদের মেসে যখন ঠাকুর পলাইত তখন আমরা অনেকে বসিয়া ছুরী দিয়া তরকারী কুটিতাম।

যাহা হউক, কোনমতে সাবধানে কুটিতে লাগিলাম। পাছে হাত কাটিয়া যায়, এ আশঙ্কাও ছিল। উনান ধরাইয়া প্রিয় আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, গালে হাত দিয়া বলিল—“ও হরিবোল!”

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—“কি ?”

“এই কি মাছের ঝোলের আলু কোটা না কি ?”

“কেন ?”

"মাছের ঝোলের আলু কি চাকা চাকা করে কোটে? ও ত ভাজার আলু হচ্চে। মাছের ঝোলের আলু চৌচির করতে হয়।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম—"ওহ্!"

প্রিয় বলিল—"সর দেখি। আমি কুটি।"

আমি সরিলাম। কয়লার চুলায় পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম।

বালিকা একটু হাসিয়া বলিল—"রাঁধতে জান? না সেও এই রকম?"

আমি মনে মনে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিয়া বলিলাম—"এই রকমই।"

"এই রকমই? আর কখনো এ কাজ করিনি বুঝি? এই প্রথম না কি?"

"এই প্রথম।"

"তবে চাকরি নিলে কেন?"

আমি চাকরি কেন নিলাম, তাহার উত্তর এখন দিলে সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। দিন দুই পরে যাইবার সময়, আর কাহাকেও না বলি, এই বালিকাকে বলিয়া যাইব স্থির করিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া, বালিকা আমার মনোভাব অন্যরূপ বুঝিল। করুণায় তাহার মুখখানি ভরিয়া গেল। প্রশ্ন করিবার জন্য যেন অনুতপ্ত হইয়া বলিল—"তুমি বড় গরীব বুঝি?"

আমি চক্ষু নত করিয়া ধীরে ধীরে মাথাটি নাড়িলাম। তাহার সহানুভূতি গভীরতর করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম—"আমি যে নতুন, কিছু জানিনে,—তা শুনলে তোমার বাবা আমায় রাখবেন কি?—তাড়িয়ে দেবেন হয় ত।"

আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বালিকা বলিল—"আচ্ছা, আমি কাউকে বলব না। আমি সব তোমায় দেখিয়ে শুনিয়ে দেব এখন, তুমি দু'দিনে সব শিখে ফেলবে।"

"তোমার মা জানতে পারবেন না?"

"মা কি কখনও রান্না ঘরে আসেন? তিনি উপরেই থাকেন।"

"তাঁর না কি অসুখ করেছে শুনলাম?"

"তাঁর বারোমাসই অসুখ।"

"কি অসুখ?"

"এই কোন দিন মাথা ধরে, কোন দিন কিছু। তাঁর জন্যে কোন ভয় নেই। তিনি খুব বকেন বটে, কিন্তু উপর থেকেই বকেন। সিঁড়ি নামাওঠা করলে হাঁপিয়ে পড়েন।"

"খুব বকেন না কি? তাই বুঝি ঝি বামুন সব পালায়?"

বালিকা এ কথায় যেন একটু লজ্জিত হইল। কথা ফিরাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার নাম কি?"

"প্রিয়ম্বদা।"

"প্রিয়ম্বদা? বেশ নামটি ত!"

মেয়েটি লজ্জায় মুখ নত করিল। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার ভাই বোন্ কটি?"

"আমার আপনার একটি ভাই।"

"আরও যে দু তিনটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দেখলাম?"

"ওরাও আমার ভাই বোন। আমার এ মায়ের ছেলে পিলে।"

তখন বুঝিলাম—গৃহিণী প্রিয়ম্বদার বিমাতা। ঝি কেন আর রাখা হইবে না, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। এই কোমলা বালিকার জন্য সহানুভূতিতে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল।

এই সময় বাবু মাছ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"কত দূর ?"

আমি বলিলাম—"আজ্ঞে আর বেশী দেরী নেই।"

"যা হয় চটপট—বুঝলে ? বেশী বাহুল্য কোরো না। আমি আপিসে বেরিয়ে গেলে তার পর বাকী সব কোরো এখন।" বলিয়া তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, দিন দুই রাঁধুনিগিরির আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আমার মাননীয় পূর্ব্ববর্ত্তিগণের পন্থানুসরণ করিব—অর্থাৎ পলায়ন করিব। কিন্তু আজ একমাস যাবৎ স্থিরনিশ্চলভাবে চাকরি করিতেছি। বলা বাহুল্য, প্রিয়ম্বদার সুন্দর মুখখানিই আমার স্বর্ণ-শৃঙ্খলস্বরূপ হইয়াছে। অথচ প্রিয়ম্বদা আমাকে এখনও রাঁধুনি বামুন বলিয়াই জানে। তবে তাহার ব্যবহারে বুঝিতে পারি, আমাকে সাধারণ বামুন ঠাকুর হইতে একটু স্বতন্ত্র বলিয়াই সে মনে করে। প্রিয়ম্বদা মোটামুটি রকম বাঙ্গালা লেখাপড়া জানিত; আমি রান্নাঘরে বসিয়াই গৃহকার্য্যের ব্যবধানে, তাহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছি। এই এক মাসের মধ্যেই দুই তিনখানি ভাল বাঙ্গালা বহি সে অধ্যয়ন করিয়া ফেলিয়াছে। একদিন আমায় সে বলিয়াছিল,—"তুমি রাঁধুনি বামুন না হয়ে ইস্কুলের পণ্ডিত হলে না কেন ?"

আমি বলিয়াছিলাম,—"তাই করব মনে করেছি। তোমার বিয়ে হয়ে গেলে আমিও চাকরি ছেড়ে চলে যাব।"

বিবাহের কথায় বালিকার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল।

পরে জানিয়াছি, প্রিয়ম্বদার বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ নহে,—ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র। কিন্তু তাহাকে বয়সের অপেক্ষা একটু বড় দেখাইত। এত বড় মেয়ের বিবাহ হয় নাই কেন, প্রথমে আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হইত। ক্রমে জানিতে পারিলাম—কালীকান্ত বাবুর পুত্রগণের প্রাইভেট মাষ্টারের নিকট শুনিলাম—প্রিয়ম্বদার বিবাহের সম্বন্ধ মাঝে মাঝে হয় বটে; কিন্তু ইঁহারা যত সস্তায় খোঁজেন, তত সস্তায় কোন বর পাওয়া যায় না।

আমি ইহা শুনিয়া অবধি মনে করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, একদিন কালীকান্ত বাবুর নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিব। প্রথম দুই তিন দিন যাইতে না যাইতেই প্রিয়ম্বদার সাহচর্য্য আমার হৃদয়ে সুখসঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে সুখ, দিনের পর দিন ঘনীভূত হইতে লাগিল। সে সাহচর্য্যের বিচ্ছেদক্লেশ দিনের পর দিন তীব্রতর হইতে লাগিল। তখন ভাদ্রমাস। রাত্রে শয়ন করিবার জন্য, অল্পদূরে একটি ঘরভাড়া লইয়াছিলাম। কর্ম্মান্তে, দিবসে ও রাত্রিকালে সেইখানেই অবস্থিতি করিতাম। অধিক মূল্য দিয়া ঘরটি ভাড়া লইয়াছিলাম। ছবিতে, পুস্তকে, সুখসেব্য আসবাবে সেখানি সাজাইয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে আমি সুখ পাইতাম না। সেই প্রায়ান্ধকার, ধূমমলিন, অপকৃষ্ট রান্নাঘরখানিই আমার সুখের আগার হইয়া উঠিয়াছিল। গভীর রাত্রে একএকদিন নিদ্রাভঙ্গ হইলে বাহিরে অন্ধকারে মেঘগর্জ্জন শুনিতে পাইতাম। প্রবলভাবে বৃষ্টি আসিত। প্রিয়ম্বদাকে স্মরণ করিয়া কত সুখকল্পনা আমার মনকে ঘিরিয়া ফেলিত।

ভাদ্র মাসে হিন্দুর বিবাহ হয় না। ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, আশ্বিন মাস পড়িলেই কালীকান্ত বাবুকে বলিব, পূজার পূর্ব্বেই প্রিয়ম্বদাকে বিবাহ করিয়া বাড়ী লইয়া যাইব।

কিন্তু আবার শঙ্কাও হইত। কালীকান্ত বাবু যদি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন? করিবার ত কোনও কারণ দেখি না। তথাপি যদি করেন? মন হইতে এ আশঙ্কা কিছুতেই বিদূরিত করিতে পারিতাম না। আমার অদৃষ্টে যদি প্রিয়ম্বদা-লাভের সুখ না থাকে? তবে কি হইবে? কেমন করিয়া দীর্ঘজীবন কাটাইব? তখন বৈষ্ণব-কবির পদ মনে মনে গাহিতাম—

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

আমার মন্দির যদি চিরদিনই শূন্য থাকিয়া যায়?

কিন্তু আশ্বিন মাস আগমন করিবার পূর্ব্বেই, দ্বিতীয় একটি অভাবনীয় ঘটনায়, আমার প্রিয়ম্বদা-লাভ, শুধু সম্ভাবিত নহে, অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। যে অমৃত পান করিবার জন্য পিপাসায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম, সেই অমৃত আমার মুখের কাছে আনিয়া একজন বলিল—"পান কর—পান করিতেই হইবে।"

একদিন প্রভাতে কর্ম্মে গিয়া দেখি, প্রিয়ম্বদা গায়ে একখানি র‍্যাপার দিয়া আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, রাত্রে একটু জ্বরের মত হইয়াছিল, এখনও যেন শীত শীত করিতেছে।

এইরূপ পর দিনও হইল। জ্বরগায়ে, উপবাসে, প্রিয় তাহার নির্দ্দিষ্ট গৃহকার্য্যগুলি করিতে লাগিল। সে কার্য্য বড় অল্প নয়। বাসন মাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি ঝির সমস্ত কার্য্যই তাহাকে করিতে হইত।

সেদিন কালীকান্ত বাবুকে বলিলাম,—"তাঁহার কন্যার যেরূপ অসুস্থ দেহ, অন্ততঃ একটা ঠিকা ঝি আনিলে ভাল হয়।"

শুনিয়া বাবু রাগিয়া বলিলেন—"তুমি ত বলে খালাস, পাই কোথা আমি ঠিকা ঝি?"

বড় রাগ হইল, দুঃখও হইল। প্রিয়ম্বদার প্রতি অবহেলা আমার অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। কোথায় গেলে ঝির সন্ধান পাওয়া যায়, আমি ত কিছুই জানিতাম না। তথাপি বলিলাম—"একটা সন্ধান করে দেখব কি?"

"পাও ত দেখ" বলিয়া বাবু মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন।

সেদিন আমি ঝির অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না।

আর এক বিপদ হইল, প্রিয়ম্বদা সাগু বার্লি কিছুই খাইতে চাহে না। প্রথম দিন সন্থ অনাহারে ছিল। দ্বিতীয় দিন তাহার জন্য মাত্র এক পয়সার খই ব্যবস্থা হইল।

প্রিয় খই খাইতে খাইতে বলিল—"এ আমার ভাল লাগে না।"

আমি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি খেতে ইচ্ছে করে তোমার?"

"একটা বেদানা টেদানা পেলে খাই।"

পরদিন বাবুকে বলিলাম—"প্রিয় সাগু বার্লি খায় না, ওর জন্যে কিছু বেদানা কি আঙুর আনিয়ে দিলে ভাল হ'ত।"

বাবু বলিলেন—"বেদানা! আঙুর! জ্বরের উপর ওসব খেলে সন্থ রিক্‌স্রে দাঁড়াবে। সর্ব্বনাশ! ওসব ভারি ঠাণ্ডা জিনিষ।"

আমি নীরব রহিলাম। অথচ স্বচক্ষে দেখিয়াছি, গত সপ্তাহে বাবুর আদরের এ পক্ষের পুত্রটির যখন জ্বর হইয়াছিল,—বেদানা, আঙুর, বিস্কুট প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণেই বাড়ীতে আমদানি হইয়াছিল। মনে স্থির

করিলাম, আজ ওবেলা আমি প্রিয়র জন্য কিছু খাদ্য আনিব ;—তাহাতে যদি ইহারা রাগ করেন ত করিবেন।

সেদিন বৈকালে কর্ম্মে আসিবার সময় আমি এক বাক্স আঙ্গুর, কয়েকটা বেদানা এবং কিছু বিস্কুট আনিলাম। কিন্তু প্রিয়ম্বদা সেদিন নামিল না। তাহার ছোট ভাই সুধীরচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, জ্বর খুব প্রবল।

মনের অশান্তিতে সান্ধ্যকর্ম্ম সমাপ্ত করিলাম। বাসায় গিয়া সারা রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রভাতে গিয়া আবার সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার দিদি কেমন আছেন?"

"দিদি সমস্ত রাত খালি জল জল করেছে।"

"গা কি খুব গরম?"

"একবারে আগুনের মত।"

"এখন কেমন?"

"এখন ঘুমুচ্ছে।"

"রাত্রে তাঁর কাছে কে ছিল?"

"আমিই ছিলাম। আমি আর দিদি এক সঙ্গে শুই কি না।"

"তোমার মা কি বাপ দেখতে আসেন নি?"

"বাবা শুতে যাবার আগে একবার দেখতে এসেছিলেন। অনেক রাত্রে দিদি যখন মা গো মা গো করে চেঁচাচ্ছিল, তখন মা একবার উঠে এসেছিলেন। বাইরে থেকে জানালা দিয়ে বল্লেন—'অত চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন? বাড়ীসুদ্ধ লোককে ঘুমুতে দিবিনে? চুপ করে শুয়ে থাক পোড়ারমুখী।' তাই শুনে দিদি ভয়ে চুপ করে শুয়ে রইল।"

আমি উপরে কখনও যাই নাই। ঘরগুলির অবস্থান জানিতাম না। গৃহিণীর ভাত উপরে যাইত, তাহা প্রিয়ম্বদাই বরাবর লইয়া যাইত। গত কল্য সন্ধ্যার সময় কেবল বাবু স্বয়ং লইয়া গিয়াছিলেন।

সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি আর তোমার দিদি যে ঘরে থাক, সেটা কোনখানে ?"

"সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ দিকে।"

মনে মনে স্থির করিলাম, আজ কর্ম্মান্তে, প্রিয়ম্বদাকে গিয়া দেখিয়া আসিব। সুধীরকে বলিলাম—"দেখ, তুমি আজ ইস্কুলে যেও না। তোমার দিদিকে ত দেখবার কেউ লোক নেই।"

বেলা সাতটার সময় দেখিলাম বাবু চাদর লইয়া বাহির হইতেছেন। ভাবিলাম, বুঝি বা ডাক্তার আনিতে যাইতেছেন। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে ডাক্তার নহে, একজন ঝি। বলিলেন—"একটি ঝি ডেকে এনেছি। কি করতে কর্ম্মাতে হ'বে একে সব বলে দাও।"

দুই দিন পূর্ব্বে, যতক্ষণ প্রিয় একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়ে নাই, ততক্ষণ অবধি ঝি দুষ্প্রাপ্য ছিল। আজ সেই ঝি সুপ্রাপ্য হইল। দিন কতক আগে আনিলে হয় ত মেয়েটা এত অধিক পীড়িত হইয়া পড়িত না। লোকটার প্রতি ঘৃণায় আমার অন্তঃকরণ বিষাক্ত হইয়া উঠিল। ছি ছি, দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে কি আপনার সন্তানের প্রতি এতই নির্ম্মম নিষ্ঠুর হইতে হয়? একেবারে কি কসাই হইয়াই উঠিতে হয়? ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই, পথ্যও নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আজ আমি উপরে গিয়া প্রিয়ম্বদাকে দেখিবই দেখিব। তাহার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিব। আমি যে নিজে ডাক্তার, সেজন্য আমি নিজেকে এই প্রথম অভিনন্দন করিলাম।

যথাসময়ে বাবু আপিসে বাহির হইয়া গেলেন। ছেলেরা (সুধীর ছাড়া) ইস্কুলে গেল। গৃহিণীর ভাত উপরে দিয়া আসিলাম। সর্ব্বকর্ম্মান্তে যখন অবসর হইল, তখন সুধীরকে বলিলাম,—"চল তোমার দিদিকে দেখি।"

সুধীরের সহিত উপরে গিয়া প্রিয়ম্বদার কক্ষে প্রবেশ করিলাম। একটি মলিন ছিন্ন বিছানা মেঝের উপর পড়িয়া আছে। তাহাতে শুইয়া বালিকা রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

আমি কাছে গিয়া শানের উপর বসিলাম। তাহার হাতখানি লইয়া বলিলাম—"প্রিয়, কেমন আছ?"

প্রিয় চক্ষু মেলিল। আমাকে দেখিয়া বলিল—"বামুন ঠাকুর? আমার মাথা যে যায়। কি করি?"

দেখিলাম প্রবল সর্দ্দি জ্বর। বলিলাম—"তোমার মাথা কামড়াচ্ছে? আচ্ছা, এখনি আমি ভাল করে দিচ্ছি।"

বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া, খানিকটা সরিসার তৈল গরম করিলাম। একটা সরায় করিয়া খানিকটা আগুন লইলাম। উপরে গিয়া, প্রিয়ম্বদার পায়ের নীচে সেই গরম তৈল দশ মিনিট ধরিয়া জোরে মালিস করিলাম তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন মাথাটা কেমন আছে?"

প্রিয় বলিল—"অনেক ভাল। আর কষ্ট নেই।"

তখন আবার প্রিয়ম্বদার নিকটে গিয়া বসিলাম। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া, একখানি প্রেস্ক্রপ্সন লিখিলাম। বলিলাম—"প্রিয়, তুমি একটু শুয়ে থাক। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার জন্যে ওষুধ আনছি।"

বলিয়া বাহির হইয়া, গাড়ী ভাড়া করিয়া, একটি প্রথম শ্রেণীর ঔষধালয় হইতে ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া আনিলাম।

সেদিন বৈকালের মধ্যে প্রিয় অনেকটা সুস্থতা লাভ করিল।

এইরূপে আমি তিন চারিদিন চিকিৎসা চালাইলাম। প্রথম দিন মনে করিয়াছিলাম, আমি ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা নিজ ব্যয়ে করিতেছি দেখিলে বাবু মহাশয় খাপ্পা হইবেন। দেখিলাম, তাহা কিছুই হইল না। অনুরাগও নাই, বিরাগও নাই—ভাবটা সম্পূর্ণ অবহেলার। যায় যায়, থাকে থাকে। আমি মনে মনে আশা করিতে লাগিলাম, আমি যখন বাবুর নিকট তাঁহার জামাতৃপদপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইব, তখনও যেন তাঁহার মনে এই অবহেলার ভাবই থাকে। অনাদরে অবহেলায় যেন আমার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়া দেন। কিন্তু শীঘ্রই একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমাকে আর আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রার্থী হইতে হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রিয়ম্বদা দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। আমিও কাহারও বিনা আপত্তিতে সারা দ্বিপ্রহর ও অপরাহ্নকাল তাহারই সহিত যাপন করিতে লাগিলাম। তাহাকে কত গল্প বলিতাম। অনেক ভাল ভাল পুস্তক আনিয়া দিতাম।

সেদিন মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে অধিক মূল্য দিয়া একগুচ্ছ কালো আঙুর কিনিয়া আনিয়াছিলাম, প্রিয়ম্বদা উহার কয়েকটি খাইল, এবং আমাকেও খাইতে অনুরোধ করিল। আমিও দুই একটি মুখে দিলাম।

তখন ভাদ্রের শেষ। ভারি গরম পড়িয়াছে। প্রিয়ম্বদার ললাটদেশ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া আমি পাখা লইয়া তাহাকে মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিলাম।

ক্রমে প্রিয়ম্বদা ঘুমাইয়া পড়িল। বহুদিন তৈলাভাবে তাহার চুলগুলি পাতলা হইয়া গিয়াছিল। কপালের প্রান্তভাগের গুচ্ছগুলি বাতাসে ইতস্ততঃ উড়িতেছে।

আমি সতৃষ্ণনয়নে তাহার পাণ্ডুর মুখখানির পানে চাহিয়া রহিলাম। আজ ভাদ্রমাসের শেষ সপ্তাহ। এক সপ্তাহ পরে আমি কালীকান্ত বাবুর নিকট প্রস্তাব করিব। পূজার পূর্ব্বেই বিবাহ করিব। আমার প্রতি প্রিয়ম্বদার স্নেহের আকর্ষণের যথেষ্ট প্রমাণ এ কয়দিনে পাইয়াছি। এ কয়দিনে আমাকে সে নিজের পরমাত্মীয়স্বরূপই জ্ঞান করিয়াছে।

যে বালিকাকে অল্পদিনের মধ্যেই আমি আমার ধর্ম্মপত্নী করিয়া সুখী হইব আশা করিতেছি,—সে বিশ্বস্তচিত্তে আমার শুশ্রূষাধীনে, আমার অতি নিকটে নিদ্রামগ্না। আমি যে মণিকে শীঘ্রই গলায় ধারণ করিয়া চিরজীবন সস্নেহে রক্ষা করিব, আমি তাহার সুনির্জ্জন শিয়রে বসিয়া। আমি অবনত হইয়া, আঙুরের রসসিক্ত, আঙুরেরই মত কোমল লাবণ্যপূর্ণ তাহার অধরযুগল একবার চুম্বন করিলাম।

মাথা তুলিয়া দেখিলাম, যে-জানালা বারান্দায় খুলিয়াছে, তাহার বাহিরে একটি মহিলা দাঁড়াইয়া। অনুমানে বুঝিলাম তিনিই গৃহিণী। আমাকে দেখিয়াই তিনি সরিয়া গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যাকালে যখন রন্ধনশালায় ব্যস্ত ছিলাম, হঠাৎ বাবু আসিয়া বাহির হইতে ডাকিলেন—"মুখুয্যে।"

"আজ্ঞে।"

"একবার এ দিকে এস ত।"

বাবুর স্বর রোষযুক্ত। ব্যাপার বুঝিতে আমার কিছুই বাকী রহিল না। মনে মনে হাস্য করিয়া আমি বাহিরে আসিলাম।

ছেলেরা যে ঘরে প্রাইভেট মাষ্টারের নিকট পড়িত, সে ঘর তখন শূন্য ছিল। কালীকান্ত বাবু আমায় সেই ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। রোষকষায়িত নেত্রে বলিলেন—"কি শুন্‌ছি ?"

"কি শুন্‌ছেন ?"

"তুমি জান, প্রিয়ম্বদা নিতান্ত বালিকা নয় ?"

"জানি।"

"তোমাকে অতি সচ্চরিত্র জেনে, অসুখের সময় প্রিয়ম্বদার সেবা শুশ্রূষা করায় কোন আপত্তি করিনি তা জান ?"

"আপনার অনুগ্রহ।"

"তুমি প্রিয়ম্বদাকে চুমো খেয়েছ ?"

"খেয়েছি।"

"কাযটা কি রকম হয়েছে জান ?"

"আপনিই বলুন।"

"পিনাল কোডের একটা ধারা অনুসারে অপরাধ হয়েছে। আমি যদি পুলিশ-কোর্টে তোমার নামে নালিশ করি ত কি হয় জান ?"

নিতান্ত ভাল মানুষের মত, যেন কতই ভীত হইয়াছি এইরূপ ভাণ করিয়া বলিলাম—"কি হয় ?"

"জেল হয়।"

"জেল—অ্যাঁ ?"

বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"জেল হয়। সেদিন 'বঙ্গবাসী'তে পড়লাম, একজন মুসলমান, একটি ইউরেশিয়ান বালিকাকে বলপূর্ব্বক চুম্বন করেছিল, তার ছয় সপ্তাহ জেল হয়েছে।"

আমি অভিনয় করিয়া যাইতে লাগিলাম—"অ্যাঁ! বলেন কি ? তবে আমার কি হ'বে ?"

বাবু বলিলেন—"যদি তোমার নামে নালিশ করি ত তুমি কি করবে ?"

কাতরস্বরে বলিলাম—"আজ্ঞে, উকীল ব্যারিষ্টার দিয়ে একবার দেখব। নিতান্তই অদৃষ্টে থাকে ত জেল হবে।"

"উকীল ব্যারিষ্টার দেবে, পয়সা পাবে কোথা ?"

"আজ্ঞে, দেশে যে সামান্য জমি জমা আছে তা বিক্রী করতে হবে।"

"জেল থেকে বেরিয়ে খাবে কি ? আর ত কেউ চাকরি দেবে না।"

আমি অত্যন্ত ভীতভাব দেখাইয়া, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া বাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

শেষে তিনি বলিলেন—"শোন। তুমি আমার যুবতী মেয়ের অজ্ঞাতসারে তার অঙ্গস্পর্শ করে, তার ভয়ানক অনিষ্ট করেছ। এখন, তাকে তোমায় বিবাহ করতে হবে।"

আমি পূর্ব্বেই ইহা বুঝিয়াছিলাম। উপন্যাসেও এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাঠ করিয়াছি। রঙ্গ দেখিবার জন্য বলিলাম—"আজ্ঞে—তা—তা—তাতে কিছু আপত্তি নেই। তবে আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ। গণ, পণ, কুলমর্য্যাদা, সকল বিষয়ে যদি মান রক্ষে করেন, তবে আর আমার আপত্তি কি ?"

বাবু অত্যন্ত রাগিয়া বলিলেন—"বটে ? কুলমর্য্যাদা! আচ্ছা, যাও একবার জেল খেটে এস ;—তাতে তোমার কুলমর্য্যাদা অনেক বাড়বে এখন। বিয়ে করে আরও বেশী রোজগার করতে পারবে।"

শেষে বলিলেন—"গণ পণ ? চাও কোন লজ্জায় ? তোমায় জেলে না দিয়ে যে মেয়ে দেবার প্রস্তাব করেছি এই তোমার পরম সৌভাগ্য।"

বিনয়ের ভাণ করিয়া বলিলাম—"আজ্ঞে, তা ত বটেই। তা ত বটেই। তবে কি না—"

বাধা দিয়া বাবু বলিলেন—"কিনা ফিনা নয়। আমার এক কথা। সিকি পয়সা পাবে না। রাজি হও, উত্তম। না হও, জেল। ব্যস।"

আমি আর একটু রঙ্গ দেখিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম—"আজ্ঞে, আপনার কন্যাকে বিবাহ করা আমার মত লোকের পক্ষে ত বিশেষ সৌভাগ্যেরই কথা—তবে কি না—তবে কি না—"

বাবু রাগিয়া বলিলেন—"তবে কি না কি? জেলে যাওয়াই যদি বেশী সৌভাগ্য বলে মনে কর, তাই যাও।"

"আজ্ঞে তা নয়,—উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিবাহ করাটা ত ঠিক নয়। খাওয়াব কি?"

"কেন, এই ত বল্লে, জমি জমা বিক্রী করে উকীল ব্যারিষ্টার লাগাবে,—সেই জমি জমা চাষবাস করে স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে পারবে না?"

"আজ্ঞে, সে অতি সামান্য। কোনও রকমে গ্রাসাচ্ছাদনটা চলতে পারে বটে;—কিন্তু তার উপর নির্ভর করে কি বিবাহ করা উচিত?—এই ধরুন আপনাদের আপিসের ছোট সাহেব, পাঁচশো টাকা মাইনে পান, এখনও বিয়ে করছেন না।"

ইহা শুনিয়া বাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ওরা সাহেব। আমরা কি সাহেব না কি? ওরা যা করবে তাই আমাদের করতে হবে? অন্ধ অনুকরণ করে করেই ত দেশটা উচ্ছন্ন গেল।"

ব্যাপারখানা এইখানেই শেষ হওয়া ভাল মনে করিয়া বলিলাম—"আজ্ঞে, তবে না হয়—তবে না হয়—বিবাহই করব।"

"সেই ভাল কথা। এই আশ্বিন সম্মুখে। পূজোর ছুটি হলে, পশ্চিম বেড়াতে যাব। মধুপুর কি দেওঘর ঐ রকম কোথাও গিয়ে, পুরুত ডেকে, বিয়ে দিয়ে দেব।"

"আজ্ঞে, আবার অতদূর নিয়ে যাবেন? এখানে হয় না?"

"এখানে? রাঁধুনি বামুনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে সমাজে আর মুখ দেখাতে পারব? না না,—সে হবে না। সেখানে বিয়ে হলে কেউ জানবে শুনবে না, চুপ চাপ,—এখানে এসে প্রচার করে দিলেই হবে যে একটি ভাল পাত্র পেয়ে বিয়ে দিয়ে এসেছি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পূজার ছুটি হইল। বাবু সপরিবার দেওঘর যাত্রা করিবেন,—আমাকেও সঙ্গে লইলেন। এ পর্য্যন্ত প্রিয়ম্বদা এ সকল বিষয় কিছুই শোনে নাই। তাহার পিতা মাতা গোপনে পরামর্শ করিয়া, সব ঠিকঠাক করিয়াছেন।

আমার একটি উকীল বন্ধু সেবার ছুটিতে মধুপুর যাইতেছিলেন। তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, আমার জন্য একখানি ভাল বাড়ী যেন ভাড়া করিয়া রাখেন।

শুভদিনে দেওঘরে আমাদের বিবাহ হইল। নববধূকে লইয়া যাত্রা করিলাম। শ্বশুর মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া নিজ ব্যয়ে আমাদিগকে যশোরের দুইখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া দিলেন।

বিবাহ-রজনীর পর, প্রভাতে কুশণ্ডিকা সম্পন্ন করিয়া তৎপরদিন প্রভাতে আমরা যাত্রা করিলাম। তখন প্রিয়ম্বদা জানে আমরা যশোরেই যাইতেছি।

মধুপুরে গাড়ী থামিলে, স্ত্রীলোকের কামরা হইতে প্রিয়ম্বদাকে নামাইলাম।

প্রিয় বলিল—"এখানে যে ?"

আমি বলিলাম—"এখানে দিন কতক থেকে তারপর যাওয়া যাবে।"

যে বাড়ী ঠিক করা ছিল, সেইখানে গিয়া উঠিলাম।

প্রিয় বলিল—"এ বাড়ী কার ?"

"এখন আমাদের। আমরা ভাড়া নিয়েছি। এইখানেই আমরা মাসখানেক থাকব দু'জনে।"

অপরাহ্ণকাল। দুইজনে নিভৃতসুখে বসিয়াছিলাম। এইবার প্রিয়ম্বদাকে সমস্তই বলিলাম। ভাবিয়াছিলাম, প্রিয় খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। কিন্তু প্রিয় বলিল—"আমি তা জানি।"

"তুমি জান ? কেমন করে জানলে ?"

"কেন, সেই যে তুমি আমাকে অসুখের সময় একবার রবীন্দ্র বাবুর কাব্য-গ্রন্থাবলী পড়তে এনে দিয়েছিলে মনে পড়ে ?"

"পড়ে।"

"তার মধ্যে একখানি চিঠি ছিল। বোধ হয় তোমার কোনও বন্ধুর চিঠি।"

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—"বন্ধুর চিঠি ? কার চিঠি বল দেখি ? কি লেখা ছিল তাতে ?"

"নাম ত মনে নেই। তাতে লেখা ছিল, 'এ কি পাগলামি তোমার ! জমিদারের ছেলে হয়ে নিজে ডাক্তারি পাস করে, শেষে করছ রাঁধুনি-গিরি ?' আরও সব লেখা ছিল।"

তখন আমার স্মরণ হইল। এই উকীল-বন্ধু, যিনি বাড়ী ভাড়া করিয়া দিয়াছেন, তিনিই সেই পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহাকে আমি পূর্ব্বাবধি সব কথাই জানাইয়াছিলাম। তাঁহার চিঠিতে ওকথা লেখা ছিল,—আরো লেখা ছিল, যদি আমি

"প্রভু"-কন্যার প্রেমেই আবদ্ধ হইয়া থাকি, তবে সত্বর নিজের পরিচয় দিয়া বিবাহ করিলেই ত পারি। প্রত্যহ হাঁড়িঠেগার ভিতর কি কবিত্ব আছে তাহা তিনি বুঝিতে না পারিয়া আমায় তিরস্কার করিয়াছিলেন।

আমি তখন প্রিয়কে বলিলাম—"ওহো মনে পড়েছে। আচ্ছা তাতে আর কি লেখা ছিল বল দেখি।"

প্রিয় সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল—"যাও বলব না।"

"না বল।"

"না, বলব না।"

অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও বলাইতে পারিলাম না। শেষে বলিলাম—"আমি তোমায় ভালবাসি সে চিঠি দেখেই জানতে পেরেছিলে?"

প্রিয় চক্ষু আনত করিয়া, আঙুলে আঁচল জড়াইতে জড়াইতে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

আমি তাহার গলদেশে বাহুবেষ্টন করিয়া তাহাকে চুম্বন করিলাম। বলিলাম "তোমার ভারি অন্যায় ত!"

"কি?"

"পরের চিঠি পড়া।"

"আমি বুঝি তোমার পর?"

"তখন ত বিয়ে হয় নি! আমি যে তোমায় ভালবাসি তা তখনও জানতে না। তখন আমি পর নই?"

"তা বুঝি?"

"তবে কি?"

"আমরা যখন জন্মেছিলাম, তখনি ত বিধাতাপুরুষ আমাদের বিয়ে হবে তা ঠিক করে দিয়েছিলেন।"

প্রিয়ম্বদাকে আবার চুম্বন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিব, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—"হুজুর, মালী ফুল এনেছে।"

বাহিরে গিয়া দেখিলাম, মালী অজস্র পরিমাণ নানা বর্ণের ফুল আনিয়াছে। সেই ফুলে রজনীতে আমার ফুলশয্যা হইল।

বিবাহের বিজ্ঞাপন

প্রথম পরিচ্ছেদ

সহর গাজীপুর, মহল্লা গোরাবাজারে, রাম অওতার নামক একটি লালাজাতীয় যুবক বাস করে। তাহার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে। লোকটার কিঞ্চিৎ ইংরাজি লেখাপড়া জানা আছে। কয়েকবার উপর্য্যুপরি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করিয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া, এখন সে ঘরে বসিয়া আছে।

বৈশাখ মাস। সমস্ত দিন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর এখন সন্ধ্যাবেলা একটু শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। হস্তিদন্তের বোলাযুক্ত এক জোড়া খড়ম পায়ে দিয়া, নগ্নগাত্রে, রাম অওতার তাহাদের সদর বাড়ীর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য একটি চেয়ার আনিয়া দিল। রাম অওতার উপবেশন করিয়া বলিল—"চতুরি,—ভাঙ তৈয়ারী হইয়াছে? লইয়া আয়।"

কিয়ৎক্ষণ পরে চতুরি ওরফে চতুর্ভুজ, একটি রূপার গেলাসে করিয়া গোলাপ দেওয়া সিদ্ধি আনিয়া দিল। রাম অওতার অবস্থাপন্ন লোক।

বাড়ীটি ঠিক সদর রাস্তার উপর। স্থানটা বাজার হইতে কিছু দূরে, সুতরাং কিছু নিরিবিলি। পথচারী লোক বেশী নাই, কেবল মাঝে মাঝে দুই একখানা একা ঝম্ ঝম্ শব্দ করিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। রাস্তার মোড়ে একটি শিরীষ গাছ—তাহাতে অজস্র কোমল ফুল ধরিয়াছে। অপর পার্শ্বে মিউনিসিপ্যালিটির একটি লণ্ঠন ক্ষীণ আলোক বিতরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

রাম অওতার বসিয়া আরাম করিয়া সিদ্ধি পান করিতে লাগিল। সহসা অদূরে চাঁচা গলায় শব্দ উত্থিত হইল—"গুলাব-ছড়ী।"

গুলাব-ছড়ী-ওয়ালা তীব্র কেরোসিনের আলোক সহ পশরা স্কন্ধে লইয়া, বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া হাঁকিল—

ক্যা মজাদার গুলাব-ছড়ি!
যো খাওয়ে, মজা পাওয়ে;
যো চাখ্‌খে; ইয়াদ্‌ রাখ্‌খে;
গুলাব-ছড়ী!

বাটীর মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ একটি পঞ্চবর্ষীয় বালক বাহির হইয়া আসিল। রাম অওতারের কাছে আসিয়া বাহানা ধরিল—"ভাইয়া, আমি গুলাব-ছড়ি খাইব।"

একথা শুনিবামাত্র ফিরিওয়ালা রাস্তায় দাঁড়াইয়া, বারান্দার উপর তাহার পশরা নামাইল। বালক মোহনলালের প্রতি চাহিয়া বলিল—"গুলাব-ছড়ি—নানখাটাই—সোহন হালুয়া,—কি লইবে বল।"

বালক গুলাব-ছড়িরই বেশী পক্ষপাতী—তাহাই কয়েকটা ক্রয় করিল। ফিরিওয়ালা স্বীয় কক্ষতল হইতে একখানা হিন্দী সংবাদপত্র বাহির করিয়া, তাহার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া, গুলাব-ছড়িগুলি জড়াইয়া মোহনলালের হাতে দিল। তাহার পর পশরা উঠাইয়া লইয়া, পূর্ব্ববৎ কড়িমধ্যম সুরে "গুলাব-ছড়ি" হাঁকিতে হাঁকিতে সে প্রস্থান করিল।

মোহনলাল পরম আনন্দে বারান্দাময় নৃত্য করিতে করিতে ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভ্রাতার কাছে আসিয়া ছিন্ন কাগজটা দেখাইয়া বলিল—"দেখ ভাইয়া, একটা হাঁথির তসবীর।"

রাম অওতার কাগজখানি হাতে লইয়া দেখিল, একটা হস্তীমার্কা ঔষধের বিজ্ঞাপন। কিন্তু তাহার পার্শ্বেই যাহা দেখিল, তাহাতে রাম

অওতারের কৌতূহল অত্যন্ত উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। পার্শ্বে রহিয়াছে—“বিবাহের বিজ্ঞাপন।”

বাম হস্তে সিদ্ধির গেলাস ধরিয়া, দক্ষিণে ছিন্ন কাগজখানি লইয়া, রাম অওতার বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করিল। আলোকের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল :—

বিবাহের বিজ্ঞাপন

প্রার্থনাসমাজভুক্ত ভদ্রলোকের একটি সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা আছে। বিবাহের জন্য একটি সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত কায়স্থজাতীয় পাত্র আবশ্যক। বিবাহান্তে যুবকটিকে শিক্ষালাভের জন্য আমরা বিলাতে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া পাত্র বা অভিভাবক আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন।

লালা মূরলীধর লাল।

মহাদেও মিশ্রের বাটী, কেদারঘাট,

বেনারস্ সিটি।

রাম অওতার বিজ্ঞাপনটি দুইবার পাঠ করিল। পাঠান্তে তাহার মুখে কিঞ্চিৎ হাসি দেখা দিল। বারান্দায় ফিরিয়া গিয়া, চেয়ারে বসিয়া, সিদ্ধি পান করিতে করিতে সে নানা প্রকার ভাবিতে লাগিল।

ভাবিল, ইহা ত বড় মজার বিজ্ঞাপন! তাহার যে বাল্যকালেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে;—নহিলে এই একটা বেশ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা—না জানি দেখিতে কি রকম! “প্রার্থনাসমাজী”র কন্যা। বাঙ্গালা দেশে যে “বরম্‌সমাজী”রা আছে—“প্রার্থনাসমাজী”রাও সেইরূপ তাহা রাম অওতার শুনিয়াছে। এতদিন অবধি যখন সে কন্যা অবিবাহিতা আছে, তখন নিশ্চয়ই শিক্ষিতা, এবং

গাহিতে বাজাইতে জানে। এই প্রকার মহিলাগণের সম্বন্ধে রাম অওতারের মনে বহুদিন হইতে অনন্ত কৌতূহল সঞ্চিত ছিল।

সিদ্ধিপান শেষ হইলে গেলাসটি নামাইয়া রাখিয়া রাম অওতার ভাবিল—"একটা কায করা যাউক। উহাদিগকে পত্র লিখিয়া, গিয়া দেখা করি। কিছুদিন উহাদের বাড়ী যাতায়াত করিয়া, মজাটাই দেখা যাউক না কেন। তাহার পর সটকাইলেই হইবে।"

সিদ্ধির নেশায়, এই মজার মৎলব মনে আঁটিতে আঁটিতে, রাম অওতারের অত্যন্ত হাসি পাইতে লাগিল। তাহার বিবাহ যে হইয়াছে, তাহা উহারা জানিবে কেমন করিয়া ? - কিছুদিন কোর্টশিপ্ করিয়া তাহার পর চম্পট। রাম অওতার হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভাবিল আর বিলম্ব করা নয়। চিঠিটা এখনি লিখিতে হইবে। রাম অওতার উঠিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। তক্তপোষে বসিয়া বাক্স সম্মুখে লইয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। অভ্যাসমত প্রথমে লিখিল—"শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।" তাহার পর মনে হইল, ইহারা "প্রার্থনা সমাজে"র লোক, হিন্দু দেবদেবীর নাম শুনিলে ত চটিয়া যাইতে পারে! তাহাকে ত নিতান্ত অসভ্য মনে করিতে পারে! সুতরাং আর একখানা কাগজে "শ্রীশ্রী৺ঈশ্বরো জয়তি" বলিয়া আরম্ভ করিল। প্রবেশিকায় ফেল [illegible] পাছে তাহারা যথেষ্ট শিক্ষিত বলিয়া মনে না করে, তাই লিখিয়া দিল সে বি এ পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। নিজের সচ্চরিত্রতার কথা লিখিবার সময় তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। কলম রাখিয়া, কিছুক্ষণ ধরিয়া হাসিল। পরে লিখিল, সে জাতিভেদ মানে না, বিলাত যাইতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কুমারীর একখানি ফোটোগ্রাফ যদি থাকে, তাহা প্রার্থনা করিয়া পত্র শেষ করিল।

সেদিন রাত্রে রাম অওতারের ভাল করিয়া নিদ্রা হইল না। ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে যতই সে কল্পনা করে, ততই তাহার হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাশীর কেদারঘাটের নিকট, একটি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে একটি ত্রিতল অট্টালিকা। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাহার একটি কক্ষে, মেঝেতে শতরঞ্জ বিছাইয়া, দুই ব্যক্তি বসিয়া দাবা খেলিতেছিল। এক জনের শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, কিছু স্থূল, গৌরবর্ণ পুরুষ। অপরটির দেহ ক্ষীণ হইলেও শারীরিক বলের পরিচয় তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দৃশ্যমান। এই দুই ব্যক্তি কাশীর দুইজন প্রসিদ্ধ গুণ্ডা। প্রথম বর্ণিত ব্যক্তির নাম মহাদেও মিশ্র—সে এই বাড়ীর অধিকারী। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম কানাইয়ালাল,—সে মহাদেও মিশ্রের একজন প্রিয় সাকিরদ।

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিল। তাহার পর নিজ মেরজাইয়ের পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিল—"চিঠি আসিয়াছে।"

কানাইয়ালাল চিঠি লইয়া ঠিকানা পড়িল—"লালা মুরলীধর সিং, মহাদেও মিশ্রের বাটী, কেদারঘাট, বেনারস সিটী।" পড়িয়া, কানাইলাল বলিল—"লালা মুরলীধর! তোমার ভাড়াটিয়া লালা মুরলীধর ত দুই তিন বৎসর হইল এ বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে!"

মহাদেও ধূমপান করিতে করিতে বলিল—"লালা মুরলীধর ত নক্‌লৌ বদলি হইয়া গিয়াছে। চিঠি খোল, দেখ কি সমাচার।"

কানাইয়া বলিল—"মুরলীধরকে ঠিকানা কাটিয়া পাঠাইবে না?"

মহাদেও বলিল—"আরে,—কি সমাচার সে ত আগে দেখিতে হইবে! খোল,—পড়।"

কানাইয়ালাল গুরুজীর আদেশ মত পত্র খুলিয়া পাঠ করিল।

মহাশয়,

সংবাদপত্রে আপনার কন্যাবিবাহের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াছি। আমি একজন সদ্বংশীয় কায়স্থ যুবক। আমার বয়স বাইশ বৎসর মাত্র। আমি এলাহাবাদ কলেজে বি এ শ্রেণী অবধি অধ্যয়ন করিয়াছিলাম কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে পীড়াক্রান্ত হওয়ায় পাস হইতে পারি নাই। আমি জাতিভেদ মানি না। বিলাত যাইবার জন্য আমার বাল্যকাল হইতেই বাসনা। যদি মহাশয় আমাকে আপনার কন্যার জন্য যোগ্যপাত্র বিবেচনা করেন, তবে আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি বাল্যবিবাহের বিরোধী; এ কারণে অদ্যাপি বিবাহ করি নাই। আমি সচ্চরিত্র ও সত্যবাদী। আজ্ঞা পাইলে আমি মহাশয়ের সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করি; যদি কুমারীর একখানি ফোটোগ্রাফ থাকে ত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি।

লালা রাম আওতার লাল,

মহল্লা গোরাবাজার, শহর গাজিপুর।

অবাবো কাগজে শুনিয়া মহাদেও মিশ্র হাসিতে লাগিল। বলিল—"এ ত বড় ফেল ... সে মেয়ের ত কবে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

"বলিতেছে যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিলাম। সে কি?"

মহাদেও বলিল—"জান না? লালা মুরলীধর অখ্‌বারে লুটিস্‌ ছাপাইয়া দিয়াছিল কি না। উহারা বরম্‌সমাজী লোক,—উহাদের সঙ্গে ত ভাল কায়েথ কিরিয়া করম্‌ করিবে না। তাই লুটিস্‌ ছাপাইয়া দিয়াছিল।"

"আমি ত শুনিয়াছি যে কায়েথের সঙ্গেই বিবাহ হইয়াছে।"

"হাঁ হাঁ—কায়েথ বটে কিন্তু বিলাতে গিয়া বালিষ্টর হইয়া আসিয়াছিল। —কায়েথ বটে, বড় ঘরানাও বটে। লুটিস পড়িয়া সে সময় আরও অনেক লোক আসিয়াছিল, কিন্তু লালা মুরলীধর বলিল, আমি যখন বালিষ্টরি পাস করা জামাই পাইতেছি তখন আর কাহাকেও দিব না। এই বাড়ীতেই ত বিবাহ হইল। সে আজ তিন বৎসরের কথা।"

কানাইয়ালাল ঘাড়টি নাড়িয়া বলিল—"ঠিক ঠিক।" কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"ঐ যে লিখিয়াছে ফোটুগিরাপ পাঠাইতে, সে কি?"

মিশ্র বলিল—"জান না? ঐ যে তসবীর হয়, একটা বাক্স থাকে, তাতে একটা সিসা লাগানো থাকে; মানুষকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দেয় আর ভিতরে তসবীর উঠে; তাহাকেই ফোটুগিরাপ বলে।"

কানাইয়ালাল শুনিয়া বলিল—"ওঃ হো ঠিক ঠিক। এইবার মালুম হইয়াছে। তবে একটা ভাল শিকার জুটিয়াছে। উহাকে চিঠি লিখিয়া আনান যাউক।"

মহাদেও মিশ্র বলিল—"তাহার কাছে আর কি মিলিবে? দুই চার দশ টাকা মিলিবে কি না সন্দেহ।"

কানাইয়ালাল বলিল—"না। সে যখন সাদি করিবে বলিয়া আসিবে, তখন নিশ্চয়ই সোনার ঘড়ি চেন আংটি লাগাইয়া আসিবে। নিজের না থাকিলে অন্যের চাহিয়া লইয়া আসিবে। তাহাকে আসিতে লিখি। কেবল ফোটুগিরাপটার কি করি?"

মহাদেও বলিল—"সেজন্য ভাবনা কি? ফোটুগিরাপ বাজারে অনেক মিলিবে। এই যে মহম্মদ খানের দোকান আছে কি না, সেখানে পার্সীথিয়েটর দলের খুব খাপসুরৎ খাপসুরৎ আউরতের তসবীর আছে। সে একখানা পাঠাইলেই হইবে।"

পরামর্শ তখনি স্থির হইয়া গেল। ইহাও স্থির হইল যে, এ বাড়ীতে আনা হইবে না, তাহা হইলে পরে পুলিসে সন্ধান পাইতে পারে। অন্য একটা বাড়ী সাজাইয়া, সেইখানে লইয়া গিয়া, কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। এক পেয়ালা ভাঙ, তাহার সঙ্গে একটু ধুতুরার রস,—আর কিছুই করিতে হইবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণকাল। গোরাবাজারের সেই বৈঠকখানাটিতে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় রাম অওতার ধূমপান করিতেছে, এবং মাঝে মাঝে রাজপথের পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। ডাকওয়ালার আসিবার আর বিলম্ব নাই। আজ দুই দিন হইতে রাম অওতার এই প্রকার সপ্রতীক্ষ, কারণ এখনও পত্রের উত্তর আসে নাই।

ডাকওয়ালা আসিয়া একখানি পত্র এবং একটি প্যাকেট দিয়া গেল। হস্তাক্ষর অপরিচিত। বেনারস সিটির মোহর রহিয়াছে।

হর্ষোৎফুল্ল হইয়া রাম অওতার তক্তপোষের উপর উঠিয়া বসিল। প্রথমেই প্যাকেটটি উন্মুক্ত করিল। ফোটোগ্রাফ—সুন্দরী যুবতীর আশ্চর্য্য সুন্দর ছবি। সতৃষ্ণ নয়নে রাম অওতার ছবিখানির প্রতি চাহিয়া রহিল। পার্সী মহিলাদের ধরণে শাড়ীখানি পরিহিত। "বরম্‌সমাজী"দের স্ত্রী-কন্যারা এইরূপ ধরণেই শাড়ী পরিধান করে বটে; তাহা সে রেলে যাতায়াতের সময় অনেকবার দেখিয়াছে। মুখ, চক্ষুর গঠন কি সুন্দর! রাম অওতার মনে মনে বলিতে লাগিল—"বাহবা কি বাহবা! বাহ্ রে বাহ্!"

ছবিখানি রাখিয়া সে পত্রখানি খুলিল।—তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল :—

মহাশয়,

আপনার পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। আগামী শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে যদি আপনি আসেন, তবে উত্তম হয়। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হইলে তবে অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইবে। আমি সম্প্রতি বাড়ী বদল করিয়াছি, সুতরাং কেদারঘাটের বাড়ীতে আসিবেন না। আমি ষ্টেশনে লোক পাঠাইয়া দিব, আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে আমার আলয়ে আপনি ভোজন করিলে অত্যন্ত সুখী হইব। ফোটোগ্রাফ্ পাঠাইলাম।

লালা মুরলীধর লাল।

পত্র রাখিয়া আবার ফোটোগ্রাফখানি লইয়া রাম অওতার দেখিতে লাগিল। একটি বাহু পার্শ্বদেশে লম্বিত, অপরটি অর্দ্ধোত্থিতভাবে শাড়ী-খানির এক অংশ ধরিয়া আছে। চক্ষুযুগল যেন হাস্যপূর্ণ। ভাবিতে লাগিল, ইহার সহিত আলাপ হইলে কি মজাদারই হইবে!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রাম অওতার ভাবিল,—লিখিয়াছে শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে যাইতে। সে আজ দুই দিন বিলম্ব। শনিবার না লিখিয়া শুক্রবার লিখিল না কেন? যাহা হউক, এই দুইদিনে ভাল করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।

শনিবার দিন আহারাদি শেষ করিয়া রাম অওতার বাড়ীতে বলিল, "একবার কাশীজী দর্শন করিয়া আসি।" বলিয়া,—নিজ বেশবিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। এরূপভাবে বেশ করিয়া যাইতে হইবে যে, প্রথমদর্শনেই কুমারীর মনে প্রণয়সঞ্চার হয়। ভাল রেশমী চাপকান বাহির করিয়া রাম অওতার সযত্নে পরিধান করিল। জরির কারকরা

সুন্দর মখমলের টুপী লইয়া মাথায় লাগাইল। দিল্লী হইতে আনীত সুকোমল রঙিন জুতায় স্বীয় পদদ্বয়ের শোভাবৃদ্ধি করিল। উৎকৃষ্ট হেনার আতর লইয়া রুমালে মাখাইল, নিজের গুম্ফে ও ভ্রূযুগলেও কিঞ্চিৎ লাগাইয়া দিল। কয়দিন কাশীতে থাকিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই— খরচপত্র একটু ভাল করিয়াই করিতে হইবে,—তাই দুই শত টাকাও নিজের সঙ্গে লইল। সোনার ঘড়ি, সোনার চেন এবং হীরকের অঙ্গুরীয় পরিধান করিয়া, গাড়ীতে ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইল।

রেলগাড়ীতে তাহার মনে হইতে লাগিল যুবতীটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহার সঙ্গে কি প্রকার সম্ভাষণ করিতে হইবে। ইংরাজি ধরণে এক প্রকার কোর্টশিপ হয়, তাহা তাহার জানা ছিল মাত্র, কিন্তু তাহার প্রকরণের বিষয় সে কিছুই জানিত না। ইংরাজি উপন্যাসাদি সে কখন পাঠ করে নাই। তবে "লাল-হীরাকী কথা," "লয়লা-মজনু," "গুল-ই-বকাওলি" প্রভৃতি তাহার পড়া ছিল। ভাবিল, তত্তৎ গ্রন্থে বর্ণিত প্রথা অবলম্বন করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কেবল প্রথম একটু আত্মসংযম দেখানই ভাল। প্রথমে আদরের "তু" না বলিয়া সম্মানের "আপ" বলাই সমীচীন হইবে,—কারণ এসকল মহিলা শিক্ষিতা এবং সভ্যতাপ্রাপ্তা কি না। কথাটা হইতেছে,—এরূপ কোনও সম্ভাষণ না করা হয় যাহাতে সে বিরক্ত হয়। দুই চারিদিন যাতায়াতের পর একদিন নির্জ্জনে "পিয়ারী" বলিয়া সম্ভাষণ করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

রাম অওতার মনে মনে এইরূপ পর্য্যালোচনা ও ভবিষ্য-সুখ কল্পনা করিতেছে, ক্রমে গাড়ী আসিয়া রাজঘাট ষ্টেশনে দাঁড়াইল।

রাম অওতার নামিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, এমন সময় একটি যুবক তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। যুবকটির উত্তরীয় ও পঞ্জাবী কামিজ আবিরের রঙে রঞ্জিত।

যুবকটি আসিয়া বলিল,—"আপনার নাম কি লালা রাম অওতার লাল ?"

"হাঁ। আপনার নাম কি ?"

"কিষুণ প্রসাদ। আমি লালা মুরলীধর লালের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি।" বলিয়া সমাদর করিয়া সে রাম অওতারকে বাহিরে লইয়া গেল।

সেখানে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়ীতে উঠিয়া কিষুণ প্রসাদ বলিল,—"দুয়ার জানালাগুলা বন্ধ করিয়া দিব কি ? আজ বৈশাখী পূর্ণিমা বলিয়া কাশীতে ছোট দোল। দেখুন না আমার এই পোষাকে আসিবার সময় দুষ্ট লোকে পিচকারি দিয়া দিয়াছে।"

রাম অওতার ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"বন্ধ করিয়া দিন—বন্ধ করিয়া দিন।" তাহার ভয় হইল পাছে তাহার রেশমী পোষাক কেহ পিচকারী দিয়া নষ্ট করিয়া দেয়।

দুই জনে কথোপকথন করিতে লাগিল। ক্রমে গাড়ী গন্তব্যস্থানে গিয়া পৌঁছিল। অবতরণ করিয়া রাম অওতার দেখিল, একটি প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত না করিয়াই কিষুণ প্রসাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রথমটা অত্যন্ত অন্ধকার। তাহার পর একটা সিঁড়ি দেখা গেল, সেখানে বাতি জ্বলিতেছে। সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া, রাম অওতার একটি বৃহৎ কক্ষে নীত হইল। সে প্রথমে ভাবিয়াছিল, ইহারা যখন নব্যতন্ত্রের লোক, তখন গৃহসজ্জাদি সাহেবী ধরণের হইবে। দেখিল তাহা নহে। কক্ষটির মধ্যস্থলে ফরাস বিছানা পাতা রহিয়াছে। তাহার উপর কয়েকটি তাকিয়া রক্ষিত। মধ্যস্থানে বসিয়া একটি স্থূলকায় বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ পুরুষ আলবোলায় ধূমপানে প্রবৃত্ত।

কিযুণ প্রসাদ ওরফে কানাইয়ালাল পৌঁছিয়া বলিল,—"চাচাজী—এই লালা রাম অওতার লাল আসিয়াছেন।" "চাচাজী" আর কেহই নয়—স্বয়ং মহাদেও মিশ্র। মহাদেও আপ্যায়িত করিয়া রাম অওতারকে বসাইল। নানাপ্রকার কথোপকথনে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া, কানাইয়ালালকে ডাকিয়া বলিল,—"কিযুণ,—তবে আমি বাড়ীর ভিতর যাইয়া উঁহাদের প্রস্তুত হইতে বলি। তুমি ততক্ষণ ইঁহাকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাও।"

ইহা বলিয়া মহাদেও মিশ্র বাহির হইয়া গেল। কানাইয়ালাল সেখানে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা ভৃত্য রূপার বাসনে কিছু মিষ্টান্ন এবং কিছু সুগন্ধি সিদ্ধি আনিয়া হাজির করিল।

কিযুণ প্রসাদ বলিল,—"আপনি পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন,—তাই এক পেয়ালা সিদ্ধির বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমরা কাশীবাসীরা সিদ্ধির বড় ভক্ত। ক্লান্তিদূর করিতে সিদ্ধির মত পানীয় আর নাই।"

রাম অওতার অনুরোধক্রমে মিষ্টান্ন এবং সিদ্ধিটুকু শেষ করিয়া ফেলিল। পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, রাত্রি ৮টা বাজে। ঘড়ি দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ দুইটি যেন ঘুমে জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

কানাইয়ালাল বলিল,—"আপনি গীতবাদ্য জানেন কি? আমাদের বাটীর মহিলারা অত্যন্ত গীতবাদ্যপ্রিয়।"

রাম অওতার বলিল,—"গীত? গীত?—জানি বৈ কি? শুনিবে একটা?"

তখন নেশায় তাহার মস্তিষ্ক চম্ চম্ করিয়া উঠিয়াছে। মনে হইতে লাগিল—যেন চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বহু লোক যেন তাহাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া, সারেং, বেহালা, বীণ হাতে

করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্রমে তাহারা যেন সকলে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল।

রাম অওতার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"গীত? শুনিবে একটা?" বলিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আরম্ভ করিল—

বতা দে সখি, কৌন গলি গয়ে মেরে শ্যাম।
গোকুল ঢুঁড়ি
বিন্দ্রাবন ঢুঁ—

আর কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। ঢুঁ—ঢুঁ—ঢুঁ—কয়েকবার বলিয়া সেই ফরাস বিছানার উপর সে পড়িয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাদেও মিশ্র আসিয়া প্রবেশ করিল। বলিল—"কি রে কানাইয়া, ঔষধ ধরিয়াছে?"

কানাইয়ালাল হাসিয়া বলিল,—"ধরিয়াছে বৈ কি! যায় কোথা?"

মহাদেও বলিল,—"দেখত কি আছে।" কানাইয়ালাল তখন অচেতন রাম অওতারের দেহ হইতে তাহার ঘড়ি, চেন, হীরার আংটী, নগদ দুই শত টাকা, রৌপ্যনির্ম্মিত পানের ডিবা প্রভৃতি বাহির করিয়া লইল। মহাদেও টাকাগুলা গণিতে গণিতে বলিল,—"পোষাক খোল্,—দামী পোষাক।"

গুরুজীর আদেশমত কানাইয়ালাল সেই টুপী, জুতা, রেশমী পোষাক সমস্তই খুলিয়া লইয়া তাহাকে একখানা ছিন্নবস্ত্র পরাইতে লাগিল।

মহাদেও বলিল,—"না—না। উহাকে বাবাজী বানাইয়া ছাড়িয়া দে। কাল সকালে যখন নেশা ছুটিয়া জাগিয়া উঠিবে, তখন খাইবে কি? একটা গেরুয়া কৌপীন পরাইয়া দে। সমস্ত গায়ে ভস্ম মাখাইয়া

দে। একটা চিমটা দে। একটা ঝুলিও সঙ্গে দিয়া দে। কাশীতে সন্ন্যাসীবেশী লোক কখনও ক্ষুধায় মরে না।”

কানাইয়ালাল সমস্তই ঐরূপ করিল। মহাদেও পকেট হইতে গোটাকতক পয়সা বাহির করিয়া বলিল,—“দে,—এই পয়সা কটাও ঝুলিতে দিয়া দে। এখন ঘণ্টা দুই এইখানেই পড়িয়া থাকুক। তাহার পরে অন্ধকার অন্ধকার গলি দিয়া লইয়া গিয়া, মান-মন্দিরের দেউড়িতে শোয়াইয়া দিয়া আসিস্। সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডায় ঘুমাইবে ভাল। নেশাও রাত্রি পোহাইতে পোহাইতে ছুটিয়া যাইবে।

* * * * *

কয়েক দিবস পরে গাজীপুরের সকলেই শুনিল, রাম অওতার লাল ধনসম্পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসার-বিরাগী হইয়া কাশীতে গিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিল; সৌভাগ্যবশতঃ তাহার মাতুল কাশীর রাস্তায় তদবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া অনেক কষ্টে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়া এখন হইতে রাম অওতারের একটা খ্যাতি জন্মিয়া গেল।

আধুনিক সন্ন্যাসী

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঁকীপুরে কলেজে পড়িতাম, হিন্দুয়ানীর দিকে ঝোঁকটা অত্যন্ত প্রবল ছিল। মস্তকে প্রকাণ্ড একটি শিখা ছিল। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতাম। মাছটা খাইতাম, কিন্তু মাংস খাইতাম না। আমাদের মেসের বাসায় সপ্তাহে একদিন করিয়া মাংস হইত। সেদিন ম্যানেজার আমার জন্য পায়সের বন্দোবস্ত করিতেন।

বাঁকীপুরে একটি "মহাদেব-স্থান" আছে,—সেখানে প্রায়ই গিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম,—যদি কোনও সাধু মহাত্মার দর্শন পাই। "সাধুর" দর্শন মোটেই দুর্লভ ছিল না, কিন্তু সাধু মহাত্মার দর্শন কখনও ঘটে নাই। অধিকাংশ সাধুই প্রায় নিরক্ষর,—শাস্ত্রজ্ঞান আদৌ নাই বলিলেই হয়,—কেবল কতিপয় বাঁধা বুলি মুখস্থ আছে; আর গঞ্জিকা ভস্ম করিতে নিতান্তই সুনিপুণ। তবু তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিয়া থাকিতাম, ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিতাম। তুলসীদাস বলিয়াছেন না ?

সব সে বসিহো, সব সে রসিহো
সব সে মিলিহো ধায়।
ক্যা জানে ক্যা ভেখ্ মে
নারায়ণ মিল যায়।

আমি তখন বি, এ, ক্লাসে পড়ি, পরীক্ষার আর পাঁচদিন মাত্র বিলম্ব আছে। একজন আসিয়া সংবাদ দিল, গঙ্গাতীরে একজন যথার্থ সাধু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ পুস্তকাদি বন্ধ করিয়া বাহির হইলাম। একাকী গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

তখন বেলা তিনটা। গঙ্গাতীরে,—স্নানের ঘাটগুলি হইতে দূরে, একখানি খড়ে বাঁধা ক্ষুদ্র কুটীর আছে। সেইখানে সাধুবাবা আশ্রম স্থাপনা করিয়াছেন। আমি নগ্নপদে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিন চারিজন হিন্দুস্থানী ব্যক্তি সাধুবাবার কাছে বসিয়া আছে। সাধুবাবা হিন্দীতে তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন।

আমি একটি শালপাতার ঠোঙ্গায় করিয়া কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া গিয়াছিলাম। সেই মিষ্টান্ন এবং একটি সিকি সাধুবাবার পদপ্রান্তে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। দেখিলাম, অন্যান্য ভক্তগণেরও উপহার সেখানে রক্ষিত রহিয়াছে।

সাধুবাবা হিন্দুস্থানী কয়েকটির সঙ্গে তুলসীদাসের রামায়ণ সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন,—"দেখ, আমি বাঙ্গালী,—আমাদের বাঙ্গালা রামায়ণ আছে, কিন্তু তুলসীদাস তাঁহার গ্রন্থে ভক্তিরসের যেরূপ ফোয়ারা তুলিয়াছেন,—সেরূপ আমাদের রামায়ণে নাই।" বলিয়া তিনি তুলসীদাস হইতে নানাস্থান আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন।

এ ব্যাপারে আমার মনে একটু যেন খট্‌কা লাগিল। কথাটা যেন একটু খোসামোদের মত শুনাইতেছে না?—খরিদ্দার খুসী করার মত? কার্য্য হাসিল করার মত? আমাদের গ্রামে একটি বিধবা ছিলেন,—পত্র লেখাইবার প্রয়োজন হইলেই আমার কাছে আসিয়া বলিতেন—"আহা, রাজুর হাতের নেকাগুলি যেন মুক্তোর মত।—একখানি চিঠি নিকে দেবে বাপধন?"

হিন্দুস্থানীরা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। তখন সাধুবাবা প্রণামীর পয়সাগুলি জড় করিয়া গণিয়া দেখিলেন। সিকি, দুয়ানী ও পয়সা অনেকগুলি হইয়াছিল। গণিয়া বাবাজীর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

আমি তখন মনে ভাবিতেছি, "ইনিও একটি ভণ্ড সাধু। আমার সময় ও অর্থব্যয় বৃথা হইয়াছে।"—কিন্তু পরক্ষণেই সাধুবাবা যে কথা বলিলেন, তাহাতে আমার পূর্ব্বভাব তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইল, এবং মন ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সাধুবাবা বলিলেন,—"আজ প্রণামীতে প্রায় এক টাকা পাইয়াছি। এই টাকাটি দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে যাইবে। ইহাতে ষোলজন লোকের এক-বেলার আহার সম্পন্ন হইবে।"

আমি অনেক সাধুর সঙ্গে বেড়াইয়াছি,—কোনও সাধুর মুখে ত কখনও দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার বা ক্ষুধার্থ ব্যক্তির প্রতি মমতার কথা শুনি নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি প্রণামীতে যাহা পান, সমস্তই কি ঐ প্রকারে সদ্ব্যবহার করেন?"

"সমস্ত। একটি কপর্দ্দকও আমি রাখি না।"

"তবে আপনার চলে কি করিয়া?"

তিনি আমার প্রদত্ত ও অন্যান্য কয়েকটি মিষ্টান্নের ঠোঙ্গা দেখাইয়া বলিলেন,—"এই দেখ। আমার কি ক্ষুধায় মরিবার উপায় আছে?"

আমি বলিলাম,—"আপনি সন্ন্যাসীমানুষ,—নানাস্থানে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান,—এমন ত অনেক দিন হইতে পারে যে, ভক্তের উপহার আসিয়া পৌঁছিল না। সেদিন কি করেন?"

সাধুবাবা বলিলেন,—"একটু ভুল করিয়াছ। ইহা ভক্তের উপহার নহে,—ভগবানেরই উপহার। আমার কায আমি করিয়া যাই, তাঁহার কায তিনি করেন।"

মনে হইল, লোকটি ভক্তির উপযুক্ত বটে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি?"

"রাজীবলোচন ঘোষাল।" আমার অন্যান্য পরিচয়ও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্তই বলিলাম। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন,—

"তোমার পরীক্ষার আর পাঁচ দিন মাত্র বিলম্ব আছে—আর তুমি পাঠে অবহেলা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ ?"

আমি বলিলাম,—"অর্থকরী বিদ্যায় আমার চিত্ত নাই। সাধু মহাত্মাগণের সঙ্গই আমার পক্ষে অধিক আনন্দপ্রদ।"

সাধুবাবা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"দেখ, পথ অনেক আছে। যে পথ যে অবলম্বন করিয়াছে, তাহার পক্ষে সেই পথ ধরিয়া চলাই কর্ত্তব্য। এক পথে দাঁড়াইয়া অপর পথের পানে প্রলুব্ধ দৃষ্টিপাত করিলে, অপর পথেও তুমি পৌঁছিলে না, অথচ যে পথে আছ, সে পথেও অগ্রসর হইতে পারিলে না। যে পথেই থাক, আশে পাশে তাকাইবে না, সম্মুখে সিধা তাকাইবে। এই জন্যই ত ঘোড়ার চোখে দুইটা ঠুলি বাঁধিয়া দেয়। ঘোড়া কেবল সম্মুখের পথই দেখিতে পায়, সম্মুখেই ছুটিয়া চলে।"

এখন হইলে এ যুক্তির মধ্যে ছিদ্র ধরিতে পারিতাম ; কিন্তু তখন ইহা শুনিয়া মোহিত হইয়া গেলাম। মনে হইল, হাঁ,—এইবার একটি প্রকৃত সাধুর দর্শন পাইয়াছি বটে। তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া বলিলেন,—"আগে আরব্ধকার্য্য সমাপ্ত কর। পরীক্ষা হইয়া যাউক, তাহার পর আমার কাছে আসিও।"

আমি বলিলাম,—"আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্ততঃ আর একবার মাত্র আপনার শ্রীচরণদর্শন করিতে আজ্ঞা করুন।"

"তোমার পরীক্ষা কবে ?"

"এই সোমবার দিন।"

"আচ্ছা, সোমবার প্রভাতে একবার আমার কাছে আসিও। আমার 'শ্রীচরণদর্শন' করিবার জন্য নহে,—তোমার পরীক্ষা সম্বন্ধে তোমায় কোনও আবশ্যকীয় কথা বলিব।"

কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পরে,—আমি উঠিবার সঙ্কল্প করিতেছি—সাধুবাবা বলিলেন,—"সাধুসেবা করিবার তোমার বড়ই আকাঙ্ক্ষা,—একটা কায কর দেখি।"

আমি যেন নিজেকে ধন্য মানিয়া বলিলাম—"আজ্ঞা করুন।"

বাবা বলিলেন,—"ঐখানে কমণ্ডলুটা আছে—গঙ্গা হইতে জল ভরিয়া লইয়া আইস।"

আমি জল আনিয়া রাখিলাম। সাধুবাবা অন্যদিকে চাহিয়া, অন্যমনে বলিলেন—"Thanks."

সাধু সন্ন্যাসীর মুখে "Thanks"ও এই প্রথম শুনিলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণহৃদয়ে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাসায় আসিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলাম। এ পাঁচদিন অনবরত অধ্যয়ন করিয়া, পরীক্ষার দিন প্রভাতে উঠিয়া সাধুদর্শন করিতে চলিলাম।

আমার পরীক্ষা সম্বন্ধে কি আবশ্যকীয় কথা সাধুবাবা বলিবেন,—এ বিষয়ে আমার মনে একটা কৌতূহল হইয়াছিল। বাসার সকলের কাছে সাধুবাবার গল্প করিয়াছিলাম। কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল,—"বোধ হয় কোনও প্রশ্ন ট্রশ্ন বলে দেবেন। ওঁদের ভূত ভবিষ্যৎ সবই

জানা আছে কি না।”—আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। গুজব শুনা গিয়াছে—ঐ সাধুবাবা ইংরাজিতে একজন ব্যুৎপন্ন লোক,—তিনি নাকি এম, এ, পাস! সুধাংশু বাবু নামক আমার একজন সহপাঠী—তিনি এম, এ, পাস শুনিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—“এম, এ, পাস না হাতি-পাস।”—তাহার পর হইতে সুধাংশু বাবুর সহিত আমি ভাল করিয়া কথা কহিতাম না।

গঙ্গাতীরে গিয়া প্রথমে স্নান করিলাম। স্নানান্তে, সিক্ত বস্ত্রখানি হস্তে লইয়া, সাধুবাবার কুটীরের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

তখন সেই মাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। গিয়া দেখিলাম, কুটীরের সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে—তাহার সম্মুখে বসিয়া সাধুবাবা ধ্যানস্থ।

কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকার পর সাধুবাবা নয়ন উন্মীলন করিলেন। আমি প্রণাম করিলাম।

তিনি বলিলেন,—“আজ তোমার পরীক্ষা?”

“আজ্ঞে হাঁ।”

“তোমায় আজ কিছু বলিব বলিয়াছিলাম। তাহা অতি সামান্য কথা, অথচ প্রয়োজনীয় কথাও বটে। দেখ,—আর্য্যধর্ম্মে পুরাকাল হইতে ফুল দিয়া দেবতার পূজা করিবার কেন ব্যবস্থা আছে বলিতে পার?”

আমি বলিলাম,—“ফুল সুগন্ধপূর্ণ জিনিষ,—দেবতার প্রীতির জন্য ফুল দিয়া পূজা করা হয়।”

সাধুবাবা বলিলেন,—“ভুল। দেবতা নির্ব্বিকার। ফুলের গন্ধে তাঁহার প্রীতি হইবে কি করিয়া? না, ফুল দেবতার জন্য নহে,—পূজকের প্রীতির জন্য। ফুলের গন্ধে পূজকের মনে আনন্দের ভাব হইবে বলিয়া। আনন্দপূর্ণ মনে কোনও কার্য্য করিলে তাহা যেমন সফল হয়,—সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। তুমি বাসায় ফিরিবার সময় এক শিশি সুগন্ধি

দ্রব্য কিনিয়া লইয়া যাইও। যদি দেশী পাও ত বিলাতী কিনিও না, কারণ দেশীয় শিল্পের উৎসাহবর্দ্ধন করা আমাদের সকলের কর্ত্তব্য। সেই সুগন্ধি রুমালে, চাদরে একটু মাখিয়া পরীক্ষালয়ে যাইবে। মন ভাল থাকিলে ভাল লিখিতে পারিবে।" আরও দুই চারি কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের শেক্সপিয়রের কি কি নাটক পাঠ্য আছে ?"

আমি বলিলাম,—"Hamlet, Julius Cæsar ও Tempest".

সাধুবাবা বলিলেন,—"আহা, Hamlet! উহার তুল্য পুস্তক আর কোনও ভাষায় পাঠ করি নাই।"

বলিয়া,—"To be, or, not to be, that is the question" হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দর রূপে আবৃত্তি করিলেন।

সাধুবাবা যে এম, এ, পাস এ সম্বন্ধে তখন আর আমার অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না।

বাসায় ফিরিলে সকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হে, বাবাজী কি বল্লেন ?"

আমি সকল কথাই বলিলাম। শুনিয়া দুই একজন বলিল—"দেখ লোকটা এম, এ, পাস হোক্ না হোক্,—বুজরুক নয়।" কেহ কেহ বলিল,—"লোকটার উপর ভক্তি হচ্চে। পরীক্ষাটা হয়ে যাক্, একদিন দেখতে যেতে হবে।"

আমি মনে মনে অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলাম। ভাবিয়া রাখিলাম,—পরীক্ষাটা হইয়া যাউক—ইহাদিগকে একবার লইয়া দেখাইয়া আনিব,—সাধুবাবা কিরূপ অসাধারণ ব্যক্তি। ইংরাজি সাহিত্য সম্বন্ধে কথা তুলিয়া, সকলকে, বিশেষতঃ সুধাংশুকে দেখাইব, সাধুবাবা কিরূপ সুপণ্ডিত ব্যক্তি।

পরীক্ষা হইয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যাবেলাই বাসায় কয়েক জনকে লইয়া সাধুদর্শনে চলিলাম। গর্ব্বে আমার বক্ষ স্ফীত হইতে লাগিল। এই সাধুবাবা যেন বিশেষ করিয়া আমারই সম্পত্তি—দেখুক সকলে,—দেখিয়া বিস্ময়ে আপ্লুত হউক। যাহারা গৈরিক বসনে, জটা ধারণ করিয়া, ভস্ম মাখিয়া বেড়ায়, তাহারা যে সকলেই "হাম্বাগ" নহে,—তাহা দেখুক উহারা।

মাঠের ভিতর দিয়া গঙ্গাতীরে যাইতে হয়। বিজয়ী বীরের ন্যায় সগর্ব্বে পদক্ষেপ করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলাম।

কুটীরে পৌঁছিয়া দেখিলাম, কুটীর শূন্য, কিন্তু তাহার চারি পাশে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে। সাধুবাবা কোথায় জিজ্ঞাসা করায় কতিপয় লোক বলিল—"সাধুবাবা? এই কতক্ষণ হইল সাধুবাবাকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গেল। তিনি কলিকাতার বেঙ্গলব্যাঙ্কে জাল চেক ভাঙ্গাইয়া বিশ হাজার টাকা লইয়া সটকাইয়াছিলেন। ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল। এই কতক্ষণ হইল ডিটেক্টিভ পুলিস আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।"

আমি বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। সুধাংশু আমার পানে চাহিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। হাতে বন্দুক থাকিলে আমি তাঁহাকে গুলি করিয়া ফেলিতে পারিতাম।

একদাগ ঔষধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুকুমারী আজ দুইদিন তাহার স্বামীর পত্র না পাইয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। সে এ বাটীর ছোট বউ। তাহার শ্বশুর বড়লোক। তাহাকে কোনও সাংসারিক কায করিতে হয় না; খালি অনেক উপন্যাস পড়িতে হয়; বড় যায়ের সঙ্গে, ননদ দুটির সঙ্গে, গল্প করিতে হয়, তাস খেলিতে হয়। মধ্যে মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটিও করিতে হয়। সুতরাং স্বামীকে পত্র লেখা ও তাহার পত্র পাওয়া সুকুমারীর দৈনন্দিন জীবনের একটা প্রধান কায। আর একটা কায তাহার আছে, সেটা বড় প্রীতিকর নহে, তাহাকে অনেক ঔষধ খাইতে হয়। কারণ, মাঝে মাঝে কম্প দিয়া তাহার জ্বর আসে।

সুকুমারী যে স্বামীর পত্র না পাইয়া ভাবিতেছে, তাহা বাড়ীর বিড়ালটা পর্য্যন্ত অবগত ছিল। আজ বেলা দশটার সময় সুকুমারী কাপড় ছোপাইবে বলিয়া শিউলি ফুলের বোঁটা কাটিতে বসিয়াছিল, এমন সময় তাহার ছোট ননদ মন্না আসিয়া বলিল—"ওলো ভেবে মরছিলি, এই নে তোর বরের চিঠি এসেছে।" সুকুমারী আগ্রহের সহিত চিঠি লইয়া নিজের শয়নঘরে পলায়ন করিল। চিঠি খুলিয়া যাহা পড়িল, তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। চিঠি এইরূপ :—

সুকুমারী,

আমি নিদারুণ মনস্তাপে দগ্ধ হইতেছি, আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছি—আমি আর তোমার ভক্তিযোগ্য স্বামী নহি।

আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল—কুসঙ্গের দোষে প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। সব কথা পত্রে লিখিবার নহে, সাক্ষাতে বলিব। আজ সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী আসিব। অকপটে তোমার কাছে সব বলিব। তোমার ভালবাসা যদি আমায় ক্ষমা করিতে পারে, তবে আমি আবার আমি হইব,—নচেৎ সব ফুরাইয়াছে।

তোমার হতভাগ্য
অবিনাশ।

পত্রখানি প্রথম বার পাঠ করিয়া সুকুমারী বুঝিল একটা কোনও ভয়ানক জিনিষ ঘটিয়াছে, কিন্তু কি ঘটিয়াছে তাহা ভাল উপলব্ধি করিতে পারিল না। বারম্বার পড়িতে পড়িতে একটা অর্থ তাহার মনে হইতে লাগিল। তাহার শরীর শিথিল হইয়া আসিল, আর দাঁড়াইতে পারিল না। খাটের উপর বসিয়া পড়িল। বসিয়া আর একবার পত্রখানি পাঠ করিল,—করিয়া, সেখানিকে কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। মুষ্টি ভরিয়া ছিন্ন পত্র জানালা গলাইয়া বাহিরে বাগানে ফেলিয়া দিল।

পরমুহূর্ত্তে মনে হইল, যদি কেহ ছেঁড়াগুলি কুড়াইয়া লয়, যোড়া দিয়া পড়ে! তৎক্ষণাৎ সে বাগানে গিয়া ছেঁড়া কাগজগুলি একটি একটি করিয়া খুঁটিয়া তুলিয়া লইল। তাহার আঙুলের কচি ডগাগুলিতে শিশির ও কাদা লাগিয়া গেল। কিছু দূরে অন্য বাটীর সদর দরজায় বৈষ্ণব ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছিল, আনমনে একটু দাঁড়াইয়া তাই শুনিল। ছেঁড়া চিঠির টুকরাগুলি আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া শয়নঘরে ফিরিয়া আসিল।

ভারি শীত করিতে লাগিল। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে যেমন হয়, ঠিক সেই রকম। বিছানায় উঠিয়া, লেপ মুড়ি দিয়া, সুকুমারী শয়ন করিল।

লেপের মধ্যে, প্রথমে তাহার চোখের জলের বাঁধ ভাঙ্গিল। একা ঘরে, পরিজনের অলক্ষিতে, সুকুমারী অনেক কান্না কাঁদিল।

এই সময় তাহার বড় ননদ বিনোদিনী আসিয়া বলিল—"সুকি, শুলি যে, অসুখ করেছে নাকি?" বলিয়া সে সুকুমারীর মুখ হইতে হঠাৎ লেপ খুলিয়া দিল। মুখ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"একি, কাঁদছিস! কি হয়েছে লা? দাদা ভাল আছে ত?"

সুকুমারী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল—"না, কাঁদিনি ত।"

"না কাঁদিস নি বৈ কি। দাদা ভাল আছে ত?"

"হ্যাঁ ভাল আছে।"

শুনিয়া বিনোদিনী আশ্বস্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"তবে কাঁদছিস কেন?"

গালে চোখের জলের দাগ, তথাপি সুকুমারী বলিল—"কৈ, কাঁদিনি ত।"

"দাদা বকেছে?"

"দূর।"

"বলনা, কি হয়েছে বলনা ভাই?"

সুকুমারী বিরক্ত হইয়া বলিল—"কিছু হয় নি, হবে আবার কি?"

"না, হয় নি! বলবিনে তাই বল। না বল্লি ত ভারি বয়ে গেল।" বলিয়া বিনোদিনী রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সুকুমারী একা হইয়া আবার লেপে মুখ ঢাকিল, ভাবিতে লাগিল, সত্যই যদি তাহা হইয়া থাকে! তবে ত সবই শেষ হইয়াছে! সবই গিয়াছে! সে স্বামীকে আর কেমন করিয়া স্পর্শ করিবে, যত্ন করিবে, সেবা করিবে?

সে কি করিবে? তাহার এ কি হইল? এ সর্ব্বনাশ তাহার কে করিল?

এই সময় তাহার শ্বাশুড়ী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন—"আবার জ্বর করে বসেছ? বেশ করেছ! কুপথ্যি করেছিলে? আবার তেঁতুল আচার খেয়েছিলে?"

সুকুমারী লেপের মধ্যে হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"তেঁতুল আচার ত খাইনি মা।"

"খাওনি ত কি করেছিলে? এত করে বারণ করি ভিজে মাথায় শুয়ো না। তা ত শুনবে না; ভাতটি খেয়েই চুপ করে শুয়ে পড়। যা খুসী কর বাছা। গা কি খুব গরম হয়েছে? ভারি শীত করছে? এখনও আমার মালাজপ শেষ হয় নি, বিছানা ছুঁতে পারব না, যাই মন্না কি বিন্নিকে পাঠিয়ে দিই গে।"—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

সুকুমারী আবার ভাবিতে লাগিল। কে সে? কোন রাক্ষসী তাহার সর্ব্বনাশ করিল? তাহার সুখের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল? তাহাকে যদি পায় একবার, তবে নখে করিয়া তাহার চক্ষু ছিঁড়িয়া ফেলে।

ভাবিল, না জানি সে কেমন সুন্দরী। আমার স্বামী ভুলিল—অবশ্যই সে আমার অপেক্ষা সুন্দরী। আর কেহ নয়, আমার স্বামী! আমার স্বামীকে যে আমি দেবতার তুল্য জ্ঞান করিতাম। কত লোকে বলিয়াছে কলিকাতা অতি প্রলোভনপূর্ণ স্থান,—যুবকগণের পক্ষে অতি বিষম স্থান,—কিন্তু আমার স্বামীর উপর আমার যে অগাধ বিশ্বাস ছিল।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সুকুমারীর জ্বর দ্বিগুণ প্রবলতা ধারণ করিল। জ্বরের ঘোরে সে অচেতন হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুকুমারী যখন চক্ষু খুলিল, তখন দেখিল ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। ডাক্তার নিকটে বসিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন। তাহার শ্বশুর কিছু দূরে চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। মন্না মেঝের উপর বসিয়া খোকাকে ঘুম পাড়াইতেছে।

ডাক্তার বলিলেন—"এই ওষুধটুকু খেয়ে ফেল দেখি মা।" বলিয়া মুখের কাছে ঔষধ ধরিলেন। সুকুমারী পান করিল।

ডাক্তার বলিলেন—"অনেকটা নরম পড়েছে এখন। কোনও ভাবনা নেই। যতক্ষণ একবারে জ্বরটা না পড়ে, ঐ ফিবার মিক্শ্চারটা দু ঘণ্টা অন্তর খাইয়ে দেবেন।" বলিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

ডাক্তার গেলে সুকুমারীর শাশুড়ী আসিলেন। কপালে হাত দিয়া বলিলেন—"অনেকটা কম বৈ কি। গায়ে একবারে হাত রাখা যাচ্ছিল না। এখন কেমন আছ মা ?"

সুকুমারী চুপি চুপি বলিল—"ভাল আছি।"

তিনি বলিলেন—"বিকেলের গাড়ীতে অবিনাশ এসেছে। মন্না, যা দিকিন, তোর দাদাকে ডেকে দে।" তারপর স্বামীকে বলিলেন—"তোমার জলখাবার সাজিয়ে রেখেছে—যাও, দেরী কোরোনা।"

ঘরে শুধু সুকুমারীর শাশুড়ী রহিলেন। অপর সকলে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে অবিনাশ আসিল। তাহার মা তখন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গেলেন।

অবিনাশ বিছানার উপর বসিয়া সুকুমারীর কপালের উপর হাত রাখিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছ সুকু ?"

সুকুমারী বলিল—"ভাল আছি।"

"আজ সকালে আমার চিঠি পেয়েছ ?"

"পেয়েছি।—সত্যি ?"

অবিনাশ বলিল—"সত্যি বৈ কি।"

"আমায় মনে পড়ল না ?"

অবিনাশ চুপ করিয়া রহিল।

সুকুমারী বলিল—"সে কি বড় সুন্দরী ?"

অবিনাশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কে ?"

"সে।"

"কে সে ? কার কথা জিজ্ঞাসা করছ ?"

সুকুমারীর মনে ভারি খট্‌কা লাগিল। বলিল—"কি হয়েছে তবে ? কি করেছ ?"

অবিনাশ মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিতে পারিল, সুকুমারী কি ভ্রমে পতিত হইয়াছে। ভাবিল—কি সর্ব্বনাশ! বলিল—"না—না—সুকু। তুমি কি ভেবেছ ? তা নয়।"

"কি তবে ?"

"যা জীবনে কখনও স্পর্শ করতে বারণ করেছিলে, তোমার ভারি ঘৃণা জানিয়েছিলে, তাই খেয়েছি। মদ খেয়েছি। বেশী নয়, উপরোধে পড়ে এক চুমুক মাত্র খেয়েছি।"

দুই ঘণ্টা পরে সুকুমারীর আবার ঔষধ খাইবার কথা ছিল, কিন্তু প্রয়োজন হইল না। এক দাগ ঔষধেই তাহার জ্বর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া গেল। বাস্তবিক, ডাক্তার বাবুর ঔষধগুলি বড়ই তেজস্কর বলিতে হইবে।

স্বর্ণ-সিংহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সে আজ অনেক বৎসরের কথা। ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আলিপুরে "প্র্যাক্‌টিস্" আরম্ভ করিলাম, কিন্তু মক্কেল জুটিল না। মাস ছয় কাল বার লাইব্রেরিতে বসিয়া অন্যান্য নব্য উকীলগণের সহিত নানাবিধ খোস গল্প করিয়া ক্রমে শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম পশ্চিম যাই। কিন্তু পশ্চিমেই বা যাই কোথায়? ডিরেক্‌টারি বাহির করিয়া পশ্চিমের নানা স্থানের উকীলের তালিকা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলাম, বিহারে সাসেরাম নামক একটা জেলা আছে, সেখানে বাঙ্গালী উকীল একটিও নাই—আর কোনও বাঙ্গালীই নাই। যাইবার পক্ষে বাধাও বিস্তর,—রেল নাই। আরা ষ্টেশনে নামিয়া এক্কা করিয়া তিন চারি দিন যাইতে হয়। ভাবিলাম, এই ঠিক হইয়াছে। এই পৃথিবীর বাহির কাশী—সাক্ষাৎ কৈলাস। এইখানে গেলেই আমার পশার হইবে। পশ্চিমের লোকের বিশ্বাস, বাঙ্গালীরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান জাতি। ওদিকটায় বাঙ্গালীর এখনও খুব খাতির আছে। সুতরাং মাসখানেকের মধ্যেই সাসেরামে পৌঁছিয়া প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করিয়া দিলাম।

সাসেরামে একজন উর্দ্দুওয়ালা উকীল ছিলেন,—তাঁহার নাম মুন্সী জোয়ালা প্রসাদ। তিনিই সেখানকার প্রধান উকীল। আমাকে দেখিয়া কিন্তু বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হইলেন না। যাহাকে তাহাকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—"আরে উও তো বচ্চা হয়, কানুনকা হাল ক্যা জানতা

হয় ?”—প্রথম প্রথম একটা মোকর্দ্দমায় আমি তাঁহার বিপক্ষ পক্ষের উকীল নিযুক্ত ছিলাম। মোকর্দ্দমা শেষে বক্তৃতার দিন আইনের তর্ক করিবার জন্য অপরাধের মধ্যে আমি খানকতক মোটা মোটা পুস্তক লইয়া গিয়াছিলাম। জোয়ালা প্রসাদ কোনও আইনের পুস্তকের ধার ধারিতেন না। প্রকাশ্য আদালতে জজ বাহাদুরকে বলিলেন,—

“হুজুর,—দেখিয়ে তো তামাশা! কল্‌কত্তা সে এক উকীল আয়েহেঁ,—ন মোচ ন দাঢ়ী—ঔর বহস্ কে লিয়ে টোকড়ি ভরকে কিতাব্ লে আয়েহেঁ। হুজুরকো কানুন শিখ্‌লানে মাঙ্গতেহেঁ। যেয়সে কি হুজুরকো কানুন মালুম নহি হয়!”

জজ বাহাদুর একটু হাস্য করিয়া উকীল সাহেবকে বসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

আমারি প্রতি জোয়ালা প্রসাদের এই বিদ্বেষের কারণ ক্রমে বুঝিতে পারিলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি পাটনা কলেজে আইন অধ্যয়ন করিতেছিল। সেই ব্যক্তিই ভবিষ্যতে সাসেরামের একমাত্র ইংরাজি জানা উকীল হয়, ইহাই মুন্সী জোয়ালা প্রসাদের বাসনা ছিল। তাই আমাকে দেখিয়া তাঁহার এত আক্রোশ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অল্পদিনের মধ্যেই আমার পশার হইতে আরম্ভ হইল। একটা বন্ধে কলিকাতায় গিয়া আমার স্ত্রীকে লইয়া আসিলাম। সদর রাস্তার উপর আমার দ্বিতল গৃহখানি। উপরের কক্ষে চিকে ঢাকা জানালাটির কাছে বসিয়া কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে এই নূতন প্রদেশের নূতনতর জীবনপ্রবাহ দেখিতে আমার স্ত্রী ভালবাসিতেন। একদিন রাজপথে কতকগুলি বালকবালিকা সমবেত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে এই গীতটি বারম্বার গাহিতে লাগিল :—

"বাঙ্গালী বিটিয়া,
কল্‌কত্তা মে বেচে তামাকুল টিকিয়া।"

আমার স্ত্রী তখনও হিন্দী শিখেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কি বলছে গো ?"

আমি বলিলাম—"ওরা যা বলছে তার ভাবার্থ এই—হে বাঙ্গালীর মেয়ে,—আমাদের দেশে এসে তোমরা ভারি নবাব হয়েছ—চিকের আড়ালে দোতালায় বসে আছ,—কিন্তু কল্‌কাতায় তো তোমরা তামাক টিকেও বিক্রি কর শুনেছি।"

আমার স্ত্রী শুনিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন—"ওমা কি হবে।"

গ্রীষ্মকাল আসিল। আমার বাড়ীর চারিদিকের তালগাছগুলিতে পাসীরা তাড়ির জন্য "লাবনি" বাঁধিয়াছে। প্রত্যহ প্রভাতে চারিদিক হইতে পাসীদের চীৎকার শুনা যায়—"তার চিঢ়ো"—"আমি তালগাছে চড়িতেছি—কুলবধূগণ তোমরা উঠান হইতে পলায়ন করিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া থাক।"

গ্রীষ্মের ছুটিতে মুন্সী জোয়ালা প্রসাদের পুত্রটি পাটনা হইতে আসিল। সহরে ইংরাজিজানা লোকের সংখ্যা অল্প বলিয়া আমার সহিত তাহার বন্ধুভাব জন্মিল। তাহার নাম সুন্দরলাল। আমি তাহার পিতৃবৈরি হইলেও আমার কাছে সে সর্ব্বদা আসিত। মাঝে মাঝে আমরা একত্র বেড়াইতে যাইতাম। এখনকার বাঙ্গালীদের যেমন "সাহেব" হইবার উচ্চাভিলাষ,—সুন্দরলালের দেখিলাম সেইরূপ বাঙ্গালী হইবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী। পিতার অগোচরে সে মাঝে মাঝে আমার সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণও রক্ষা করিতে লাগিল।

লোকটিকে আমার বড় ভাল লাগিত। ক্রমে দেখিলাম,—সে যে শুধু ইংরাজি শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহা নহে—একটি আনুষঙ্গিক ব্যাধিও তাহার উৎপন্ন হইয়াছে। সে ব্যাধিটি দাম্পত্যবিষয়ক। সনাতন প্রথা অনুসারে পিতৃনির্ব্বাচিত কন্যাকে সে আর বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহে। বলিল,—এই কারণে পিতা তাহার উপর বিরক্ত।

আরও কয়েক দিনে বন্ধুত্ব একটু ঘনিষ্ঠভাব ধারণ করিল। এক দিন চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় নদীতীরে আমরা দুইজনে বেড়াইতেছিলাম। সুন্দরলাল সে দিন আমাকে বলিল—সে একটি মেয়েকে ভালবাসে।

শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। মনে করিতাম, এই ব্যাধি উপন্যাসপ্লাবিত বঙ্গদেশের বাহিরে এখনও বুঝি আসে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাহার নাম কি?"

"পান্না।"

"কত বড়?"

"তাহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর।"

দেখিলাম—তবে ত ইহা একটি রীতিমত রোমান্সের কাণ্ড। বন্ধুকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"মেয়েটি কোথায়?"

"আমাদের গ্রামে।"

আমি জানিতাম মুন্সী জোয়ালা প্রসাদের বাড়ী সদর হইতে ছয় মাইল দূরে পাটৌলি গ্রামে। রহস্য করিয়া বলিলাম—"তাই এত ঘন ঘন বাড়ী যাওয়া হয় বুঝি?"

সুন্দরলাল বলিল—"কোথা ঘন ঘন যাই? আসিয়াই একবার গিয়াছিলাম, আর সে দিন আর একবার গিয়াছিলাম মাত্র। প্রথমবার শুধু দেখা পাইয়াছিলাম, তাহার সহিত কথা কহিবার সুযোগ পাই নাই। তাই দ্বিতীয়বার গিয়াছিলাম।"

হাসিয়া বলিলাম—"এখানে তবে মরিতেছ কেন? আমি হইলে ত ছুটির কটা মাস সেইখানেই থাকিয়া যাইতাম।"

সুন্দরলাল বলিল—"আকাঙ্ক্ষার যদি অনুসরণ করিতাম, তবে আমিও তাহাই করিতাম। আমি জানি, আমি যদি তাহার কাছাকাছি থাকি, তবে সর্ব্বদা তাহাকে দেখিবার, তাহার সঙ্গে কথা কহিবার সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইব। তাহা হইলে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিব না। এইরূপ কিছুদিন চলিলে, গ্রামের লোকের মধ্যে কি প্রকার আলোচনা উত্থিত হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখ। আমি যাহাকে ভালবাসি, আমি কি তাহার—"

সুন্দরলাল আর বলিতে পারিল না,—কিন্তু আমি তাহার মনের ভাব বুঝিলাম। আমি এতক্ষণ ব্যাপারটিকে পরিহাসের বিষয়স্বরূপই মনে স্থান দিয়াছিলাম। সুন্দরলালের এই কথায় সে ভাব আমার মন হইতে তিরোহিত হইল।

পরিহাসের স্বর পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"মেয়েটি কে?"

"আমাদের গ্রামে একটি পেন্সনপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সৈনিকপুরুষ আছেন। তাঁহার নাম সুবেদার অযোধ্যানাথ। পান্না তাঁহার পৌত্রী।"

"তাহারা কি তোমাদের স্বজাতি।"

"স্বজাতি বৈ কি।"

"তবে বাধা কি? তোমার পিতার নিকট তোমার বাসনা কখনও ব্যক্ত করিয়াছিলে?"

"করিয়াছিলাম। নিজে করি নাই—অন্য লোক দিয়া বলাইয়াছিলাম। অযোধ্যানাথ আমাকে তাঁহার নাতিজামাই করিতে প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কুলগত কোনও দোষ আছে বলিয়া, জাতি-ভয়ে, পিতা কিছুতেই সম্মত হন নাই। সে মেয়ের আরও অনেক স্থলে বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কেহই সম্মত হয় না। নহিলে আমাদের ঘরে অত বড় মেয়ে কখনও অবিবাহিত থাকে?"

শুনিয়া আমার মন কিছু বিষণ্ণ হইল। এ যে উপন্যাসের মতই কারখানা দেখিতেছি। কিন্তু উপন্যাসের সুখ-সম্মিলনটা প্রায়ই কোনও না কোনও উপায়ে সংঘটিত হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও কি তাহা হইবে না?

তাহার পর সুন্দরলাল অনেক কথা বলিল। সকল কথাই তাহার প্রণয়িণীর সম্বন্ধে। সুন্দরলাল স্পষ্টই বলিল—"প্রণয়ের আবেগটা সমস্ত তাহার তরফ হইতে। বালিকা সম্ভবতঃ ভালমন্দ কিছুই জানে না। তাহার জানিবার বয়সও নহে, সুযোগও ঘটে নাই।"

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, রাত্রে আমার স্ত্রীকে সকল কথা বলিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইহার পর আর মাস দুই কাটিল। আমার বেশ পশার হইয়া আসিতেছে। এখন প্রত্যেক বড় মোকর্দ্দমায় কোন না কোন পক্ষে আমি নিযুক্ত থাকি। সুন্দরলাল পাটনায় ফিরিয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে কয়েকবার সুন্দরলালের সহিত তাহাদের গ্রামে গিয়াছিলাম। সুবেদার অবোধ্যানাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি। দূর হইতে অতর্কিতে আমার বন্ধুর মনোহারিণীকেও দেখিয়া আসিয়াছি। মেয়েটি বেশ সুন্দরী বটে। তাহাকে ভালবাসিয়াছে বলিয়া সুন্দরলালকে দোষ দিতে পারা যায় না।

প্রথম যেদিন পাটৌলি হইতে ফিরিয়া আসিলাম, আমার স্ত্রী সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পান্নাকে দেখ্‌লে ?"

"দেখলাম বৈ কি ?"

"কেমন দেখ্‌তে গো ?"

জ্ঞানী জনেরা বলিয়া থাকেন, নিজের স্ত্রীর সমক্ষে অন্য কোনও স্ত্রীলোকের রূপের কখনও প্রশংসা করিও না। করিলে বিপদসম্ভাবনা আছে। তাই সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বলিলাম—"দেখতে মন্দ কি।"

স্ত্রী বলিলেন—"তবু কি রকম দেখতে, কি রকম রঙ, মুখ চোখ কি রকম ?"

বলিলাম—"তা—ভালই।"

আমার উত্তরে আমার স্ত্রী সন্তুষ্ট হইলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"খুব সুন্দরী ?"

পূর্ব্ববৎ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বলিলাম—"কি জানি অত বুঝি সুঝিনে।"

গৃহিণী বলিলেন—"আহা কথার শ্রী দেখ। কচি খোকা কি না—কিছু বোঝেন না!—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি যদি সুন্দরলাল হতে, তা হলে তুমি ভালবাসতে কি না?"

আমি দুষ্টামি করিয়া বলিলাম—"কাকে? তোমাকে?"

শ্রীমতী রাগিয়া বলিলেন—"গা জ্বালা করে কথা শুনে। পান্নাকে—পান্নাকে।"

"আমি যদি সুন্দরলাল হতাম?"

"হাঁ গো হাঁ। একটা কথা বুঝতে পার না? এত পাশ করলে কি করে?"

এরূপ প্রশ্নের উত্তরে কি বলিতে হইবে জ্ঞানীজনেরা তাহার কোনও নির্দ্দেশ করেন নাই। সুতরাং কপাল ঠুকিয়া বলিলাম—"তা বাসতাম বোধ হয়।"

কপাল ঠুকিয়া বারুদের বাক্সতে দিয়াশলাই ধরাইয়া দিলাম না কেন? ফল ইহার অপেক্ষা গুরুতর হইত না।

অনেক কষ্টে মান ভাঙ্গাইলাম। মানান্তে তিনি পান্নার পরিজনাদি সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রায় সকলগুলিরই সন্তোষজনক উত্তর দিতে সক্ষম হইলাম।

সুবেদারজী লোকটি বড় ভাল। ঐ কন্যাটি তাঁহার সর্ব্বস্ব। বলেন, ইচ্ছা করিলেই এখনি তাহার বিবাহ দিতে পারেন, কিন্তু মেয়েটিকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া কি লইয়া থাকিবেন? আজীবন তিনি যুদ্ধ ব্যবসায় করিয়া কাটাইয়াছেন, তাহার অনেক গল্প করিলেন।

আষাঢ় মাস। রাত্রে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলাম। সহসা কি একটা শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল। কান পাতিয়া রহিলাম। দরজার বাহির হইতে শব্দ আসিল—"বাঙ্গালী বাবু—এ বাঙ্গালী বাবু।"

আমার নাম এখানে অল্প লোকেই জানে। সাধারণ্যে আমি "বাঙ্গালী উকীল" অথবা "বাঙ্গালী বাবু" বলিয়াই পরিচিত।

পুনশ্চ শব্দ হইল—"বাঙ্গালী বাবু—এ বাবুজী।"

আমি "কোন্ হায় ?" বলিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম।

"জারা বাহর তো আইয়ে।"

আমার স্ত্রীও জাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"কোনও অমঙ্গলের টেলিগ্রাম এসেছে বুঝি।"

বাতি জ্বালাইয়া, চটিজুতা পায়ে দিয়া বাহির হইলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি—কিন্তু আকাশে অল্প মেঘ ছিল,—তাই জ্যোৎস্না ম্লান দেখাইতেছিল। তালগাছগুলি কাঁপাইয়া সন্ সন্ করিয়া বাতাস বহিতেছে। উঠানের পার্শ্বে টগরগাছে একগাছ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

সদর দরজা খুলিয়া দেখি একটি অপরিচিত ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কে তুমি ?"

লোকটি বলিল—"মোহাক্কেল।"

"এত রাত্রে কেন ?"

"একটি বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। উইল করিতে হইবে। এখনি না গেলে নয়। ভোর অবধি তাঁহার নিশ্বাস থাকিবে কি না সন্দেহ।"

"কত দূর যাইতে হইবে ?"

"বেশি নয়। এখান হইতে দুই তিন ক্রোশ মাত্র।"

"যাইব কি করিয়া ?"

"ঘোড়া আনিয়াছি।"

"ফিজ্ আনিয়াছ ?"

"আনিয়াছি। কত লাগিবে ?"

"এই রাত্রে আমি এক শত টাকার কমে যাইব না।"

"এই লউন।" বলিয়া লোকটি তাহার চাদরের প্রান্ত হইতে টাকায় নোটে একশত টাকা গণিয়া দিল।

আমি তাহাকে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাটির ভিতর প্রস্তুত হইতে গেলাম। টাকাগুলি বাক্সে বন্ধ করিতে করিতে আলিপুর বারের সেই নিরন্ন দিনগুলির কথা মনে পড়িল। সেই একদিন আর এই একদিন। তখন সারাটা দিন কাছারিতে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়াও মক্কেলদেবতার দর্শন পাওয়া যাইত না;—আর এখন সেই দেবতা দুই প্রহর রাত্রে আসিয়া হাঁকাহাঁকি করিয়া ঘুমটুকু নষ্ট করিয়া দিল।

গৃহিণীকে অভয় দিয়া, ভৃত্যগণকে জাগাইয়া, প্রস্তুত হইয়া বাহির হইলাম। অশ্বারোহণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বৃদ্ধটি কে?"

আমার সঙ্গী বলিল—"সুবেদার অযোধ্যানাথ।"

"সুবেদারজী? তাঁহারই আসন্নকাল উপস্থিত?" বলিয়া আমি দুঃখে মৌন হইয়া রহিলাম। এই যে পনেরো দিন হইল তাঁহার কাছে বসিয়া কত যুদ্ধকাহিনী শ্রবণ করিয়া আসিয়াছি।

ঘণ্টাখানেক অশ্বারোহণের পর আমার সেই পূর্ব্বপরিচিত গ্রামটিতে গিয়া উপনীত হইলাম।

সুবেদারজী আমাকে বলিলেন—"বাবু আসিয়াছেন? আসুন—বসুন। আমি ত চলিলাম।"

আমি বলিলাম—"না সুবেদারজী। ও কথা কেন বলেন? আপনি ভাল হইবেন। আবার আপনার কাছে কত যুদ্ধের গল্প শুনিব।"

শুনিয়া সুবেদারজীর মুখে একটু ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা দিল। বলিলেন—"রামজীর ইচ্ছা। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হইবে তাহাই হইবে। এখন আমার একটি কাষ করুন। অনেক রাত্রে আপনাকে কষ্ট দিয়া আনিয়াছি।"

আমি বলিলাম—"আজ্ঞা করুন।"

সুবেদারজী বলিলেন,—"আপনি জানেন বোধ হয়, আমি নিঃসন্তান; আমার একটি মাত্র পুত্র ছিল, সে বীরের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে—স্বর্গে গিয়াছে। হতভাগ্য আমাকে রোগশয্যায় প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। রামজীর ইচ্ছা। আমার সেই পুত্রের একটি কন্যা আছে। তাহাকে বুকে করিয়া আমি জীবনের শেষভাগ কাটাইলাম। আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র আছে, সে পঞ্জাবে চাকরি করে। আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহাকে এবং আমার পৌত্রীকে বণ্টন করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। আপনি এই মর্ম্মে একটি উইল প্রস্তুত করুন। আমার একটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত সিংহ আছে। আমি যখন বর্ম্মা-যুদ্ধে গিয়াছিলাম সেই সময় রাজবাটী লুট করিতে গিয়া আমি সেটি পাই। সিংহটি ওজনে ত্রিশ সেরের উপর। সোনাটার দাম প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা হইবে। আমার পৌত্রীকে যে বিবাহ করিবে, সে ঐ সিংহটি যৌতুক-স্বরূপ পাইবে। আমার লোহার সিন্ধুকটিতে ঐ সিংহ রক্ষিত আছে। এ কথা এতদিন কেহ জানিত না। জানিলে ডাকাতেরা আসিয়া সিংহটি লইয়া যাইত। লোহার সিন্ধুকে আমার এক হাজার টাকা আছে। ঐ টাকা আমার পৌত্রী পান্নার নামে লিখিয়া দিন। আর আমার এই বাড়ী, সামান্য জমিজমা যাহা আছে, বাসনপত্র আর মেডেলগুলি, সমস্ত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে লিখিয়া দিন।"

উপরোক্ত কথাগুলি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে নোট করিয়া যাইতে লাগিলাম। লিখিবার জন্য কাগজ ভাঁজ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার এ উইলের অছি কাহাকে নিযুক্ত করিবেন?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"এই দেখুন। আসল কথাই ভুলিয়া যাইতেছিলাম।

অছি আপনি হইবেন। ইহাও লিখিয়া দিন, আপনার মনোনীত পাত্র পান্নাকে বিবাহ করিলে তবেই সে ঐ সিংহ পাইবে। আপনি সুন্দরলালের বন্ধু। আপত্তি আছে কি ?"

আমি বলিলাম—"আমি আহ্লাদের সহিত আপনার উইলের অছি হইতে প্রস্তুত আছি।"

আমি সুন্দরলালের বন্ধু—তাহা বৃদ্ধ বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়া আমার সম্মতি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে আমার বাকী রহিল না।

উইল প্রস্তুত করিয়া ফেলিলাম। বৃদ্ধ সহি করিলেন। সাক্ষীদেরও সই লইলাম।

বৃদ্ধ বলিলেন—"উইলখানি আপনি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। আর এই লউন আমার লোহার সিন্ধুকের চাবি। আপনার পরিবার এখানে আছেন ?"

"আছেন।"

"আমার অবর্ত্তমানে তবে আপনি দয়া করিয়া পান্নাকে লইয়া গিয়া বিবাহ পর্য্যন্ত আপনার বাটীতে রাখিবেন। পান্না নিজে রাঁধিয়া খাইবে।"

আমি বলিলাম—"আমার বাড়ীতে এই দেশের ব্রাহ্মণ ঠাকুর আছে। পান্নাকে নিজে রাঁধিয়া খাইতে হইবে কেন ?"

উঠিয়া, বৃদ্ধকে বলিলাম—"এখন আমি চলিলাম। কিন্তু আপনাকে ভাল হইতে হইবে। আরও অনেকদিন আপনাকে বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদিগকে যুদ্ধের গল্প বলিতে হইবে।"

বৃদ্ধ অশ্রুগদ্গদ-কণ্ঠে বলিলেন—"রামজীর ইচ্ছা। আপনার হাতে আমার পান্নাকে, আমার টাকা কড়ি, সমস্ত সমর্পণ করিয়া

নিশ্চিন্ত হইলাম। যাহাতে পান্নার মঙ্গল হয় তাহাই আপনি করিবেন।"

আমি সুবেদারজীকে আমার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইহার পর একটি দিন মাত্র বৃদ্ধ জীবিত ছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক মাস কাটিয়াছে। সুবেদারজীর শ্রাদ্ধ তর্পণাদি হইয়া গিয়াছে। পান্নাকে আনিয়া আমার স্ত্রীর কাছে রাখিয়া দিয়াছি। তাহার টাকা ও সিংহসুদ্ধ লোহার সিন্দুকটি আনিয়া রাখিয়া দিয়াছি।

প্রথম কয়েকদিন পান্না পিতামহের শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া ছিল। আমার স্ত্রীর শুশ্রূষার গুণে ক্রমে সে সুস্থ হইয়া উঠিল।

একদিন রবিবার, প্রভাতে উঠিয়া চা খাইতেছি, ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, বাবু জোয়ালা প্রসাদ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আমাকে এ অনুগ্রহ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তিনি করেন নাই।

আমি মাঝে মাঝে সুবেদারজীর সিন্দুকটি খুলিয়া সেই স্বর্ণ-কেশরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতাম আর ভাবিতাম, এখনও বাবু জোয়ালা প্রসাদ এ দীনের কুটীরে পদার্পণ করিতেছেন না কেন?

বাহিরে গিয়া অভ্যর্থনা করিয়া উকীল সাহেবকে বসাইলাম। দুই এক কথার পর তিনি বলিলেন—"দেখুন, আপনার জন্য আমাদের ত বড় নিন্দা হইয়াছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন ?"

"আমাদের জাতি-ভাই সকলেই বলিতেছে যে বুড়া মরিয়া গেল, তাহার পৌত্রীটা খাইতে না পাইয়া শেষে বাঙ্গালীর অন্ন খাইতেছে—জাতি-ভাই কেহ তাহাকে আশ্রয় দিল না।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম,—"খাইতে না পাইয়া ? কেন, পান্না ত একেবারে নিঃস্ব নহে, সুবেদারজী উইল করিয়া তাহাকে কিছু দিয়া গিয়াছেন, তাহা কি আপনি শুনেন নাই ?"

জোয়ালা প্রসাদ বিস্মিতের মত বলিলেন—"উইল করিয়াছেন? তাঁহার ছিল কি যে তিনি উইল করিবেন ? আপনি পরিহাস করিতেছেন।"

উকীল সাহেবের এই অভিনয়টুকু দেখিয়া মনে মনে আমোদ অনুভব করিলাম। অমায়িকভাবে বলিলাম—"না। উইল করিয়া গিয়াছেন। আমিই সে উইল লিখিয়াছি।"

জোয়ালা প্রসাদ বলিলেন—"তা ভাল। বাড়ীটি আর দুই দশটাকা যাহা বুড়ার ছিল, তাহা উইল করিয়াছেন বোধ হয়। তাহা বুদ্ধির কার্য্যই হইয়াছে। ঐ যে পান্নার পিতা, সে বুড়ার বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তান ছিল না বলিয়া একটা গুজব আছে কি না। উইল না করিলে সম্ভবতঃ ও বাড়ীটি বুড়ার ভ্রাতুষ্পুত্র আসিয়া দখল করিত। ওকালতী করিতে করিতে বুড়া হইয়া গেলাম, সবই বুঝিতে পারি।"—বলিয়া তিনি একটু কাষ্ঠহাসি হাসিলেন।

লোকটার মুখ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম,—আসল কথাটাই তাঁহার মনে তোলাপাড়া করিতেছে অথচ প্রকাশ করিবার সাহস হইতেছে না।

নানা অসম্বদ্ধ কথা পাড়িয়া, নিতান্ত অসংলগ্নভাবে, অবশেষে কথাটা

বলিয়া ফেলিলেন। পান্নার সহিত সুন্দরলালের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

আমি মনে মনে বলিলাম—"হে স্বর্ণ-কেশরী—ধন্য তোমার মহিমা।"

জোয়ালা প্রসাদকে বলিলাম—"মেয়েটীর ঐ যে কুলগত দোষ আছে—তাহাতে আপনার জাতি-ভাই কোনও আপত্তি করিবে না ত?"

জোয়ালা প্রসাদ বলিলেন—"নবীন বাবু—করিবে। আমি জানি—তাহারা আমাকে একঘরে করিবে। কিন্তু আমরা শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি নির্ব্বোধ সমাজ-শাসনের এত ভয় করিয়া চলি,—তাহা হইলে দেশের কুসংস্কারাপন্ন রীতিনীতিগুলি কি কখনও সংশোধিত হইবে বলিয়া মনে করেন?"

অনেক কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া গম্ভীরভাবে আমি মাথাটি নাড়িতে লাগিলাম। বলিলাম—"ঠিক ঠিক—উকীল সাহেব। আপনি আপনার বিদ্যাবত্তার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন।"

জোয়ালা প্রসাদ বলিলেন—"ইংরাজি পড়ি নাই বটে,—কিন্তু সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার মতাদি ইংরাজিশিক্ষিতদিগের মতই।"

আমি পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বলিলাম—"তা বটেই ত। তা বটেই ত।"

জোয়ালা প্রসাদ বোধ হয় মনে করিলেন, তাঁহার ভণ্ডামিটুকু আমি ধরিতে পারি নাই। তাই উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা নবীন বাবু—আপনি ত সুন্দরলালের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্বস্থাপন করিয়াছেন। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। আমি সম্প্রতি শুনিলাম সুন্দরলাল পান্নাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল। তাহা সত্য কি?"

আমি বলিলাম—"সত্য।"

জোয়ালা প্রসাদ উৎসাহের সহিত বলিলেন,—"তবে আমার মনের সকল দ্বিধাই এখন কাটিয়া গেল। হউক পান্না কু-জাতি,—হউক সে

অর্থহীনা—আমার পুত্র যাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছে—আমি তাহাকে পুত্রবধূ করিব। আমার পুত্রের সুখ বড় না আমার জাতি বড়, নবীনবাবু ?”

হাস্যের এত প্রচণ্ড শক্তি রোধ করিবার ক্ষমতা আমার আছে পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। পূর্ব্ববৎ শান্তভাবে বলিলাম—“অবশ্য আপনার পুত্রের সুখই বড়, উকীল সাহেব।”

জোয়ালা প্রসাদ বলিলেন—“তবে আপনার মত আছে ?”

আমি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিবার ভাণ করিলাম। জোয়ালা প্রসাদের মুখ কালিমাময় হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল, তবে বুঝিবা আমি অমত করি।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া জোয়ালা প্রসাদ বলিলেন—“সুন্দরলাল যখন আপনার প্রিয় বন্ধু, তখন অবশ্যই তাহার শুভ ইচ্ছা আপনি করিবেন।”

শেষে আমি বলিলাম—“আমার মত আছে।”

শুনিয়া স্বর্ণলোভী বৃদ্ধ আনন্দে যেন অধীর হইয়া উঠিলেন। প্রথমে স্বর্ণ-সিংহের অস্তিত্ব বিষয়ে অজ্ঞতার ভাণটুকু দেখাইতে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এখন এই অপরিমিত আনন্দোচ্ছ্বাসটুকু গোপন করিতে সেরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অন্য সকল চিত্তবৃত্তি অপেক্ষা, প্রবল আনন্দ গোপন করাই বোধ হয় মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।

* * * *

পান্না ও সুন্দরলালের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

উইলের প্রবেট লইয়াছি। পান্নার হাজার টাকা, তাহার নামে কোম্পানির কাগজ কিনিয়া দিব বলিয়া রাখিয়া দিয়াছি। সিংহটি জোয়ালা প্রসাদ লইয়া গিয়াছেন।

বিবাহের সপ্তাহখানেক পরে, আবার নিশীথের শান্তিভঙ্গ করিয়া আমার সদর দরজায় শব্দ উত্থিত হইল—"বাবু—এ লোবিন বাবু!"

জাগিয়া উঠিয়া ভাবিলাম—"আবার কাহারও উইল করিতে হইবে নাকি?"

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, লণ্ঠনহস্তে একটা ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পশ্চাতে পান্না ও সুন্দরলাল।

আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হে? ব্যাপার কি?"

"ভিতরে চল—বলিতেছি।"

ভৃত্যকে বিদায় দিয়া সুন্দরলাল পান্নাকে লইয়া আমার অঙ্গনে প্রবেশ করিল। বলিল—"বাবা আমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন।"

"কেন?"

"সে সোনার সিংহটা সমস্ত সোনার নহে। খুব পাতলা সোনার পাতে উপরটা মোড়া ছিল। ভিতরটা সমস্ত তামা। বাবা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, উহা গলাইয়া বিক্রয় করিয়া কোম্পানির কাগজ কিনিয়া রাখিবেন। নহিলে ডাকাইতে কোনদিন সিংহটা লইয়া যাইবে। আজ সন্ধ্যা হইতে গলান হইতেছিল। দুই শত টাকার আন্দাজ সোনা বাহির হইয়াছে—বাকী সমস্ত তামা। বাবা ক্রোধে ক্ষিপ্তের মত হইয়াছেন। দূর দূর করিয়া আমাদিগকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।"

আমার স্ত্রী অন্ধকারে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। তাড়াতাড়ি আসিয়া পান্নার হাত ধরিয়া তাহাকে নিজকক্ষে লইয়া গেলেন। আমি সুন্দরলালকে লইয়া অন্য একটি কক্ষে বসিলাম।

প্রতিজ্ঞা-পূরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভবতোষ কলেজে ইংরাজি পড়িতেছে বটে, কিন্তু সে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত। ইংরাজি বিদ্যার প্রতি তাহার তিলমাত্র শ্রদ্ধা নাই। ইংরাজি পড়িয়া পড়িয়াই দেশটা উৎসন্ন গেল ইহাই তাহার মত। দেশে আর্য্যভাব ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে, সে কালের সে শুভদিন ভারতে ফিরিবার আর উপায় থাকিতেছে না, এই বলিয়া ভবতোষ প্রায়ই আক্ষেপ করিত। আত্মীয় স্বজনের তাড়নায় তাহাকে বাধ্য হইয়া ইংরাজি পড়িতে হয়, নহিলে তাহার ইচ্ছা নবদ্বীপ বা ভট্টপল্লীতে গিয়া কোনও টোলে প্রবেশ করে। যাহা হউক ইংরাজিপড়া সত্ত্বেও ভবতোষ যেরূপ নিজের আচার ব্যবহার ও চিন্তাপ্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, আজিকালিকার দিনে সেরূপ প্রায় দেখা যায় না।

ভবতোষ কলিকাতায় মেসের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছিল, একদিন হঠাৎ পূজার ছুটি হইল। ভবতোষ বাড়ীর জন্য নূতন বস্ত্রাদি খরিদ করিয়া, বাক্স পুঁটুলি বাঁধিয়া, গৃহযাত্রা করিল। তাহাদের গ্রামটি কলিকাতা হইতে অধিক দূরে নহে।

পূজা হইয়া গেল,—পূর্ণিমা আসিল। সেদিন ভোরে ভবতোষের বিধবা মাতা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। গঙ্গার ঘাট গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। ঘাটে বহুসংখ্যক পুরস্ত্রীর সমাগম হইয়াছে। স্নানান্তে ঘাটে উঠিয়াছেন, এমন সময় ভবতোষের মাতা দেখিলেন, তাঁহার একটি বাল্যসখী—উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী।

"কি দিদি ভাল আছ ত?"—বলিয়া উপেন্দ্র বাবুর স্ত্রী ভবতোষের মাতার কাছে আসিলেন। দুই সখীতে কুশল প্রশ্নাদির পর, উপেন্দ্র বাবুর স্ত্রী বলিলেন—"ভবতোষ বাড়ী এসেছে?"

"এসেছে। তার ছুটিও ফুরিয়ে এল,—আবার কল্‌কাতায় আসবে, গিয়ে।"

উপেন্দ্র বাবুর একটি সুন্দরী ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা আছে, তাহার নাম পুলিনা। মেয়েটি অবিবাহিতা। উপেন্দ্র বাবুব স্ত্রী বলিলেন—"দেখ দিদি, আমার পুলিনার সঙ্গে তোমার ভবতোষের যদি বিয়ে দাও, তা হলে বেশ হয়।"

ভবতোষের মা বলিলেন,—"আমারও তাই ত অনেক দিন থেকে ইচ্ছা বোন্—ছেলে যে বিয়ে ক'রতে চায় না, কি করি। কত সম্বন্ধ এসে ফিরে ফিরে গেল।"

"আচ্ছা, আর একবার বলে দেখনা। তোমার বড় ছেলেটি, একটি বউ আসবে তোমার কত আহ্লাদ হবে, কেন বিয়ে করে না?"

ভবতোষের মা বলিলেন—আচ্ছা বলিয়া দেখিবেন। ছেলে যদি রাজি হয় তাহা হইলে এমন কি এই অগ্রহায়ণ মাসেই বিবাহ হইতে পারে।

মা যখন গৃহে ফিরিলেন, ভবতোষ তখন বৈঠকখানায় বসিয়া, বঙ্গবাসীর উপহার পরাশর-সংহিতার একখানি তর্জ্জমা মন দিয়া পাঠ করিতেছিল। মা আসিয়া বলিলেন—"বাবা, বাড়ীর ভিতর এস, একটা কথা আছে।"

ভবতোষ বহি রাখিয়া ধীরে ধীরে মাতার অনুগমন করিল।

নিজের কক্ষে লইয়া গিয়া মা পুত্রকে বলিলেন—"বাবা, এইবার একটা বিয়ে থাওয়া ক'রে ফেল। তুমি আমার বড় ছেলে, বউয়ের মুখ দেখব আমার কতদিনের সাধ, সে সাধ পূর্ণ কর।"

বলিয়াছি, পূর্ব্বে ভবতোষ বিবাহ করিতে অত্যন্ত অসম্মত ছিল। পঠদ্দশায় বিবাহ করা উচিত নয়, কিম্বা উপার্জ্জনে সক্ষম না হইলে বিবাহ করা উচিত নয়, এরূপ কোনও বিলাতী আপত্তি ভবতোষের ছিল না। তাহার আপত্তিটা অন্যরূপ এবং শাস্ত্রীয়ও বটে। সে শুনিয়াছে (এবং সংবাদপত্রেও পাঠ করিয়াছে) যে আজিকালিকার নব্যস্ত্রীরা আর যথার্থ হিন্দু-গৃহলক্ষ্মী-স্বরূপ আবির্ভূত হন না। তাঁহারা অত্যন্ত বিলাসিনী ও "বাবু" হইয়া পড়িয়াছেন। শাস্ত্রীয় রীতি-অনুসারে স্বামীদিগকে ভক্তি টক্তি আর করেন না, পরন্তু স্বামীর সহিত সখ্য ব্যবহার করিতে উদ্যত! আরও নানা প্রকার অভিযোগ সে শুনিয়াছে।

কিন্তু বিধবা মাতার একান্ত অনুরোধে বেচারি কি করে? মাতৃ-আজ্ঞা অবহেলা করিবার পাপও সে সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করে না। সুতরাং অনুদিন হইতে স্থির করিয়াছে, মা এবার অনুরোধ করিলেই বিবাহ করিবে, কিন্তু সে নিজের আদর্শানুযায়ী একটি মেয়ে বিবাহ করিবে।

এখন, এ সম্বন্ধে ভবতোষের স্বাধীনচিন্তা-প্রসূত অনেকগুলি মতাদি ছিল, তাহা তাহার বাসার সহপাঠীরা সকলেই বিলক্ষণ অবগত আছে। রাত্রে আহারের পর ছাদের উপর যখন বাসার ছেলেদের একটি দণ্ডায়মান-সভা সমবেত হইত, যখন অনেকগুলি সিগারেটাগ্র যুগপৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, তখন অনেক সময় এই বিষয়ের আলোচনা হইত। তর্কস্থলে ভবতোষ কতবার বলিয়াছে—"যদি আমি কখনও বিয়ে করি, যদি করি, তবে একটি কালো কুৎসিত মেয়ে বিয়ে ক'রব। কারণ সুন্দর মেয়ে প্রায়ই দেমাকে হয়। শ্বশুর শাশুড়ীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে না, স্বামীকে গুরুজ্ঞান করে না, সহধর্ম্মিণী না হ'য়ে সহবিলাসিনী হ'য়ে ওঠে। তা ছাড়া, তারা অত্যন্ত বাবু হয়। একটু রূপ আছে বলে সে রূপকে ভাল ক'রে সাজিয়ে প্রকাশ ক'রবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে থাকে। সাবান

চাই, সুগন্ধি চাই, পাউডার চাই, পার্শী শাড়ী চাই, সেমিজ চাই—স্বামী বেচারির প্রাণও ওষ্ঠাগত।—দ্বিতীয়তঃ, লেখাপড়া জানা মেয়েও বিয়ে ক'রব না। তারা খালি নভেল পড়ে (কেউ কেউ নভেল লেখেও) আর তাস খেলে, স্বামীকে কবিতা ক'রে চিঠি লিখতেই দিন যায়, গৃহকার্য্য হয় না, ব্রত নিয়মাদির ত সময়ই নেই—ছেলে মাটীতে প'ড়ে কাঁদে।"—ইত্যাদি।

এইরূপ ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া, বাসার ছেলেরা কেহ কেহ বলিত—"আচ্ছা ভবতোষ বাবু, কার্য্যকালে কি করেন দেখা যাবে। ও রকম বলে অনেকে। বলায় করায় ঢের তফাৎ।"

এই সন্দেহবাদে ভবতোষ আগুন হইয়া বলিত—"আচ্ছা, দেখবেন মশায়, দেখে নেবেন। আমার যে কথা সেই কায।"

মা যখন বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন ভবতোষ সম্মত হইল। বলিল—"আচ্ছা মা, আমি বিয়ে ক'রব, কিন্তু নিজে দেখে শুনে বিয়ে ক'রতে চাই।"

শুনিয়া মা অত্যন্ত খুসী হইলেন। বলিলেন—"দেখে শুনে বিয়ে ক'রতে চাও? তা বেশ ত। একটি খাসা সুন্দর মেয়ে আছে তেরো বছরের।"

ভবতোষ শুনিয়া চমকিয়া বলিল—"খুব সুন্দর না কি?"

মা সোৎসাহে বলিলেন—"খুব সুন্দর। মুখখানি যেন একবারে প্রতিমের মত। যেমন নাক, তেমনি চোখ, তেমনি কপালের ভুরু। রঙটি যেন একবারে গোলাপ ফুলের মত।"

ভবতোষ ধীরে ধীরে গম্ভীরস্বরে বলিল—"সে মেয়ে ত আমি বিয়ে ক'রব না মা।"

মা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন—"কেন, কি হয়েছে?"

"সুন্দর মেয়ে আমি বিবাহ ক'রব না।"

"তবে কি রকম মেয়ে বিয়ে করবি ?"

"আমি একটি কালো কুৎসিত মেয়ে বিয়ে করব।"—ভবতোষের স্বর বজ্রের মত দৃঢ়।

মা শুনিয়া অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। বলিলেন—"পাগল ছেলে! সকলেই ত সুন্দর মেয়ে বিয়ে করতে চায়। লোকে পায় না।"

"সকলে করুক; আমি একটু অন্য রকম করব।"—বলিতে বলিতে ভবতোষের মুখমণ্ডল আত্মগৌরবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কি সকলের মধ্যে একজন? সে কি সকলের মত বিলাসের জন্য বিবাহ করিতেছে?

মাকে একটু দুঃখিত দেখিয়া ভবতোষ সমস্ত কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। সুন্দরী মেয়ে যে আদর্শ হিন্দু-গৃহলক্ষ্মী কেন হইতে পারে না, তাহা তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। শেষে বলিল—তাহার প্রতিজ্ঞা স্থির,—অটল—অচল।

সেদিন আর জননী অধিক পীড়াপীড়ি করিলেন না। ভবতোষেরও ছুটি ফুরাইল, সে কলিকাতা যাত্রা করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উপরোক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরে একদিন পালকী করিয়া উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী ভবতোষের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

প্রথম অভ্যর্থনার কুশলপ্রশ্নাদির পর উপেন বাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিদি, ভবতোষ রাজি হল ?"

ভবতোষের মাতা বলিলেন—"বিয়ে করতে ত রাজি হয়েছে—কিন্তু তার আর এক আজগুবি মত।"

"কি রকম ?"

"প্রথমে বল্লে আমি দেখে শুনে বিয়ে ক'রব। আমি বল্লাম, তা বেশ ত, একটি খাসা সুন্দরী মেয়ে আছে দেখে এস। সে বলে আমি সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করব না, একটি কালো কুৎসিত মেয়ে বিয়ে করতে চাই।"

উপেন্দ্র বাবুর স্ত্রী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন—"এমন অনাসৃষ্টি আবদারও ত কখনও শুনি নি। এ রকম আবদার কেন তা কিছু বল্লে ?"

ভবতোষের মাতা তখন পুত্রের নিকট যেমন শুনিয়াছিলেন সেইরূপ বলিলেন। উপেন্দ্র বাবুর স্ত্রী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন—"দেখ, তুমি এক কায কর দিকিন দিদি। ভবতোষকে এই শনিবারে আসতে লেখ। লেখ যে, তোমার যে রকম মেয়ে বিয়ে করা মত, সেই রকম মেয়ে একটি স্থির করেছি, তাকে দেখবে এস। তার পর, এলে, রবিবার দিন বিকালে আমার ওখানে পাঠিয়ে দিও। আমি সব ঠিক করে নেব।"

ভবতোষের মাতা সম্মত হইলেন। ভাবিলেন, হয় ত উপেন্দ্র বাবুর স্ত্রী মনে করিয়াছেন, ভবতোষ পুলিনাকে দেখিলে আর বিবাহে অসম্মত হইতে পারিবে না। বাস্তবিক তাহা আশ্চর্য্য নয়, কারণ মেয়েটি খুঁবই সুন্দরী বটে।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভবতোষ শনিবারে বাটী আসিল। পরদিন বৈকালে একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া, চুল উস্কোখুস্কো করিয়া (কারণ সেকালে মুনি ঋষিরা চুল আঁচড়াইতেন না) গ্রামান্তরে উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

গিয়া শুনিল সেদিন উপেন্দ্র বাবু বাড়ী নাই, কার্য্য উপলক্ষ্যে স্থানান্তরে গিয়াছেন। একটি যুবক মহা সমাদরে তাহাকে নামাইয়া লইল এবং বৈঠকখানায় বসাইল। যুবকটি উপেন্দ্র বাবুরই ভ্রাতুষ্পুত্র।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, অন্দরে যাইতে হইবে। ঝি ভবতোষের মুখের পানে চাহিয়া একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া গেল।

যুবকটির সঙ্গে ভবতোষ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তাহার মনে হইল, চাকরবাকর সকলেই যেন হাসি লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে।

ভবতোষ একটি কক্ষে নীত হইল। কক্ষটি উত্তমরূপ সাজানো। তাহার মধ্যস্থলে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে। আসনের সম্মুখে রেকাবীতে ফল ও মিষ্টান্ন সজ্জিত। অল্প দূরে আর একখানি আসন পাতা রহিয়াছে।

অনুরোধক্রমে ভবতোষ মিষ্টান্নের থালার সম্মুখে বসিল। এমন সময় বাহিরে মলের ঝুম ঝুম শব্দ উঠিল। ঝি মেয়েটিকে লইয়া প্রবেশ করিল। মেয়েটি অপর আসনখানিতে বসিয়া ঘরের চতুর্দ্দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

লজ্জায় ভবতোষের মস্তক অবনত। একটু একটু করিয়া ফল খাইতেছে এবং আড়চোখে আড়চোখে মেয়েটির পানে চাহিতেছে। মেয়েটির পরিধানে একখানি বেগুনি রঙের বোম্বাই শাড়ী। মাথাটি খোলা। চুলগুলি তেলে যেন চব্ চব্ করিতেছে।

মেয়েটির রঙটি মসীনিন্দিত। চক্ষু দুইটি ছোট ছোট, কোটরান্তর্গত। সেদুটি আবার অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে। কপালটি উচ্চ। নাকটি চেপ্টা। চিবুক নাই বলিলেই হয়। সম্মুখের দাঁতগুলি কিঞ্চিৎ দেখা যাইতেছে।

ভবতোষের মনে হইল, রূপ সম্বন্ধে মেয়েটি তাহার আদর্শের অনুযায়ী বটে। একটু গলা ঝাড়িয়া সাহস সংগ্রহ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম কি?"

মেয়েটি হঠাৎ ভবতোষের পানে চাহিয়া, কিঞ্চিৎ জিহ্বা বাহির করিয়া বলিল—"অ্যাঁ?"

"তোমার নাম কি?"

"আমার নাম জগদম্বা।"

এমন সময় যুবকটি ও সেই ঝি তাহার পানে সরোষ কটাক্ষপাত করিল। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ বলিল—"জগদম্বা নয়,—আমার নাম পুলিনা।"

যুবকটি বলিল—"আগে ওর নাম ছিল জগদম্বা, এখন বদ্‌লে পুলিনা রাখা হ'য়েছে।"

ভবতোষ ভাবিল—পরিবর্ত্তনটা ভাল হয় নাই। পুলিনা!—গা জ্বলিয়া যায়। তাহার অপেক্ষা জগদম্বা ঢের ভাল। পৌরাণিক নাম, ঠাকুর দেবতার নাম। বিবাহ করিয়া সে জগদম্বা নামই বাহাল রাখিবে।

ভবতোষ জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি পড়?"

বালিকা পূর্ব্ববৎ জিহ্বা দেখাইয়া বলিল—"অ্যাঁ?"

"তুমি কি পড়?"

"কিছু পড়িনে। আমার দাদা পাঠশালে——"

ঝি ও সেই যুবক তাহার প্রতি পুনরায় সরোষ কটাক্ষপাত করায় বালিকা থামিয়া গেল।

শুনিয়া ভবতোষ আরও আশ্বস্ত হইল। এই ঠিক হইয়াছে। ইহাকেই যথার্থ হিন্দু-গৃহিণী করিয়া তোলা সম্ভবপর হইবে। দেখিতে একটু—তাহা হউক। সেই ত তাহার প্রতিজ্ঞা। বিবাহের সময় বাসায় ছেলেদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে।

ভবতোষ বলিল—"আচ্ছা, তুমি যেতে পার।"

মেয়েটি জিহ্বাগ্রভাগ বিকশিত করিয়া পূর্ব্ববৎ বলিল—"অ্যাঁ?"

"যেতে পার।"

ঝি তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

ভবতোষের জলযোগ ক্রমে শেষ হইল। এই সময় একটি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা রূপার ডিবায় ভরিয়া পাণ লইয়া আসিল। মেয়েটি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী, একখানা দেশী কালাপেড়ে শাড়ী পরিয়া আসিয়াছে। পায়ে চারিগাছি মল। হাতে গিনি সোনার দুইটি টুক্‌টুকে বালা। ভ্রূযুগলের মাঝখানে খয়েরের একটি টিপ।

পাণ রাখিয়া মেয়েটি চলিয়া গেল। যাইবার সময় অন্যদিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া গেল। ভবতোষ মনে মনে ভাবিল, দেখ, এই একটি সুন্দরী মেয়ে। ধর, যদি ইহার সঙ্গেই আমার বিবাহ হইত, তাহা হইলে কি আর রক্ষা ছিল? আমার সকল আদর্শ, সকল সঙ্কল্প, অতল জলে ডুবিয়া যাইত। বিলাস-বিভ্রমে মজিয়া হয় ত, আমি যে আমি, আমারও মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইত। না না, আমি সুখের জন্য, আমোদের জন্য, প্রণয়ের জন্য বিবাহ করিতেছি না,—আমি ধর্ম্মের জন্য, সংযমের জন্য, আদর্শ হিন্দু-গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করিবার জন্য বিবাহ করিতেছি। প্রতিজ্ঞা-পূরণ-জনিত আত্মগৌরব ভবতোষের মনে উছলিয়া উঠিতে লাগিল।

যুবকটির সঙ্গে ভবতোষ বাহিরে আসিল। ঝি আসিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"বাড়ীর মেয়েরা জিজ্ঞাসা করছেন, মেয়ে পছন্দ হয়েছে?"

ভবতোষ সগর্ব্বে বলিল—"হয়েছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গাড়ীতে আসিতে আসিতে ভবতোষ মনে মনে অপরাহ্নের ঘটনা আলোচনা করিতে লাগিল। গ্রামের পথ দিয়া গাড়ী আসিতেছে। কত যুবতী মেয়ে কলসীতে জল ভরিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। সেসকল মেয়ের মুখগুলি ভবতোষ একটু মনোযোগের সহিত দেখিল। তাহার মধ্যে সুন্দর মেয়ে আছে, কালো মেয়েও অনেক আছে—কিন্তু জগদম্বার মত অত কুৎসিত একটি মুখও দেখিতে পাইল না।

গাড়ী ক্রমে মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তখনও তাহার মন আত্মজয়ের উৎসাহে ভরপূর। তথাপি মনে মনে হইতে লাগিল, সে কালো মেয়ে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল বটে, কিন্তু একবারে এত কুৎসিত না হইলেও ক্ষতি ছিল না! যাহা হউক, পছন্দ হইয়াছে যখন বলিয়া আসিয়াছে তখন সে আলোচনায় ফল কি?

এই অবস্থায় ভবতোষ বাড়ী পৌছিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বাবা, মেয়ে পছন্দ হল?"

"হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে।"

"তবে সব ঠিক করি?"

"কর।"

"এই অগ্রহায়ণ মাসেই হোক তা হলে?"

"আচ্ছা।" বলিয়া ভবতোষ অন্যত্র চলিয়া গেল।

মা দেখিলেন ছেলের মন যেন ভার ভার। সুন্দর মেয়ে বিবাহ করিব না বলিয়া অনেক লম্ফ ঝম্ফ করিয়াছিল, এখন রাজি হইয়াছে, তাই বোধ হয় ছেলের লজ্জা হইয়াছে।

ভবতোষ রাত্রে কিছু আহার কবিল না। বলিল উঁহাদের বাড়ী অনেক খাইয়া আসিয়াছে, ক্ষুধা নাই। তখন তাহার মন হইতে আত্মজয় ও প্রতিজ্ঞা-পূরণ-জনিত উৎসাহ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। রাত্রে শয়ন করিয়া জগদম্বার মুখখানি যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার বুকের ভিতরটা যেন হিম হইয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, যদি অত কুৎসিত না হইয়া শ্যামবর্ণের উপর মুখচোখগুলা একটু মানানসই হইত তাহা হইলে মন্দ হইত না।

সোমবারে উঠিয়া ভোরের ট্রেনে ভবতোষ কলিকাতা যাত্রা করিল। মা বলিয়া দিলেন, বিবাহের আর দশ দিন মাত্র বাকী আছে। দুই দিন পূর্ব্বে ভবতোষ যেন বাড়ী আসে।

বাসায় পৌঁছিলে সহপাঠীরা দেখিল, ভবতোষের মুখখানি যেন মেঘের মত অন্ধকার। ভবতোষ গিয়া নিজ কক্ষ মধ্যে উপবেশন করিল।

"কি ভবতোষ বাবু, খবর কি?" বলিতে বলিতে রজনী বাবু, শরৎ বাবু, রাখাল বাবু, সতীশ বাবু, কুমুদ বাবু, নৃপেন্দ্র বাবু প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবতোষ বাড়ী যাইবার সময় ইঁহাদের সকল কথাই বলিয়া গিয়াছিল।

"খবর কি ভবতোষ বাবু?"

ভবতোষ একটু কষ্টহাসি হাসিয়া বলিল—"খবর ভাল।"

তাহার পর সকলে প্রশ্ন করিয়া মেয়েটির রূপ, গুণ, বয়স প্রভৃতি সমস্ত খবর জানিয়া লইল। শরৎ বাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেয়েটির নাম কি ?"

ভবতোষ নাম বলিল।

তাহা শুনিয়া সকলেরই মুখে একটু একটু হাসি দেখা দিল। কেবল নৃপেন্দ্র বাবু আত্মসংযম হারাইয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া ফেলিলেন।—"হা—হা—হা—জগদম্বা—হি—হি—হি—বেশ নামটি ত।"

শরৎ বাবু বলিলেন—"নৃপেন্দ্র বাবু এটা এমনই কি হাসির কথা ? হাসছেন কেন ?"

নৃপেন্দ্র বাবু বলিলেন—"না, হাসিনি হি—হি—হি—হাসব কেন ? হা—হা—।"

রজনী বাবু বলিলেন—"না, নামটি মন্দ কি ? পৌরাণিক নাম। তোমাদের আজকালকার জ্যোৎস্নাময়ী, সরসীবালা, তড়িল্লতা, মণি-মালিনী—এই সব নাটুকে নামই বুঝি ভাল ?"

ভবতোষ ইহা শুনিয়া গম্ভীরভাবে মাথাটি নাড়িতে লাগিল। এ সকল বিষয়ে তাহার পূর্ব্ব উত্তেজনা আজি যেন আর নাই।

বিবাহের আর নয় দিন বাকী আছে। এই নয় দিন যে ভবতোষের কি অবস্থায় কাটিল, তাহা সেই জানে। বাসার লোকেও কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছিল। জগদম্বাকে ভবতোষ যতই মনের মধ্যে ভাবে, ততই তাহার বুকের ভিতরটা অন্ধকারে ভরিয়া যায়। ভবতোষ কলেজে যায় কিন্তু লেকচার কিছুই শুনিতে পায় না। ক্ষুধার জন্য বাসায় সে বিখ্যাত ছিল, এখন তাহার পাতের অন্ন ব্যঞ্জন অর্দ্ধেকের বেশী পড়িয়া থাকে। ভবতোষ কাহারও সঙ্গে হাস্যালাপ করে না, সদাই অন্যমনস্ক

থাকে। বাসার লোকে তাহাকে বলিতে লাগিল—"ভবতোষ বাবু, প্রেমব্যাধির সমস্ত লক্ষণগুলিই ক্রমে আপনার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।"

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভবতোষ আর সহজে নিদ্রা যায় না। কেবল এপাশ ওপাশ করে। অতিকষ্টে যখন নিদ্রা আসে তখন কেবল বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন দেখে। একদিন স্বপ্ন দেখিল, জগদম্বা যেন কালী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তাহার অল্প পরিমাণ রসনা ভবতোষ যাহা দেখিয়াছিল তাহা যেন লোলিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার যেন দুইটা নূতন হস্ত বাহির হইয়াছে। তাহার এক হাতে যেন রক্তমাথা খড়্গ, অপরটাতে যেন ছিন্ন মুণ্ড দুলিতেছে। মুণ্ডটা যেন ভবতোষেরই মত দেখিতে। আর একদিন স্বপ্ন দেখিল, ভবতোষ যেন একটা কণ্টকময় জঙ্গলে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। আকুল হইয়া পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় একটা মহিষ যেন তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল। মহিষের পরিধানে যেন একখানি বেগুনি রঙের বোম্বাই শাড়ী। তাহার মুণ্ডের স্থানে যেন জগদম্বার মুখ, কেবল তাহাতে দুইটা শৃঙ্গ বাহির হইয়াছে।

যখন বিবাহের আর তিন দিন মাত্র বাকী আছে, তখন ভবতোষ ভাবিল, মাকে একখানি পত্র লিখিয়া এ বিবাহ বন্ধ করিয়া ফেলিবে। সেদিন সে অসুস্থতার ভাণ করিয়া কলেজে গেল না। সমস্ত দিন একাকী ঘরে বসিয়া মাকে একে একে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। বাসার লোকেরা যখন শুনিবে যে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন তাহারা কি বলিবে? তাহাদের উপহাস, বিদ্রূপ সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে?

সেদিন রাত্রে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে পশ্চিমে পলাইয়া যাইবে। উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া টাইমটেবেল উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু প্রভাতে আবার তাহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ছি ছি, শেষে কি এত কাণ্ড কারখানার পর সে ভীরু

নাম গ্রহণ করিবে? তাহা হইবে না, প্রতিজ্ঞা সে পূরণ করিবেই, তাহার পর তাহার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক।

যথাদিনে সে বাড়ী গেল। যথাসময়ে সে বিবাহমণ্ডপেও উপস্থিত হইল। সেখানকার লোকসমাগম, আলোক ও কোলাহলে আজ দশদিন পরে তাহার চিত্ত অনেকটা স্থির হইল। যুদ্ধকাল সমাগত হইলে ভীরুতম সৈন্যও ভয় ভুলিয়া যায়।

বিবাহ আরম্ভ হইল। তখন ভবতোষের চিত্ত নির্ব্বিকার। তখন তাহার মনে ভয় বা ভাবনা বা হর্ষ বা নৈরাশ্য কিছুই নাই।

ক্রমে স্ত্রী-আচারের সময় আসিল। শুভদৃষ্টির জন্য বর ও কন্যার মস্তকের উপর বস্ত্রাবরণ পড়িল। কন্যার পানে চাহিয়া দেখিয়া ভবতোষ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ইহা তাহার দশদিনকার বিভীষিকা, নিদ্রার দুঃস্বপ্ন জগদম্বা নহে। এ সেই চমৎকার সুন্দরী মেয়েটি, যে রূপার ডিবায় করিয়া পাণ রাখিয়া গিয়াছিল।

* * * *

ফুলশয্যার রাত্রে যখন ভবতোষ তাহার নববধূকে কথা কহাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইল, তখন একটা বুদ্ধি করিল। সে শুনিয়াছিল, যে নববধূ কিছুতেই কথা কহে না, সেও আপনার আত্মীয় স্বজনের অপবাদ শুনিলে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া থাকে। তাই ভবতোষ বলিল—"তোমার মা আমার সঙ্গে এ চাতুরী কর্‌লেন কেন?"

পুলিনা তখনি বলিল—"আমি সুন্দর ব'লে তুমি নাকি আমায় বিয়ে ক'রতে চাও নি? কেমন জব্দ!"

ভবতোষ এ পর্য্যন্ত এ প্রহেলিকার মীমাংসা করিতে পারে নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিল—"যাকে দেখেছিলাম, সে মেয়েটি কে?"

"সে, পাড়ার কলুদের মেয়ে। কেমন জব্দ !"

*   *   *   *

ক্রমে এমন দিনও আসিল যখন ভবতোষ ডাক আসিবার পূর্ব্বে বাসার দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ডাক-পিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিল।

উকীলের বুদ্ধি

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুবোধচন্দ্র হালদার আজ চারি বৎসর যাবৎ ওকালতী করিতেছেন, কিন্তু এখনও তাদৃশ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি যখন আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল—লোকটা ভারি চালাক চতুর,—উহার পশার হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। কিন্তু হায়, তাহাদের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হইয়াছে! বাস্তবিক, বিদ্যাবুদ্ধির অভাবে যে সুবোধ বাবুর পশার হয় নাই—এমন কথা বলা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক,—বিদ্যার ছাপ ত তাঁহার নামের পশ্চাতেই মুদ্রাঙ্কিত। বুদ্ধিও তাঁহার অনন্যসাধারণ ছিল। পাস করিয়া তিনি দিনাজসাহী জেলায় গিয়া বসিবেন স্থির করিলেন। শুনিয়াছিলেন, সেখানে কাযকর্ম্মও যথেষ্ট—এবং 'বারও' তেমন 'ষ্ট্রং' নহে। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, ভবানীপুরে তাঁহার এক স্বগ্রামের উকীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহার হাতে একটি ক্ষুদ্র ব্যাগ ছিল। উকীল বাবুর সঙ্গে প্রথম শিষ্টাচারের পর বলিলেন—"আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

উকীল বাবু বলিলেন—"ব্যাপার কি ?"

"আজ্ঞে, আপনার জন্যে কিঞ্চিৎ উপহার এনেছি, আপনাকে গ্রহণ ক'রতে হবে।"

উকীল বাবু কিছু কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি উপহার এনেছ হে ?"

সুবোধ তখন ধীরে ধীরে ব্যাগটি খুলিলেন। তাহার ভিতর হইতে বাহির হইল—একটি চকচকে নূতন আলপাকার চাপকান এবং একটি ঝকঝকে নূতন শামলা। জিনিষ দুইটি বাহির করিয়া সুবোধ বলিলেন—“এইগুলি অনুগ্রহ ক'রে আপনাকে নিতে হবে।”

উকীল বাবু সুবোধের এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—“তা এ মন্দ নয়, কিন্তু মানেটা কি?”

সুবোধ অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিলেন—“মানে আছে।”

“কি বল দিকিন?”

“এ দুটি আপনি নিয়ে—আপনার পুরাণো চাপকান আর শামলাটি আমায় অনুগ্রহ করে দিন।”

এতক্ষণে উকীল বাবু অন্ধকারে যেন আলোক দেখিতে পাইলেন। হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—“বেশ বেশ—বুদ্ধি ক'রেছ ভাল।”

সুবোধ বলিলেন—“আজ্ঞে, যাচ্চি নতুন জায়গায় ওকালতী ক'রতে। একে আনকোরা নতুন উকীল,—তার উপর যদি নতুন শামলা আর চাপকান দেখে, তা হ'লে কি মক্কেল আর কাছে ঘেঁসবে?”

উকীল বাবু বলিলেন—“দেখ হে—আমি ব'লে দিচ্চি—তুমি শীগ্‌গিরই পশার ক'রে তুলতে পারবে। তুমিই বারের উপযুক্ত লোক।”

এইরূপে পুরাতন চাপকান ও শামলা সংগৃহীত হইল। নিজ নবীনত্ব ভাল করিয়া ঢাকিবার প্রয়াসে, সুবোধচন্দ্র কবিরাজী দোকান হইতে এক শিশি পাকতৈল কিনিয়া আনিয়াছিলেন, ইচ্ছা ছিল মাথায় মাখিয়া সম্মুখের চুলের কিয়দংশ শুভ্র করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু একটা দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে স্ত্রীর নিকট কথাটা ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরদিন শুনিলেন বিড়ালে শিশিটা টেবিলের উপর হইতে কেমন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, শিশি ভাঙ্গিয়া তেলটুকু নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু দিনকাল কি ভয়ানকই পড়িল। যে এত বুদ্ধি ধরে, সেও চারি বৎসর ধরিয়া দিনাজসাহীর বার লাইব্রেরীতে যাতায়াত করিয়া মক্কেল জুটাইতে পারিল না।

সুবোধচন্দ্রের বাসাটি সদর রাস্তার ধারেই। ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহখানি—রাস্তার উপর একটি ফাটক আছে—তাহার পর সামান্য একটু কম্পাউণ্ড—তাহার পর গৃহের বারান্দা। বাড়ীটির ভাড়া মাসে ২০৲ টাকা করিয়া—কিন্তু তিন চারি মাস ভাড়া বাকী পড়িয়া গিয়াছে। যে মুদীর দোকান হইতে চাউল প্রভৃতি আসে—তাহারও শ' খানেক টাকা ধার। বাড়ী-ওয়ালা ও মুদী, সুবোধ বাবুকে বিষম বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দিনাজসাহীতে আসিয়া তাঁহার ধনরত্ন উপার্জ্জন না হউক, তিনি দুইটি কন্যারত্ন উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আর উপার্জ্জন করিয়াছেন একটি বন্ধুরত্ন—জগৎপ্রসন্ন বাবু। জগৎ বাবুর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা। জগৎ বাবুও একজন নব্য উকীল, তবে তাঁহার অবস্থা সুবোধচন্দ্রের মত শোচনীয় নহে। তাঁহার পিতা স্থানীয় উকীল ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, পুরাতন মক্কেলের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার পুত্রকে পরিত্যাগ করে নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শীতের প্রভাত। আফিসে বসিয়া, চিনি অভাবে গুড় দিয়া সুবোধ বাবু চা পান করিতেছিলেন। স্বদেশীর কল্যাণে এখন আর তাহাতে তাঁহার লজ্জা নাই। গর্ব্বের সহিত লোককে বলিয়া থাকেন—"দোকানদার বেটাদের বিশ্বাস নেই মশায়। দেশী চিনি বলে যা দেয় তা

যাভার চিনি। লোকে মনে করে হল্‌দে চিনি হলেই দেশী হয়, শাদা দানাদার চিনিই কেবল বিদেশী। কিন্তু তা মহা ভুল। যাভা, মরিশস্‌ প্রভৃতি দেশ থেকে রাশি রাশি হল্‌দে চিনি আমদানি হচ্চে। তার চেয়ে মশায় আমি গুড়ই নিরাপদ মনে করি।”

সুবোধ বাবুর চা পান শেষ হইয়া গেল। পেয়ালা লইয়া যাইবার জন্য ঝিকে ডাকাডাকি করিলেন কিন্তু সাড়া পাইলেন না। তখন অগত্যা নিজেই পেয়ালা বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। স্ত্রীর নিকট শুনিলেন—আজ ঝি বাকী বেতনের জন্য মহা গণ্ডগোল করিয়া, রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বলিয়াছে—নালিস্‌ করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইবে।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, নিজ হস্তে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া, সুবোধচন্দ্র বাহির হইয়া আসিলেন। কলেজে পাঠকালে, অন্যান্য ‘ইয়ং বেঙ্গলের’ ন্যায়, তিনিও ধূমপান করিতেন না। বারে আসিয়া দেখিলেন, বিজ্ঞ উকীলগণ সকলেই ধূমপান করিয়া থাকেন; অল্প বিস্তর ‘ইত্যাদি’ও পান করেন। কেবল নব্য উকীলগণই সর্ব্ব-প্রকার পানবিমুখ। দেখিয়া অবিলম্বে সুবোধ বাবু দুই টাকা মূল্যের এক গড়গড়া কিনিয়া ফেলিলেন। আট আনার একসের তামাকে তাঁহার পনেরো দিন চলিতে লাগিল। খবর লইয়া জানিলেন, ‘ইত্যাদি’র দাম অনেক—তিন টাকার কম এক বোতল পাওয়া যায় না। সুতরাং ইত্যাদি করিতে ক্ষান্ত রহিলেন। মাসে এক টাকার তামাক পোড়াইয়াও যখন পশার হইল না, তখন সুবোধ বাবু একদিন রাগ করিয়া তামাক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই দিন যাইতে না যাইতেই আবার ধরিতে হইল—“কম্‌লি” তাঁহাকে ছাড়িল না। তবে এখন তিনি যে তামাক ব্যবহার করেন তাহা আট আনা সের নহে—চারি আনা সের মাত্র।

শীতের প্রভাত উত্তীর্ণপ্রায়। আজ রবিবার—কাছারি যাইতে হইবে না। নিশ্চিন্তমনে সুবোধচন্দ্র ধূমপান করিতে লাগিলেন—আর আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সামান্য যাহা পৈতৃক পুঁজি ছিল তাহা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। তাহার পর স্ত্রীর অলঙ্কারগুলিও একে একে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন করিয়া কতদিন আর চলিবে ? কি উপায় হইবে ? ইদানীং বিজ্ঞাপন দেখিয়া অনেক স্থানে কর্ম্মের জন্য আবেদন করিয়াছেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। দিন দিন খরচ বৃদ্ধিই হইতেছে—আয়ের অঙ্ক শূন্য বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে কমিশন করিয়া কিছু পান—কিন্তু তাহাতে কোনমতেই সঙ্কুলান হয় না। ভাবিতে লাগিলেন—আর ধূমপান করিতে লাগিলেন। বাহিরে মোহন-ভোগওয়ালা, "ঘি—গাওয়া-ঘি"ওয়ালা রাস্তা দিয়া হাঁকিয়া যাইতেছে। মক্কেলহীন নির্জ্জন-গৃহে বসিয়া, চারি আনা সেরের এক ছিলিম তামাক সুবোধ বাবু নিঃশেষে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন।

এমন সময় বাহিরের হাতায় পদশব্দ শ্রুত হইল। কে আসে ? মক্কেল নহে ত ? নিকটস্থ আলমারির মস্তক হইতে সুবোধ বাবু একখানি পুরাতন ব্রীফ্ চট্ করিয়া পাড়িয়া লইয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন।

পদশব্দ কম্পাউণ্ড হইতে বারান্দায় উঠিল। পরমুহূর্ত্তে জগৎপ্রসন্ন বাবু প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্তে একখানি সংবাদপত্র।

ব্রীফ্ সরাইয়া রাখিয়া, সুবোধ বাবু বন্ধুকে স্বাগত-সম্ভাষণ করিলেন। —"আরে এস এস—এত সকালে কি মনে করে ?"

"আর ভাই, বসে বসে কি করি—আসা গেল একটু গল্প গুজব করতে।"

"বেশ করেছ। আমিও একলাটি ছট্‌ফট্ করে মরছিলাম। আজকের বেঙ্গলী নাকি ? দেখি।"

কাগজ লইয়া সুবোধ বাবু চাকরিখালির বিজ্ঞাপন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। জগৎ বাবু বলিলেন—"শুনেছ? পরশু বেলা ৭টার সময় ফুলার সাহেব এসে পৌঁছুবেন।"

সুবোধ বলিল—"৭টার সময়? শুনে খুসী হলাম। আমার বাড়ী আসবেন না ত?"

জগৎ হাসিয়া বলিল—"বলা যায় কি? আসেনই যদি—এত ভয় কেন?"

"না ভাই—আমার স্বদেশী ঘরকরণা—তাতে ঝি-টিও পালিয়েছে। তাঁকে খাতির ক'রব কি করে?"

"খাতির যদি করতে পার, তা হলে সুবিধে করে নিতে পার—তা জান সুবোধ? বেচারি যেখানে যাচ্ছে,—কেউ খাতির ক'রছে না। কোনও মিউনিসিপালিটি অভ্যর্থনা ক'রছে না—অনেক যায়গার ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড পর্য্যন্ত অভিনন্দন পত্র দেবার প্রস্তাব করে বেসরকারী সভ্যদের কাছে হার মেনে যাচ্চে।"

সুবোধ পরিহাসচ্ছলে বলিল—"খাতির করলে একটা চাকরি বাকরি পাওয়া যায় ত বল আমি নিজে একটা অভিনন্দন পত্র দিয়ে ফেলি।"

"শোননি—পূর্ব্ববঙ্গের একজন উকীল ফুলার সাহেবের নামে একটা কবিতা রচনা করে' গভর্ণমেণ্ট প্লীডারের পদ পেয়ে গেছে।"

সুবোধচন্দ্রের জীবনে এই একটা পরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। পরিহাস করিয়া যাহা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, হঠাৎ গম্ভীরভাবে সে কথাটা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন—"যা বলেছ। একটা গভর্ণমেণ্ট প্লীডারী পেলে যে গো-জন্ম থেকে উদ্ধার হয়ে যাই। কি করা যায় বল দেখি?"

জগৎ বাবু কিন্তু কথাটা পরিহাসের ভাবেই গ্রহণ করিলেন। বলিলেন —"ইংরিজি কবিতা লিখতে পারবে?"

"না। কখনও দুটো কথা মেলাইনি।"

"চেষ্টা করে দেখনা। একটা কবিতা লিখে সোনার জলে ছাপিয়ে ফেল। ফুলার সাহেব আসবার দিন সেইটে বিতরণ কর,—আর ফুলার সাহেবকেও এক কাপি পাঠিয়ে দাও। এই ফরিদসিংহের সরকারী উকীল মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হয়েও অভিনন্দন দেন নি—তাঁকে নিয়ে গোলযোগ চলছে। চাই কি তাঁর পদটা পেয়ে যেতে পার।"

সুবোধ উত্তর না করিয়া, কপালে হাত দিয়া, বিষম চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

জগৎপ্রসন্ন পূর্ব্বমত পরিহাসের স্বরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন— "নাও, কাগজ কলম বের কর। আমি না হয় তোমায় সাহায্য করছি। ছেলেবেলায় আমার কবিতা লেখা অভ্যাস ছিল। কি বলে আরম্ভ করা যায়? Hail Fuller—Lord of East Bengal—তার পর, কি মিল করা যায় বল দেখি?"

সুবোধ উত্তর না করিয়া পূর্ব্ববৎ ভাবিতে লাগিলেন। জগৎ বলিলেন —"তার চেয়ে বরং Hail Bamfylde Fuller—Lord of half Bengal—শুনতে বেশ গম্ভীর। মিল করা যায় কি? Bengal এর সঙ্গে 'all', 'call', 'fall' অনেক মিলই ত আছে। হাঁ হাঁ—হয়েছে।

Hail Bamfylde Fuller—Lord of half Bengal,
How glad are Dinajshahi people all
To—to—

তারপর কি হে? বল না। সব কবিতাটাই আমি রচনা করব—আর তুমি ফাঁকি দিয়ে গভর্ণমেণ্ট প্লীডার হবে?"

সুবোধ বলিলেন—"না হে—কবিতার কায নয়। আমি আর একটা কথা ভাবছি।"

"মনে হ'য়েছে।

To welcome thee to their most ancient town,

The worthy representative of the Crown.

না। 'Worthy কেটে কর 'glorious'—সবটা শোন দিকিন—লিখে নাও—

Hail Bamfylde Fuller—Lord of half Bengal,

How glad are Dinajshahi people all

To welcome thee to their most ancient town,

The glorious representative of the Crown—

লিখে ফেল—লিখে ফেল। এমন ভাবরত্ন হারিয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না।"

সুবোধ বলিলেন—"দেখ, আমায় গোটা পঞ্চাশ টাকা ধার দিতে পার?"

জগৎ কৃত্রিম রোষ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা বেল্লিক বেরসিক তুমি ত হে! হচ্ছে কবিতার চর্চ্চা। এমন সময় বল্লে কিনা 'টাকা ধার দিতে পার?' যাও, আমি তোমার কবিতা রচনায় সাহায্য করব না।"

সুবোধের মুখে হাসি নাই। তাঁহার ললাট কুঞ্চিত। বলিলেন—"না, ঠাট্টা নয়। গোটা পঞ্চাশেক টাকা দাও। আমার মাথায় একটা মৎলব এসেছে।"

"কি মৎলবটা শুনি?"

"বড় দাঁও পেয়েছি। বড় আইডিয়াটাই আমার মাথায় তুমি ঢুকিয়ে দিয়েছ। গভর্ণমেণ্টকে ঠকিয়ে আমি একটা সুবিধে করে নেবই নেব। দেখি এস্পার কি ওস্পার।"

জগৎ একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কি করতে চাও?"

"ফুলার সাহেবকে অভ্যর্থনা করব।"

"কি পাগল! কে তুমি? রাজা নও, জমিদার নও, বড় চাকরিও কর না,—তোমার অভ্যর্থনা ফুলার সাহেব নেবেই বা কেন? তোমায় কি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ষ্টেশনে যেতে নেমন্তন্ন করবেন? দরবারের কার্ড পাবে? প্রাইবেট ইণ্টারভিউ করবার সুযোগ পাবে?"

"নাই পেলাম। কিন্তু আমি এমন পন্থা অবলম্বন করব—যাতে ফুলার সাহেবের নজরে পড়ে যাবই যাব। তা হলেই কার্য্যোদ্ধার।"

জগৎ বাবুর মুখ হইতে হাস্যপরিহাসের ভাব এখন তিরোহিত। বলিলেন—"কি পাগলামি করছ? দেশসুদ্ধ লোক কেউ ফুলার সাহেবকে অভ্যর্থনা করবে না—তুমি একা করবে? তুমি দেশদ্রোহীর মত নিজের স্বার্থের জন্যে দেশনায়কদের মতের বিরুদ্ধে কাজ করবে?"

সুবোধ বলিলেন—"জগৎ, তুমি ছেলে মানুষের মত কথা বলছ। আমি যে চার বছর ধরে এখানে পড়ে পচে মরচি, স্ত্রীর গহনা বিক্রী করে বাসাখরচ চালাচ্ছি, দেশ-নায়কেরা কোনও দিন কি আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করেছেন—'ওহে, তোমার ঘরে আজ চাল আছে ত?'—ছোট ছেলে মেয়েদের জন্যে আমি দুধ কিনতে পারিনে—শুধু কোলের মেয়েটির জন্যে একসের করে দুধ নিই—অন্য ছেলে মেয়েদের আমার স্ত্রী সুজি সিদ্ধ করে চিনি দিয়ে খাওয়ায়—তা তুমি খবর রাখ? নিয়মিত মাইনে পায় না বলে কোন ঝিই বেশীদিন টেকে না,—কুয়ো থেকে জল তুলে তুলে আর বাসন মেজে মেজে আমার স্ত্রীর হাত দুটি শক্ত হয়ে গেছে। আমি যদি একটা সুযোগ পেয়ে, নিজের উন্নতি করে নিতে পারি ত কেন নেব না? সত্যি সত্যি যে এই নতুন আসাম গভর্ণমেণ্টের উপর আমার ভক্তি উছলে উঠেছে তা ত নয়। গভর্ণমেণ্ট আমাদের সর্ব্বস্বটা নিয়ে

যাচ্ছে—আমি গভর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিয়ে একটা সরকারী উকীলগিরি যদি নিতে পারি ত ক্ষতিটা কি? কতকাল আর এ রকম করে পাওনাদারের কাছে প্রতিদিন অপমানিত হব,—ছেঁড়া জুতো ছেঁড়া কাপড় পরে বেড়াব?"

জগৎপ্রসন্ন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—"কি করবে স্থির করেছ?"

"বাড়ীটে বেশ করে সাজাব।"

"তাতেই তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে?"

"না তা হবে না। সেটা উপক্রমণিকা মাত্র। বীজবপন মাত্র। তারপর আপনিই সমস্ত যোগাড় হয়ে উঠবে। এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে যে ফুলার সাহেবের সু-নজরে পড়ে যাব—কায বাগিয়ে নেব।"

"যোগাড়টি হবে ত? না, শুধু লোকগঞ্জনাই সার হবে?"

"ঠিক যোগাড় হবে। কিন্তু তুমি সাহায্য না করলে হবে না।"

"আমায় কি করতে হবে?"

"যখন যেমন বলব, তখন তেমন করবে। আপাততঃ আমি বাড়ী সাজালে পর, তুমি পথে ঘাটে আমার খুব নিন্দে করে বেড়াও।"

"সে কাজ শক্ত নয়,—তা পারব।"

"আর খুব সাবধান, তোমার আমার মধ্যে যে এই ষড়যন্ত্রটি চলচে—বাইরের লোক কেউ যেন ঘূণাক্ষরে জানতে না পারে।"

"তার জন্যে ভয় নেই।"

"তা হলেই হল। টাকাটা আজই কিন্তু চাই।"

"আচ্ছা—আমি বাড়ী গিয়ে মুহুরীর হাতে পাঠিয়ে দিচ্চি।" বলিয়া জগৎপ্রসন্ন গাত্রোত্থান করিলেন।

সুবোধও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। যাইবার সময়

জগৎ বলিলেন "দেখ, ষড়যন্ত্র জিনিষটের ভিতর একটু মাদকতা আছে। এখনি যেন নেশাটা আমায় চেপে ধরছে। এ খেলা মন্দ নয়। তবে হার হবে কি জিৎ হবে—সেইটিই সংশয়।"

সুবোধ বলিলেন—"ঈশ্বরেচ্ছায় আসাম গভর্ণমেণ্টের এই উন্মাদ ব্যাধিটুকু কিছুদিন টিকে যাক—আমাদের ষড়যন্ত্রটি সফল হবে। এখন আমার অদৃষ্ট।"

"আর আমার হাতযশ।" বলিয়া জগৎ সহাস্যে সুবোধের করমর্দ্দন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অদ্য সোমবার। কল্য প্রভাতে লাটসাহেব আসিবেন। অথচ নগরবাসী কেহ কোনও উৎসবের আয়োজন করিতেছেন না। বঙ্গভঙ্গ-জনিত শোক ও অপমান সকলেরই মনে জাগরূক রহিয়াছে। নূতন লাটসাহেবকে সকলেই বিদ্বেষের চক্ষে দর্শন করিতেছে। মিউনিসিপালিটির বে-সরকারী সভ্যগণ অভিনন্দন করিবার বিরুদ্ধে রেজুলিউসন করিয়াছেন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাতেও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেখানেও অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট-পক্ষ ভোটে পরাজিত হইয়া গিয়াছেন। স্থানীয় যেসকল বড় জমিদার সমস্ত সাধারণ কার্য্যে অগ্রসর ছিলেন—তাঁহাদের অধিকাংশ লোকেই হঠাৎ পীড়াগ্রস্ত হইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের

জন্য নানা স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। কেবল সম্প্রতি জনৈক মুসলমান ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সব্‌রেজিষ্টার সাহেবের বিশেষ চেষ্টায়, জন কুড়ি মুসলমান লইয়া একটি "আঞ্জুমান-ই-ইস্‌লামিয়া" সভা গঠিত হইয়াছে— সেই সভার পক্ষ হইতে দরবারে লাটসাহেবকে এক অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইবে। দুঃখের বিষয়, আঞ্জুমানের বে-সরকারী সভ্যগণের মধ্যে কেহই ইংরাজি ভাষা ভালরূপ অবগত ছিলেন না। দরবারে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করে কে? এই বিষম সমস্যার বিষয় তারযোগে অবগত হইয়া, শান্তিগঞ্জের নবাব বাহাদুর একজন ইংরাজিজানা পারিষদকে দিনাজ-সাহীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সোমবার প্রভাতে উঠিয়া, নগরবাসিগণ এক আশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিল। সুবোধ বাবু উকীলের বাটী সজ্জিত করিবার জন্য দশ বারো জন লোক লাগিয়া গিয়াছে। রাশি রাশি ঝাউ ও দেবদারু পত্র আসিয়াছে। কয়েকটা সদ্যচ্ছিন্ন কদলীবৃক্ষ দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে সুবোধ বাবুর ফটকের উপর বাখারীর 'আর্চ্চ' তৈয়ারি হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সে 'আর্চ্চ' দেবদারুপত্রে মণ্ডিত হইয়া উঠিল। দুইপার্শ্বে দুইটি কদলী বৃক্ষ রোপিত হইল। প্রত্যেক বৃক্ষের নিম্নে একটি করিয়া হরিতালচিত্রিত পূর্ণঘট। গৃহের জানালাগুলির চারিপার্শ্বে গেঁদাফুলের মালা সাজাইয়া দেওয়া হইল। বাহিরের দেওয়ালের স্থানে স্থানে ঝাউপাতার বৃত্ত রচনা করিয়া, তাহার কেন্দ্রদেশে বিবিধ বর্ণের ফুলের গুচ্ছ সংস্থাপিত হইল। পত্র ও পুষ্পকে সজীব রাখিবার জন্য এক ব্যক্তি ক্রমাগত সে গুলিতে জলসেচন করিতে লাগিল।

এই সমস্ত করিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। তাহার পর আহারাদি করিয়া, একখানি দরখাস্ত লিখিয়া সুবোধ বাবু পুলিস আফিসে ছুটিলেন। দরখাস্তে প্রার্থনা ছিল, যেন তাঁহাকে শ্রীল শ্রীযুক্ত ছোট লাট

সাহেব বাহাদুরের শুভাগমন উপলক্ষে, আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় নিজ গৃহের কম্পাউণ্ডে কিছু বাজি পোড়াইবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, দরখাস্ত পেশ হইবামাত্র পুলিস সাহেব তাহা মঞ্জুর করিয়া দিলেন।

সুবোধচন্দ্র বাটী ফিরিয়া আসিয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, আবার গৃহদ্বার সজ্জিত করিতে মন দিলেন। একখানা লম্বা তক্তা আনাইয়া, তাহা শাদা কাগজে মুড়িয়া তাহার উপর লাল কাগজের কাটা অক্ষরে ফুলার সাহেবের প্রতি স্বাগত সম্ভাষণসূচক শব্দসমষ্টি বসাইতেছিলেন, এমন সময় জাতীয় বিদ্যালয়ের কতিপয় যুবক ও বালক আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। একজন যুবক তাঁহাকে বিনীত নমস্কার করিয়া বলিল—"আপনি এ কি করছেন?"

সুবোধচন্দ্র অত্যন্ত ভালমানুষের মত বলিলেন—"কাল লাটসাহেব আসছেন কিনা,—তাই বাড়ীটে একটু সাজাচ্ছি।"

"কেউ বাড়ী সাজাচ্ছে না—আপনি সাজাচ্ছেন কেন?"

"কেন, তাতে দোষটা কি?"

"বঙ্গচ্ছেদের জন্যে সবাই এখন শোকে মগ্ন রয়েছে—এই কি উৎসবের সময়?"

"শোকে মগ্ন রয়েছে নাকি?—কেন শোক কিসের? সবাই ত বেশ হেসে খেলে বেড়াচ্ছে দেখছি।"

"আপনি কি তবে বঙ্গচ্ছেদ আনন্দের বিষয় বলে মনে করেন?"

সুবোধচন্দ্র একটু বিপদে পড়িলেন। বিগত ৩০ শে আশ্বিন যে সভা হইয়াছিল—তাহাতে তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"ভাই বাঙ্গালী—মায়ের অঙ্গে এ খড়্গাঘাত—এ রুধিরপাত—যতদিন এর প্রতিবিধান না হবে—ততদিন যেন কোন রকম বিলাস বিভ্রমে আমরা মগ্ন না হই"—ইত্যাদি।

সুবোধচন্দ্র নীরব রহিলেন। বালকেরা অনেক কাকুতি মিনতি করিল। একজন বলিল—"আপনার পায়ে ধরি—এ সব ভেঙ্গে ফেলুন।"

সুবোধচন্দ্র বলিলেন—"এত খরচ করে করলাম, সব নষ্ট হবে?"

বালকেরা বলিল—"আপনার যা খরচ হয়েছে বলুন,—আমরা ইস্কুল থেকে চাঁদা তুলে—নিজেদের জলখাবারের পয়সা থেকে বাঁচিয়ে—আপনার ক্ষতিপূরণ করে দেব। অনুমতি করুন—আমরা নিজে এ সব ভেঙ্গে ফেলি।"

সুবোধচন্দ্রের বুকের মধ্যে ঝনাৎ করিয়া একটা ব্যথা বাজিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা একমুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। একটু ক্রোধের ভাণ করিয়া বলিলেন—"যাও যাও, বিরক্ত কোরো না। সকল কাযেই তোমরা খোঁচা দিতে শিখেছ। যাও লেখা পড়া করগে।"

বালকেরা তখন হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। সুবোধ ভাবিলেন—এ সকল বালক যেরূপ দুর্দ্দান্ত, কি জানি রাত্রে যদি আসিয়া সব ভাঙ্গিয়া দেয়? তৎক্ষণাৎ পোষাক পরিয়া পুলিস সাহেবের কুঠীর অভিমুখে ছুটিলেন।

সেখানে পৌঁছিয়া শুনিলেন, সাহেব বাড়ী নাই—ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কুঠীতে গিয়াছেন। সুবোধ বাবু ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের বাঙ্গলায় গিয়া, পুলিস সাহেবের নিকট নিজ কার্ড পাঠাইয়া দিলেন।

অবিলম্বে তাঁহার আহ্বান হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুলিস সাহেব একত্র বসিয়া ছিলেন। সুবোধ বাবু গিয়া উভয়কে সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

পুলিস সাহেব বলিলেন—"কি বাবু? কি চাই?"

"হুজুর, কাল লাটসাহেব আসিবেন বলিয়া আমি আমার বাড়ী কিঞ্চিৎ সাজাইয়াছি। লোকপরম্পরায় শুনিলাম, ইস্কুলের ছেলেরা রাত্রে আসিয়া সমস্ত ভাঙ্গিয়া দিবে।"

পুলিস সাহেব বলিলেন—"আপনিই কি আজ বাজি পোড়াইবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন ?"

"হাঁ হুজুর—আমিই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে পুলিস সাহেব বলিলেন—"ইহারই কথা আপনাকে বলিতেছিলাম।" সুবোধকে বলিলেন—"আচ্ছা সে জন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই। আপনার বাড়ীর সম্মুখে সমস্ত রাত্রি পাহারা দিবার জন্য আমি এখনি চারিজন কনেষ্টবল হুকুম করিতেছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি উকীল ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"বেশ। আপনার রাজভক্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আপনি কল্য দরবারে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন ?"

সুবোধ সবিনয়ে বলিলেন—"হুজুর, সে ত আমার বিশেষ সৌভাগ্যের কথা।"

"অল্‌রাইট্। আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ কার্ড দিতেছি। আপনার নামটি কি ?"

সুবোধ নাম বলিল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব একখানি কার্ড লইয়া, স্বহস্তে সুবোধের নাম পূরণ করিয়া, তাঁহাকে দিলেন।

সুবোধ বাবু ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া, কার্ড লইয়া, মহোল্লাসে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

* * * *

পরদিন যথা সময়ে লাটসাহেবের আগমন হইল। কাছারির পোষাক পরিয়া, সুবোধ নিজ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছিলেন। লাট সাহেবের ফীটন গাড়ী ক্রমে নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। কমিসনর সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সেই গাড়ীতে ছিলেন। ফুলার সাহেবকে দেখিবামাত্র

সুবোধ নতমস্তকে সেলাম করিল। লাটসাহেব স্মিতমুখে হস্তোত্তোলন করিয়া তাঁহার সেলাম প্রত্যর্পণ করিলেন। কদলী বৃক্ষ ও পত্রপুষ্পের সজ্জা নিরীক্ষণ করিলেন। গেটের শীর্ষদেশে শাদা জমির উপর লাল অক্ষরে লেখা ছিল—

Long Live Fuller.

Welcome to Dinajshahi.

দেখিয়া একটু মৃদুহাস্য করিলেন। ক্রমে ফীটন অদৃশ্য হইয়া গেল।

* * * *

ঘোড়দৌড়ের ময়দানে শামিয়ানা টাঙ্গাইয়া দরবার সজ্জিত হইয়াছে। বেলা দশটার সময় দরবার। ৯টা বাজিলে পর, একখানি গাড়ী আনাইয়া সুবোধ বাবু দরবারে উপস্থিত হইলেন। পয়সা বাঁচাইবার জন্য গাড়ীখানি বিদায় করিয়া দিলেন। পদব্রজেই গৃহে ফিরিবেন।

দরবারে লোকসংখ্যা অত্যন্তই অল্প। রাজা ও জমিদারের মধ্যে দুই তিন জন মাত্র উপস্থিত আছেন। বাকী সমস্ত গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী—ডেপুটি, মুনসেফ প্রভৃতি। স্থান পূরণ করিবার জন্য কাছারির আমলাগণকেও নিমন্ত্রণ কার্ড দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে গরীব আমলারা বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের অল্প বেতন, কোন ক্রমে দিনের দিন কাটাইয়া দেয়। কাছারি যাইবার জন্য একসুট মাত্র পোষাক আছে তাহা দরবারের উপযুক্তই নহে। অনেকে চোগা ও চাপকান চাহিয়া চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। যাহারা পারে নাই, তাহারা কাছারিরই সেই ছিন্ন চাপকান, মলিন শামলা এবং তালি দেওয়া জুতা পরিয়া আসিয়াছে—না আসিলে চাকরী যায়। ডেপুটি, মুনসেফ, আমলা প্রভৃতি সরকারী চাকর ছাড়া, হিন্দুই বল আর মুসলমানই বল, বে-সরকারী লোক অত্যন্তই

অল্প সংখ্যক। আঞ্জুমান-ই-ইস্‌লামিয়ার জন পনেরো মুসলমান সভ্য উপস্থিত হইয়াছেন।

ক্রমে শুভ্রকেশ প্রসন্নবদন ফুলার সাহেব দরবারে প্রবেশ করিলেন। হিন্দুগণ নীরবে দণ্ডায়মান হইল। মুসলমানগণ "মরহাবা" বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিল। আঞ্জুমান-ই-ইস্‌লামিয়ার অভিনন্দনপত্র পঠিত হইল। ফুলার সাহেব ইংরাজি ও উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। তাহার পর "ইণ্ট্রোডক্সনের" পালা।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একে একে বড় বড় লোকগণকে লাট সাহেবের নিকট উপস্থিত করিলেন। সুবোধ বাবুও সাহসপূর্ব্বক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকেও লাট সাহেবের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। ফুলার সাহেব সুবোধের সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন—"তুমিই কি আসিবার সময় পথে আমাকে সেলাম করিয়াছিলে?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তোমার গৃহ বেশ সাজানো হইয়াছিল। আমি তোমার সুরুচির প্রশংসা করি। তুমি উকীল?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"উকীলেরা ভারি রাজদ্রোহী—আমি তাহাদের উপর অত্যন্ত চটিয়াছি। তুমি দেখিতেছি সুরেন্দ্রবাবুর ইঙ্গিতে বাঁদরনাচ নাচিতে সম্মত হও নাই।"

"আমি লোকের কথায় নিজ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হই না।"

"বেশ। তুমি বৈকালে সার্কিট হাউসে আমার সঙ্গে প্রাইবেট ইণ্টারভিউ করিতে আসিও।" বলিয়া ফুলার সাহেব সুবোধকে বিদায় দিলেন। পরে অন্যলোক "ইণ্ট্রোডিউস" হইল।

ক্রমে দরবার ভঙ্গ হইল। সুবোধ বাহির হইয়া আসিতেছিলেন; এমন সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাড়াতাড়ি আসিয়া, পকেট হইতে এক খানি প্রাইবেট ইণ্টারভিউর নামহীন কার্ড বাহির করিয়া, সুবোধকে দিলেন। বলিলেন—"তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। His Honor স্বয়ং তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন। যথাসময়ে উপস্থিত হইও।"

সুবোধচন্দ্র যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

হঠাৎ এ কি হইল? গত পরশ্বদিন জগৎপ্রসন্ন ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল—"দরবারের কার্ড পাবে? প্রাইবেট ইণ্টারভিউ করতে নিমন্ত্রণ হবে?"—সবই ত হইল। এখন গভর্ণমেণ্ট প্লীডারিটাই কি ফস্কাইয়া যাইবে? আশ্চর্য্য! যাহা স্বপ্নাতীত ছিল, সেই সমস্ত ঘটিয়া যাইতেছে। তবে কি সুদিন উপস্থিত হইল? এতদিনের পর কি গ্রহদশা খণ্ডিত হইল?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, ধীরে ধীরে সুবোধচন্দ্র গৃহাভিমুখে পদচালনা করিলেন।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া, রাস্তার অপর পার্শ্বে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া পত্রপুষ্পসজ্জা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লাট সাহেব সজ্জিতকরণের সুরুচির প্রশংসা করিয়াছেন। অনিমেষ নেত্রে সুবোধ বাবু নিজ কীর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা এক অভাবনীয় বিপদ উপস্থিত হইল।

তিনি যে বাড়ীর সন্নিকটে দাঁড়াইয়া মুগ্ধ-নেত্রে নিজ গৃহশোভা দেখিতেছিলেন, তাহা একজন উকীলের বাড়ী। সেই বাড়ীর কয়জন দুষ্ট বালক, ছাদের উপর হইতে, একগামলা গোবর ও কাদা-গোলা জল, সুবোধ বাবুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া ঢালিয়া দিল।

সুবোধচন্দ্র চকিতনেত্রে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কে বিদ্রূপের স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল "Long live Subodh Babu—Welcome to Pandemonium."

গোবর ও কাদা-গোলা জল তাঁহার শামলা বহিয়া চাপকানে পতিত হইল। চাপকানকে রঞ্জিত করিয়া প্যাণ্টালুনের পদদ্বয় বহিয়া, জুতার মধ্যে প্রবেশ করিল। সুবোধ বাবু জুতা চব্ চব্ করিতে করিতে যথা-সাধ্য ত্বরিত-পদে নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেই একটিমাত্র পোষাক—তাহা গেল নষ্ট হইয়া। এখন কি পরিয়া সুবোধ বাবু প্রাইবেট ইণ্টারভিউ করিতে যান?

স্নানাহার করিয়া, তিনি অনাথ বাবু ডেপুটির বাসায় ছুটিলেন। তাঁহাকে সকল অবস্থা জানাইয়া, একসুট পোষাক ধার চাহিলেন।

ডেপুটি বাবু বলিলেন—"মশায় আচ্ছা, তা পোষাক না হয় দিচ্চি। কিন্তু আপনার এ কর্ম্মভোগ কেন? আমরা গোলামী করছি—আমাদের সবই করতে হয়। কিন্তু আপনার বাড়ী সাজানই বা কেন? দরবারে যাওয়াই বা কেন? প্রাইবেট্ ইণ্টারভিউ ক'রবার এত আগ্রহই বা কেন?"

সুবোধ বাবুর মুখখানি ছোট হইয়া গেল। বলিলেন—"সাহেব নিজে বলেছেন—না গেলে সেটা কি ঠিক হয়?"

ডেপুটি বাবুর হঠাৎ মনে হইল—এ সব কথা এ লোকটাকে বলাই ভাল হয় নাই। এ যদি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়া বলিয়া দেয়—

তাহা হইলে আমার চাকরি লইয়া টানাটানি হইবে। সুতরাং আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—"না—তা যাবেন বৈকি! সাহেব নিজে বলেছেন—অবিশ্যি আপনার যাওয়াই উচিত। বসুন পোষাকটা নিয়ে আসি।"

প্রাইবেট ইণ্টারভিউ হইয়া গেল—বাজিও পুড়িল। রাত্রি ৯ টার সময়, শাল মুড়ি দিয়া, সুবোধচন্দ্র জগৎ বাবুর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

জগৎ বাবু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—"সাবাস্—সাবাস্। তুমি যা বল্লে তাই হল যে। তারপর লাটসাহেবের কাছে গভর্ণমেণ্ট প্লীডারির কথা তুলেছিলে?"

সুবোধ বলিলেন—"পাগল! তা হলে যে সন্দেহ করবে। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। সেসব এখনও দেরী আছে। এখনও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।"

"এবার কি করবে?"

"টেলিগ্রাফের ফরম আছে?"

"আছে।"

"বের কর দিকিন খানকতক।"

জগৎ বাবু টেলিগ্রাফের ফরম বাহির করিলেন। সুবোধ বলিলেন—"বেঙ্গলী, অমৃতবাজার আর বন্দেমাতরম্ কাগজে তার পাঠাতে হবে।"

"কিসের তার?"

"আমার কীর্ত্তি।"

"সে হয়ে গেছে। বেঙ্গলীর সংবাদ-দাতা সুকুমার বাবু তোমার নামও লিখে দিয়েছেন। লিখে দিয়েছেন যে, বারের লোকের মধ্যে একমাত্র তুমিই বাড়ী সাজিয়েছিলে আর দরবারে উপস্থিত ছিলে।"

"আর সে গোবরজলের কথাটা।"

"সেটা বোধ হয় লেখেন নি।"

"আরে সেইটেই হল আসল। এই দেখ, আমি টেলিগ্রাম মুসাবিদা করে এনেছি। সুকুমার বাবুর টেলিগ্রামে আমার প্রতি যথেষ্ট গালাগালি নেই। সেইটে বড্ড দরকার। আর গোবরজলের কথাটা আর Welcome to Pandemoniumটা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। ওটা বড় dramatic হয়েছে। সাধারণের কল্পনাকে ভারি উত্তেজিত করবে।"

জগৎ বাবু টেলিগ্রাম নকল করিয়া তৎক্ষণাৎ রওনা করিয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সুবোধ বাবু সেই মাত্র গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিয়াছেন, দেখিলেন কোতোয়ালি হইতে দুইজন দারোগা আসিয়া উপস্থিত। একজন দারোগা বলিল—"মশায়—শুনলাম না কি কাল আপনি যখন দরবার থেকে ফিরছিলেন, তখন কে ছাদ থেকে আপনার গায়ে গোবরগোলা জল ফেলেছে?"

"ফেলেছিল বটে।"

"এ কথা সাহেবদের কানে গেছে। পুলিস সাহেব আমাদের হুকুম দিয়েছেন, আপনি যদি মোকর্দ্দমা চালাতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা সাক্ষী প্রমাণ ইত্যাদি সংগ্রহ করে আপনাকে সাহায্য করব। দুঃখের বিষয় এটা পুলিসগ্রহণীয় মোকর্দ্দমা নয়। হলে আমরা কালই সে বাড়ীর ধাড়ি বাচ্ছা সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরতাম। আপনি আজ একটা নালিস করে দিন।"

সুবোধ বাবু বলিলেন—"কাউকে ত দেখতে পাইনি, কার নামে নালিস করব?"

"ও বাড়ীতে ছেলে পিলে যারা আছে তাদের নাম আমরা এখনি সংগ্রহ করে দিচ্ছি। আর তাদের বাপ, উকীল বাবুটি, তিনি নিশ্চয় ওদের abet করেছেন। তাঁরও নাম লাগিয়ে দিন।"

সুবোধ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"পুলিস সাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বলবেন—আমি ত কাউকে দেখতে পাইনি—কাউকে সেনাক্ত করতে পারব না। এ অবস্থায় নালিস করলে কোনও ফল হবে না।"

দারোগা বাবুরা তখন দুঃখিত মনে প্রস্থান করিলেন।

সুবোধ বাবু ধূমপান করিতে আরম্ভ করিলেন। ভাবিলেন—"যে ছেলেরা আমার মাথায় গোবরজল ঢেলেছিল—তারা আমার আশাতীত উপকার করেছে। খবরটা এতক্ষণ বোধ হয় কলকাতায় বেরিয়ে গেল। সমস্তটা জড়িয়ে এমন একটা হৈ চৈ উপস্থিত হবে যে, আমার কার্য্যসিদ্ধি হতে বেশী বিলম্ব হবে না।"

বাস্তবিক তাহাই হইল। তিন দিনের মধ্যে দেশময় ঢী ঢী পড়িয়া গেল। ইংরাজি কাগজ হইতে এই সংবাদ নকল করিয়া বাঙ্গলা কাগজের সম্পাদকেরা দীর্ঘ দীর্ঘ গালিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিলেন। কেহ কেহ লিখিলেন,—"এমন স্বদেশদ্রোহীকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত করা উচিত।" একজন রসিক লেখক "সুবোধ বাবুর পাপমুক্তি" নামক একটি কবিতায় লিখিলেন, গোবরজল অতি পবিত্র জিনিষ। লাট দরবারে ফুলার সাহেবের সহিত করমর্দ্দন করিয়া সুবোধ বাবুর যে পাপসঞ্চয় হইয়াছিল,—গোবরজলে তাহা ধৌত হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে ইংলিসম্যান প্রভৃতি কাগজেও সুবোধ বাবুর নাম উঠিয়া গেল। ইংরাজ সম্পাদকগণ লিখিলেন, পূর্ব্ববঙ্গে বাস্তবিক এখনও বহু বহু রাজভক্ত শিক্ষিত লোক বিদ্যমান আছেন, কেবল বদমায়েস লোকের হস্তে লাঞ্ছনার ভয়ে তাঁহারা নিজ রাজভক্তি প্রকাশ করিতে সক্ষম হন না। সুবোধ বাবুর সৎসাহসের প্রশংসাও বাহির হইল। এ দিকে, দিনাজসাহীতে সুবোধ বাবুর গঞ্জনার সীমা রহিল না। বারলাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলেই অন্যান্য উকীলগণ

তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া তীব্র মন্তব্য করিতে লাগিলেন। সুবোধ বাবুর অনুপস্থিতিকালে একজন উকীল একদিন জগৎ বাবুকে বলিলেন—"কিহে তোমার বন্ধুর মৎলবটা কি? দারোগা হতে চায়, না ডেপুটী হতে চায়, না কি হতে চায়?"

জগৎ বাবু রাগিয়া বলিলেন—"আরে মশায়, জিজ্ঞাসা করবেন না। ও লোকটার উপর মর্ম্মান্তিক চটে গেছি।"

"তোমার সঙ্গে ওর এত বন্ধুতা—"

"বন্ধুতা! অমন লোককে বন্ধু বলে স্বীকার করতে অপমান বোধ হয়।"

"তোমার সঙ্গে কিছু কথাবার্ত্তা হয়েছে? এমনটাই করলে কেন? মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি?"

জগৎবাবু মুখখানা হাঁড়ি করিয়া বলিলেন—"আমি ওর সঙ্গে সেইদিন থেকে কথাবার্ত্তা বন্ধ করেছি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লাট সাহেবের প্রস্থানের এক সপ্তাহ পরে, বারের প্রধান উকীল কিশোরীমোহন বাবুর পুত্রের বিবাহ উপস্থিত হইল। কিশোরী বাবু বৃদ্ধ, অতি ক্ষমাশীল অমায়িক প্রকৃতির লোক। সুবোধকে সকলেই অপদস্থ করিতে আরম্ভ করায়, তিনিই কেবল সুবোধের পক্ষাবলম্বন করিয়া মাঝে মাঝে দুই এক কথা বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন—"সুবোধ কাযটা যা করেছে তা অত্যন্ত গর্হিত সন্দেহ নেই। ছেলে মানুষ,

না বুঝে করে ফেলেছে। তাই বলে কি ওর উপর অমন করে জুলুম করতে আছে! আহা বেচারি কাগজে যা গালটা খেয়েছে অন্যলোক হলে পাগল হয়ে যেত। যথেষ্ট হয়েছে, আর কেন? আর তোমরা ও কথা উত্থাপন কোরো না।” ফলতঃ দুই চারিজনের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সুবোধ বাবুকেও বিবাহে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সন্ধ্যাকাল। আফিসকক্ষে বসিয়া সুবোধচন্দ্র ধূমপান করিতেছিলেন। শালমুড়ি দিয়া জগৎবাবু আসিয়া দর্শন দিলেন।

“এস এস—আর যে দেখাই পাওয়া যায় না। দুটো মনের কথা বলবার ফুরসৎ পাইনে।”

জগৎ বাবু বলিলেন—“আর ভাই, ব্যাপারটি যে রকম জমিয়ে তুলেছ—আসতে ভয় করে পাছে ধরা পড়ে যাই। কিন্তু আসল কাযের ত কোনও চিহ্ন দেখছি নে। কেবল কি গাল’ খেয়েই মরলে?”

“আসল কাযই হবে। ভাল করে গোড়া বাঁধি আগে। সবুরে মেওয়া ফলবে হে—মেওয়া ফলবে।”

“কাগজে দেখলাম ফরিদসিংহের সরকারী উকীলের চাকরি যাবে স্থির হয়েছে। একটা দরখাস্ত ঝেড়ে দাও না।”

“না ভাই—এ খণ্ডপ্রলয়ের পর ‘বারে’ আর সুবিধে হবে না। হ’লাম যেন সরকারী উকীল—কিন্তু বার লাইব্রেরীতে কেউ আমার সঙ্গে কথা কবে না। তাতে কি সুখ হবে?”

“তবে কি করবে?”

“একটা ডেপুটিগিরি পেলেই ভাল হয়। বাঁধা মাইনে মাস গেলেই। হাকিমী পদটাও লোভনীয়।”

“তবে তাই দরখাস্ত কর না।”

“না, এখন নয়। আর একটু গোড়া বাঁধি দাঁড়াও।”

"আর কি গোড়া বাঁধবে ?"

"একঘরে হতে হবে। তোমরা আমায় একঘরে করে দাও ; ব্যস আর কিছু চাইনে। তাহ'লেই ডেপুটিগিরি আমার বাঁধা।"

"আমি একলা একঘরে করলে ত হবে না।"

"কিশোরী বাবু ছেলের বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছেন।"

"যাচ্চ নাকি ?"

"অবিশ্যি।"

"তোমায় নেমন্তন্ন করা নিয়ে প্রথমে লোকে একটু গোলযোগ করেছিল। তারপর কিশোরী বাবু বলে কয়ে তাদের থামিয়ে থুমিয়ে দিয়েছেন।"

"ঐ ত মুস্কিল হয়েছে। তুমি এক কায কর। যখন খেতে বসা যাবে, তখন তুমি একটা গোলমাল বাধাও।"

"তার পর।"

"তারপর আমি উঠে আসব। তারপর লম্বা টেলিগ্রাম কাগজে কাগজে।"

জগৎ বাবু বলিলেন—"না হে—অত বাড়াবাড়িতে কায নেই। কাযটিও শক্ত। পারব না।"

"পারতেই হবে। এইটিই আসল—এরি উপর সব নির্ভর করছে। এইটে হলেই তখন গভর্ণমেণ্টের কাছে আমার দাবীর জোর হবে।"

অনেক বলা কহার পর জগৎ বাবু রাজি হইলেন। এক পেয়ালা চা পান করিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন নিমন্ত্রণ সভায় যথাপরামর্শ কার্য্য হইল। জগৎ বাবু উচিত মুহূর্ত্তে বলিলেন—"মহাশয়গণ আমাকে ক্ষমা করবেন—আমি এ নিমন্ত্রণ সভায় ভোজন করতে অক্ষম। সুবোধ বাবুর মত দেশদ্রোহী ব্যক্তির সঙ্গে একত্র আহার করলে আমার জাতিপাত হবে।"

এই কথা শুনিয়া আরও কয়েকজন বলিল—"আমরাও খাব না।" বলিয়া তাহারাও উঠিয়া পড়িল।

সুবোধ বাবু উঠিয়া বলিলেন—"মশায়—একজনের জন্যে আপনারা এত জন কেন অভুক্ত ফিরে যাবেন? তার চেয়ে আমিই উঠে যাচ্ছি।" বলিয়া তিনি বায়ুবেগে বাহির হইয়া পড়িলেন।

এই গোলমালে বৃদ্ধ কিশোরী বাবু বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া, সুবোধের হাত দুইখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"ভাই, চলে যেও না। এস তোমায় আলাদা বসিয়ে খাইয়ে দিই।"

সুবোধ বাবু তাঁহার হাত ছাড়াইয়া বলিলেন—"এত অপমান সহ্য হয় না।" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

বাড়ী আসিয়া, অন্যের বেনামীতে কাগজে কাগজে লম্বা টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিলেন। খবরের কাগজ মহলে আবার হুলস্থূল বাধিয়া গেল। বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদকগণ লিখিলেন—এইরূপ সামাজিক শাসন প্রবর্ত্তন করিয়া দিনাজসাহী যে সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা সমস্ত দেশবাসীর অনুকরণযোগ্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আরও এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। আপিস-কক্ষে বসিয়া সুবোধচন্দ্র জগৎ বাবুর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। সম্মুখে অদ্যকার ইংলিশম্যান কাগজ খোলা রহিয়াছে। তাহাতে লেখা আছে—"আমরা বিশ্বস্তসূত্রে

অবগত হইলাম—দিনাজসাহীর উকীল বাবু সুবোধচন্দ্র হালদারকে আসাম গভর্ণমেণ্ট ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিসের কর্ম্ম দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। পুলিস বিভাগে এইরূপ আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রবেশই বাঞ্ছনীয়।”

সুবোধ বলিলেন—“তাই ত হে! এ যে ভাবিয়ে তুল্লে। এত কাণ্ড করে—এত গাল খেয়ে—শেষে পুলিসের চাকরি!”

জগৎ বাবু বলিলেন—“গভর্ণমেণ্ট ভাল ভেবেই দিয়েছে। এ আড়াইশো টাকায় আরম্ভ হবে—ডেপুটিগিরি দুশো টাকা বৈ ত নয়?”

“মাইনেটা মোটা বটে। কিন্তু যে দিন কাল পড়েছে—আমার ত মোটেই কাযটা লোভনীয় মনে হচ্চে না। দেখ, এই এক মাস জাল স্বদেশদ্রোহী সেজেই প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। পুলিসে চাকরি নিলে ত আসল দেশদ্রোহী হতে হবে। কোথায় কে বিলিতি নুন ফেলে দিয়েছে—যাও তাকে ধর। কোথায় কোন ছেলে বন্দেমাতরম্ বলেছে—মার তার মাথায় রেগুলেশন লাঠি। সে ত ভাই আমি পারব না। তার চেয়ে ‘বারে’ আমার এ উপবাসই ভাল।”

জগৎ বাবু বলিলেন—“দেখ, আমার বোধ হয়, ডেপুটিগিরি পেলেই তুমি সন্তুষ্ট জানতে পারলে গভর্ণমেণ্ট তোমায় তাই দিতে চাইত। সেটা গভর্ণমেণ্টকে জানানো ভাল। যাও শিলঙে গিয়ে না হয় একবার চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা কর।”

“এখনও সরকারী চিঠিপত্র কিছু পেলাম না—শুধু ইংলিশম্যানের এই প্যারা দেখেই ছুটব?”

“ইংলিশম্যানের ও প্যারা গভর্ণমেণ্টের চিঠিরই সমান।”

তাহাই স্থির হইল। সেই দিন রাত্রেই সুবোধচন্দ্র শিলঙ যাত্রা করিলেন।

পর সপ্তাহের আসাম গেজেটেই দেখা গেল, সুবোধ বাবু অষ্টম গ্রেডের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

সুবোধ বাবু এখন ঢাকায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। সৌভাগ্য বশতঃ এখনও তাঁহাকে কোনও স্বদেশী মোকর্দ্দমা বিচার করিতে হয় নাই। এখন আর তিনি গুড় দিয়া চা পান করেন না, কাশীপুর কলের উৎকৃষ্ট দেশীয় চিনিই ব্যবহার করেন। আবার আট আনা সেরের তামাকই চলিতেছে।

হাতে হাতে ফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হইয়াছে। সিরাজপুর ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ আফিসে বসিয়া, ডাক্তার হরগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সিগ্‌নালার বাবুকে বলিতে-ছিলেন—"তা, কিছু ভয় নেই। আমার সঙ্গে একজন লোক দিন, একটা পাউডার আর একটা মিক্‌শ্চার এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, দুঘণ্টা অন্তর খওয়ান।"

সিগ্‌নালার বাবু বলিতেছিলেন—"আপনার কথা শুনে বড় আশ্বস্ত হ'লাম। ঐ একটি মাত্র ছেলে কিনা, আমার স্ত্রী ত কেঁদে কেটে অস্থির হয়েছিলেন। আমাদের বড়ই ভয় হয়েছিল।"

এই বলিয়া সিগ্‌নালার বাবু দুইটি টাকা ভিজিট এবং একটি আধুলি গাড়ীভাড়া ডাক্তার বাবুর হাতে দিতে চাহিলেন।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"ও কি ও? না—না,—রাখুন, রাখুন।"

সিগ্‌নালার বাবু বলিলেন—"তা হলে যে বড়ই অন্যায় হয়!"

"না—না। কিছু অন্যায় হয় না। আপনার ছেলেটিকে আমি আরাম করে দিই—তার পর না হয় একদিন—অমাবস্যে কি পূর্ণিমে দেখে, আমায় নেমন্তন্ন করে ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে দেবেন,—তার আর কি?"—বলিয়া ডাক্তার বাবু উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। গরীব লোকের কাছে ইনি কখনও ভিজিট গ্রহণ করেন না।

এই সময়, বাহিরে প্ল্যাটফর্ম্মে, অনেক লোকের কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শুনা গেল। ডাক্তার বাবু বলিলেন—"ও কি?"

"কলকাতা থেকে একজন স্বদেশী প্রচারক এসেছিলেন, তাঁকেই বোধ হয় লোকে গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছে।"

উভয়েই বাহিরে গেলেন। প্রচারক মহাশয় বিখ্যাত "বীরভারত" সংবাদপত্রের সম্পাদক শ্রীযুত বিনয়কৃষ্ণ সেন।

ডাক্তার বাবু সরকারী চাকর হইলেও অন্যান্য সরকারী চাকরের ন্যায় মনে মনে পূর্ণমাত্রায় স্বদেশী। রাত্রিযোগে দেশী দোকানে গিয়া বস্ত্রাদি খরিদ করিয়া আনেন, লোকে এ প্রকার কানাঘুষা করিয়া থাকে। বিনয় বাবুর সঙ্গে আলাপ করিবার প্রলোভন তিনি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দুই চারি মিনিট কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে, ভীমরবে ট্রেনও আসিয়া পড়িল।

উকীল, মোক্তার এবং ছাত্রগণে পরিবৃত হইয়া প্রচারক মহাশয় গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার নিকট একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট ছিল। একটি কামরা খুলিয়া যাই প্রবেশ করিতে যাইবেন অমনি তন্মধ্যস্থিত এক সাহেব বলিল—"এইও—কালা আদমিকা গাড়ী নেহি হ্যায়।"

প্রচারক মহাশয় বলিলেন—"কেন সাহেব, আমার টাকাগুলোও কি কালা? আমারও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট আছে।" বলিয়া তিনি দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

একে হুকুম অমান্য করা, তাহাতে মুখের উপর জবাব, "বাদশাহ-কা-দোস্ত" আর সহ্য করিতে পারিল না। উঠিয়া সেই ধুতি-কামিজ-রেশমী-চাদরধারী মূর্ত্তিমান রাজদ্রোহকে এক ধাক্কা দিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে ফেলিয়া দিল। বিনয় বাবু "বীরভারত" পত্রের সম্পাদক হইলেও, অত্যন্ত কৃশকায় ব্যক্তি। নিজ স্বাস্থ্যবল সমস্তই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূজা দিয়া, প্রসাদ স্বরূপ কয়েকখানি কাগজ পাইয়াছিলেন। আর স্থানান্তরে

পাইয়াছিলেন একযোড়া সোনার চশমা,—তাহার জন্য স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইয়াছিল। প্ল্যাটফর্ম্মে পড়িয়া তিনি বিশেষ আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন না বটে কিন্তু তাঁহার চশমাখানি চুরমার হইয়া গেল।

ইহা দেখিবামাত্র তাঁহার সহচরগণ বন্দেমাতরম্ বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। দুই তিন জনে সাহেবটাকে টানিয়া বাহির করিয়া, তাহাকে বেদম প্রহার করিতে লাগিল। কিল, চড়, ঘুঁসি ও লাথি। গোলমাল শুনিয়া গার্ডসাহেব সেই দিকে যাইতেছিলেন, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ধাবন করিয়া, (পলায়ন করিয়া নহে)—ব্রেকভ্যানে আরোহণ করিলেন। অনেক কষ্টে পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্রলোকগণ পড়িয়া সাহেবকে উদ্ধার করিলেন;—তাহার মাথা ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

ডাক্তার বাবুও গোলমাল শুনিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সাহেবের অবস্থা দেখিয়া, তাহাকে তিনি চিকিৎসার্থ হাসপাতালে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। সাহেব সম্মত হইল। ইতিমধ্যে কখন্ বিনয় বাবু গাত্রের ধূলা ঝাড়িয়া মধ্যমশ্রেণীতে আরোহণ করিয়া বসিয়াছিলেন;— পরদিন নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌঁছিয়া "বীর-ভারতে" এক ভীষণ প্রবন্ধ বাহির করিয়া ফেলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরগোবিন্দ বাবু স্থানীয় হাসপাতালের সরকারী ডাক্তার। লোকটি বৃদ্ধ হইয়াছেন;—নেটিব ডাক্তার হইলেও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। সহরে দুইজন এম, বি,—কয়েকজন এল, এম, এস, থাকা সত্ত্বেও হরগোবিন্দ বাবুর বিপুল পসার। তাঁহার উপর লোকের যেমন অগাধ বিশ্বাস, তেমন

আর কাহারও উপর নহে। প্রাইবেট্ কল্ তাঁহার যথেষ্ট, এমন কি সময়ে সময়ে ভদ্রলোক স্নানাহার করিবার পর্য্যন্ত সময় পান না।

হরগোবিন্দ বাবুর দুই পুত্র;—একটির নাম অজয়চন্দ্র, কলিকাতা রিপন কলেজে বি, এ, পড়ে, সম্প্রতি গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিয়াছে। ছোটটির নাম সুশীল, স্থানীয় জেলা-স্কুলের ছাত্র। অজয়ের বিবাহ হইয়াছিল,—গত বৈশাখ মাসে বধূমাতাকেও আনা হইয়াছে।

রাত্রি দশটার পর হরগোবিন্দ বাবু হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। অজয় বলিল,—"বাবা, সাহেবটা কেমন আছে?"

"ভাল আছে। মাথায় কিছু বেশী আঘাত পেয়েছিল, কিন্তু ভয় নেই। আহা, বেচারীকে বড্ড মেরেছে।"

অজয় বলিল—"তার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হয়েছে। শাদা রঙ বলে মনে করে যেন লাট। বেশ হয়েছে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"দেখ, সে অন্যায় করেছিল তার আর সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা লোককে পাঁচজনে পড়ে মারাটা কি রকম বীরত্ব? একে ত ন্যায়যুদ্ধ বলে না!"

অজয় বলিল—"ইংরেজের সঙ্গে বাঙ্গালীর কখনও ন্যায়যুদ্ধ হতে পারে?"

"কেন?"

"সবই যে অন্যায়। দেখুন, এ নিয়ে যদি মোকর্দ্দমা হয়, তবে হাকিম কি ন্যায়বিচার করবে?"

ডাক্তার বাবু হাসিলেন। বলিলেন—"তোমার যুক্তিটে ত বেশ দেখছি! অন্যে অন্যায় করে সেই নজিরে আমিও অন্যায় করব?"

অজয় সহসা এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। একটু নীরব থাকিয়া বলিল—"দেখুন, এ রকম স্থলে সংখ্যা দ্বারায় ন্যায় অন্যায় স্থির হতে পারে

না। একজন বাঙ্গালী, সে একজন মানুষ মাত্র। একজন ইংরেজ, সে একাধারে একজন মানুষ, একজন রাজজাতীয় এবং সম্ভবতঃ একজন রাজপুরুষ। সুতরাং একটা ইংরেজ তিনজন বাঙ্গালীর সমান বা তার চেয়েও বেশী। একজন আততায়ী ইংরেজকে তিনজন বাঙ্গালীতে মারলে. কোনও দোষ হয় না।”

ডাক্তার বাবু বলিলেন—“এ যুক্তির অবতারণা করে তুমি নিজের জাতিকে অপমান করছ। একজন ইংরেজ, সেও একজন মানুষ মাত্র। হলই বা সে রাজপুরুষ, হলই বা সে রাজজাতীয়। সে রাজপুরুষ এবং রাজজাতীয় বলে কি সে গায়ে বেশী জোর পাচ্ছে?”

অজয় বলিল—“গায়ের জোর না পাক্, মনের জোর পাচ্ছে। মনের জোরেই গায়ের জোর।”

পুত্রের এ যুক্তির সারবত্তা ডাক্তার বাবুকে স্বীকার করিতে হইল। বলিলেন—“তা ঠিক বটে। মনের জোরেই গায়ের জোর। বলং বলং ব্রহ্মবলং। মনের জোরকে উপলক্ষ্য করেই শাস্ত্রকার ব্রহ্মবল বলেছেন বোধ হয়। কিন্তু তথাপি কিছুতেই আমি মনে করতে পারিনে, তিনজন বাঙ্গালী না হলে একজন ইংরেজের সমকক্ষতা করতে পারে না। এরূপ-ক্ষেত্রে, বাঙ্গালীর দিকেও কি মনের উপর আধিপত্য করবার মত বিশেষ ভাব কিছু নেই? বাঙ্গালী যখন আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্যে, অত্যাচার নিবারণের জন্যে, মা বোনের সম্মান বাঁচাবার জন্যে কোনও অত্যাচারী ইংরেজের প্রতি বলপ্রয়োগ করবে, তখন কি এই ভাবগুলি থেকে তার বাহুতে বলবৃদ্ধি হবে না?”

এই সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, আহারের স্থান হইয়াছে। পিতা পুত্র তখন ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে, সাহেব-মারা ঘটনা লইয়া রাজপুরুষ মহলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছেন। পুলিসকে হুকুম দিলেন, তিন দিনের মধ্যে আসামী ধরিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিতে হইবে। তদন্তভার কোতোয়ালীর দারোগা বদনচন্দ্র ঘোষের উপর পড়িল। দারোগা বাবু আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, সহরময় ছুটাছুটি করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ছোকরা দলের কয়েকজন উকীল ও মোক্তারকে গেরেপ্তার করিয়া ফেলিলেন। ষণ্ডা ষণ্ডা দেখিয়া কয়েকজন বিদ্যালয়ের বালককেও ধৃত করিলেন।

একদিনেই তদন্ত অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িল। পরদিন ভোর ছয়টার সময়, সেই মাত্র ডাক্তার বাবু শয্যাত্যাগ করিয়া, বারাণ্ডায় বসিয়া ধূমপান আরম্ভ করিয়াছেন, ধুতি ও চাদরে সজ্জিত হইয়া, রূপা-বাঁধানো বেতের ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, হেলিতে দুলিতে দারোগা বদনচন্দ্র বাবু আসিয়া দর্শন দিলেন।

দুই চারিটা বাজে কথার পর দারোগা বাবু বলিলেন—"আর ত মশায় চাকরি থাকে না।"

ডাক্তার বাবু ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন—"কি হয়েছে?"

"পরশুকার সেই সাহেব-মারা মামলাটা নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছি।"

"কেন? আসামী ত অনেকগুলি ধরেছেন শুনলাম।" বলিয়া ডাক্তার বাবু একটু ব্যঙ্গসূচক মৃদু হাস্য করিলেন।

দারোগা বাবু তাহা গায়ে না মাখিয়া বলিলেন—"আসামী ত গ্রেপ্তার করেছি, কিন্তু সাক্ষী প্রমাণ ভাল পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সাক্ষী প্রমাণ নেই ত গ্রেপ্তার করলেন কি করে?" বলিয়া ডাক্তার বাবু আবার ঈষৎ বক্রহাস্য করিলেন।

"গ্রেপ্তার ঠিক লোককেই করেছি। ঐ সব ছোঁড়াগুলো বড়ই দুর্দ্দান্ত। এক একটা গুণ্ডো। স্বচক্ষে এমন কতদিন দেখেছি, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহের রাস্তা দিয়ে টমটম হাঁকিয়ে যাচ্চেন, ওরা উল্টোদিক থেকে আসছে, সেলামটা পর্য্যন্ত করলে না।"

"তাই গ্রেপ্তার করেছেন?"

"না না তা নয়, ওরাই সাহেবকে মেরেছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। সাক্ষী আছে কিন্তু মাতব্বর সাক্ষী তেমন পাওয়া যাচ্চে না।"

"তবে মিছে কেন ভদ্রলোকের ছেলেগুলোকে হাজতে পুরে রেখেছেন, ছেড়ে দিন।"

দারোগা বাবু আড়ষ্ট হইয়া বলিলেন—"সর্ব্বনাশ! তা হলে কি চাকরি থাকবে? মাঝে আর একটি দিন মাত্র আছে, পরশু বিচার। এর মধ্যেই সমস্ত প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে হবে। তাই এখন আপনার কাছে আসা।"

ডাক্তার বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"আমার কাছে? আমি কি করব?"

"আজ্ঞে হেঁ হেঁ আপনি ত সে দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন শুনলাম, —সাক্ষীটে দিতে হচ্চে।"—বলিয়া দারোগা বাবু সুপ্রচুর দাড়ি-গোঁফের মধ্যে হইতে দন্তরাজির শুভ্রশোভা বিকাশ করিয়া ডাক্তার বাবুর মুখপানে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"আমি সেদিন ষ্টেশনে ছিলাম বটে কিন্তু ঘটনাস্থানে ছিলাম না—অর্থাৎ যে সময় ঘটনা হয়, সে সময় সেখানে ছিলাম না। মারপিট হয়ে গেলে পর আমি সেখানে গিয়ে

দাঁড়িয়েছিলাম। সাহেবকে কে মেরেছে তা আমি কিছুই দেখতে পাইনি।”

দারোগা বাবু যেন কতই বিমর্ষ হইয়া বলিলেন—“তাই ত! বড় মুস্কিল হল যে! আহা, এ কথা যদি আগে জানতাম!”

“কেন, হয়েছে কি?”

ঘাড়টি নাড়িয়া নাড়িয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দারোগা বাবু বলিলেন—“না জেনে বড়ই অন্যায় করে ফেলেছি। আপনাকে বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত করেছি।”

“কি, খুলে বলুন না।”

“কাল বিকাল বেলা ক্লবঘরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—‘দারোগা, কি রকম সাক্ষী প্রমাণ সংগ্রহ হল?’—আমি বল্লাম—‘হুজুর, একজন কনেষ্টবল দুজন চৌকিদার এরা ঘটনা দেখেছে, সমস্ত আসামী চিনেছে।’—শুনে সাহেব মহা খাপ্পা হয়ে বল্লেন—‘ননসেন্স!—কনেষ্টবল আর চৌকিদার? কোনও ভাল সাক্ষী নেই?’—সাহেবের চোখ-রাঙানি দেখে ভয়ে বল্লাম—‘হাঁ হুজুর আছে বৈকি। সরকারী ডাক্তার হরগোবিন্দ বাবু সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, সমস্ত আসামী চিনেছেন।’—সাহেব বল্লেন—‘অল্‌রাইট।’—বলে টেনিস্ খেলতে গেলেন।”

ইহা শুনিয়া হরগোবিন্দ বাবু একটু রুষ্ট হইয়া বলিলেন—“না জেনে শুনে এমন কথা আপনি সাহেবকে বল্লেন কেন?”

“বিলক্ষণ! আমি কি করে জানব মশায়? আপনি সেখানে উপস্থিত, নিজে সাহেবকে হাসপাতালে এনেছেন,—আপনি কিছুই দেখেন নি তা আমি জানব কেমন করে?”

“তবে যান, এখন প্রকৃত কথা সাহেবকে বলে আসুন।”

দারোগা বাবু একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন—"তাও কি হয় ? এক মুখে দুকথা বলব কেমন করে ? আমার তেমন স্বভাবই নয়।"

"তবে আমি নিজে গিয়ে সাহেবকে বলি।"

দারোগা বাবু উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন—"আপনি কি ক্ষেপেছেন ? ও কথা বল্লে সাহেব বিশ্বাস করবে ? মনে করবে আপনি স্বদেশীর পক্ষ অবলম্বন করে সাক্ষী দিতে অস্বীকার করছেন। আপনারও বিপদ আমারও বিপদ। তাতে আবার সাহেবের কানে গেছে আপনি করকচ খান, আপনার বাড়ীতে দেশী কাপড় ব্যবহার হয়।"

বিরক্তির সহিত ডাক্তার বাবু বলিলেন—"করকচ খাই দেশী কাপড় পরি বলে কি আমি রাজদ্রোহী হয়ে গেলাম না কি ?"

দারোগা বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"আহা আহা চটেন কেন ? আজকাল কি রকম দিনকাল পড়েছে তা ত দেখছেন। ওরা তাই মনে করে।"

ডাক্তার বাবু ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন—"তবে এখন উপায় ? বেশ কাযটি করে বসেছেন যা হোক !"

"উপায় আর কি ? সাক্ষী দিতে হবে। বেড়াতে বেড়াতে একবার চলুন না থানার দিকে। আসামীগুলোকে বসিয়ে রেখেছি দেখবেন। সবগুলোকে কোর্টে সেনাক্ত না করতে পারেন, গোটা কতক করলেও হবে। পুলিস ডায়েরি থেকে অন্য অন্য সাক্ষীদের জবানবন্দিগুলোও পড়ে শোনাব।"

এই কথা শুনিবামাত্র, ক্রোধে হরগোবিন্দ বাবুর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন —"কী! যত বড় মুখ তত বড় কথা! মিথ্যে সাক্ষী দেওয়াবার

আর লোক পেলে না? বেরো—দূর্হ—এখান থেকে। কোই হায় রে? দে ত বেটাকে কান ধরে উঠিয়ে।”

বদনচন্দ্র বাবু উঠিলেন। চাদরখানি গলায় জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন—“মশায়, এর ফলভোগ করতে হবে।”

হরগোবিন্দ বাবু গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—“যা তোর বাবা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বল্‌গে যা। যা পারিস্ তা কর্।”

দারোগা বাবু তখন ত্বরিত পদক্ষেপে সেখান হইতে অদৃশ্য হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাগে তিনটা হইয়া, হাঁফাইতে হাঁফাইতে, দারোগা বাবু থানায় ফিরিয়া আসিলেন। হাফেজ আলি হেডকনেষ্টবলকে ডাকিয়া বলিলেন—“জমাদার সাহেব, ডাক্তারের ছেলে দুটোর নাম কি জানেন?”

“কোন্ ডাক্তর?”

“হরগোবিন্দ—হরগোবিন্দ। গভর্ণমেণ্টের নিমক খেয়ে যে নিমকহারামী করে।”

“না—তা ত জানি না।”

“শীঘ্র সন্ধান করে আসুন।”

“কেন?”

“তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। সাহেব-মারা মোকর্দ্দমায় তারাও ছিল প্রমাণ পেয়েছি।”

“যে আজ্ঞে।” বলিয়া জমাদার প্রস্থান করিল। তখন দারোগা বাবু ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত থানার বারান্দায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে

লাগিলেন। এত অপমান! চাকরে কান ধরিয়া উঠাইয়া দিবে? দারোগাকে তুই তোকারি! কেন, হরগোবিন্দ মনে করিয়াছে কি?

দারোগা বাবু ভাবিতে লাগিলেন—"ছেলে দুটোকে ত এখনি ধরে আনছি। কিন্তু ডাক্তারকে আরও জব্দ করতে হবে। ওর নামে একটা মোকর্দ্দমা খাড়া করতেই হচ্চে। চোরাই মাল রাখে—ডাক্তার চোরেদের কাছ থেকে অর্দ্ধ মূল্যে চোরাই মাল কেনে। খানাতল্লাসী করে বাড়ী থেকে রাশি রাশি চোরাইমাল বের করে ফেলব এখন—তার কৌশল আছে। হাকিমের বিশ্বাস হবে ত? হবে না আবার? দারোগারা হল ডেপুটি-বাবুদের গুরুপুত্তুর! ছেড়ে দেবেন? সাধ্য কি! পুলিস-সাহেবকে দিয়ে এমন লম্বা রিপোর্ট করাব—অমনি ডেপুটি বাছাধনের তিন বছর প্রোমোশন ষ্টপ্। দারোগার এত খাতির ডেপুটিরা করে কি জন্যে? এই জন্যেই ত! কিন্তু জজ সাহেব যদি আপীলে খালাস দেয়? যদি বলে এত বড় একটা ডাক্তার, এত টাকা রোজগার করে, সে চোরাই মাল রাখে, এও কি সম্ভব হয়? তার চেয়ে ইয়ে কর্‌া যাক্।—বরং একটা ঘুষের মামলা দাঁড় করাই। এই যে সে দিন হাঙ্গামার মোকর্দ্দমায় কয়েকটা জখমী পাঠিয়েছিলাম পরীক্ষা করতে, ডাক্তারবাবু সামান্য জখম বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তারই একটাকে দিয়ে নালিশ্ করাই যে তার জখম গুরুতর ছিল, ডাক্তার আসামীদের কাছে তিন শো টাকা ঘুষ নিয়ে সামান্য জখম বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে। তা হলে আর যাবেন কোথা? আমার হুকুমে বেটা নালিশ করবে না? সাধ্য কি!—ধরে ১১০ ধারায় চালান করে দেব সে ভয় রাখে না?"

এই সময় জমাদার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"ডাক্তারের বড় ছেলের নাম অজয়চন্দ্র, ছোট ছেলের নাম সুশীলচন্দ্র।"

দারোগা বাবু তখন কাগজ কলম লইয়া, কোর্ট বাবুর নিকট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে একটি কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল্ রিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইলেন। আমরা নিম্নে তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

শ্রীল শ্রীজুত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর

সমীপেষু—

বিচারপতী !

হুজুরের হুকুম মোতাবেক শাহেব মারা মোকর্দ্দমার তদন্ত করিতে করিতে আর দুই আসামীর নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহাদের পীতা সরকারী ডাক্তার হরগোবীন্দ চট্টোপাধ্যায় হয়। অজয়চন্দ্র অতী দুর্দ্দান্ত বেক্তী কলিকাতার শুরেন্দ্র বাবুর কালেজে অধ্যায়ন করে। প্রকাশ তাহারই হুকুমসূত্রে অন্য অন্য আসামীগন শাহেবকে মাইরপীট করিয়াছে। দুইজনকে ৫৪ ধারা অনুসারে অদ্যই ধৃত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছী।

২। বিসেস তদন্তে আরও জানিয়াছী উক্ত অজয়চন্দ্র কলিকাতা বীড়িনস্কোয়ার হাঙ্গামাতেও লীপ্ত ছিল। সে এখানে আসিয়া একটী লাঠী খেলা সমিতী স্থাপন করিয়াছে তাহাতে স্থানীয় অনেক লোক চাঁদা দেয়। ডাক্তারের ছোট পুত্র শুসীলচন্দ্র অল্প বস্ক হইলেও অত্যন্ত দুষ্ট। সে এখ্যানে অনেক বালক লইয়া একটী ঢীল ছোড়া সমিতী স্থাপন করিয়াছে উদ্দেশ্য শাহেব মেম দেখিলেই ঢীল ছুড়িবে।

৩। গোপন অনুসন্ধানে জানিলাম উক্ত ডাক্তারের বাসায় সাহেব মারা রক্তাক্ত লাঠী প্রভৃতি মুকাইত আছে লাঠীখেলাসমিতির চাঁদার খাতা. মেম্বরের তালিকা দৃষ্টে অনেক আসামী আস্কারা হইতে পারে বিধায় প্রার্থনা ফৌঃ কাঃ বিঃ ৯৬ ধারা অনুসারে উক্ত হরগোবীন্দ

ডাক্তারের বাটী খানাতল্লাসী করিতে ছার্চ্চওয়ারেণ্ট দিয়া শুবিচার করিতে আগ্যা হয়।

আগ্যাধীন
শ্রীবদনচন্দ্র ঘোষ,
এছাই।*

১ দফা প্রকাশ থাকে যে উক্ত হরগোবীন্দ ডাক্তার সদেসীর বিসেস খপক্ষ দেশী চিণী ও করকচ নবন সব্বোদা আহার করে স্ত্রির বেনামীতে ভারত কটন মীলে ৫ পাঁচ শত্ত টাকার শেয়াল খরিদ করিয়াছে তাহাতে পুত্রগন আসামী কদাচ সত্য কথা বলিবে না এমতে তাহাকে সাক্ষী করিয়া পাঠাইতে সাহস করি না।

২ দফা আরো প্রকাশ থাকে পরম্প্রায় স্থনিলাম উক্ত হরগোবীন্দ বলিয়াছে আমী জজ মাজিষ্টরকে গ্রাজ্য করি না।

ইতিমধ্যে জমাদার অজয় ও সুশীলকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দুইজন উকীল আসিয়া তাহাদিগকে জামিনে মুক্ত করিয়া লইতে চাহিলেন কিন্তু দারোগা বলিলেন—"সাহেবের হুকুম নাই।"

* S. I.—Sub-Inspector.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উল্লিখিত রিপোর্ট পাইয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সার্চ্চওয়ারেণ্ট সহি করিয়া দিলেন। চাপরাসি আসিয়া থানায় দারোগা বাবুকে ইহা দিল। সে সময় একজন গোরু চুরির আসামীর সঙ্গে দারোগা বাবুর দরদস্তর চলিতেছিল। আসামী বলিতেছিল, হাল গোরু বিক্রয় করিয়া দারোগা বাবুর পাণ খাইবার জন্য অনেক কষ্টে একশতটি টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, তাহাই গ্রহণে আসামীকে মুক্তি দিতে আজ্ঞা হউক। দারোগা বলিতেছিলেন, দুই শত টাকার এক কাণা কড়ি কমেও কিছুতেই হইবে না। এমন সময় সার্চ্চওয়ারেণ্ট উপস্থিত হইল। দারোগা তখন খুসী হইয়া, একশত টাকা লইয়াই খাতেমা রিপোর্ট দিলেন—"তদন্তে জানা গেল আসামী নির্দ্দুসী বাদীর বাড়ী হইতে উক্ত গোরু পলাইয়া আসামীর গোহালে অনধীকার প্রবেস করতঃ জাব খাইতেছিল তদাক্রোসে আসামী উক্ত গোরুকে বাঁধিয়াছিল।"

গোরুচোরকে বিদায় দিয়া বদনবাবু সাবধানে সার্চ্চওয়ারেণ্টখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। মুখে হাসি আর ধরে না।

তখন বেলা তিনটা বাজিয়াছে। তাড়াতাড়ি উর্দ্দি পরিধান করিয়া দশ-বারো জন কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া দারোগা বাবু বীরদর্পে ডাক্তার বাবুর বাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তল্লাসের সাক্ষী-স্বরূপ দুইজন প্রতিবেশী ভদ্রলোককে ডাকিয়া, দারোগা ডাক্তার বাবুর দ্বারে উপস্থিত হইয়া হাঁক ডাক আরম্ভ করিলেন। হরগোবিন্দ বাবু বাহির হইয়া আসিলেন। দারোগা তাঁহাকে সার্চ্চওয়ারেণ্ট দেখাইয়া, স্ত্রীলোকগণকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিলেন।

খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। দারোগা কনেষ্টবলগণকে বলিলেন—“সমস্ত বাক্স তোরঙ্গ এই উঠানে নিয়ে আয়।”—যেগুলির চাবি ছিল, সেগুলি খুলিয়া, বাকী সমস্ত বাক্স ভাঙ্গিয়া, উঠানের মধ্যে ধূলার উপর সমস্ত জিনিষপত্র ঢালিয়া ফেলা হইল। দারোগা বাবু জুতার ঠোকর মারিয়া মারিয়া, সেগুলা বিক্ষিপ্ত করিয়া, “তল্লাস” করিতে লাগিলেন। শাল, আলোয়ান, ঢাকাই শান্তিপুরী শাড়ী, কোট, কামিজ, সেমিজ, বডিস্, মোজা, রুমাল প্রভৃতি দারোগা বাবুর জুতার ঠোকরে চারিদিকে ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল। ডাক্তার বাবুর বধূমাতার বাক্স হইতে, অজয়চন্দ্রের হস্তলিখিত এক বাণ্ডিল পত্র বাহির হইল। দারোগা সগর্ব্বে তাহা নিজ পকেটে ভরিলেন। অজয়ের বাক্স হইতে একখানি আনন্দ-মঠ পুস্তক বাহির হইল,—তাহা দেখিয়া দারোগা বাবু উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কনেষ্টবলের হাত হইতে অতি সন্তর্পণে তাহা নিজ জিম্মায় লইলেন। পরে কক্ষে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, আলমারি সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া অনেক “তল্লাসী” হইল। ডাক্তার বাবুর প্রেস্কৃপ্সন বহি, দুই তিনটা চিঠির ফাইল, বাজার খরচের হিসাব বহি, সুরেন্দ্র বাবুর বাঁধানো ছবি, বিপিন পাল, লাজপৎরায় প্রভৃতির ছবিযুক্ত একখানি মাসিক পত্র,—সমস্তই দারোগা বাবু ধৃত করিয়া লইলেন। ঔষধের আলমারি খুলিয়া, এক স্থান হইতে একটি শাদা বোতল বাহির করিলেন। তাহাতে অর্দ্ধ বোতল পরিমাণ কি একটা পদার্থ ছিল,—লেবেলে একটা হরিণের চিত্র। বোতলটি লইয়া, কর্কটি খুলিয়া দারোগা বাবু একবার ঘ্রাণ লইলেন। পরে সাক্ষীদ্বয়কে বলিলেন—“ডাক্তার ভয়ের লোক।—একটু হবে?”

সাক্ষী দুইটি বলিলেন—“না মশায়, আমরা মদ খাইনে।”

দারোগা বাবু তখন একটি মেজার গ্ল্যাসে খানিক ঢালিয়া, এক

মুহূর্ত্তে তাহা নির্জ্জলা পান করিয়া ফেলিলেন। পর মুহূর্ত্তে মুখ শিটকাইয়া বলিলেন—"এটা কি? ব্র্যাণ্ডি বটে ত?"

সাক্ষীগণ লেবেল পড়িয়া বলিলেন—"হাঁ ব্র্যাণ্ডিই বটে।"

অতঃপর শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দারোগা বাবু বলিলেন—"গদি বালিসগুলো কাট ত। অনেক সময় বালিসের ভিতর থেকে মাল পাওয়া যায়।"

কনেষ্টবলগণ তখন বাড়ীর সমস্ত বিছানা পত্র লইয়া গিয়া উঠানে গাদা করিল। গদি বালিস একে একে কাটিয়া সমস্ত তূলা বাহির করিয়া ফেলিল। তূলা বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া পাড়া ছাইয়া গেল। কোনও মাল বাহির হইল না।

এইরূপে খানাতল্লাসী শেষ হইল। দারোগা বাবু তখন কাগজ কলম লইয়া, দ্রব্যগুলির ফিরিস্তি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া হঠাৎ বদন বাবু বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ—লাঠি আছে কিনা দেখ।"

কনেষ্টবলগণ তখন চতুর্দ্দিকে লাঠি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। বাটীর পশ্চিমা ভৃত্য শিউরতনের সম্পত্তি মজঃফরপুর জেলা হইতে আনীত উত্তম পাকা বাঁশের দুইটি লাঠি বাহির হইল। সে দুইটি হাতে লইয়া, চশমা চক্ষে দিয়া দারোগা বাবু সাবধানে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও রক্তচিহ্ন দেখা গেল না। ফিরিস্তিতে লিখিলেন—"বৃহৎ বাসের লাঠী দুইটী রক্তের চীর্ণ পূর্ব্বেই ধৌত করিয়া ফেলিয়াছে দেখা যায়।"

ফিরিস্তিতে সাক্ষীগণের সহি লইয়া, হরগোবিন্দ বাবুকে ব্যঙ্গসূচক একটি সেলাম করিয়া, সদলবলে দারোগা প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তার বাবু এতক্ষণ পাকশালার বারান্দার একটি কোণে একটি

চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন।—পাকশালার মধ্যে মহিলাগণ আবদ্ধ ছিলেন, তাই ডাক্তার বাবু এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে স্থান ত্যাগ করেন নাই।

দারোগা চলিয়া গেলে, হরগোবিন্দ বাবু বাহিরে আসিলেন। সাক্ষী দুইজন তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

হরগোবিন্দ বাবু গিয়া বলিলেন—"মশায় দেখলেন?"

বাবু দুইটি বলিলেন—"দেখলাম ত।"

"আমার সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে একবার আসতে পারেন?"

একটি বাবু বলিলেন—"কি হবে?"

"একবার সাহেবকে গিয়ে সকল কথা বলি। দেখি এর কোনও বিচার হয় কি না।"

বাবু দুইজন চুপ করিয়া রহিলেন।

হরগোবিন্দ বাবু অধীর হইয়া বলিলেন—"কি বলেন? আসবেন আপনারা?"

একজন বলিলেন—"তার চাইতে এক কায করুন। আপনি নিজে গিয়েই একবার সাহেবকে বলে দেখুন। এরূপ অবস্থায় আমাদের যাওয়াটা—।" অপর বাবুটি স্পষ্টবক্তা। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—"ও সব ছেঁদো কথায় দরকার নেই। মশায়, আমি আসল কথা খুলে বলি। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে কোনও ফল পাবেন না। আর, আমরাও পুলিসের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী টাক্ষী দিতে পারব না। গরীব মানুষ, ছেলে পিলে নিয়ে ঘর করি। দেখলাম ত আপনার দুর্গতিটা স্বচক্ষে। আপনি একজন সরকারী চাকর, পদস্থ ব্যক্তি। আপনার উপরেই এমন জুলুমটা করলে—আমাদের ত হাতে হাতকড়া লাগিয়ে রুলের গুঁতো মারতে মারতে রাস্তা দিয়ে ছড় ছড় করে টেনে নিয়ে যাবে।"

হরগোবিন্দ বাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আচ্ছা তবে থাক্।"

"প্রণাম হই মশায়।" বলিয়া বাবু দুইটি প্রস্থান করিলেন।

হরগোবিন্দ বাবু তখন একাই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীর দিকে ছুটিলেন। সাহেব সে সময় টেনিসের পোষাক পরিধান করিয়া, র‍্যাকেট-খানি হাতে, বাইসিক্লে ক্লব অভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন। বারান্দায় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

হরগোবিন্দ বাবু সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বাবু ?"

"মহাশয়, আজ আমার উপর দারোগা বদনচন্দ্র ঘোষ বড় অত্যাচার করিয়াছে। খানাতল্লাসীর ভাণ করিয়া—"

সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন—"আপনার দুই ছেলে সাহেব-মারা মোকর্দ্দমায় আসামী না ?"

"আজ্ঞা হাঁ। দারোগা মিথ্যা চক্রান্ত করিয়া তাহাদিগকে আসামী করিয়াছে। অদ্য প্রভাতেই—"

শুনিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"How dare you ! দুই দিন পরে আমার কাছে আপনার ছেলেদের বিচার, আজ আপনি আমাকে মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে biassed করিয়া দিতে আসিয়াছেন ?"

এই কথা বলিয়া, বাইসিক্লে উঠিয়া সাহেব বোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

হরগোবিন্দ বাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন।—পাকশালার মধ্যে মহিলাগণ আবদ্ধ ছিলেন, তাই ডাক্তার বাবু এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে স্থান ত্যাগ করেন নাই।

দারোগা চলিয়া গেলে, হরগোবিন্দ বাবু বাহিরে আসিলেন। সাক্ষী দুইজন তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

হরগোবিন্দ বাবু গিয়া বলিলেন—"মশায় দেখলেন?"

বাবু দুইটি বলিলেন—"দেখলাম ত।"

"আমার সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে একবার আসতে পারেন?"

একটি বাবু বলিলেন—"কি হবে?"

"একবার সাহেবকে গিয়ে সকল কথা বলি। দেখি এর কোনও বিচার হয় কি না।"

বাবু দুইজন চুপ করিয়া রহিলেন।

হরগোবিন্দ বাবু অধীর হইয়া বলিলেন—"কি বলেন? আসবেন আপনারা?"

একজন বলিলেন—"তার চাইতে এক কায করুন। অপনি নিজে গিয়েই একবার সাহেবকে বলে দেখুন। এরূপ অবস্থায় আমাদের যাওয়াটা—।" অপর বাবুটি স্পষ্টবক্তা। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—"ও সব ছেঁদো কথায় দরকার নেই। মশায়, আমি আসল কথা খুলে বলি। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে কোনও ফল পাবেন না। আর, আমরাও পুলিসের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী টাক্ষী দিতে পারব না। গরীব মানুষ, ছেলে পিলে নিয়ে ঘর করি। দেখলাম ত আপনার দুর্গতিটা স্বচক্ষে। আপনি একজন সরকারী চাকর, পদস্থ ব্যক্তি। আপনার উপরেই এমন জুলুমটা করলে—আমাদের ত হাতে হাতকড়া লাগিয়ে রুলের গুঁতো মারতে মারতে রাস্তা দিয়ে ছড় ছড় করে টেনে নিয়ে যাবে।"

হরগোবিন্দ বাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আচ্ছা তবে থাক্।"

"প্রণাম হই মশায়।" বলিয়া বাবু দুইটি প্রস্থান করিলেন।

হরগোবিন্দ বাবু তখন একাই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীর দিকে ছুটিলেন। সাহেব সে সময় টেনিসের পোষাক পরিধান করিয়া, র‍্যাকেট-খানি হাতে, বাইসিক্লে ক্লব অভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন। বারান্দায় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

হরগোবিন্দ বাবু সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বাবু ?"

"মহাশয়, আজ আমার উপর দারোগা বদনচন্দ্র ঘোষ বড় অত্যাচার করিয়াছে। খানাতল্লাসীর ভাণ করিয়া—"

সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন—"আপনার দুই ছেলে সাহেব-মারা মোকর্দ্দমায় আসামী না ?"

"আজ্ঞা হাঁ। দারোগা মিথ্যা চক্রান্ত করিয়া তাহাদিগকে আসামী করিয়াছে। অদ্য প্রভাতেই—"

শুনিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"How dare you ! দুই দিন পরে আমার কাছে আপনার ছেলেদের বিচার, আজ আপনি আমাকে মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে biassed করিয়া দিতে আসিয়াছেন ?"

এই কথা বলিয়া, বাইসিক্লে উঠিয়া সাহেব বোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

হরগোবিন্দ বাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হইল। অন্তঃপুরের মধ্যে ডাক্তার বাবু স্ত্রীকন্যাগণের নিকট বসিয়া ছিলেন। একে পুত্র দুইটি বিনা কারণে কারাবদ্ধ, তাহার উপর এই অপমান, লাঞ্ছনা,—সকলেই আজ বড় বিষণ্ণ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। এখনও আজ পাকাদির কোনও বন্দোবস্ত হইতেছে না। কাহারও ক্ষুধা নাই—কেহই কিছু খাইবে না। ডাক্তার বাবুর বড় মাথা ধরিয়াছে। ক্রমে তিনি মেঝের উপর বিছানা পাতিয়া শয়ন করিলেন। কন্যাটি পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। বধূমাতা পাখার বাতাস করিতে বসিলেন।

এমন সময় বাহিরে কে ডাকিল—"ডাক্তার বাবু—ডাক্তার বাবু।"

ভৃত্য শিউরতন বাহিরে গেল। ফিরিয়া বলিল—"একঠো রোগী আছে—বোলাহাট এসেছে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"আজ আমার শরীর অসুস্থ। যেতে পারব না বল। অন্য ডাক্তার নিয়ে যাক।"

শিউরতন গিয়া তাহাই বলিল।

অর্দ্ধঘণ্টা কাটিল। আবার কে ডাকিল—"ডাক্তার বাবু—ডাক্তার বাবু।"

শিউরতন আবার আসিয়া বলিল—"ঐ লোকঠো আবার এসেছে। বলে ডাংদার বাবুর সাথ ভেট না করে হামি যাব না।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"আমি ত উঠতে পারি নে—আচ্ছা বাবুকে এইখানে নিয়ে আয়।"

বধূ, কন্যা উঠিয়া গেলেন। লোকটি আসিয়া ডাক্তার বাবুকে প্রণাম করিল। বলিল—"বড় বিপদ। আপনি না গেলে নয়।"

"কার ব্যারাম ?"

লোকটি চুপ করিয়া রহিল।

"কার ব্যারাম হয়েছে ? কি ব্যারাম ?"

"সে আর কি বলব ! কোন্ মুখেই বা বলি ?"

ডাক্তার বাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"আপনি কে ?"

"আমি থানার রাইটার কনেষ্টবল। আমার নাম হারাধন সরকার। দারোগা বাবুর বড় ব্যারাম। আজ যে কাণ্ডটা হয়ে গেছে, তার জন্যে তিনি লজ্জায় মরে আছেন। তার উপর এই বিপদ।"

"কি ব্যারাম ?"

"বুকে মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা। আপনি না গেলেই নয়।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"আমাকে কেন ? আর কি ডাক্তার নেই ?"

মুন্সী বাবু তখন পকেট হইতে একশত টাকা বাহির করিয়া ডাক্তার বাবুর পায়ের কাছে রাখিয়া দিলেন—বলিলেন—"দয়া করুন।"

টাকা দেখিয়া ডাক্তার বাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। একটু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—"টাকার লোভ দেখাতে এসেছেন ? সকলেই কি পুলিসের মত অর্থপিশাচ ?—লক্ষ টাকা দিলেও আমি যাব না। উঠুন—আপনার পথ দেখুন।"

টাকাগুলি উঠাইয়া লইয়া, অধোবদনে মুন্সী বাবু প্রস্থান করিলেন। বধূ, কন্যা প্রভৃতি আবার আসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলেন।

রাত্রি নয়টা বাজিল। গৃহিণী বলিলেন—"একটু গরম দুধ এনে দেব ?" ডাক্তার বাবু বলিলেন "দাও।"

গৃহিণী পাকশালায় প্রবেশ করিয়া দুধ গরম করিতে লাগিলেন। এমন সময় খিড়কী দরজায় একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল।

পরক্ষণেই ঝির সহিত একটি যুবতী প্রবেশ করিলেন। যুবতীটি বলিলেন—"গিন্নিমা কোথা ?"

"কে গা তোমরা ?"

ঝি বলিল—"উনি বদন দারোগার পরিবার।" সঙ্গে সঙ্গে যুবতীটি গৃহিণীর পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন।

গৃহিণী পা ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"কেন—কেন ?"

যুবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"মা, আমার স্বামীর প্রাণ যায়। আমার হাতের নোয়া যাতে বজায় থাকে তা করুন।"

গৃহিণী বলিলেন—"এমন ব্যারাম ?"

"হাঁ মা। ডাক্তার বাবু বলেছেন অন্য ডাক্তার কেন নিয়ে যায় না। তা মা,—তাঁর ব্যারাম অন্য ডাক্তারে বুঝবে না ত বাঁচাবে কেমন করে। এইখানে কি খেয়ে গেছেন, সেই থেকে এমন হয়েছে।"

গৃহিণী বলিলেন—"এখানে কি খেলেন ? এখানে ত কিছু খান নি।"

যুবতী বলিলেন—"আমায় একবার ডাক্তার বাবুর কাছে নিয়ে চলুন, তিনি আমার বাপ—এ সময় আমার লজ্জা নেই।"

গৃহিণী ইঁহাকে হরগোবিন্দ বাবুর কাছে লইয়া গেলেন। যুবতী ডাক্তার বাবুর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"বাবা আমায় রক্ষা করুন।"

গৃহিণী সব কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

যুবতী তখন বলিলেন—"তিনি বলছিলেন খানাতল্লাসী করবার সময় ঔষধের আলমারিতে একটা ব্রাণ্ডির বোতল ছিল, ব্রাণ্ডি মনে করে তিনি এক চুমুক খেয়েছিলেন। এখন তাঁর সন্দেহ হচ্ছে সেটা ব্রাণ্ডি নয়, কোনও বিষ টিষ।"

এ কথা শুনিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন—"ঔষধের আলমারিতে ব্রাণ্ডির বোতল ?"

শুনিবামাত্র ডাক্তার বাবুর মুখ শুষ্ক হইল। তিনি যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনি কি গাড়ীতে এসেছেন ?"

"হাঁ।"

"তবে আমি ঐ গাড়ীতে থানায় চল্লাম। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। গাড়ী ফিরে এলে আপনি যাবেন।"

যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সজলনেত্রে বলিলেন—"বাবা, আমার কপালের সিঁদুর থাকবে ত ?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"সে ঈশ্বরের হাত মা।" বলিয়া তিনি ঔষধ ও যন্ত্রাদি লইয়া কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

সারা রাত্রি জাগিয়া ডাক্তার বাবু চিকিৎসা করিলেন। সে যাত্রা দারোগা রক্ষা পাইল।

যথাসময়ে সাহেব-মারা মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গেল। প্রমাণাভাবে অজয় ও সুশীল খালাস পাইল। অন্য সকলের ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ডের হুকুম হইল।

খালাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

বড়দিনের ছুটি হইয়াছে, নগেন্দ্র বাবু কলিকাতায় শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন।

নগেন্দ্র বাবু একজন পূর্ব্ববঙ্গের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি সম্প্রতি ফরিদসিংহ জেলার সদরে বদলি হইয়াছেন। পূর্ব্বস্থান হইতে বদলি হইবার সময় স্বীয় স্ত্রীপুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া যান; বড়দিনের ছুটিতে তাহাদিগকে লইতে আসিয়াছেন।

এবার কলিকাতায় বড় ধুম। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন। শিল্প-প্রদর্শনী ত পূর্ব্বাবধিই খুলিয়াছে।

নগেন্দ্র বাবুর শ্বশুরালয় ভবানীপুরে। তাঁহার শ্বশুর মহাশয় পেন্সন-প্রাপ্ত সবজজ। তাঁহার তিনটি শ্যালক আছেন। একজন হাইকোর্টের উকীল। একজন গভর্ণমেণ্ট আপিসে কেরাণীগিরি করেন। অপরটি তাদৃশ কিছু করেন না, সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান।

নগেন্দ্র বাবুর বয়ঃক্রম সাতাইশ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ডেপুটি হইয়াছেন। ইনি এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন, বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্টই আছে, সেই জন্য ইঁহার শালী-শালাজগণ ইঁহাকে নিঃসঙ্কোচে 'ঘটিরাম' বলিয়া ডাকেন। মূর্খ ডেপুটির নামই দীনবন্ধু 'ঘটিরাম' রাখিয়াছিলেন। খোঁড়াকে খোঁড়া, কাণাকে কাণা বলিলেই তাহাদের রাগের বা দুঃখের কারণ হয়। পদচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি তাহা পরিহাস বলিয়াই গণ্য করে। নগেন্দ্র বাবুও ঘটিরাম সম্ভাষিত হইলে রাগ করিতেন না।

কন্‌গ্রেস্‌ অধিবেশনের পূর্ব্বদিন। ডেপুটি বাবু চা পান করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার ছোট শ্যালক ও শ্যালিকাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে।

গিরীন্দ্রনাথ বলিল—"ফরিদসিংহে এখন আর কোনও হাঙ্গামা আছে না কি ?"

"হাঙ্গামা হুজ্জৎ এখন আর কিছু নেই।"

ইন্দুমতী বলিল—"স্বদেশী কেমন চলছে ?"

"মন্দ চলছে না। তবে ফরিদসিংহে যাবার আগে কাগজে যে রকমটা পড়্‌তাম, তেমন ত কৈ দেখিনে।"

সত্যেন্দ্র বলিল—"তা ত হবারই কথা। বরাবর সমান তেজটা থাকে না। এই কলকাতাতেই প্রথমে যে রকম দেখেছিলাম—"

ডেপুটি বাবু বলিলেন—"তোমাদের কলকাতার চেয়ে ফরিদসিংহে স্বদেশী ঢের বেশী জোরে চলছে। প্রকাশ্যভাবে সেখানে একখানি বিলিতি কাপড় কেনে কার সাধ্য! এক এক লাঠি কাঁধে ছেলেরা রাস্তায় পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে।"

ছোট শ্যালক বলিল—"জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেরা ?"

"অধিকাংশই তাই। অন্য ইস্কুলের ছেলেরাও আছে।"

"মাষ্টারেরা কিছু বলে না ?"

"হাল ছেড়ে দিয়েছে।"

"পুলিস ?"

"পুলিসকে তারা থোড়াই কেয়ার করে। বৈকালে বাজারে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি, পুলিস ঘুরছে, আর ছেলেরা বলছে—'এ জি এ জি সিপাহী দেখো হাম পিকেট করতা হায়'—আর পিকেটিং করছে।"

ইহা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। সত্যেন্দ্র বলিল—"আচ্ছা নগেন বাবু, আপনি ফরিদসিংহে গিয়ে এবার খোকাকে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দেবেন ?"

নগেন্দ্র বাবু হাসিয়া বলিলেন—"আরে সর্ব্বনাশ! চাকরি যাবে।"

"চাকরি না গেলে আপনি দিতেন ?"

"নিশ্চয়ই। তার আর কথা আছে ?"

গিরীন্দ্র বলিল—"এমন চাকরি করেন কেন ?"

"খাব কি ?

"কেন আপনার ত ল-লেকচার কমপ্লিট রয়েছে। ওকালতীটে পাস করে দিব্যি বড় দাদার সঙ্গে হাইকোর্টে বেরুতে আরম্ভ করুন।"

"আর কি বুড়ো বয়সে একজামিন পাস করা পোষায় ভাই!"

ইন্দুমতী বলিল—"ফিরিঙ্গির চাকরি ছাড়বেন না তাই বলুন। আচ্ছা, আপনি বলুন ত আপনি স্বদেশীর স্বপক্ষে না বিপক্ষে ?"

"স্বপক্ষে। এই দেখনা, পঞ্চাশ টাকার দেশী কাপড় চোপড় কিনে এনেছি নিয়ে যাব বলে।"

"কেন সেখানে দেশী কাপড় পাওয়া যায় না না কি ?"

"যায়, কিন্তু দাম বেশী।"

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিল—"বুঝতে পারিস্‌নে ইন্দু! সেখানে কিনলে পাছে সাহেবরা জানতে পারে, এই ভয়ে এখান থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।"

নগেন্দ্র বাবু হাসিয়া বলিলেন—"তাতেই বা ক্ষতি কি। লুকিয়ে পুণ্য কর্ম্ম করাতে কি কোন হানি আছে ?"

"তা নেই। তবে প্রকাশ্যে যেন পাপ করবেন না।"

এই সময় বাহিরে সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। সকলে

বলিল—"ঐ মাতৃপূজক-সমিতি কন্‌গ্রেসের জন্য ভিক্ষা করতে এসেছে।"

সকলে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন প্রায় পঞ্চাশ জন যুবক ও বালক, মাথায় পীতবর্ণ পাগড়ি, কেহবা খোল বাজাইতেছে, কেহ বা পঞ্চম বাজাইতেছে, কাহারও হস্তে 'বন্দে মাতরম্' অঙ্কিত ধ্বজা, একজনের হস্তে একটি বৃহৎ থালা, তাহাতে অনেক টাকা পয়সা রহিয়াছে, সকলে সমস্বরে গান করিতেছে—

কে কোথা আছিস্ জনমভূমির
ভকত সন্তান,
মা'র পূজা হবে, আয় নিয়ে আয়
কে কি করিবি দান।
কার আছে সোনা, কার আছে রূপা,
অঞ্জলি ভরিয়া আন,
ও ভাই এমন সুদিন কবে আর পাবি,
দিয়ে নে ভরিয়ে প্রাণ।
যার বেশী নাই দিক্ সে কিঞ্চিৎ,
ছেড়ে লাজ অপমান,
যার কিছু নাই, সে দিক্ কেবল
ব্যথিত হৃদয়খান।

বাটীর সকলেই, কেহ টাকা, কেহ আধুলি, কেহ সিকি, থালার উপর দিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র বাবু একখানি দশ টাকার নোট থালায় রাখিয়া দিলেন।

নোটখানি দেখিয়া, খাতাপেন্সিলধারী একজন যুবক আসিয়া বলিল—"মশায়ের নাম ?"

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—"নাম দরকার কি ?"

"পাঁচ টাকার বেশী হলে নাম লিখে নেওয়ার নিয়ম আছে।"

"তবে লিখুন জনৈক বন্ধু।"

সত্যেন্দ্র বলিল—"ওহে, লেখ জনৈক ডেপুটি। ইনি পূর্ব্ববঙ্গের একটি ডেপুটি।"

গিরীন্দ্র বাবু বলিলেন—"না, না। জনৈক বন্ধু বলেই লিখে নাও।"

যুবকগণ তাহাই লিখিয়া লইয়া, গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হইয়াছে। ফরিদসিংহ বাজারের রাস্তায় কতিপয় বিদ্যালয়ের বালক পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। দেখিল, একটি সওদাগরের দোকান হইতে এক ব্যক্তি এক টিন বিস্কুট হাতে করিয়া বাহির হইল।

দেখিবামাত্র ছেলেরা তাহার সঙ্গ লইল। একজন বলিল—"ওহে, কি রকম বিস্কুট কিনলে দেখি ?"

লোকটি বিস্কুটের বাক্স দেখাইল।

ছেলেরা বলিল—"ছি ছি, এ যে বিলাতী।"

"কাহে বাবু, বিলাতী তো আচ্ছা হায়।"

"তুমি হিন্দু না মুসলমান ?"

"মুসলমান।"

একজন ছেলে বলিল,—"বিলাতী চীজ হারাম হায়।"

লোকটি বলিল—"তোবা তোবা। ঐসা বাত মৎ বোলিয়ে বাবু।"

"কত দাম নিলে?"

"দেড় রূপিয়া।"

"অ্যাঁ—দেড় টাকা! এর চেয়ে ভাল, তাজা দেশী বিস্কুটের টিন এক টাকায় পাওয়া যায়।"

লোকটা সাহেবের চাপরাশি। তাহার মনিব একজন চা-কর, সম্প্রতি আসাম হইতে আসিয়া ডাকবাঙ্গলায় অবস্থান করিতেছেন। সে ভাবিল, সাহেব ত আমায় বিস্কুটের জন্য দেড় টাকাই দিয়াছে, এক টাকায় যদি ইহার অপেক্ষা ভাল বিস্কুট পাওয়া যায়, আমার আট গণ্ডা পয়সা লাভ। মন্দ কি? তাই জিজ্ঞাসা করিল—"সচ্ বাত বাবু?"

ছেলেরা একটু উৎসাহিত হইয়া বলিল—"হাঁ, সত্য বৈকি। চল তোমাকে দেশী বিস্কুটের টিন দেখাই। এস, এ টিনটা ফিরে দিবে এস।"

চারি পাঁচ জন বালক সেই চাপরাশিকে লইয়া সওদাগরের দোকানে গেল। কিন্তু সওদাগর টিন ফিরিয়া লইতে কিছুতেই রাজি হইল না। সে বলিল—"একে স্বদেশীর জ্বালায় বিলাতী টিন আর বিক্রয় হয় না। মাল পড়িয়া পচিতেছে। একটা যদি বিক্রয় করিয়াছি ত উহা আর কোনক্রমেই ফিরিয়া লইব না।"

তখন বালকেরা দোকানের বাহিরে আসিয়া নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, তাহারা নিজ ব্যয়ে এক টিন বিস্কুট কিনিয়া দিবে। চাপরাশিকে বলিল—"দেখ, তোমার ও টিন আমাদের দাও। আমরা এক টিন দেশী বিস্কুট তোমাকে কিনিয়া দিতেছি।"

চাপরাশিকে স্বদেশী দোকানে লইয়া গিয়া বালকেরা তাহাকে এক টিন দেশী বিস্কুট কিনিয়া দিল।

চাপরাশি বলিল—"বাবু ইস্কাতো দাম এক রূপিয়া। হামারা বাকী আট আনা পয়সা ?"

ছাত্রেরা দোকানে বলিল—"আট আনা পয়সা দিন ত। দেড় টাকাই আমাদের নামে লিখে রাখুন, কাল দিয়ে যাব। আট আনা লইয়া বালকেরা চাপরাশিকে দিল।

চাপরাশি পয়সাগুলি পকেটে রাখিয়া বলিল—"বাবু, আচ্ছা বিস্কুট তো ?"

"বহুৎ আচ্ছা। থাকে দেখো। আউর কভি বিলাতী বিস্কুট মৎ খাও। হারাম হায়।"

"তোবা তোবা" বলিয়া চাপরাশি ডাকবাঙ্গলা অভিমুখে রওনা হইল।

ছেলেরা বলিল—"ভাই, এ টিনটাকে 'বন্দেমাতরম্' করা যাক এস।" বলিয়া টিন খুলিয়া, বিস্কুটগুলা রাজপথে ছড়াইয়া দিল। তখন সকলে 'বন্দেমাতরম্' এবং 'বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত' গান করিতে করিতে বিস্কুটের উপর নৃত্য করিতে লাগিল। দুই এক মিনিটেই সমস্ত বিস্কুট চূর্ণ হইয়া রাজপথের সেই অংশ শুভ্র করিয়া ফেলিল। একজন খালি টিনটাকে পদাঘাতে তালতোবড়া করিয়া, এক লাথিতে রাস্তার পার্শ্বস্থিত ড্রেনে ফেলিয়া দিল। তখন সকলে আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল।

চাপরাশি অল্প দূর হইতে এ সমস্ত ব্যাপারই দেখিল। আসাম হইতে নূতন আসিয়াছিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। পথচারী এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবুলোগ পাগলা হুয়া না ক্যা ?"

সে বলিল—"বন্দেমাতরম্ হইয়া অবধি লেড়কালোক কাহাকেও বিলাতী জিনিষ কিনিতে দেয় না।"

"কেয়া বোলতা হায়? বন্দুক মারম্?"

"নেই নেই, বন্দেমাতরম্।"

"উ ক্যা হায়?"

"ক্যা জানে ভাই। একঠো গালি হোগা। সাহেব লোগকো দেখনেসেই আজকাল লেড়কালোক ঐ বাৎ বোলতা হায়।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নগদ আট আনা পয়সা 'লভ্য' করিয়া, চাপরাশি প্রফুল্ল মনে ডাক-বাঙ্গলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দেখিল সাহেব বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছেন।

চাপরাশিকে দেখিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেঁও এত্তা দেরী কিয়া?" বলিয়া বিস্কুটের টিন হাতে করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। "হিন্দু বিস্কুট" দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই টিন চাপরাশির মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুড়িয়া মারিলেন। চাপরাশি বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়াছিল, মার খাইয়া নিম্নে পড়িয়া গেল। টিনের আঘাতে কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইল।

সাহেব, চাপরাশির পতনে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিলেন—"ড্যাম্ শূয়ারকা বাচ্চা—ইয়া দেশী বিস্কুট কাহে লায়া।"

চাপরাশি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বারান্দায় আসিল। বলিল—"হুজুর—হাম বিলাতী বিস্কুট পহিলে লিয়া থা। লেকিন——"

"ক্যা হুয়া ?"

"লেকিন ইস্কুলকে লেড়কালোক—" চাপরাশি আট আনা পয়সার মায়া পরিত্যাগ করিয়া বলিতে যাইতেছিল যে, বালকগণের প্ররোচনায় দেশীয় বিস্কুটই ভাল শুনিয়া তাহাই লইয়াছে। কিন্তু সাহেব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বাধা দিয়া বলিলেন—"ইস্কুলকে লেড়কালোক ? বন্দেমাতরম্ ? ছিন্ লিয়া ?"

এতক্ষণে চাপরাশিপুঙ্গব অকূল সমুদ্রে কূল পাইল। বলিল—"হাঁ হুজুর, ছিন্ লিয়া ?"

"কাহেকো দিয়া ?"

"হুজুর, উওলোগ বিশ পঁচাশ আদমি—হাম একেলা কেয়া করে ?"

সাহেব বুঝিলেন, সংবাদপত্রে যাহা পাঠ করিয়া থাকেন, হুবহু তাহাই ঘটিয়াছে। বলিলেন—"ইউ ড্যাম কাউয়ার্ড, পুলিসকো কাহে নেই বোলায়া ?"

চাপরাশি বলিল—"হাম পুলিস পুলিস বোলকে বহুৎ চিল্লায়া, হুজুর। লেকিন কোই কনেটিবিল নেহি আয়া। লেড়কালোক, বিস্কুট তোড়কে রাস্তামে ছিটায় দিয়া, আউর 'বন্দুক মারো' না ক্যা বোলকে সব বিস্কুট পায়েরসে চুর চুর কর দিয়া। হাম ক্যা করেঁ, হুজুরকা চা ঠাণ্ডা হো যাতা হ্যায়, হামারা পাস আপনা একঠো রূপিয়া থা, তো ঐ একঠো দেশী বকস লে লিয়া। এক রূপিয়া সে তো বিলাতী টিন দেতা নেই গরীব-পরবর।"

সাহেব বলিলেন—"আচ্ছা, হাম ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকা পাস আভি যাতা। লেড়কালোককো হাম জেহেলমে ভেজেগা।" বলিয়া টুপী

লইয়া, ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে চা-কর সাহেব ক্লব অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, জজ সাহেব, পুলিস সাহেব প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন মেম সাহেবও ছিলেন। জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিলিয়ার্ড খেলিতেছিলেন। জয়েণ্ট সাহেব, পুলিস সাহেব ও তাঁহাদের মেমদ্বয় তাস খেলিতেছিলেন। সাহেবেরা হুইস্কি পেগ এবং মেম সাহেবেরা ভার্মুথ পান করিতেছিলেন।

চা-কর সাহেব নিজ কার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পাঠাইয়া দেওয়া মাত্র তাঁহার আহ্বান হইল। তিনি প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—"Very sorry to intrude—" তাহার পর সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শুনিয়া আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। পুলিস সাহেবকে বলিলেন—"I say—this is serious."

পুলিস সাহেব বলিলেন—"আমি এখনই যাইতেছি।" বলিয়া, তাসের হাত ডাক্তার সাহেবকে দিয়া বাহির হইলেন। আর্দ্দালিকে বলিলেন—"কোতোয়ালী দারোগাকো আভি ডাকবাঙ্গলামে আনে কহো।"

সাহেবদ্বয় তখন ডাকবাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চা-কর বলিলেন—"'Tis really very good of you to take so much trouble."

পুলিস সাহেব বলিলেন—"দিন দিন 'বন্দেমাতরম্' নুইসেন্স অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহা নিশ্চয়ই জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেদের কায।"

চা-কর সাহেব বলিলেন—"While we wait for your Daroga, may I offer you a peg?"

"Thanks, I don't mind."

বোতল, গেলাস ও সোডাওয়াটার বাহির হইল। হাভানা চুরট বাহির হইল। দুই জনে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, বাঙ্গালীর বেআদবী, গভর্ণমেণ্টের শিথিলতা, বিলাতে "শ্বেত বাবু" গণের স্বদেশদ্রোহিতা সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দারোগা কসিমুল্লা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

পুলিস সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"দারোগা, আজ বাজারমে দাঙ্গা হুয়া জান্‌তা?"

"হাঁ হুজুর, আভি খবর মিলা।"

"ক্যা action লিয়া?"

"হুজুর, ফরিয়াদীকা তল্লাসমে জমাদার মোতায়েন কিয়া।"

"ফরিয়াদী হিঁহা হায়, ইতালা লিখ লেও।"

"যো হুকুম হুজুর"—বলিয়া দারোগা চাপরাশিকে লইয়া বারান্দায় গেল। আলোকাদি সংগ্রহ করিয়া এজেহার লিখিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, মনিবকে যেমন বলিয়াছিল, চাপরাশি দারোগাকেও সেইরূপ বলিল। লিখিতে লিখিতে দারোগা বলিল—"কোথাও জখম আছে?"

চাপরাশি, সাহেবের প্রহারে তাহার কপালে যে জখম হইয়াছিল, তাহাই দেখাইয়া দিল।

চা-কর সাহেব ইহা দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন—"ড্যাম্ নেটিভগণ এইরূপ মিথ্যাবাদীই বটে।" দারোগা লিখিয়া লইল—"বাদী কপালে জখম ও কাপড়ে রক্তের দাগ দেখাইল।"

এতেলা গ্রহণ শেষ হইলে পুলিসসাহেব হুকুম দিলেন—"আজ রাত্রেই যেমন করিয়া পার, আসামী গ্রেপ্তার করিতে হইবে। রাত্রে জামিন

চাহিলে জামিন দিবে না। হুকুম দিয়া, চা-কয়কে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া পুলিস সাহেব প্রস্থান করিলেন।

দারোগা চা-কর সাহেবকে বলিল—"হুজুর আপনার এই চাপরাশিকে আসামী সেনাক্ত করিবার জন্য একটু ছুটি দিতে হইবে।"

"All right. চাপরাশি যাও। দারোগা সাথ আসামী দেখলাও।"

চপরাশি বলিল—"হুজুর, অনেক ছেলে, তাহাতে রাত্রি হইয়াছিল। চিনিতে পারিব কি?"

সাহেব রাগিয়া বলিলেন—"শূয়ার, নেহি পচানে সকো, হাম তুমকো ডিস্‌মিস্ করেগা।"

"বহুৎ খুব হুজুর"—বলিয়া চাপরাশি প্রস্থান করিল।

দারোগা তাহার সহিত, আর কোনও অনুসন্ধান মাত্র না করিয়া, একবারে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে গিয়া উপস্থিত হইল। শিক্ষকেরা তখন কেহ ছিলেন না। ছাত্রেরাও অনেকে অনুপস্থিত ছিল। একটি ঘরে চার পাঁচটি ছেলে প্রদীপ জ্বালিয়া পাঠ মুখস্থ করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে তিন জনকে চাপরাশি অম্লানবদনে সেনাক্ত করিয়া দিল। দারোগা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল।

বলা বাহুল্য এই বালকগণের মধ্যে কেহ কিছুই জানিত না। বালকত্রয় বলিল—"দারোগা সাহেব, আমাদের কেন গ্রেপ্তার করিতেছ? আমরা কি করিয়াছি?"

দারোগা বলিল—"কি করিয়াছ তাহা আদালতেই মালুম হইবে।" বলিয়া দারোগা তিন জন কনেষ্টবলের জিম্মায় তাহাদিগকে থানায় পাঠাইয়া দিল।

তাহার পর দারোগা চাপরাশিকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া সরকারী

ডাক্তারের দ্বারায় তাহার জখম পরীক্ষা করাইয়া সর্টিফিকেট লেখাইয়া লইল। শেষে বলিল—"থানায় চল।"

"কেন?"

"আসামী চিনিবার জন্য।"

"আসামী ত চিনিয়া দিলাম।"

"আরে না না। ছেলেদের ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিবে এস। কাল কোন ডেপুটী বাবু আসিবে; অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তাহাদের মিশাইয়া দাঁড় করাইয়া দিবে। তখন তোমার আসামী চিনিয়া বাহির করিতে হইবে। না পারিলে, মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়া যাইবে, চালান হইবে না। থানায় এস, ভাল করিয়া সেই তিন জনকে চিনিয়া রাখ।"

"দেরী হইলে সাহেব গোসা হইবে যে।"

"যাও, সাহেবের কাছে ছুটি লইয়া আইস।"

চাপরাশি গিয়া সাহেবের কাছে সকল কথা বলিয়া ছুটি চাহিল। সাহেব ছুটি দিলেন; এবং মনে মনে বলিলেন—"ড্যাম্ নেটিভ্ পুলিস্ এই রকম dishonestই বটে।"

দারোগা তখন, বাজার ও অন্যত্র হইতে আরও তিন চারিজন লোক এবং সওদাগরকে সাক্ষীস্বরূপ ডাকাইয়া আনিল। পুলিসের শাসনে তাহারা যাহা দেখিয়াছে তাহা এবং যাহা দেখে নাই তাহাও সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হইল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত থানায় বসিয়া বালকত্রয়কে চিনিয়াও লইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই মোকর্দ্দমার বিচারভার পড়িল ডেপুটি নগেন্দ্র বাবুর উপর।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ডেপুটি বাবু কাছারি হইতে ফিরিয়া জলযোগাদি অন্তে, অন্তঃপুরের বারান্দায় বসিয়া আরাম করিতেছেন।

নগেন্দ্র বাবুর গৃহিণী বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী। তাঁহার নাম চারুশীলা।

চারুশীলা আসিয়া পতির পার্শ্বে উপবেশন করিলেন; বলিলেন—"আজ মনটা এমন ভার ভার দেখছি কেন?"

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—"না,—এমন কিছু নয়।"

গৃহিণী কিন্তু শুনিলেন না। পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। শেষে ডেপুটি বাবু বলিলেন—"ছেলেদের মামলাটা, এত লোক থাকতে, আমার ঘাড়েই চাপিয়েছে।"

চারুশীলা বলিলেন—"তোমার কাছে হবে? সে ত ভালই হল। আমার বরং ভাবনা ছিল।"

"কি ভাবনা?"

"যে কার কাছে বা মোকর্দ্দমাটা পড়ে, হয় ত সাহেবদের খুসী করবার জন্যে অবিচার করে ছেলে তিনটিকে জেলেই পাঠাবে। তোমার কাছে হল, আমি নিশ্চিন্ত হলাম।"

তাঁহার স্বাধীনচিত্ততায় স্ত্রীর এই সরল বিশ্বাসে ডেপুটি বাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। বলিলেন—"যদি প্রমাণ হয়, তা হলে ত ছেলেদের সাজা দিতে হবে। আমি ত আর অবিচার করে তাদের খালাস দিতে পারব না।"

চারুশীলা বলিলেন—"ছি! অবিচার কেন করবে। যদি বাস্তবিক প্রমাণ হয়,—ওরা আমার আপনার ছেলে হলেও আমি খালাস দিতে

বলতাম না। কিন্তু আমি যে রকম শুনলাম, ছেলেদের ত কিছু দোষ নেই।”

“কোথায় শুনলে?”

“এই সেদিন মুন্সেফ বাবুর বাড়ীতে বউভাতের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম সেখানে অনেকে বল্লেন যে ছেলেরা চাপরাশিকে রাজি করে, তার কাছ থেকে বিলিতি বিস্কুটের টিন কিনে নিয়েছে; নিয়ে ভেঙ্গেছে। কেড়েও নেয় নি, মারেও নি। তা ছাড়া যে তিন জন ছেলেকে পুলিস ধরেছে তারা মোটে সেখানে ছিল না, কিছুই জানে না।”

ডেপুটি বাবু একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—“এ সব প্রমাণ হয় তবে না।”

“খুব প্রমাণ হবে। কত লোকে দেখেছে, কত লোকে জানে।”

“প্রমাণ হয় ত ভালই।”

“আর যদি প্রমাণ নাই হয়, কিছু জরিমানা করে ছেড়ে দিও। আহা ছেলে মানুষ, না বুঝে যদি একটা অন্যায় কায করেই থাকে, তবে কি তাদের জেলে দেবে যেমন অন্য কয়েক জায়গায় হয়েছে?”

কিন্তু ডেপুটি বাবুর মনের বিষণ্ণতা দূর হইল না। এই সময় আর্দ্দালি আসিয়া একখানি পত্র দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব লিখিয়াছেন, কল্য প্রাতে ৮টার সময় ডেপুটি বাবু যেন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

পরদিন যথাসময়ে, পোষাক পরিয়া নগেন্দ্রবাবু সাহেব-ভবনে উপস্থিত হইলেন। আরও কয়েকজন ব্যক্তি দর্শনার্থী হইয়া বাহিরে বারান্দায় একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। নগেন্দ্র বাবু কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। এক মিনিট পরে চাপরাশি আসিয়া তাঁহাকে আফিস-কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল ও বলিল—“সাহেব ছোট হাজরী খাইতেছেন, এখনই আসিবেন।”

সাহেব আসিয়া করমর্দ্দন করিয়া নগেন্দ্র বাবুকে বসাইলেন, বলিলেন,—"এখন টাউনের অবস্থা কিরূপ ?"

"এখন স্বাভাবিক অবস্থাই ত দেখা যায়।"

"স্বদেশীওয়ালাদের মধ্যে বিশেষ কোনও উত্তেজনা নাই ?"

"কই তেমন ত কিছু দেখি না।"

"This Swadeshi is a damned rot ;—নগেন্দ্র বাবু, আপনি স্বদেশী সম্বন্ধে কি মনে করেন ?"

"আজ্ঞা—"

"যথার্থ স্বদেশী—অর্থাৎ দেশের শিল্পোন্নতির যথার্থ চেষ্টা, সে খুব ভাল। তাহার প্রতি আমাদের সকলেরই সহানুভূতি আছে। কিন্তু এই হাল্লা,—কাপড় পোড়ান, এ সব কি ?"

নগেন্দ্র বাবু অপরাধীর মত বলিলেন—"ওগুলো ভাল নয়।"

"By the way—সেই বিস্কিটের মোকর্দ্দমাটা আপনার ফাইলে আছে না ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"উঃ—ছেলেদের কি স্পর্দ্ধা ! গরীব চাপরাশিকে মারিয়া কপাল ফাটাইয়া দিয়াছে। বিস্কিটগুলা রাস্তায় ছাড়াইয়া তাহার উপর পৈশাচিক নৃত্য করিয়াছে। এসব ছেলে এখন হইতে যদি কঠিন শিক্ষা প্রাপ্ত না হয় তবে বড় হইলে ইহারা চোর ডাকাত হইয়া উঠিবে। ইহাদের বিশেষ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক।"

নগেন্দ্র বাবু মেঝের কার্পেটের উপর দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া নীরব রহিলেন।

সাহেব বলিলেন—"নগেন্দ্রবাবু, ফরিদসিং কিরূপ স্থান মনে হইতেছে ? আমি ত দেখিতেছি এখানে সমস্তই বড় দুর্ম্মূল্য।"

কথোপকথনের বিষয় পরিবর্ত্তনে নগেন্দ্র বাবু খুসী হইয়া বলিলেন—"হাঁ মহাশয়, সব জিনিষই এখানে বড় দুর্ম্মূল্য। দুধ চারি আনা করিয়া সের।"

"আমি যখন ভাগলপুরে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম, সেখানে টাকায় ছয়টা করিয়া বড় বড় মুর্গী পাওয়া যাইত। এখানে এক টাকায় আড়াইটা তিনটার বেশী পাওয়া যায় না। সেখানে আট টাকায় বাবুর্চ্চি, বেয়ারা, প্রভৃতি পাইতাম। এখানে পনেরো টাকা দিতে হয়।"

"হাঁ সাহেব। চাকর বাকরও এখানে বড় মহার্ঘ। আমাদের অল্প বেতন, কিছুতেই সঙ্কুলান করিতে পারি না।"

"আপনি এখন কোন্ গ্রেডে আছেন?"

"আড়াই শত।"

"কত দিন?"

"প্রায় তিন বৎসর।"

"তি—ন—বৎ—স—র! Shame! 'Tis a downright shame! আমি আপনার Service Book দেখিয়া তিন শত টাকার গ্রেডে উন্নতির জন্য শীঘ্রই কমিশনার সাহেবকে লিখিব।"

নগেন্দ্র বাবু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়া সাহেবকে ধন্যবাদ দিলেন। ক্রমে সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"Well Nagendra Babu, I won't detain you longer"—বলিয়া স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।

যাইবার সময় বলিলেন—"স্বদেশী সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ পাইলেই আমাকে আসিয়া জানাইবেন। This Swadeshi must be stamped out at any cost."

বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—"হাঁ হুজুর। আমার যথাসাধ্য আমি করিব।"

বাহিরে যাঁহারা পূর্ব্বাবধি দর্শনার্থী হইয়া বসিয়া ছিল, তাহাদের প্রতি গর্ব্বিত দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্র বাবু গাড়ীতে উঠিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধার্য্য দিনে বালকত্রয়ের বিচার আরম্ভ হইল। যে দিন তাহারা গ্রেপ্তার হয়, তাহার পরদিন কয়েকটি প্রধান উকীল বাবু জামিন হইয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারাই নিজ অর্থব্যয়ে, নিজ বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া, মোকর্দ্দমার তদ্বির ও পরিচালনা করিতেছেন।

চাপরাশি পূর্ব্ব উক্তিই বজায় রাখিল। জেরায় তাহাকে আসামীর উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, সাহেব তাহাকে বিস্কুটের টিন ছুড়িয়া মারিয়া কপালে রক্তপাত করিয়াছে কি না। সে অস্বীকার করিল। বলিল, কিল চড় মারায় ছেলেরাই ও জখম উৎপন্ন করিয়াছে।

চা-কর সাহেবও, ড্যাম-নেটীভের পদানুসরণ করিয়া, বিস্কুটের টিন ছুড়িয়া মারা সাফ্ অস্বীকার করিলেন।

বাজারের কয়েকজন লোক, পথে বিস্কুট ভাঙ্গা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিল, কিন্তু আসামীকে সেনাক্ত করিতে পারিল না। ভাঙ্গা বিস্কুটের টিনটা এবং ধূলিমিশ্রিত বিস্কুটের গুঁড়া কাগজে করিয়া পুলিস কর্ত্তৃক 'একজিবিট' হইল।

সওদাগর আসামীত্রয়কে সেনাক্ত করিয়া বলিল, ইহারা এবং অপর কয়েকজন চাপরাশির সহ বিস্কুটের টিন ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছিল। বাবুরা বাহির হইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ পরে দূর হইতে মুহুর্মুহু 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি শুনিয়াছিল। জেরায় বলিল, ইস্কুলের ছেলেরা তাহার দোকানের নিকট পিকেট করিয়া তাহার অনেক ক্ষতি করিয়াছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য ছেলেদের উপর তাহার কোনও রাগ বা শত্রুতা নাই।

হাসপাতালের ডাক্তার বলিলেন—"কপালের জখম কোনও শাণিত কঠিন বস্তুর দ্বারা হইয়াছে।" জেরায় বলিলেন, "চড় কিল দ্বারা ওরূপ জখম হওয়া অসম্ভব।"

বাদীর সাক্ষী শেষ হইলে সাফাই সাক্ষীর জন্য দিন ধার্য্য হইল।

স্বদেশী দোকানের কর্ম্মচারী আসিয়া প্রকৃত ঘটনা বলিল, আরও বলিল, যে ছাত্রগণ দোকানে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ডকে কেহ নাই।

একজন ডাক্তার বলিলেন, তিনি পথ দিয়া যাইতেছিলেন, চাপরাশি স্বেচ্ছায় বিলাতী বিস্কুটের টিন ছেলেদের দিয়াছে দেখিয়াছেন। দেশী বিস্কুট কিনিবার জন্য ছাত্রদের সঙ্গে সে স্বদেশী দোকানে গিয়াছে তাহাও দেখিয়াছেন। পুলিসের জেরায় ডাক্তার বাবু স্বীকার করিলেন যে স্বদেশী দোকানে তাঁহার দুই শত টাকার শেয়ার আছে এবং তিনি নিজে একজন পাকা স্বদেশী।

ডাকবাঙ্গালার খানসামা আসিয়া সাক্ষ্য দিল। চা-কর সাহেব যে চাপরাশিকে টিন ছুড়িয়া মারিয়াছেন তাহা সে বলিল। সেই টিনে কপাল কাটিয়া জখম হইয়াছে; বাজার হইতে যখন আসে তখন জখম ছিল না। পুলিসের জেরায় খানসামা স্বীকার করিল যে, উকীল বাবুগণ মাঝে মাঝে তাহার নিকট ভৃত্য পাঠাইয়া মুর্গীর রোষ্ট, কাটলেট প্রভৃতি

ফরমাইস দেন। সন্ধ্যার পর একটু গা-ঢাকা হইলেই ভৃত্যগণ আসিয়া সে সব খাদ্য লইয়া যায়। তাহাতে মাসে মাসে তাহার কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন হইয়া থাকে।

মোকর্দ্দমা শেষ হইল। হুকুম হইল, সপ্তাহ পরে রায় বাহির হইবে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল, ডেপুটি বাবু দুই তিন দিন ধড়াচূড়া বাঁধিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে গেলেন। লোকে কানাকানি করিতে লাগিল।

রায়ের দিন আদালতগৃহ লোকে লোকারণ্য। বিস্তর ইস্কুলের বালক আসিয়াছে। অন্যান্য লোকও আসিয়াছে।

রায় বাহির হইল। আসামীগণ সকলেই দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে। প্রত্যেকের তিনমাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা।

রায় শুনিয়া ছেলের দল 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পুলিস অনেক কষ্টে গোল থামাইয়া বালকগণকে আদালত গৃহ হইতে অপসৃত করিয়া দিল।

আসামী পক্ষের প্রধান উকীল কালীকান্ত বাবু রায় চাহিয়া পাঠ করিলেন। বিচারক লিখিয়াছেন, বাদীর সাক্ষীগণের উক্তিতে অনেক স্থলে অনৈক্য দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সকল 'minor discrepancies'—উহাতে বরং এই প্রমাণ হয় যে সাক্ষীরা শিখানো নহে। সত্য বটে কোন কোনও সাক্ষী বলিয়াছে, হাঙ্গামার সময় পনেরো কুড়ি জন ছেলে ছিল, আবার কেহ কেহ বলিয়াছে পঞ্চাশ ষাট জন ছিল, কিন্তু কেহই গণনা করিয়া দেখে নাই, অনুমানে ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বাদী বলিয়াছে, ছেলেরা চড় চাপড় মারিয়া তাহার কপালে ক্ষত করিয়াছে, কিন্তু ডাক্তার বলিতেছেন, কোনও কঠিন শাণিত দ্রব্যে ঐ ক্ষত হইয়াছে,

চড় চাপড়ে-হইতে পারে না, ইহার উপর আসামীর উকীল বিশেষ জোর দিয়া বলিতেছেন যে, ঘটনা মিথ্যা। কিন্তু আমার বিবেচনায় ঐ সময়ে বাদী এত ভীত ও বিমূঢ় হইয়াছিল যে তাহাকে বালকেরা ঠিক কি প্রকারে আঘাত করিয়াছে তাহা স্মরণ রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সাফাই সাক্ষীগণের যে সমস্ত কথাই মিথ্যা তাহার কোনও সংশয় নাই। সকলেই তথাকথিত স্বদেশীর দল। উকীল বলিয়াছেন, ডাকবাঙ্গলার খানসামা নিরপেক্ষ সাক্ষী, উহার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু জেরায় দেখা যাইতেছে, খানসামা উকীল বাবুগণের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি। সে বারোমাসের খরিদ্দারকে চটাইয়া আসাম হইতে আগত সাহেবের পক্ষাবলম্বন করিয়া সত্য বলিতে পারে না। ইত্যাদি।

উকীল বাবু রায়ের নকল বাহির করিয়া লইয়া, জজ সাহেবের নিকট আপিল দায়ের করিয়া, জামিনের হুকুম লইলেন।

এই সংবাদ শ্রবণমাত্র বালকগণ ভীষণ রবে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়া উঠিল। কোথা হইতে একখানা গাড়ী আনিয়া, তাহাতে বালকত্রয়কে বসাইয়া, ঘোড়া খুলিয়া নিজেরা গাড়ী টানিয়া সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইল এবং সমস্বরে গাহিতে লাগিল—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
মোদের বাঁধন ততই টুটবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেদিন ডেপুটি বাবু ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চোর যেন চুরি করিয়া ফিরিল। খুনী যেন খুন করিয়া আসিয়াছে। ডেপুটি বাবুর চক্ষু অবনত, মুখ কালিমাময়।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, চারুশীলা মুখখানি বিমর্ষ করিয়া, চুপ করিয়া, বারান্দার কোণে বসিয়া আছেন। ডেপুটি বাবু বুঝিলেন এ বিমর্ষতার কারণ কি।

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, স্ত্রীর নিকট অগ্রসর হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন —"কি গো, অমন করে বসে কেন?"

চারুশীলা নিরুত্তর।

"কি হয়েছে?"

"মাথাটা ধরেছে।"

"মাথা ধরেছে? কখন ধরল? এস দেখি, রুমালে একটু ওডিকলোন ভিজিয়ে মাথায় বেঁধে দিই। এখনি সেরে যাবে।"

চারুশীলা স্বামীর দিকে না চাহিয়া বলিলেন,—"থাক, দরকার নেই।"

ভাব গতিক দেখিয়া নগেন্দ্র বাবু সরিয়া গেলেন।

দাসী তাঁহার চা ও জলখাবার আনিয়া দিল। অন্যদিন গৃহিণী এ সময় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি অনুপস্থিত। নগেন্দ্র বাবু জল খাবার খাইতে গেলেন, কিন্তু তাহা গলা দিয়া যেন নামিতে চাহে না। বুকের ভিতরটা কে যেন পাথর বোঝাই করিয়া দিয়াছে। জলখাবার ফেলিয়া রাখিয়া, কেবল চাটুকু নিঃশেষে পান করিলেন।

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া ধূমপান করিলেন। শেষে, উঠিয়া

অপরাধীর মত, আবার স্ত্রীর নিকট গেলেন। তিনি তখনও সেইরূপ ভাবেই বসিয়া আছেন।

ধীরে ধীরে বলিলেন—"মাথাটা একটু সারল ?"

চারুশীলা সঙ্কেতে জানাইলেন সারে নাই।

নগেন বাবু তাঁহার হাতটি ধরিয়া বলিলেন—"এস এস উঠে এস। আজ একটা ভাল খবর আছে, বলব মনে করে কত আমোদ করে এলাম, আর তুমি রাগ করে বসে রইলে।"

স্বামীর আগ্রহাতিশয্যে চারুশীলা উঠিয়া আসিলেন। নগেন বাবু বলিলেন—"আজ সাহেব আমার পঞ্চাশ টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্যে কমিশনর সাহেবকে অনুরোধপত্র লিখেছেন।"

এ কথা শুনিয়া, চারুশীলার চক্ষুযুগল দিয়া প্রবলবেগে অশ্রু বহিল।

নগেন বাবু বলিলেন—"ওকি, চোখের জল ফেল কেন ?" বলিয়া একহাতে স্ত্রীর হাতটি ধরিয়া অন্য হাতে চোখের জল মুছাইতে চেষ্টা করিলেন।

চারুশীলা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন—"ওগো আজ আমায় মাফ্ কর। আজ আমার কাছে এস না, কোনও কথা বলো না।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

নগেন্দ্র বাবু বাহিরে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। আর একবার তামাকের হুকুম করিলেন। ধূমপান করিতে করিতে তাঁহার মানসিক অশান্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, যে দিন কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে দিন কি ছিলেন, আর আজ কি হইয়াছেন? আজ চারুশীলা তাঁহাকে কাছে আসিতে, কথা কহিতে বারণ করিয়াছে। আজ তিনি পতিত, কলঙ্কিত। পবিত্র বিচারাসনে বসিয়া, জানিয়া শুনিয়া, আজ তিনি অবিচার করিয়া আসিয়াছেন। আজই কি প্রথম ?—কিসের

জন্য? কেবল দগ্ধোদরের জন্য। বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষা সাধনার ফল, ধর্ম্মবুদ্ধি, বিবেক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা,—শুধু দগ্ধোদরের জন্য ভাসাইয়া দিয়াছেন। ছি! ছি! পূর্ব্বকালে অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত ডেপুটিরা ঘুষ লইত। তাহাদের মার্জ্জনা ছিল। সুশিক্ষাভিমানী নগেন্দ্র বাবু গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পদবৃদ্ধিস্বরূপ ঘুষ লইয়া বিচারাসন কলঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার কি মার্জ্জনা আছে?

ডেপুটি বাবু এইসকল কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া, অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। শেষে অস্থির হইয়া, উঠিয়া পড়িলেন। চাদর লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। অন্ধকার অন্ধকার পথ খুঁজিয়া সেই পথ-গুলিতে অনেকক্ষণ বেড়াইলেন।

সারারাত্রি ভাল নিদ্রা হইল না।

পর দিন কাছারি বন্ধ ছিল। প্রভাতে উঠিয়া ভৃত্যকে বলিলেন—"আজ মফস্বল যাইব।" সকালে আহারাদি করিয়া প্রস্তুত হইলেন।

ইহা শুনিয়া চারুশীলা আসিলেন। স্বামীর মুখপানে চাহিয়া তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া সতীর মন করুণায় দ্রবীভূত হইল। কাছে আসিয়া বলিলেন—"কবে ফিরবে?"

"কাল সকালেই ফিরব।"

"দেরী কোরো না।"

"কেন, দেরী হলে তোমার দুঃখ কি?"

স্বামীর এই অভিমানবাক্যে চারুশীলার কোমলহৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—"ওকি—ওকি—শান্ত হও। এখনি কেউ এসে পড়বে।"

কিন্তু চারুশীলার দুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—"তোমার এ দুঃখ আমি আর দেখতে পারিনে। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন কি করলে তুমি সুখী হও বল।"

চারুশীলা স্বামীবক্ষ হইতে মুখ অপসৃত করিয়া বলিলেন—"আমায় একটি ভিক্ষা দেবে?"

"কি, বল।"

"এ চাকরি ছাড়। যে চাকরি বজায় রাখবার জন্যে অধর্ম্ম করতে হয়, সে চাকরিতে কাজ কি? আমি তোমার তিনশো টাকা চাইনে। আমি এ ধনদৌলত, সোনা রূপো চাইনে। তুমি যদি মাষ্টারি করেও আমায় মাসে পঞ্চাশ টাকা এনে দাও, আমি তাইতেই সংসার চালিয়ে নেব।"

এ কথা শুনিয়া ডেপুটি বাবু একমুহূর্ত্ত মাত্র ভাবিয়া বলিলেন—"তাই হবে।"

বাহিরে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ট্রেনের সময় সন্নিকট। ডেপুটি বাবু বলিলেন—"তাই হবে। তুমি কেঁদ না।" বলিয়া পত্নীকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া বাহিরে আসিলেন।

* * * *

পরদিন প্রভাতে চাপরাশি ডাক লইয়া আসিল। ডেপুটি বাবু তখনও মফস্বল হইতে ফেরেন নাই। চারুশীলা দেখিলেন কয়েকখানি চিঠির সঙ্গে, এক বোঝা সংবাদপত্র। এত সংবাদপত্র কোনও দিন আসে না। একখানি খুলিয়া দেখিলেন, "সন্ধ্যা" পত্রিকা। "ফরিদসিংহে ঘটিরামলীলা" নামক একটি প্রবন্ধ রহিয়াছে—তাহার চারি পার্শ্ব লাল কালীর রেখাঙ্কিত। ছাত্রদের মোকর্দ্দমার উল্লেখ করিয়া "সন্ধ্যা" তাহার নিজস্ব অপভাষায় নগেন্দ্র বাবুকে ভয়ঙ্কর গালি দিয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করিবার ধৈর্য্য চারুশীলার রহিল না। অপর একখানি

পত্রিকা খুলিয়া দেখিলেন, তাহাও ঐ তারিখের "সন্ধ্যা"—ঐ প্রবন্ধ লাল পেন্সিল দ্বারা রেখাঙ্কিত। এইরূপ গণিয়া দেখিলেন, ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেটে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সেই তারিখের সতেরো খানা "সন্ধ্যা" কলিকাতা হইতে সকৌতুকে নগেন্দ্র বাবুর নামে পাঠাইয়া দিয়াছে। পাছে স্বামীর দৃষ্টিপথে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় সমস্ত "সন্ধ্যা"গুলি চারুশীলা লইয়া জ্বলন্ত চুল্লীমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

বেলা ৯টার সময় ডেপুটি বাবু ফিরিলেন এবং তাড়াতাড়ি আহারাদি করিয়া কাছারি গেলেন।

চারুশীলা পুত্রকে বলিলেন—"আজ ইস্কুলে গেলি নে?"

"না আজ যাব না।"

"কেন, ছুটি আছে নাকি?"

"না।"

"তবে?"

"ইস্কুলে গেলে ছেলেরা আমায়—" বলিয়া আর বলিতে পারিল না। তাহার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যেই পথে ঘাটে অন্যান্য বালকেরা তাহাকে অপমান করিয়াছে।

চারুশীলা বুঝিলেন। বলিলেন—"আচ্ছা তবে থাক। আমারও একটু কায আছে।"

দ্বিপ্রহরে গাড়ী ডাকিয়া, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি বাহির হইলেন। কালীকান্ত বাবু উকীলের বাড়ী গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সেদিন সেখানে আরও দুই তিনটি উকীলের স্ত্রী সমবেত হইয়াছিলেন। চারুশীলাকে দেখিয়া অন্যান্য মহিলারা কোনও কথা বলিলেন না; মুখ ভার করিয়া রহিলেন। কালীকান্ত বাবুর স্ত্রী তাঁহাকে অভ্যর্থনা

করিয়া বসাইলেন। কিন্তু সে অভ্যর্থনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত সাদর নহে।

চারুশীলা বসিয়া, অন্যান্য কথার পর, ছেলেদের মোকর্দ্দমার কথা তুলিলেন।

একটি মহিলা বলিলেন—"ওটা বড়ই দুঃখের বিষয় হয়েছে।"

কালীকান্ত বাবুর স্ত্রী বলিলেন—"আপিলে বোধ হয় টিকবে না, ওঁরা বলছিলেন।"

একজন বলিলেন—"তবে যদি স্বদেশী মোকর্দ্দমা বলে সাহেবরা অবিচার করে।"

চারুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপিলের দিন কবে হয়েছে জানেন?"

"কবে ঠিক বলতে পারিনে। শীঘ্রই হবে।"

"ছেলেরা কলকাতা থেকে কোনও ভাল ব্যারিষ্টার নিয়ে আসুক।"

"সে অনেক টাকা খরচ। ছেলেরা কোথায় পাবে? এঁরাই করবেন এখন।"

চারুশীলা অবনত মস্তকে বলিলেন—"টাকা আমি দেব।"

এ কথায় সকলে একটু বিস্মিত হইলেন। কালীকান্ত বাবুর স্ত্রী বলিলেন—"আপনি দেবেন কেন?"

চারুশীলার মনে যাহা ছিল, মুখে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। করিলে তাহা পতিনিন্দার মত শুনায়। কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুইটি জলপূর্ণ হইয়া আসিল। বলিলেন—"আপনারা এই মোকর্দ্দমায় ছেলেদের সাহায্যের জন্যে কত টাকা ব্যয়, কত ত্যাগস্বীকার করেছেন। আমি কি এর জন্যে কিছু ত্যাগস্বীকার করবার অধিকারী নই? আমি এই এক যোড়া বালা আর এক যোড়া অনন্ত এনেছি। এ বেচলে হাজার টাকার উপর হবে। এই টাকা দিয়ে কলকাতা থেকে ছেলেদের আপিলের দিন

কোন ভাল ব্যারিষ্টার আনাবার বন্দোবস্ত করুন। আমার মনে একটু শান্তি যাতে পাই, তার উপায় করুন।" ইহা বলিতে বলিতে চারুশীলার গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিল।

কালীকান্ত বাবুর স্ত্রী গহনাগুলি লইলেন। বলিলেন—"আচ্ছা, উনি বাড়ী আসুন, ওঁকে বলবো।"

এই ঘটনায় অন্যান্য মহিলাগণের মনও দ্রবীভূত হইল। তাঁহারা তখন চারুশীলার সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চারুশীলা বিদায়গ্রহণ করিয়া স্বভবনে ফিরিয়া আসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ছেলেদের আপিল শেষ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বড় ব্যারিষ্টার আনা হইয়াছিল, কিন্তু কিছু হইল না। জজ সাহেব আপিল ডিসমিস্ করিলেন। ছেলেরা জেলে গিয়াছে। হাইকোর্টে মোশনের বন্দোবস্ত হইতেছে।

এ দিকে নগেন্দ্র বাবুর স্ত্রী যে গহনা বিক্রয় করিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কানেও এ কথা উঠিয়াছে। শুনিয়া অবধি তিনি নগেন্দ্র বাবুর উপর কঠোর আচরণ করিতেছেন। ইতিমধ্যে একদিন কার্য্যোপলক্ষে সাহেব

খাসকামরায় নগেন্দ্র বাবুকে তলব করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করেন নাই। আমলার মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া এবার সাহেবকে কাব বুঝাইয়া দিতে হইয়াছিল।

কয়েক দিন পরে নগেন্দ্র বাবুর একটা রায়, জজ সাহেব উল্টাইয়া দিলেন। এই উপলক্ষে, নগেন্দ্র বাবুর দোষ না থাকিলেও, কার্য্যে ভুল ধরিয়া, সাহেব আমলাগণের সমক্ষেই নগেন্দ্র বাবুকে অভদ্রভাবে কটূক্তি করিলেন।

নগেন্দ্র বাবু কর্ম্মত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুতই হইয়াছেন। কলিকাতায় গিয়া আইন পরীক্ষা দিয়া, ওকালতী করিবেন। মাঝে মাঝে স্বামী স্ত্রীতে এ বিষয়ে জল্পনা কল্পনা হইয়া থাকে। মাসখানেকের মধ্যেই কর্ম্মত্যাগ করিবেন ইহাই আপাততঃ স্থির হইয়াছে।

জজ সাহেব কর্ত্তৃক ছেলেদের আপিল ডিসমিসের দুই এক দিন পরে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে কুঠীতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পূর্ব্বে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাঝে মাঝে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে যাইতেন, ইদানীং আর যান নাই।

সেদিন প্রভাতে পোষাক পরিয়া, গাড়ী করিয়া, নগেন্দ্র বাবু সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হইলেন। নিজ কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের রীতি ছিল, হাকিম কিম্বা বড় জমিদার আসিলে আপিস কামরায় তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করাইতেন; চুনাপুঁটি দরের লোক আসিলে তাহাদিগকে বারান্দায় বেঞ্চে বসিয়া থাকিতে হইত। আজ চাপরাশি ফিরিয়া, তাঁহাকে আপিস কামরায় না লইয়া গিয়া সেই বেঞ্চিতে বসিতে অনুরোধ করিল!

সেখানে কয়েকজন চুনাপুঁটি পূর্ব্ব হইতেই বসিয়া ছিল। তাহাদের সহিত একাসনে না বসিয়া, নগেন্দ্র বাবু পায়চারি করিয়া বেড়াইতে

লাগিলেন। বুঝিলেন, সাহেব তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া অপমান করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ বেড়াইবার পর, ভিতর হইতে একজন চাপরাশি ছুটিয়া বাহির হইয়া বলিল—"বাবু, জুতাকা আওয়াজ মৎ কাজিয়ে, সাহেব গোস্‌সা হোতা হায়। বেঞ্চপর বৈঠিয়ে।"

দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিয়া নগেন্দ্র বাবু বেঞ্চে উপবেশন করিলেন। চুনাপুঁটিগণ তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে একটু সরিয়া বসিল।

ইতিমধ্যে আরও দুইজন সেলামার্থী আসিয়া বেঞ্চে বসিল। নগেন্দ্র বাবু রুমাল বাহির করিয়া মুহুর্মুহু কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন। ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

ক্রমে সাহেব ছোটহাজরি সারিয়া আপিস কামরায় আসিলেন। প্রথমে ডাকিয়া পাঠাইলেন—নগেন্দ্র বাবুকে নয়। যাঁহারা নগেন্দ্র বাবুর পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের একে একে ডাক পড়িল। যাঁহারা পরে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও ডাক পড়িল। শেষে নগেন্দ্র বাবু একা বেঞ্চে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

এই সময়টা তাঁহার যে কিরূপভাবে কাটিয়াছিল, তাহা তিনিই জানেন এবং তাঁহার ইষ্টদেবতাই জানেন। এই সময়ের মধ্যে নগেন্দ্র বাবু দন্তে দন্ত দৃঢ়বদ্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, একমাস পরে নহে,—অদ্যই।

অবশেষে নগেন্দ্র বাবুর ডাক পড়িল। তিনি ক্রোধে, মাতালের মত টলিতে টলিতে, সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিলেন।

অন্য দিনের মত, সাহেব আজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন না।

"গুড্‌মর্ণিং সার।"

"গুড্‌মর্ণিং বাবু।"

বাবু!—অন্য দিন হইলে সাহেব বলিতেন—নগেন্দ্র বাবু। সাহেব বিলক্ষণ জানিতেন, শুধু "বাবু" বলিয়া সম্ভাবিত হইলে পদস্থ বাঙ্গালী অপমান বোধ করে।

নগেন্দ্র বাবু ইহাও লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিল, এই আঘাতে কোনও নূতন বেদনা অনুভব করিল না।

সাহেব চুরুট মুখে করিয়া বলিলেন—"সহরে এখন স্বদেশীর অবস্থা কিরূপ?"

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—"ভালই।"

"শুনিয়া সুখী হইলাম। ইহা বিস্কিট-মোকর্দ্দমায় কঠিন শাস্তির সুফল।"

নগেন্দ্র বাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। বলিলেন—"আপনি বোধ হয় আমার কথাটা ভুল বুঝিয়াছেন। ভালই—অর্থাৎ স্বদেশীর পক্ষে ভালই, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নয়। সেই মোকর্দ্দমার পর হইতে লোকের স্বদেশীপণ দৃঢ়তর হইয়াছে।"

সাহেব যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া নগেন্দ্র বাবুর মুখপানে চাহিলেন। বলিলেন—"তবে 'ভালই' কেন বলিলেন? আপনিও কি একজন স্বদেশী নাকি?"

নগেন্দ্র বাবু গর্ব্বিতভাবে বলিলেন—"স্বদেশী আন্দোলন হইয়া অবধি এক পয়সার বিলাতী দ্রব্য আমার গৃহে আসে নাই।"

সাহেবের মুখ ও কর্ণ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। তিনি জানিতেন —যে, অনেক সরকারী কর্ম্মচারী লুকাইয়া লুকাইয়া স্বদেশীয়তা রক্ষা করে, কিন্তু সাহেবের সাক্ষাতে এমন করিয়া দর্প ত কেহ করে না। তিনি

বুঝিলেন যে এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া নগেন্দ্র বাবু সত্যপ্রাপ্তি অপমানের প্রতিশোধ লইতেছেন। সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে—এই নীতির অনুসরণ করিয়া সাহেব বলিলেন—"হাঁ আমি শুনিয়াছি, বাঙ্গালী মহিলারা স্বদেশী বিষয়ে পুরুষগণের অপেক্ষাও দৃঢ়তর।" বলিয়া সাহেব একটু হাসির ভাণ করিলেন। একটু পরেই বলিলেন—"By the way—শুনিলাম নাকি আপনার স্ত্রী ঐ মোকর্দ্দমার আপিলে হাজার টাকা দিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন? ইহা সত্য নাকি?"

"সত্য। হাইকোর্টে মোশন হইবে, তাহার খরচও বহন করিতে আমার স্ত্রী প্রস্তুত হইয়াছেন।"

সাহেব নিজ স্থৈর্য্য আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। আবার তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন—"এটা কি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ নয়?"

নগেন্দ্র বাবু অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"সম্ভবতঃ, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার স্ত্রী গভর্ণমেণ্টের চাকর নহেন।"

ক্রোধের সহিত বিস্ময়ের ভাবও সাহেবের মনে আধিপত্য করিতে লাগিল। তিনি এত দিন চাকরি করিতেছেন, এ প্রকার তেজের কথা ত বাঙ্গালীর মুখে অদ্যাবধি শুনেন নাই। সাহেব বুঝিলেন, আজ নগেন্দ্র বাবু তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আচ্ছা, তাহার অমোঘ ঔষধও সাহেবের কাছে আছে। তাহা প্রয়োগ করিলে চাকরিগতপ্রাণ বাঙ্গালী এখনি নতজানু হইয়া সাহেবের ক্ষমা ভিক্ষা করিবে।

এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন—"সে কথা যাউক। আজ যে জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি তাহা বলি। সম্প্রতি আপনার কাযকর্ম্মে অত্যন্ত শিথিলতা দেখা যাইতেছে। আপনি যদি এখনি সাবধান না হন, তবে

আপনার বেতন বৃদ্ধির অনুরোধপত্র আমাকে ত প্রত্যাহার করিতে হইবেই, হয় ত বা আপনাকে ডিগ্রেড্ করিতেও বাধ্য হইতে পারি।"

এই কথা বলিয়া সাহেব নগেন্দ্র বাবুর মুখের পানে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিলেন—ঔষধ ধরিল কিনা। বাবুর মুখ নিশ্চয়ই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইবে এবং তিনি ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য আকুল হইয়া উঠিবেন।

কিন্তু তাহা হইল না। নগেন্দ্র বাবুর মুখে, অল্পে অল্পে, একটু ঘৃণামিশ্রিত হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"তাহা স্বচ্ছন্দে আপনি করিতে পারেন। কারণ উহাতে আমার কোনই ক্ষতি হইবে না।"

সাহেব অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"তাহার অর্থ কি?"

"আমি স্থির করিয়াছি, কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিব। অদ্যই আফিসে আমার কর্ম্মত্যাগপত্র আপনার হস্তগত হইবে। আমাকে মাসান্তে যাহাতে বিদায় দিতে পারেন, বিলম্ব না হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সে চেষ্টা করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।"

শুনিয়া, সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বাঙ্গালী! বাঙ্গালী হইয়া, এত বড় চাকরিটা, এক কথায় ছাড়িতে উদ্যত হইয়াছে?

নগেন্দ্র বাবু পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন। দেখিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"আমি আর আপনার সময় নষ্ট করিব না গুড্ মর্ণিং।"

সাহেব অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"গুড্ মর্ণিং।"

* * * *

একমাস কাটিল। আজ নগেন্দ্র বাবুর চাকরির শেষ দিন। বৈকাল বেলা দেখা গেল, তাঁহার এজলাসের বাহিরে বহুসংখ্যক ইস্কুলের বালক সমবেত হইয়াছে। অনেকের হাতে বন্দেমাতরম্ ধ্বজা।

তিনি বাহির হইবামাত্র বালকেরা তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিল। একখানা ফিটন গাড়ী আনিয়াছিল। তাহাতে নগেন্দ্র বাবুকে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিল।

কিন্তু নগেন্দ্র বাবু সম্মত হইলেন না।

বালকেরা জিদ করিতে লাগিল। বলিল ঘোড়া খুলিয়া আজ তাঁহাকে তাহারা টানিয়া লইয়া যাইবে।

পথ দিয়া একজন গ্রাম্য ও একজন নাগরিক নিরক্ষর লোক যাইতে-ছিল। ব্যাপারখানা বুঝিতে না পারিয়া গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—"একি, বাহে ? বাবুর সাদি নাকি ?"

নাগরিক ব্যক্তি উত্তর করিল—"আমার পছন্দ হয়, বাবুর জ্যাল হয়েছিল, আজ খালাস হইছে। আজকাল দেহি বাবুদের জ্যাল থেহে খালাস হইলে এই রকমডা করে।"

এ দিকে, বালকেরা নগেন্দ্র বাবুকে টানিবার জন্য বিস্তর পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু নগেন্দ্র বাবু কিছুতেই রাজি হইলেন না ; অন্য দিনের মতই পদব্রজে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দুইমাস-ব্যাপী বিচ্ছেদের পরে আজ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইল।

প্রত্যাবর্ত্তন

প্রথম পরিচ্ছেদ

একাদশী-তত্ত্ব

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে, কলিকাতার কোনও ছাত্রাবাসে, রামনিধি দাস নামক একটি যুবক থাকিয়া কলেজে লেখাপড়া করিতেন। রামনিধি বাবু ছাত্র হইলেও একটু বয়ঃপ্রাপ্ত—অনুমান পঞ্চবিংশতি বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছিল। লোকটির বাড়ী বীরভূম জেলায়। কথায় বার্ত্তায় একটু "রেঢ়ো" টান বেশ বোঝা যাইত। এই কারণে পরোক্ষে বাসার ছেলেরা তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া নানাবিধ হাসি তামাসা করিত।

রামনিধি বাবু লোকটি বড় সৌখীন। পিতার অনেক ধন সম্পত্তি ছিল,—সে সব তিনিই পাইয়াছেন। বাসাব একটি কক্ষ তিনি একলা লইয়া থাকেন,—তজ্জন্য বেশী ভাড়া দিতে হয়। ঘরের মেঝেটি আগ্রার শতরঞ্জ দিয়া আবৃত। ছত্রীওয়ালা একটি নেওয়ারের খাটে শাদা ধব্‌ধবে নেটের মশারি ঝুলিতেছে। এক দিকে একটি টেবিল—তাহার চারি পাশে কেদারা। নিকটে পুস্তকাধারে তাঁহার বাঁধানো চক্‌চকে পাঠ্য পুস্তকগুলি। অপর দিকে একটি তেপায়ার উপর বৃহৎ দর্পণ। আশে পাশে নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য—পোমাড, পাউডার প্রভৃতি সুশোভিত।

সেদিন রবিবার—বাসা অনেকটা খালি হইয়া গিয়াছে। যেসকল ছাত্রের বাড়ী অথবা শ্বশুরালয় নিকট, তাহারা প্রস্থান করিয়াছে—আবার সোমবার ফিরিয়া আসিবে। রামনিধি ও অপর দুইজন ছাত্র মাত্র বাসায় আছেন।

এই দুইটি ছাত্র বৈকালে রামনিধি বাবুর কক্ষে বসিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক করিতেছিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান আরম্ভ হইয়াছে। বিগত যুগের কলেজী ছাত্রের মত, এখনকার ছাত্রগণ আর স্নেচ্ছাচারী নহেন। মুসলমানের দোকানের চপ, কট্‌লেট, শিক-কাবাব ত দূরের কথা—পাঁউরুটি, বিস্কুট পর্য্যন্ত বর্জ্জিত হইয়াছে। অধিকাংশ ছাত্রের মস্তকে টিকি। ব্রাহ্মণ-ছাত্রেরা সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। বঙ্কিম বাবুর দেবীচৌধুরাণী সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকে গীতা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। সর্ব্বত্র হরিনাম ধ্বনিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে হরিসভা। ষ্টেজের উপরেও শ্রেণীবিশেষের স্ত্রীলোকেরা শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গদেব সাজিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে।

দুইজন ছাত্র এক দিকে—রামনিধি এক দিকে। রামনিধি বাবুর মতটা একটু খৃষ্টানী রকমের ছিল। ম্যানেজারের হুকুমে প্রতি একাদশীতে বাসায় ভাত বন্ধ। সকালে ছাত্রেরা যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল প্রভৃতি আহার করিয়া কলেজে যাইত;—রাত্রে লুচী, পায়স, মোহনভোগ প্রভৃতির বন্দোবস্ত। রামনিধি বাবু রাত্রে সকলের সঙ্গে একাদশী করিতেন বটে, কিন্তু দিবসে করিতেন না। দিবসে দোকান হইতে পাঁউরুটি, হাঁসের ডিমের কালিয়া, গলদাচিংড়ি ভাজা প্রভৃতি আনাইয়া ভক্ষণ করিতেন। এইজন্য বাসার সকলে তাঁহার উপর রুষ্ট ছিল। কেহ বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত,—কেহ বা গম্ভীরভাবে উপদেশ দিত।

শরৎ বাবু বলিলেন—"রামনিধি বাবু, যাই বলুন যাই কোন্, আমাদের হিন্দুধর্ম্মটা একেবারে হাম্বাগ নয়। এতে আগাগোড়া সায়েন্স—উঠতে সায়েন্স—বসতে সায়েন্স—শুতে সায়েন্স। আপনি আমাদের মত কিছু দিন একাদশী করে দেখুন দেখি স্বাস্থ্যের কত উপকার হয়।"

রামনিধি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা একাদশী করার মধ্যে কতটুকু সায়েন্স আছে বুঝিয়ে দিন দেখি।"

বাসার ম্যানেজার কার্ত্তিক বাবু বলিলেন—"কতটুকু সায়েন্স?—সম্পূর্ণ সায়েন্স—ষোলআনা সায়েন্স। অমাবস্যে পূর্ণিমেতে মানুষের শরীর খারাপ হয়, হাত পা কামড়ায়, বেতো রোগীর বাত বৃদ্ধি হয়, জ্বর হয়,—এ সব মানেন ত? না তাও মানেন না?"

"মানি।"

"কেন হয়?"

"জানিনে।"

"শরীর রসস্থ হয় বলে। সেই রসকে শুকিয়ে রাখবার জন্যে একাদশী করবার ব্যবস্থা।"

রামনিধি বাবু বলিলেন—"বেশ ত—তা হলে অমাবস্যে পূর্ণিমেতে উপবাস করলেই হয়—একাদশীতে কেন?"

কার্ত্তিক বাবু বলিলেন—"ওর মধ্যে একটু গণিতশাস্ত্রঘটিত গূঢ় কথা আছে। এই দেখুন,—চন্দ্র এক মাসে পৃথিবী পরিক্রমণ করেন—বটে ত?"

"বটে।"

"একবার পরিক্রমণে হল তিনশো ষাট ডিগ্রী। ঠিক কিনা?"

"ঠিক।"

"একপক্ষে হল একশো আশী ডিগ্রী। প্রতিপৎ থেকে একাদশী হল তার দুই তৃতীয়াংশ। একাদশী থেকে পূর্ণিমে হল এক-তৃতীয়াংশ। কেমন?"

"আচ্ছা বেশ।"

"একশো আশী ডিগ্রীর এক তৃতীয়াংশ হল ষাট ডিগ্রী। একটা সমত্রিভুজের প্রত্যেক কোণ কত ডিগ্রী করে মশায় ?"

রামনিধি বাবু বলিলেন—"ষাট ডিগ্রী।"

কার্ত্তিক বাবু সগর্ব্বে বলিলেন—"এই দেখুন—সেই জন্যেই একাদশীর দিন উপবাসের ব্যবস্থা। ষাট ডিগ্রী—equilateral triangle—সমত্রিভুজ—শরীরের সমস্ত রস equilibrium—সমতা প্রাপ্ত হবে বলেই একাদশীতে উপবাসের ব্যবস্থা মুনি ঋষিরে করে গেছেন।"

শরৎ বাবু বলিলেন—"আর এটাও ত আপনার বোঝা উচিত রামনিধি বাবু, যে যাঁরা রামায়ণ, মহাভারত, গীতা রচনা করে গেছেন,—বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের যাঁরা সৃষ্টিকর্ত্তা—তাঁরা খামকা আপনাকে ঠকিয়ে জব্দ করবার জন্যে একাদশীতে উপবাস করবার বিধি দিয়ে যাবেন ? আপনার সঙ্গে তাঁদের কি এমন শত্রুতা ছিল ?"

রামনিধি বাবু কিয়ৎক্ষণ একটু হতভম্ব হইয়া রহিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা কার্ত্তিক বাবু—এই যে একাদশী আর ষাট ডিগ্রীর কথাটা বল্লেন—এটা কি কোনও শাস্ত্রে পড়েছেন না আপনার মনগড়া কথা ?"

কার্ত্তিক বাবু বলিলেন—"শাস্ত্রেও পড়িনি মনগড়া কথাও নয়। অঙ্ক কষে বের করেছি। জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি পড়ছি কি শুধু এগ্জামিন পাস করবার জন্যে মশায় ?"

রামনিধি বাবু বলিলেন—"আচ্ছা, শরীরের রস শুকিয়ে নেওয়াই যদি দরকার, তবে ফলমূল খেলে রস শুকোয় আর পাঁউরুটি, গলদাচিংড়ি ভাজায় শুকোয় না এর মানে কি ? আমার ত পাঁউরুটির চেয়ে ফলমূলই বেশী ভিজে মনে হয়।"

কার্ত্তিক বাবু বলিলেন—"ওটা চিকিৎসাশাস্ত্রের কথা। মেডিক্যাল

কলেজে ঢুকে চিকিৎসাশাস্ত্রের যখন চর্চ্চা করব তখন নিশ্চয়ই এরও একটা কারণ বের করে ফেলব দেখে নেবেন।”

সন্ধ্যা হয় দেখিয়া কার্ত্তিক ও শরৎ বাবু সায়ংসন্ধ্যা করিবার জন্য উঠিলেন—রামনিধি বাবু ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভট্টাচার্য্য সংবাদ

উক্ত ঘটনার কয়েক দিবস পরে, একদিন সন্ধ্যাকালে, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গাত্রে একখানি নামাবলী, চরণে চটিজুতা, একহস্তে একটি ছিন্ন মলিন ক্যাম্বিশের ব্যাগ, অন্য হস্তে একটি ভাঙ্গা ছাতা। বাসার দরজায় কার্ত্তিক ও শচীন্দ্র বাবু দাঁড়াইয়াছিলেন, বৃদ্ধ আসিয়া বলিলেন—“বাপ সকল,—এ বাড়ী কার?”

কার্ত্তিক বাবু বলিলেন—“এটি একটি মেসের বাসা।”

বৃদ্ধ যেন একটু আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন—“কিসের বাসা?”

শচীন্দ্র বাবু বলিলেন—“মেসের বাসা—অর্থাৎ এখানে ছাত্রেরা থেকে লেখাপড়া করে।”

“তোমরা সব কি জাতি?”

“ব্রাহ্মণ আছে, কায়স্থ আছে, একজন বৈদ্যও আছে।”

"কোন্ জেলায় তোমাদের বাড়ী বাপু ?"

"অনেক জায়গার ছেলে আছে। হুগলি, নদীয়া, বর্দ্ধমান,—বীরভূম জেলারও একজন্ আছে।"

বৃদ্ধ যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"বীরভূম জেলার কে আছে বাবা ?"

"রামনিধি বাবু বলে একজন আছেন। রামনিধি দাস—কায়স্থ। শিউড়ীর কাছে কোন গ্রামে বাড়ী।"

"আমারও বাড়ী শিউড়ী। আমি আজ বিকালের গাড়ীতে কলকাতায় এসে পৌঁছেছি। আমার একজন শিষ্য এখানে ছিলেন—তাঁরই বাসায় যাব মনে করেছিলাম—সে ঠিকানায় গিয়ে শুন্‌লাম তিনি বাসা বদলেছেন,—নূতন বাসার ঠিকানা কেউ বলতে পারলে না। কলকাতায় এই প্রথম আসা—তাতে রাত্রিকাল। কোথায় যাই ? কেউ কেউ পরামর্শ দিলে হোটেলে যান। তা বাবা আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ—হোটেলে ছত্রিশ জেতে বসে খাচ্ছে—সেখানে ত ঢুকতে পারি নে। ওসব খৃষ্টানী ম্লেচ্ছাচার আমার দ্বারা ত হবে না। তোমরা দেখছি সব ভদ্রসন্তান, যদি এক রাত্রির জন্যে আশ্রয় দাও তবে বড় উপকার হয়।"

ইহা শুনিয়া ছাত্র দুইজন সাদরে তাঁহাকে বাসায় লইয়া গেল। উপর তালায় একটি কক্ষ খালি ছিল। সেখানে তাঁহাকে স্থান করিয়া দিল। জল আনাইয়া তাঁহার হস্তপদাদি ধৌত করাইয়া দিল। তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিকের ব্যবস্থা করিল। বাজার হইতে ফলমূল আনাইয়া তাঁহাকে জলযোগ করাইল। অবশেষে একটি নূতন হুঁকা কিনিয়া আনিয়া জল ভরিয়া তামাক সাজিয়া দিল।

কার্ত্তিক বাবু বলিলেন—"ভট্টাচার্য্য মশায়, রাত্রে আপনি কি খান ? ভাত না রুটি না লুচী ?"

"চারটি ভাতই খাব এখন। ভাল কথা—এখানে কাছে কোথাও গয়লা আছে? পয়সা দিচ্ছি—আধসের দুধ আনিয়ে ভাল করে জ্বাল দিইয়ে দাও যদি ত হয়। আমি আফিম খাই কিনা, একটু দুধ না হলে প্রাণ বাঁচে না।"

শরৎ বাবু বলিলেন—দুধের বন্দোবস্ত হইবে, পয়সা দিতে হইবে না। দুই তিন জনে পরামর্শ করিয়া, নিজ নিজ দুধ একত্র করিয়া ক্ষীরের মত করিয়া জ্বাল দিবার জন্য ঠাকুরকে বলিয়া আসিল।

সম্পূর্ণ সেকেলে পরম হিন্দু বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য আসিয়াছেন। বাসার ছেলেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া শাস্ত্র সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। কেহ বলিল—উপনিষদের মধ্যে কোনটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন? কেহ বলিল—সাংখ্যকার যে বলিয়াছেন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ"—ইহা হইতে কি নিরীশ্বরবাদ সমর্থিত হইতেছে? কেহ বা বলিল—ম্যাক্সমূলার যে বলিয়াছেন, দেড়হাজার বৎসর মাত্র পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্পষ্টই সকলকে বলিলেন—সংস্কৃত তাঁহার বিশেষ জানা নাই। বাল্যকালে টোলে প্রবেশ করিয়া কিছুদিন কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রঘুর দ্বিতীয় সর্গ আরম্ভ করিতেই পিতৃবিয়োগ হয়—সুতরাং টোল ছাড়িয়া অর্থোপার্জ্জনে মন দিতে হইল। যজন যাজন দশকর্ম্ম করিবার মত সামান্য বিদ্যা মাত্র তাঁহার আছে—তাহাতেই কোনও ক্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। দর্শনাদি শাস্ত্র জানা না থাকিলেও, গল্প ও উদ্ভটশ্লোক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিস্তর জানা ছিল। তাহাতেই আসর মাত করিয়া তুলিলেন। ছাত্রেরাও তাঁহার অহমিকাশূন্য সরল ব্যবহারে বড় প্রীত হইল। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিলে, নিম্নে শঙ্খধ্বনি হইল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—"ওকি ? এখন শাঁখ বাজে কোথায় ? কারু ছেলে হল নাকি ?"

একজন বলিল—"খাবার ঠাঁই হয়েছে—তাই বামুন শাঁখ বাজালে। আসুন ভট্‌চায মশায়—গা তুলুন।"

সকলের সঙ্গে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্নে অবতরণ করিলেন। রান্নাঘরের নিকট বিস্তৃত ভোজনকক্ষ। ব্রাহ্মণেরা এক সারি এবং অল্প দূরে কায়স্থগণ এক সারিতে বসিত। দুই সারিতে দশ বারো জন খাইতে বসিল। ব্রাহ্মণ-ছেলেদের সহিত এক সারিতে না দিয়া, একটু তফাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জন্য স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

ভোজন আরম্ভ হইল। বামুন ঠাকুর ছুটাছুটি করিয়া কাহাকেও ডাল, কাহাকেও তরকারী পরিবেষণ করিতে লাগিল। খাইতে খাইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—"শুনেছিলেম যে এ বাসায় শিউড়ী জেলার একটি ছাত্র আছেন—কই তাঁর সঙ্গে ত আলাপ হল না।"

কয়েকজন রামনিধি বাবুকে দেখাইয়া বলিল—"এই যে—এঁরই বাড়ী শিউড়ী জেলায়। কোথায় ছিলেন রামনিধি বাবু ?—আপনাদের ওদিক থেকেই ভট্‌চায মশায় এসেছেন।"

রামনিধি বাবু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পানে একবার মাত্র চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া, মনোযোগের সহিত আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"বাবুর বাড়ী কোথা ?"

"শিউড়ী জেলায়।"

"নিজ শিউড়া।"

"আজ্ঞে না।"

"কোন গ্রাম ?"

"কল্যাণপুর।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—"কল্যাণপুর?—তবে ত আমাদের ওখান থেকে বেশী দূর নয়। বাবুর নাম?"

"শ্রীরামনিধি দাস।"

"আপনারা কায়স্থ?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

"পিতার নাম?"

"ঈশ্বর রাধানাথ দাস।"—বলিতে বলিতে রামনিধি বাবুর কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—"রাধানাথ দাস? কত বৎসর হল তিনি গত হয়েছেন?"

রামনিধি বাবু বলিলেন—"তিন বৎসর।"—তাঁহার স্বর বিকৃত।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু ভাবিয়া বলিলেন—"তিন বৎসর?—কই চিনতে পারলাম না।" কথা কহিতে কহিতে ডালে ভাতে মাখিতেছিলেন—সে মাখা ভাত ফেলিয়া রাখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাত গুটাইলেন।

প্রথমে রামনিধি ছাড়া অপর কেহ ইহা লক্ষ্য করে নাই। ক্রমে একজন বলিল—"ভট্চায মশায় আর কি নেবেন?" বলিতে বলিতে তাঁহার পাতের পানে দৃষ্টি করিয়া বলিল—"কই মশায়, খাচ্চেন না?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"খুব খেয়েছি। আর খেতে পারব কেন?"

দুই তিন জন বলিয়া উঠিল—"কই খেলেন? সব ভাতই ত পড়ে রয়েছে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু কষ্টহাসি হাসিয়া বলিলেন—"আর বাবা তোমাদের মত কি বয়স আছে? রাত্রে বেশী খেলে আমার আবার সহ্য হয় না।"

একজন বলিল—"তবে একটু দুধ খান। ঠাকুর—ঠাকুর—ভট্‌চায মশায়ের দুধ এনে দাও।"

ঠাকুর ছুটিয়া গিয়া এক বাটি দুধ আনিয়া দাঁড়াইল।

ভট্টাচার্য্য ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"না—না—দুধ চাইনে।"

"সে কি ভট্‌চায মশায়? আপনি বলেছিলেন আফিম খান—একটু দুধ চাই। তাই আমরা তিন চার জনের দুধ একত্র করে ক্ষীরের মত করে জ্বাল দিইয়ে রেখেছি। খান—খেতেই হবে,—দাও ঠাকুর বাটি নামিয়ে দাও।"

ঠাকুর বাটি নামাইবার জন্য ঝুঁকিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"না—না—দিও না। নষ্ট হবে—আমি খেতে পারব না। বাবুদের দাও—আমি খেতে পারব না। আমার মাথাটা বড় ধরেছে।"

ছাত্রেরা বুঝিল, ভিতরে কোনও কথা আছে। আর তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিল না। নিঃশব্দে সকলে নিজ নিজ পাত খালি করিয়া উঠিয়া পড়িল।

রামনিধি বাবু উঠিয়া আচমন করিয়া একেবারে নিজ কক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আইন প্রসঙ্গ

ছেলেরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপরে তাঁহার শয়নকক্ষে গেল। বলিল—"কেন আপনি ভাত খেলেন না বলুন।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"না, কিছু নয়। পেটে কেমন হঠাৎ একটা ব্যথা বোধ হল।"

কার্ত্তিক বাবু বলিলেন—"এই বল্লেন মাথা ধরেছে—আবার বলছেন পেটে ব্যথা—আসল কথাটা কি খুলে বলুন। কি হয়েছে? কেন খেলেন না? মাথা ভাত ফেলে রাখলেন, তার কারণ কি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হুঁকাটি হাতে করিয়া গম্ভীরভাবে কলিকায় ফুৎকার দিতে লাগিলেন।

শরৎ বাবু বলিলেন—"ভট্‌চায মশায়?"

"কি?"

"কি হয়েছে বলুন।"

ভট্টাচার্য্য তখন হুঁকাটি নামাইয়া ত্রস্তভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। পরে স্বর অত্যন্ত নামাইয়া বলিলেন—"সে রামনিধি কোথায়?"

"বোধ হয় নিজের ঘরে গিয়ে শুয়েছে।"

তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধীরে—অতি ধীরে বলিতে লাগিলেন—"ঐ রামনিধি—পাজি বেটা—নচ্ছার বেটা—তোমাদের কাছে নিজেকে কায়স্থ বলে পরিচয় দিয়েছে?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

ভট্টাচার্য্য ক্রোধে স্বর কাঁপাইয়া বলিলেন—"হুঁ!—কায়স্থ! বেটা সাতজন্মে কায়স্থ নয়—হারামজাদা বেটার চৌদ্দপুরুষ কায়স্থ নয়। ছি ছি ছি—ঘোর কলি!—ঘোর কলি!"

দুই তিন জনে জিজ্ঞাসা করিল—"ও কি তবে?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"ধোপা—ধোপা—ওর বাপের নাম রেদো ধোপা। বেটা বলে আমার বাবার নাম রাধানাথ।—রাধানাথ! রেদো ধোপা বলেই ত চিরকাল জানি। এদানী রেদো হঠাৎ বড় মানুষ হয়ে পড়েছিল বটে—আঙুল ফুলে কলাগাছ—কিন্তু আমরাই ছেলে বেলায় তাকে কালী-দীঘির ঘাটে হিস্‌সো হিস্‌সো করে কাপড় কাচতে দেখেছি। ছি ছি ছি ছি! ধোপার সঙ্গে এক ঘরে বসে কি আমি ভাত খেতে পারি? আমি গরীব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, ওসব খৃষ্টানী ম্লেচ্ছাচার আমার সইবে কেন? ছি ছি ছি ছি—তোমরা এতগুলো ভদ্রসন্তান—কায়স্থ সেজে এসে তোমাদেরও জাতটে খেয়েছে। মহাভারত! মহাভারত!"

বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় চুপ করিলেন। ছেলেরা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল।

শেষে শচীন্দ্র বাবু বলিলেন—"কার্ত্তিক বাবু—এর একটা বিহিত করুন।"

"কি করতে বলেন?"

"পুলিসে দিন। এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাদের এতগুলো লোককে ঠকিয়ে আমাদের সর্ব্বনাশটা করলে! কনেষ্টবল ডেকে হাণ্ডওভার করে দিন।"

কার্ত্তিক বাবু বলিলেন—"এতে কি পুলিস্‌কেস হতে পারে? তা ত জানিনে। বিনয় বাবু কি বলেন?"

বিনয় বাবু কাছে বসিয়াছিলেন—তিনি আইন অধ্যয়ন করিতেন। বলিলেন—"পুলিস্‌কেস? কোন ধারায় হবে?"

শচীন্দ্র বাবু বলিলেন—"ধারা ফারা আপনি বুঝুন। এত বড় একটা অন্যায়—আইনে এর সাজার বিধান নেই কখনও হতে পারে?"

বিনয় বাবু চিন্তাযুক্ত হইয়া বলিলেন—"কি জানি চীটিং-এর মধ্যে পড়ে কি না।—হুয়েভার—হুয়েভার—দূর হক্‌গে ছাই—চীটিং-এর ডেফিনিশনটাও ভাল মনে পড়ছে না। বইটা দেখি তা হলে।"—বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন—মহা বিপদ উপস্থিত। রামনিধিকে পুলিসে দিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেই প্রধান সাক্ষী হইতে হইবে। একবার তিনি একটা বিবাহের মোকর্দ্দমায় শিউড়ীতে সাক্ষী দিতে গিয়াছিলেন—উকীলেরা জেরায় তাঁহাকে অসংস্কৃতজ্ঞ প্রমাণ করিবার জন্য শব্দরূপ, ধাতুরূপ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সেই অবধি উকীলগণকে তিনি বড় ডরাইতেন। তাই তাড়াতাড়ি বলিলেন—"না না—পুলিসে দিয়ে কায নেই—পুলিসে দিয়ে কায নেই। কালকে ওকে বোলো এখন যে আপনি অন্য বাসায় যান।"

শচীন্দ্র বাবু গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তাড়াও। কান ধরে বের করে দাও। কাল কি? আজ—এই দণ্ডে—এখ্‌খুনি। এস।"

বাসার অন্য সকলেও যথেষ্ট উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা সমবেত হইয়া ক্রোধে রামনিধির শয়নকক্ষ অভিমুখে অগ্রসর হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও উঠিলেন; বলিলেন;—"শোন—শোন। আস্তে আস্তে ভাল কথায় বিদেয় করে দাও। খবর্দ্দার যেন গায়ে হাত তুলো না।"—পুলিসকোর্ট এবং উকীলের ভয়াবহ মূর্ত্তি বিভীষিকার ন্যায় ভট্টাচার্য্যের মনে ছায়াবিস্তার করিতেছিল।

শরৎ বাবু বলিলেন—"ভট্‌চায মশায় ঠিক বলেছেন। দৈহিক বল-প্রয়োগ করাটা হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ।"

সাত আটজনে চটিজুতার চট্‌পটাধ্বনি করিতে করিতে রামনিধির দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। কেহ রামনিধি বাবু—কেহ রামনিধি—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কেহ শিকলটা ধরিয়া ঝম্‌ ঝম্‌ করিতে লাগিল, কেহ কবাটের উপর দমাদ্দম করিয়া কিল মারিতে লাগিল।

রামনিধি বাবু উঠিয়া দরজা খুলিয়া বলিলেন—"ব্যাপার কি? ডাকাতি করবেন না কি?"

শচীন্দ্র বাবু বলিলেন—"ডাকাতি আমরা করি—না তুমি কর? ধোপার ছেলে হয়ে নিজেকে কায়স্থ বলে পরিচয় দিয়ে, আমাদের সকলের জাতিনাশ করেছ। বেরও এই দণ্ডে বাসা থেকে।"

রামনিধি রাগিয়া বলিল—"মুখ সামলে কথা কবেন। ভদ্রলোককে অপমান করবেন না।"

শরৎ বাবু বলিলেন—"ধোপা ভদ্রলোক হল কবে থেকে?"

কার্ত্তিক বাবু বলিলেন—"ও সব বাগ্‌বিতণ্ডা নিষ্ফল। আপনাকে দশ মিনিট সময় দিচ্ছি। এরই মধ্যে আমাদের বাসা থেকে বেরিয়ে যান। নইলে বলপ্রয়োগ করতে আমরা বাধ্য হব।"

ইহা শুনিয়া অন্যান্য ছেলেরা আস্তিন গুটাইয়া বুক চিতাইয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইল।

রামনিধি বলিল—"আর আমার জিনিষপত্তর?"

"কাল কোন সময় এসে নিয়ে যাবেন। দরজায় ডবল তালাবন্ধ করে যান।"

রামনিধি বাবু দেখিলেন—জোর করা নিষ্ফল। ইহারা দলবদ্ধ ও

দৃঢ়সঙ্কল্প। বলিলেন—"আচ্ছা—আমার জিনিষপত্তরগুলো ঠিক করে নিই।"

বলিয়া তিনি বাক্স পেটারা খুলিয়া নিজের টাকাকড়িগুলি বাহির করিয়া পকেটে লইলেন। একটি হাণ্ডব্যাগে দুইখানি বস্ত্র, চিরুণী, বুরুষ, তোয়ালে প্রভৃতি ভরিয়া লইলেন। কার্ত্তিক বাবু ঘড়ি খুলিয়া দশ মিনিট গণনা করিতেছিলেন।

রামনিধি বাহির হইয়া, দরজায় তালাবন্ধ করিলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময়, হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"শীঘ্রই এর ফলভোগ আপনাদের করতে হবে। আমি চল্লাম থানায়—আপনাদের নামে নালিশ করতে। আপনারা আমার মানহানি করেছেন, আমায় ভয়প্রদর্শন করেছেন। এখন শুতে যাবেন না—প্রস্তুত হয়ে থাকুন। এখনি গেরেপ্তারি ওয়ারেণ্ট আসবে। এ মোকর্দ্দমায় আপনাদের প্রত্যেককে আর ঐ বদ্‌মায়েস ভট্‌চায্যিকে জেলে পাঠাব।"—বলিয়া, রাগে গর গর করিতে করিতে রামনিধি বাবু নামিয়া গেলেন।

কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ দৃশ্য দেখিতেছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহার কাছে গিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। তিনি বলিলেন—"গেল নাকি থানায়?"

কার্ত্তিক বাবু বলিলেন—"যাক না—ভয় কিসের?" বলিতে বলিতে সকলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কক্ষে আসিয়া বসিল।

শচীন্দ্র বাবু বলিলেন—"ভট্‌চায মশায়, আর এক ছিলিম তামাক সাজব?"

"তা সাজ না হয়।"

শরৎ বাবু বলিলেন—"সত্যি থানায় গেল নাকি? একজন কেউ পিছু পিছু গিয়ে দেখলে হয়।"

তামাক প্রস্তুত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কম্পিত হস্তে হুঁকাটি ধরিয়া টান দিতে লাগিলেন।

শচীন্দ্র বাবু বলিলেন—"বিনয় বাবু—আচ্ছা এতে কি মানহানি হয়?"

বিনয় বাবু বলিলেন—"মানহানি? হয় কিনা জিজ্ঞাসা করছেন?"

কার্ত্তিক বাবু বলিলেন—"আর বলে গেল ভয় প্রদর্শন।"

বিনয় বাবু অত্যন্ত বিজ্ঞতার সহিত বলিলেন—"মানহানি হল ডিফ্যামেশন—আর ভয় প্রদর্শন হল ক্রিমিন্যাল ইণ্টিমিডেশন।"

শরৎ বাবু বলিলেন—"কোনও ধারার মধ্যে পড়ে নাকি?"

বিনয় বাবু বলিলেন—"তাই ত ভাবছি। ও সম্বন্ধে কি যেন একটা রুলিং আছে। মান্দ্রাজের কি বোম্বাই হাইকোর্টের নজির সেটা। উঁহু—বোধ হয় এলাহাবাদ। বইটে দেখতে হল।"—বলিয়া বিনয় বাবু উঠিয়া গেলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হুঁকাটি রাখিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"দেখ, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। বাদুড়বাগান এখান থেকে কত দূর?"

একজন বলিল—"কাছেই।"

"সেখানে আমার একটি জানিত লোক আছে। তার কাছে একবার যেতে হল।"

কার্ত্তিক বাবু বলিলেন—"এই রাত্তিরে? কাল সকালে যাবেন এখন।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"উঁহু—না না। বড়ই জরুরি কাজ, এখ্খুনি না গেলেই নয়।"

কম্পিতপদে ভট্টাচার্য্য মহাশয় জটিজুতা পরিধান করিলেন। কম্পিত হস্তে ক্যাম্বিশের ব্যাগটি লইয়া, সকলের বিস্তর বাধা সত্ত্বেও, রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। মুখে অনবরত বলিতে লাগিলেন "রাম রাম" "দুর্গা দুর্গা," আর ক্রমাগত পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন, গেরেপ্তারি-ওয়ারেণ্ট লইয়া পুলিস আসিতেছে কিনা।

তিনি চলিয়া গেলে বাসার ছেলেরা দেখিল, তাড়াতাড়ি ভুলিয়া ব্রাহ্মণ ভাঙ্গা ছাতাটি ফেলিয়া গিয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গৃহহীন

রামনিধি বাবু পথে বাহির হইলেন, কিন্তু কোথায় যাইবেন? কলিকাতায় বিশেষ কোনও পরিচিত লোক নাই। কোথায় আশ্রয় লইবেন?

তখন রাত্রি এগারটা। ধর্ম্মতলা অভিমুখে শেষ ট্র্যাম যাইতেছে। না ভাবিয়া চিন্তিয়া হঠাৎ তাহাতে উঠিয়া পড়িলেন।

রামনিধি বাবুর মস্তিষ্ক তখন বিকৃত। ক্ষোভে, অপমানে, লজ্জায়

তিনি জর্জ্জর। ট্রাম একটা থানার পাশ দিয়া যাইতেছিল দেখিয়া হঠাৎ নামিয়া পড়িলেন। নালিস করিতে হইবে—তাহার অপমানকারীগণকে জব্দ করিতে হইবে।

থানার সন্মুখে আসিয়া থামিলেন। ভাবিলেন, আজ থাক। রাগের মাথায় একটা কায করিয়া বসা ভাল নয়। কল্য তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া যাহা হয় করা যাইবে।

ব্যাগটি হাতে করিয়া, ধীরে ধীরে রাজপথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে গড়েরমাঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাত্রি অন্ধকার। গ্যাসের অস্পষ্ট আলোকে মনুমেণ্টের দিকে পদচালনা করিলেন।

মনুমেণ্টের চারিপাশে যে উচ্চ চবুতারা আছে, তাহাতে উপবেশন করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রজকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কি তাঁহার এতই অপরাধ? এই রাত্রে, পথের কুক্কুরের মত তাঁহাকে আশ্রয়হীন হইতে হইল! কেন, তাঁহার বাসার লোকেরা,—শরৎ বাবু, কার্ত্তিক বাবু, শচীন্দ্র বাবু, জ্ঞান বাবু প্রভৃতি তাঁহার অপেক্ষা কিসে শ্রেষ্ঠ? তিনি তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা অল্প ধনী নহেন, অল্প শিক্ষিত নহেন,—কাহারও অপেক্ষা তিনি চরিত্রাংশে নিকৃষ্ট নহেন। তবু তাঁহাকে এই সামাজিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে?

গ্রীষ্মকাল—ঝুর ঝুর করিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে। সমস্ত মাঠের গ্যাসালোক যেন নক্ষত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। নীরব নিস্তব্ধ রজনী। রামনিধি বাবু যোড়হস্ত করিয়া, ভগবানের নিকট সান্ত্বনা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—আর তাঁহার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর ধারায় জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ প্রার্থনা করিয়া তাঁহার হৃদয় অনেকটা সুস্থ হইল। তখন

তিনি চাদরখানি বিছাইয়া, ব্যাগটি মাথায় দিয়া, সেই স্থানে শয়ন করিলেন।

মনে হইতে লাগিল রাত্রি ত এইখানে কাটিল—কল্য কোথায় যাইব? তখনই আবার ধর্ম্মভাব তাঁহার মনে প্রবেশ করিল। কল্যকার উপায় ভগবানের ভার। আমি কেন চিন্তা করিয়া মরি?

ইহার পর শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে রামনিধি বাবু সে অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। আর বাসায় কার্ত্তিক বাবু প্রভৃতি নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করিয়া, কখন পুলিস আসে, কখন পুলিস আসে এই চিন্তায় চক্ষের পল্লব ফেলিতে পারিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আশ্রয়লাভ

ভোর হইল। বৃক্ষে বৃক্ষে পাখীগণ কলরব আরম্ভ করিল। রাম-নিধি বাবু চক্ষুরুন্মীলন করিয়া প্রথমটা একটু বিস্মিত হইলেন—এ কোথায় আসিয়াছি!—পরক্ষণেই সমস্ত স্মরণ হইল।

ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া, ব্যাগটি হাতে লইয়া, সহর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তাঁহার সহপাঠীগণের কয়েকটি মেসের বাসা তাঁহার জানা ছিল—এবং তথায় গতিবিধিও ছিল। কিন্তু তাহার কোনওটিতে স্থানান্বেষণ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

তাঁহার নিকট যে টাকা ছিল, তাহাতে অনায়াসে তিনি স্বয়ং একটি ছোটখাট বাড়ী ভাড়া লইয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু তাহা অন্বেষণ করিতে সময় লাগিবে।

ধীরে ধীরে রাজপথ বাহিয়া, ভবানীপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া, অন্বেষণ করিতে করিতে একটি মেসের বাসা পাইলেন। সেখানে গিয়া ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—"মহাশয়, আপনাদের বাসায় সীট খালি আছে?"

ম্যানেজার বাবু হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন। বলিলেন—"সীট আছে। মহাশয়ের নাম কি?"

"শ্রীরামনিধি দাস।"

"কি করেন?"

"কলেজে পড়ি।"

"বাড়ী কোথায়?"

"বীরভূম জেলায়।"

"আপনারা?"

রামনিধি পূর্ব্বেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবার আর জাতি সম্বন্ধে ছলনা অবলম্বন করিবেন না। তাহাতে কলিকাতার বাসায় স্থান হয় ভাল, না হয় নাই হইবে।

বলিলেন—"আমরা রজক।"

রজক শুনিয়া ম্যানেজার বাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। শুধু বলিলেন—"ওহ্।" বলিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রামনিধি বাবু বলিলেন—"স্থান হবে কি?"

ম্যানেজার বাবু বলিলেন—"না। আপনি অন্যত্র দেখুন।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রামনিধি বাবু বাহির হইলেন। ক্রমে ক্রমে আরও দুই তিনটি মেসে সন্ধান করিলেন—কোথাও কেহ স্থান দিল না।

ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে কালীঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাত্রীগণের থাকিবার জন্য অনেক ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। তাহাই একটি দৈনিক আট আনায় ভাড়া করিয়া লইলেন। বাড়ীওয়ালা বলিল—"মশায়, রোজকার রোজ ভাড়া আগাম চুকিয়ে দিতে হবে।"

রামনিধি বাবু একটা আধুলি ফেলিয়া দিলেন। দোকানী বলিল—"বাবুর বিছানাপত্তর ত কিছু দেখছি নে।"

"বিছানা অন্য যায়গায় আছে। আনিয়ে নিতে হবে। খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিতে পার?"

"উনুন কাটিয়ে দিচ্ছি। চাল, ডাল, হাঁড়ি, কাঠ সবই আমার দোকানে আছে। কি কি চাই বলুন।"

"আর বামুন?"

"বামুন চান তাও আনিয়ে দিতে পারি। ওরে ভোলা, চক্রবর্ত্তীকে খবর দে। বামুন রোজ আট আনা করে নেবে কিন্তু।"

রামনিধি বাবু বলিলেন—"তাই দেওয়া যাবে।"

বামুন আসিল। উনুন তৈয়ারি হইল।—ক্রমে রান্না চড়িল। রামনিধি বাবু স্নান করিতে যাইবার সুযোগ পাইলেন না। ব্যাগটি কাহার কাছে রাখিয়া যান? তাই দোকানীদত্ত মাদুরখানি পাতিয়া তিনি ঘরের বারান্দায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

আহারাদি শেষ হইতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। ভাবিলেন, এরূপ করিয়া আর কতক্ষণ কাটিবে। একটা বাড়ীর সন্ধান না করিলেই নয়।

কোথায় বাড়ী—কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করেন। পথে বাহির হইয়া

কালীঘাট অঞ্চলে কোথাও বাড়ী খালি আছে কিনা দুই চারিজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই কোন সন্ধান দিতে পারিল না।

তখন হঠাৎ তাঁহার মস্তকে এক মৎলবের আবির্ভাব হইল। একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া চাঁদনীতে উপস্থিত হইলেন।

সেখানে একটা দোকানে ঢুকিয়া আগাগোড়া সমস্ত সাহেবী পোষাক খরিদ করিলেন। দোকানেই তাহা পরিধান করিয়া, হ্যাট মাথায় দিয়া, ধর্ম্মতলার একটি সস্তা হোটেলে প্রবেশ করিলেন।

অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আর তিনি ঘৃণিত দ্বার দ্বার হইতে বিতাড়িত ধোপা নহেন—এখন তিনি সাহেব। হোটেলের দ্বারে গাড়ী থামিতেই দরওয়ান তাঁহাকে লম্বা সেলাম করিল। ভৃত্যগণ আসিয়া তাঁহার জিনিষ পত্র নামাইয়া লইল। ম্যানেজার সাহেব আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে একটি উৎকৃষ্ট শয়নকক্ষে স্থান দান করিল। বেয়ারা জিজ্ঞাসা করিল—"হুজুর গোসল হোগা?"

রামনিধি বাবু বলিলেন—"নেই। চা লে আও।"

দশ মিনিটের মধ্যে একটি ট্রে সুসজ্জিত করিয়া বেয়ারা চা, রুটি, মাখন, ফল প্রভৃতি আনিয়া দিল। রামনিধি বাবু চা পান করিয়া ড্রয়িং রুমে গিয়া বসিলেন। অনেকগুলি সংবাদপত্র পড়িয়াছিল, একখানি উঠাইয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

সেখানি খৃষ্টানী সংবাদপত্র। একটি প্রবন্ধ ছিল, তাহার শিরোনামা "মানবের ভ্রাতৃত্ব।" প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বুঝিলেন, খৃষ্টধর্ম্ম অনুসারে, ঈশ্বর এক এবং তিনি সমস্ত মানবের পিতা,—সমস্ত মানব ভ্রাতা। প্রবন্ধটিতে হিন্দুদিগের জাতিভেদ-প্রথার তীব্র নিন্দা ছিল।

অন্য একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে, তাহার মধ্যে দেখিলেন এক স্থানে বাইবেল হইতে উদ্ধৃত রহিয়াছে—

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রামনিধি বাবু বাহির হইলেন। ক্রমে ক্রমে আরও দুই তিনটি মেসে সন্ধান করিলেন—কোথাও কেহ স্থান দিল না।

ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে কালীঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাত্রীগণের থাকিবার জন্য অনেক ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। তাহাই একটি দৈনিক আট আনায় ভাড়া করিয়া লইলেন। বাড়ীওয়ালা বলিল—"মশায়, রোজকার রোজ ভাড়া আগাম চুকিয়ে দিতে হবে।"

রামনিধি বাবু একটা আধুলি ফেলিয়া দিলেন। দোকানী বলিল—"বাবুর বিছানাপত্তর ত কিছু দেখছি নে।"

"বিছানা অন্য যায়গায় আছে। আনিয়ে নিতে হবে। খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিতে পার?"

"উনুন কাটিয়ে দিচ্ছি। চাল, ডাল, হাঁড়ি, কাঠ সবই আমার দোকানে আছে। কি কি চাই বলুন।"

"আর বামুন?"

"বামুন চান তাও আনিয়ে দিতে পারি। ওরে ভোলা, চক্রবর্ত্তীকে খবর দে। বামুন রোজ আট আনা করে নেবে কিন্তু।"

রামনিধি বাবু বলিলেন—"তাই দেওয়া যাবে।"

বামুন আসিল। উনুন তৈয়ারি হইল।—ক্রমে রান্না চড়িল। রামনিধি বাবু স্নান করিতে যাইবার সুযোগ পাইলেন না। ব্যাগটি কাহার কাছে রাখিয়া যান? তাই দোকানীদত্ত মাদুরখানি পাতিয়া তিনি ঘরের বারান্দায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

আহারাদি শেষ হইতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। ভাবিলেন, এরূপ করিয়া আর কতক্ষণ কাটিবে। একটা বাড়ীর সন্ধান না করিলেই নয়।

কোথায় বাড়ী—কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করেন। পথে বাহির হইয়া

কালীঘাট অঞ্চলে কোথাও বাড়ী খালি আছে কিনা দুই চারিজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই কোন সন্ধান দিতে পারিল না।

তখন হঠাৎ তাঁহার মস্তকে এক মৎলবের আবির্ভাব হইল। একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া চাঁদনীতে উপস্থিত হইলেন।

সেখানে একটা দোকানে ঢুকিয়া আগাগোড়া সমস্ত সাহেবী পোষাক খরিদ করিলেন। দোকানেই তাহা পরিধান করিয়া, হ্যাট মাথায় দিয়া, ধর্ম্মতলার একটি সস্তা হোটেলে প্রবেশ করিলেন।

অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আর তিনি ঘৃণিত দ্বার দ্বার হইতে বিতাড়িত ধোপা নহেন—এখন তিনি সাহেব। হোটেলের দ্বারে গাড়ী থামিতেই দরওয়ান তাঁহাকে লম্বা সেলাম করিল। ভৃত্যগণ আসিয়া তাঁহার জিনিষ পত্র নামাইয়া লইল। ম্যানেজার সাহেব আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে একটি উৎকৃষ্ট শয়নকক্ষে স্থান দান করিল। বেয়ারা জিজ্ঞাসা করিল—"হুজুর গোসল হোগা?"

রামনিধি বাবু বলিলেন—"নেই। চা লে আও।"

দশ মিনিটের মধ্যে একটি ট্রে সুসজ্জিত করিয়া বেয়ারা চা, রুটি, মাখন, ফল প্রভৃতি আনিয়া দিল। রামনিধি বাবু চা পান করিয়া ড্রয়িং রুমে গিয়া বসিলেন। অনেকগুলি সংবাদপত্র পড়িয়াছিল, একখানি উঠাইয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

সেখানি খৃষ্টানী সংবাদপত্র। একটি প্রবন্ধ ছিল, তাহার শিরোনামা "মানবের ভ্রাতৃত্ব।" প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বুঝিলেন, খৃষ্টধর্ম্ম অনুসারে, ঈশ্বর এক এবং তিনি সমস্ত মানবের পিতা,—সমস্ত মানব ভ্রাতা। প্রবন্ধটিতে হিন্দুদিগের জাতিভেদ-প্রথার তীব্র নিন্দা ছিল।

অন্য একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে, তাহার মধ্যে দেখিলেন এক স্থানে বাইবেল হইতে উদ্ধৃত রহিয়াছে—

Come unto me all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.

Matthew— 11, 28.

(অনুবাদ—হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকসকল, আমার নিকট আইস আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।)

এই বচনটি পড়িয়া তাঁহার অমৃতবৎ মধুর বোধ হইল। যে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত, যীশু তাহাকে বিশ্রাম দিবেন। তাঁহার মত পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত কে? অপমানভারে তাঁহার মস্তক অবনত। তাঁহার স্বধর্ম্মীগণ তাঁহাকে শৃগাল কুকুর অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিয়াছে। তিনি সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সব দুঃখ, সব অপমানের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

সে রাত্রে হোটেলে শয়ন করিয়া, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। সুন্দর কক্ষখানি, সুন্দর ভাবে সজ্জিত। আহারাদির বন্দোবস্ত সুন্দর। কেমন দুগ্ধ-শুভ্র টেবিলক্লথের উপর, সুচিত্রিত পরিষ্কার প্লেটগুলি সাজাইয়া, রজতশুভ্র কাঁটা চামচাদির সাহায্যে খাইতে হয়। মেসের বাসার চাকরের অযত্নমার্জ্জিত কাঁসার থালা গেলাস মনে করিয়া রামনিধি বাবু নাসিকা কুঞ্চন করিলেন। টেবিলের স্থানে স্থানে কেমন সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ। কেমন প্রথা। এসকল রামনিধির কাছে খৃষ্টধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

তিনি অবিবাহিত। হয়ত কালক্রমে কোন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিবেন, ইহাও সুখ-স্বপ্নবৎ তাঁহার মনে হইতে লাগিল।

পরদিন তিনি বাজার হইতে একখানি বাইবেল ক্রয় করিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। একজন পাদ্রীসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজের সমস্ত অবস্থা জানাইলেন।

পাদ্রীসাহেব তাঁহাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দান করিলেন। দেশীয় খৃষ্টানগণের একটি আশ্রম ছিল, সেইখানে তাঁহাকে স্থান করিয়া দিলেন।

রামনিধি তখন পূর্ব্ব বাসায় গিয়া, হিসাব চুকাইয়া দিয়া জিনিষপত্র লইয়া আসিলেন।

বাসার লোকেরা তাঁহার হ্যাট কোট দেখিয়া অবাক্। জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় বাসা করেছেন?"

"খৃষ্টীয় যুবকসমিতির আশ্রমে।"

"আপনি কি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন নাকি?"

"না এখনও করিনি। শীঘ্র করব।"

বাসার লোকেরা বলিল—"তা বেশ। আপনি আমাদের নামে নালিস টালিস করেছেন নাকি?"

"না। আমি আপনাদিগকে ক্ষমা করেছি। আশা করি ঈশ্বরও আপনাদিগকে ক্ষমা করবেন।"

রামনিধি বাবু চলিয়া গেলে বাসার লোকেরা ইহা লইয়া বড়ই রঙ্গরস করিতে লাগিল। একজন বলিল—"উনি ঈশ্বরের চেয়েও উদার ক্ষমাশীল হয়ে উঠেছেন। উনি আগেই আমাদিগকে ক্ষমা করে চুকেছেন, এখন আশা আছে ঈশ্বরও ওঁর মহদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন।"

সেই রাত্রে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, চুপে চুপে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কার্ত্তিক বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে রামনিধেটার খবর কি?"

"আজ এসেছিল। জিনিষপত্তর নিয়ে গেল। সে খৃষ্টান হচ্চে।"

"অ্যাঁ! খৃষ্টান হবে? বল কি?"

"হ্যাঁ। সাহেবী পোষাক ধরেছে। খৃষ্টানদের হোটেলে আছে। শীঘ্রই খৃষ্টান হবে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভট্টাচার্য্যের দৌত্য

কল্যাণপুর গ্রামখানি ক্ষুদ্র। গ্রামের অধিবাসীগণ অধিকাংশই তথা-কথিত নীচ-জাতীয়, দুই চারি ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থও আছে। রামনিধি বাবুর পিতা রাধানাথ দাস, এই গ্রামখানি ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রাম নীলামে খরিদ করিয়াছিলেন। গ্রামের মধ্যভাগে জমিদারী কাছারি ও রামনিধি বাবুদের বাসভবন।

বেলা এক প্রহর অতীত হইয়াছে। কাছারি বাড়ীতে বসিয়া নায়েব গোবিন্দ সরকার একটি ক্ষুদ্র কাঠের বাক্স সম্মুখে রাখিয়া হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার আশে পাশে বসিয়া কয়েকজন মুহুরী জমা-ওয়াশীল-বাকী, সুমার প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছিল।

অন্তঃপুরের একজন ঝি কাছারির সম্মুখ দিয়া যাইতেছে দেখিয়া গোবিন্দ সরকার তাহাকে ডাকিলেন। বলিলেন—"ঝি, একবার গিন্নীমার সঙ্গে দেখা করব, কলকাতা থেকে ছোট বাবু বড় জরুরী চিঠি লিখেছেন।"

ঝি অন্তঃপুরে সংবাদ দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গোবিন্দ সরকার একখানি খোলা পত্র হাতে করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

রামনিধি-জননী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চিঠি এসেছে সরকার মশাই? রামনিধি ভাল আছে ত?"

"শারীরিক কুশলে আছেন। লিখেছেন হঠাৎ তাঁর কিছু টাকার প্রয়োজন হয়েছে, দু হাজার টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন।"

"দু হাজার টাকা? সে ক কুড়ি, বাবা?"

সরকার মহাশয় মনে মনে হাস্য করিয়া বলিলেন—"দু হাজার টাকা সে অনেক কুড়ি। পাঁচ কুড়িতে হল একশো, পঞ্চাশ কুড়িতে হল হাজার, একশো কুড়িতে হল দু হাজার।"

রামনিধি-জননী হিসাবটা ভাল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না,—তবে বুঝিলেন যে অনেকগুলি টাকা। বলিলেন—"এত টাকা নিয়ে কি করবে?"

"তা ত কিছু লেখেন নি। শুধু বলেছেন টাকাটার বড়ই দরকার, শীঘ্রই পাঠিয়ে দিও। পূর্ব্বে যে বাসায় ছিলেন, সেখান থেকে উঠে গেছেন দেখছি—এ ঠিকানা নতুন।" বলিয়া সরকার মহাশয় আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রামনিধি-জননী একটু ভাবিয়া বলিলেন—"তবে দাও পাঠিয়ে।"

গোবিন্দ সরকার কহিলেন—"লিখব কি যে মাঠাকুরুণ জিজ্ঞাসা করছেন এত টাকার এখন কি প্রয়োজন?"

জননী বলিলেন—"না না—দেরী করে কায নেই। এত টাকা যখন চেয়ে পাঠিয়েছে, তখন বাছার কোনও দায় বিপদ উপস্থিত হয়ে থাকবে। তারই ত টাকা। বড় ভাল ছেলে, তাই আমাদের মত জিজ্ঞাসা করে। আজই টাকা পাঠিয়ে দাও। আহা, আমার বাছার

কি বিপদ হল? হে মা কালীঘাটের কালী, আমার বাছাকে ভাল রেখো, নাইতে যেন মাথার কেশ না ছেঁড়ে, আমি তোমায় জোড়া পাঁঠা দিয়ে পূজো দেব।"

সেই দিনই দুই হাজার টাকার নোট রেজেষ্ট্রী করিয়া রামনিধি বাবুকে পাঠানো হইল।

ইহার দুই দিন পরে অপরাহ্নকালে পূর্ব্বকথিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাঙ্গা ছাতাটি মাথায় দিয়া হেলিতে দুলিতে কাছারী বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ সরকার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—"আর কুশল! সম্প্রতি কল্‌কাতায় গিয়েছিলাম, সেখানে বড়ই একটা দুঃসংবাদ শুনে এলাম।"

গোবিন্দ সরকার চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি? কি?"

ভট্টাচার্য্য গম্ভীরভাবে বলিলেন—"তোমাদের বড়ই বিপদ উপস্থিত হয়েছে।"

"কি হয়েছে, ব্যাপারখানা কি? রামনিধি বাবু ভাল আছেন ত? তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

"দেখা হয়েছিল। সে যে বাসায় থাকে, সেই বাসায় আমিও গিয়ে উঠেছিলাম। আহা, রাধানাথের ছেলেটিকে আমরা বরাবরই অতি সৎ ছোকরা বলে জানতাম। যেমন বিনয়, তেমনি দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি। তার যে এমন কুবুদ্ধি হবে কে জান্‌ত? অদৃষ্টের ফের, অদৃষ্টের ফের।"

ইহা শুনিয়া গোবিন্দ সরকার বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"কি হয়েছে দাদাঠাকুর খুলেই বলুন না।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"বলব বলেই ত এসেছি। তোমাদের গিন্নীকে একবার খবর দাও।"

সরকার মহাশয় অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আহ্বান হইল।

ভট্টাচার্য্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অঙ্গনে দণ্ডায়মান হইলেন। রামনিধি-জননী তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিলেন। বারান্দায় তাঁহার জন্য একখানি গালিচা বিছানো ছিল, তাহাতে তিনি বসিলেন না। বলিলেন—"বড় সুখের কথা ত বলতে আসিনি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলে যাই। সম্প্রতি কলিকাতা গিয়েছিলাম, তোমাদের রামনিধিকে দেখে এলাম।"

শঙ্কিত হইয়া রামনিধি-জননী জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, কি কথা বলতে এসেছেন? আমার রামনিধি ভাল আছে ত?"

"শরীর গতিক ভাল আছে বটে। কিন্তু হায় হায়—এমনটাই হল কেন?"

ইহা শুনিয়া রামনিধি-জননী আরও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"কি বাবা, কি হয়েছে?"

ভট্টাচার্য্য তখন গম্ভীরভাবে আরম্ভ করিলেন—"ধোপা বউ, তোমরা ত কারু পরামর্শ শোন না, নিজের মতেই কায কর। যে সময় রাধানাথ বড়লোক হল, বিষয়টি পেলে, সে সময় আমরা সকলেই বল্লাম আহা, রাধানাথ লোকটি বড়ই ভাল ছিল, দেবতা ব্রাহ্মণে বড়ই ভক্তি রাখত, দেবতা ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদেই তার ভাল হল। মা লক্ষ্মী কৃপা করলেন, আর তোমরা দেমাকে চোখে কানে দেখতে পেলে না। হাজারই বড়লোক হও, তোমরা সেই ধোপা ত বটে। তা তোমাদের ছেলেকে ইংরিজি লেখা পড়া শেখাবার জন্যে কলকাতা পাঠাবার দরকার কি ছিল? এঁটো পাত কখনও স্বর্গে যায়? বেশ ত, যেমন দু পয়সা হল, গ্রামের পাঠশালে যৎকিঞ্চিৎ বাঙ্গলা লেখা পড়া শিখে নিজের বিষয় কার্য্যে মন

দিতে হয়। তা তোমরা গোঁ ধরলে, ছেলেকে ইংরিজি লেখাপড়া শেখাব, ছেলে বাবু হবে। এখন তোমাদের রামনিধি কি করছে জান? খৃষ্টান হচ্চে—খৃষ্টান হচ্চে।”

ইহা শুনিয়া রামনিধি-জননী কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন—বলিলেন—“অ্যাঁ বাবা! খৃষ্টান হয়েছে? ও মা, কি সর্ব্বনাশ হল গো!”

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—“এখনও হয়নি। হবে, হবে। আগে যে বাসায় ছিল, সে বাসা ছেড়ে চলে গেছে। খৃষ্টানদের হোটেলে আছে। কোট্ প্যাণ্টালুন ধরেছে—মাথায় ধুচুনীর মত একটা টুপী পরেছে—ঠিক সাহেবদের মত। মুখে কেবল গ্যাট ম্যাট ড্যাম্ ফুল্—ইংরিজি ছাড়া আর বাঙ্গলা বলে না। আরও গুজব শুনে এলাম—খৃষ্টান হয়েই একটি মেম বিয়ে করবে।”

রামনিধি-জননী অধীর হইয়া বলিলেন—“তবে আমাদের কি হবে বাবা?”

“হবে আর কি? সে মেম এসে বলবে, এইও বুড্টী হারামজাদি! —নিকাল্ হিঁয়াসে—বলে গলা টিপে তোমাদের সব বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে।”

রামনিধি-জননী কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন-“বাবা, আমরা ছোট নোক—আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি কিছু নেই বাবা—তুমি আমাদের একটা সৎ পরামর্শ দাও। কি করলে এ বিপদ থেকে উদ্ধার হই তার তুমি উপায় কর বাবা।” বলিয়া রামনিধি-জননী ভটাচার্য্য মহাশয়ের পা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—“কেঁদ না—কেঁদে আর কি হবে। তোমরা সকলে আজই রওনা হয়ে কলকাতায় গিয়ে পড়। যেখানে সে আছে, সেখানে গিয়ে কেঁদে আছাড় খেয়ে পড়। এতেও যদি তার মনে দয়া

হয়। এমনই কি নরাধম পাষণ্ড হবে যে মায়ের চোখের জল দেখেও ক্ষান্ত হবে না?"

রামনিধি-জননী বলিলেন—"তাই যাব বাবা—আজই আমরা যাব। সরকার মশাইকে নিয়ে আজই আমরা রওনা হয়ে যাই। বাবা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর যাতে আমার বাছার সুমতি হয়।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"তা যাও। আমিও আশীর্ব্বাদ করছি। আর, তোমার ছেলের কল্যাণে আমি নারায়ণকে তুলসী দেব এখন। নারায়ণের দয়া হলে সবই হতে পারে।"

ভূলুণ্ঠিতা জননী উঠিয়া বলিলেন—"যাও বাবা, আমার বাছার কল্যাণে নারায়ণকে তুলসী দিও রোজ। পূজোর খরচ দশটি টাকা নিয়ে যাও।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"না ধোপা বউ, রাখ রাখ টাকা রাখ। শূদ্রের দক্ষিণা ত আমি গ্রহণ করিনে। আমি তোমার ছেলের কল্যাণে নারায়ণকে রোজ একশো আট তুলসী এখন কিছু দিন দিতে থাকব।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় "হরি হে দীনবন্ধু" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে নিজের মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"মাগী পা জড়িয়ে ছুঁয়ে দিলে, এখন আমি অবেলায় স্নান করে মরি আবার!"

রামনিধির মা, মাসী, পিসী প্রভৃতি গোবিন্দ সরকারকে সঙ্গে লইয়া সেই রাত্রেই কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ডাকবাঙ্গলায়

অপরাহ্ণকাল। বঙ্গোপসাগরবক্ষে "হিরণ্ময়ী" নামক জাহাজখানি ছুটিতেছে। অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণকিরণ সমুদ্রের সুনীলজলে পতিত হইয়া ঝলমল করিতেছে। জাহাজখানি কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, শত শত পুরীযাত্রী লইয়া চাঁদবালী যাইতেছে। চাঁদবালী পৌঁছিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। ঐ দূরে অস্পষ্ট শ্যামরেখাবৎ তীরভূমি দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

জাহাজের প্রথম শ্রেণীর ডেকে, ক্যাম্বিশের আরাম-কেদারায় পড়িয়া, রামনিধি বাবু চিন্তামগ্ন। তাঁহার অঙ্গে ইংরাজি বেশ। সেদিন প্রভাতে উঠিয়া খৃষ্টীয় যুবক-সমিতির আশ্রমে বসিয়া চা পান করিতেছিলেন, এমন সময় ফটকের বাহিরে গাড়ীতে আবদ্ধ স্ত্রীলোকের করুণ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। উৎসুকচিত্তে উঠিয়া জানালা দিয়া দেখিলেন, গাড়ীর কোচবাক্সে বসিয়া বাড়ীর গোমস্তা গোবিন্দ সরকার। ভিতরে তাঁহার মা, মাসী, পিসীর যুগপৎ আর্ত্তস্বর—"ওরে বাবা রামনিধিরে,—কি কল্লি রে?" রামনিধি বাবু কয়েক মুহূর্ত্তকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষে দ্বারবানকে হুকুম দিলেন—"উহাদের চলিয়া যাইতে বল, দেখা হইবে না।"

ইহার পর দিনই, পাদ্রীসাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া, রামনিধি কটক যাত্রা করিলেন। পাদ্রীসাহেব বলিয়া দিয়াছিলেন—কটক নিরাপদ স্থান, সেখানে তোমার মা মাসী গিয়া হঠাৎ বিঘ্ন জন্মাইতে পারিবে না। অনুরোধ করিয়াছিলেন, কটকে পৌঁছিয়া যেন দীক্ষিত হইতে বিলম্ব না করা হয়।

ক্রমে জাহাজ তীরভূমির নিকটবর্ত্তী হইল। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টাধ্বনির সহিত জাহাজ নোঙর ফেলিল।

দেখিতে দেখিতে তট হইতে কয়েকখানি বোট আসিয়া জাহাজের গায়ে লাগিল। যাত্রীগণ কোলাহল করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া সেই সকল বোটে অবতরণ করিল। এক প্রথম শ্রেণীর পান্সীতে রামনিধি বাবু ও তিনজন ইংরাজ সাহেব নামিয়া, তীরে উপনীত হইলেন।

মহানদী কেনাল দিয়া পরদিন প্রভাতে ষ্টীমার ছাড়িয়া কটক যাইবে। ঘাটের নিকটেই চাঁদবালীর ডাকবাঙ্গলা। সেইখানেই রাত্রি যাপন করিতে হইবে।

রামনিধি বাবু তিনজন সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ডাকবাঙ্গলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখা গেল দুইটি মাত্র কামরা আছে, দুইটি মাত্র পালঙ্ক।

দুইজন সাহেব এক ঘরে প্রবেশ করিলেন। অপর সাহেব অন্য কামরাটি দখল করিলেন। রামনিধিবাবুও সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সাহেব বাধা দিল। বলিল—"দেখিতেছেন না আমি এ ঘরে উঠিয়াছি, আর স্থান কোথায়?"

রামনিধি বলিলেন—"কেন, অপর ঘরটিতেও ত দুইজন উঠিয়াছেন।"

"এ ঘরে একটি মাত্র পালঙ্ক।"

"ও ঘরেও তাই। আপনি স্বচ্ছন্দে পালঙ্কে শয়ন করিতে পারেন, আমি মেঝেতে বিছানা পাতিয়া শুইব এখন।"

সাহেব রাগিয়া বলিলেন—"অসম্ভব। একজন নেটিবকে আমার ঘরে শুইতে দিতে পারি না। এ ডাকবাঙ্গলা সাহেবদের জন্য। নেটিবগণের জন্য বাজারে সরাই আছে, আপনি সেইখানে যাইতে পারেন।"

রামনিধি বাবু এতক্ষণ বিনয়ের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। সাহেবের এই ঔদ্ধত্য দেখিয়া, তিনিও ঔদ্ধত্য অবলম্বন করিলেন। বলিলেন—"মহাশয়,—আপনি কি মনে করেন এই পৃথিবীটা সাহেবদের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল? নেটিবগণের কোথাও কি স্থান নাই? এ ডাকবাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট সাধারণের জন্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, বিশেষ করিয়া সাহেবদের জন্যই নহে। আমি জোর করিয়া এখানে থাকিব।"

ইহা শুনিয়া সাহেব চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, বুক চিতাইয়া, হটমট করিয়া বারান্দাপ্রান্তে গিয়া, "বোই" "বোই" "খানসামা" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। "হুজুর" বলিয়া খানসামা ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সাহেব বলিল—"খানসামা, ইয়ে বাবুকো নিকাল দেও। সাহেবলোগকা ডাকবাঙ্গলামে বাবুকো কাহে আনে দিয়া?"

খানসামা বলিল—"হুজুর, বাবুলোককো ভি আনেকা হুকুম হ্যায়।"

সাহেব সপ্তমে চড়িয়া বলিলেন—"ইউ ড্যাম শূয়ারকা বাচ্ছা। কাঁহা তুম্‌রা রুলস্ লে আও।"

খানসামা বলিল—"সাহেব, আমি মুসলমান। আমাকে শূয়ারকা বাচ্ছা বলিও না। ঘরে ঐ রুল টাঙ্গানো আছে দেখ গিয়া।"

সাহেব গিয়া মুদ্রিত নিয়মাবলী পাঠ করিল। তাহাতে লেখা আছে, পথিক ভদ্রলোকগণ আসিয়া চব্বিশ ঘণ্টার জন্য আশ্রয় দাবী করিতে পারেন। শাদা কালার কোনও প্রভেদ উল্লিখিত নাই। এক ঘরে একাধিক ব্যক্তি থাকিবে না, এমনও কোন নিয়ম নাই। বরং লেখা আছে, এক ঘরে যত জন থাকিবে, প্রত্যেককেই দৈনিক এক টাকা করিয়া ভাড়া দিতে হইবে।

সাহেব বারান্দায় আসিয়া বলিলেন—"অল্ রাইট্। হামারা সামান ভি উস্ কামরামে লে চলো।"—বলিয়া তিনি অপর কক্ষে প্রবেশ

করিলেন। তাঁহার ভৃত্য তাঁহার জিনিষপত্রগুলি বাহির করিয়া লইয়া গেল।

রামনিধি বাবু তখন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, নিজ একাধিপত্য বিস্তার করিলেন। খানসামা বলিল—"হুজুর, কি বলব ইংরেজের রাজত্ব। যদি আজ দিল্লীর বাদশাহরা থাকতেন ত বেটার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলতাম। মুসলমানকে শূয়ারকা বাচ্ছা বলেও আজ পার পেয়ে গেল। কি করব হুজুর, আমাদের কিসমৎ খারাপ।"

জিনিষপত্র গোছগাছ করিয়া, চা পান করিয়া, বারান্দায় ঈজি চেয়ার টানিয়া রামনিধি বাবু বাইবেলে মনোনিবেশ করিলেন। পড়িতে পড়িতে একস্থানে পাইলেন—

But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment * * * but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell-fire.

Matthew—5, 22.

(অনুবাদ—কিন্তু আমি (যীশুখৃষ্ট) তোমাদিগকে বলিতেছি, যে-কেহ বিনা কারণে আপন ভ্রাতার উপর রাগ করিবে, তাহাকে (ঈশ্বরের) বিচারাধীন হইতে হইবে * * * যে কেহ বলিবে, ওরে মূঢ়, তাহার নরকাগ্নির আশঙ্কা থাকিবে। মথি ৫—২২।)

এ দিকে কক্ষান্তরে তিনজন খৃষ্টশিষ্য ফট্‌াফট সোডার বোতল খুলিয়া ব্র্যাণ্ডির গ্ল্যাসে ঢালিতে লাগিলেন। একজন রামনিধি বাবুকে শুনাইয়া

শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন—"আজকাল ড্যাম নিগারগণ চাঁদনীর সস্তা স্যুট ও দুই টাকা মূল্যের সোলাহ্যাট পরিয়া য়ুরোপীয়গণের সমকক্ষতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

অন্য সাহেব বলিলেন—"আমাদেরই ত দোষ। আমরা উহাদিগকে লেখা পড়া শিখাইয়াই ত উহাদের স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া দিয়াছি।"

তৃতীয় সাহেব বলিলেন—"এখন এ রোগের ঔষধ কি ?"

প্রথম বক্তা সাহেব উত্তর করিলেন—"A few kicks judiciously administered." (অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক বারকতক পদাঘাত প্রয়োগ।)

সন্ধ্যার আলোক ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। রামনিধি বাবু ঝুঁকিয়া কষ্টে পাঠ করিতে লাগিলেন—

At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven ?

And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them.

And said, Verily I say unto you, except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.

Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven.

Matthew—18, 1-4.

(অনুবাদ—তখন শিষ্যগণ আসিয়া যীশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—স্বর্গরাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কে ?

যীশু একটি ক্ষুদ্র শিশুকে নিজের কাছে ডাকিয়া তাঁহাদের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন,

এবং কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, তোমরা পরিবর্ত্তিত হইয়া এই ক্ষুদ্র শিশুর তুল্য হইতে না পারিলে, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

সেই জন্য, যে কেহ এই ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় নম্র হইতে পারিবে, সেই স্বর্গরাজ্যে মহত্তম। মথি ১৮, ১-৪।)

অন্ধকার হইয়া আসিল। রামনিধি বাবু উঠিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাতির নিকট বসিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অপর কক্ষে সাহেবরা মদ্যপানে মত্ত হইয়া একটা অশ্লীল হাসির গান জুড়িয়া দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহান্তি পরিবার

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া, ষ্টীমারযোগে রামনিধি বাবু কটক যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে তথায় পৌঁছিয়া, ডাকবাঙ্গলায় উঠিলেন।

কটক সহরটি সুন্দর। যে নগরে নদী নাই, সে নগর সমৃদ্ধ হইলেও শ্রীহীন। কটকে দুই দুই নদী। উত্তর সীমা দিয়া মহানদী, দক্ষিণ দিয়া কাটজুড়ী বহিয়া গিয়াছে।

কলিকাতার পাদ্রীসাহেবের নিকট হইতে কটকের পাদ্রীসাহেব ও

কয়েকজন মান্যগণ্য দেশীয় খৃষ্টান ভদ্রলোকের নামে রামনিধি বাবু পরিচয়পত্র আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রথমেই পাদ্রীসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

সাধারণ শিষ্টাচারের পর পাদ্রীসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কবে দীক্ষিত হইতে বাসনা করেন?"

রামনিধি বলিলেন—"খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছি। আর একটু অগ্রসর হইলেই, খৃষ্টধর্ম্মের সার সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই, দীক্ষা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা আছে।"

পাদ্রীসাহেব বলিলেন—"ইহা উত্তম পরামর্শ। আপনাদের দেশের অনেকেই, খৃষ্টধর্ম্ম কি পদার্থ না বুঝিয়া সুঝিয়াই দীক্ষা গ্রহণ করেন—তাহা ভাল নয়। বোধ হয় ইহার জন্য তাঁহাদের অপেক্ষা আমরাই অধিক দোষী। আমরা মনে করি, লোকটাকে একবার দীক্ষিত করিয়া ফেলিতে পারিলে আর পলাইবে কোথা? কিন্তু ইহা বড় ভুল। ধর্ম্ম, ঔষধ নহে যে ধরিয়া বাঁধিয়া গিলাইয়া দিলেই উপকার। তা ছাড়া, মানুষ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। নিজের বিচার বুদ্ধি অনুসারে সে যাহা না করিল, সে করার মূল্য কি? আমরা ব্যাপ্টিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যান্য প্রটেষ্ট্যাণ্টগণের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, তাঁহারা শিশু জন্মিবার কয়েক দিবস পরেই, গির্জ্জায় লইয়া গিয়া তাহাকে পবিত্র জলে স্নান করাইয়া দীক্ষিত করিয়া আনেন। আমরা তাহা করি না। আমাদের পুত্র কন্যাদের পনেরো ষোল বছর বয়স হইলে, তাহারা যখন নিজের জ্ঞান বুদ্ধিতে খৃষ্টধর্ম্মের সত্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, তখনই তাহাদের দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করি।"

ধর্ম্মসম্বন্ধে কিয়ৎক্ষণ আলোচনা করিয়া রামনিধি বাবু বিদায়গ্রহণ করিলেন।

বিকালে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মহান্তি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। মহান্তি মহাশয় উড়িষ্যাবাসী—কেম্‌ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী—বিলাত হইতেই একটি য়ুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া আনিয়াছিলেন। ইনি কটক কলেজে বহু বৎসর হইতে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছেন। ইঁহার দুই পুত্র, একটি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি বিলাতে শিক্ষালাভ করিতেছেন। কনিষ্ঠটি কটক-কলেজের ছাত্র—বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর। কন্যাটি অষ্টাদশ বর্ষীয়া,—নাম থিওডোরা (ঈশ্বরের দান)—কিন্তু সকলে তাঁহাকে ডোরা বলিয়াই ডাকে।

মহান্তি পরিবার অতি সমাদরের সহিত রামনিধি বাবুর অভ্যর্থনা করিলেন। ইঁহারা ইংরাজি ভাষাতেই সর্ব্বদা কথোপকথন করিতেন। গৃহিণী বলিলেন—"আপনাকে আমরা বড় সুসময়ে পাইলাম। শীঘ্রই আমাদের পরিবারে একটি শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে। দশ দিন পরে আমার কন্যা ডোরার বিবাহ।"

কুমারী ডোরা সেখানে বসিয়া ছিলেন। বিবাহের কথায় তাঁহার সুকোমল গণ্ডস্থল রক্তাভ হইয়া উঠিল।

রামনিধি বলিলেন—"বেশ—বেশ। সুসংবাদ। আমার সৌভাগ্য যে আমি এমন আনন্দ-উৎসবের সময় আসিয়া পড়িয়াছি। কুমারী মহান্তিকে অভিনন্দন করিতেছি। সেই সুখী মনুষ্যটি কে?"

মিসেস্ মহান্তি বলিলেন—"তাঁহাকে শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন। তাঁহার নাম ডাক্তার কৃষ্ণস্বামী—মান্দ্রাজ প্রদেশের সিভিল সার্জ্জন্। তিনি স্বাস্থ্যলাভের জন্য ছয় মাস ছুটি লইয়া কটকে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার ছুটি ফুরাইয়া আসিল—তাই তিনি আমার কন্যাটিকে কাড়িয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন।"

রামনিধি বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বড় অন্যায় ত! তাঁহার এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়। কুমারী মহান্তি কি বলেন?"

ডোরা সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"Judge not, that ye be not judged."—(অর্থাৎ কাহারও বিচার করিও না, পাছে তোমায় ঈশ্বরের বিচারাধীন হইতে হয়।)

গৃহিণী বলিলেন—"দেখিলেন, আমার ডোরার বাইবেলখানি একবারে কণ্ঠস্থ।" তাঁহার মাতৃহৃদয় কন্যা-গৌরবে স্ফীত হইয়া উঠিল।

রামনিধি বলিলেন—"উঁহার উপস্থিত-বুদ্ধি প্রশংসনীয়, বেশ কৌশলে জাল কাটিয়া বাহির হইলেন।"

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ কথাবার্ত্তার পর ডাক্তার কৃষ্ণস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহিণী রামনিধি বাবুর সহিত ইঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। ক্রমে অধ্যাপক মহান্তিও আসিয়া সভায় যোগদান করিলেন।

মহান্তি মহাশয় বলিলেন—"মিষ্টার দাস—আপনি আমাদের গির্জ্জা দেখিয়াছেন?"

"দেখিয়াছি। কলেজের নিকট বড় বাগানওয়ালা গির্জ্জাটি ত?"

"না, সেটা য়ুরোপীয়দিগের গির্জ্জা। আমাদের গির্জ্জা মিশন প্রেসের নিকট। আমাদের গির্জ্জাটি য়ুরোপীয় গির্জ্জার মত অত সুন্দর না হউক, তথাপি মফস্বল ষ্টেসনের পক্ষে বেশ ভাল গির্জ্জা বলিতে হইবে। রবিবারে আপনাকে লইয়া যাইব।"

কুমারী ডোরা বলিলেন—"বাবা, এবার রবিবারে ত হোলি কমিউনিয়ন সর্ব্বিস্, আমাদের য়ুরোপীয় গির্জ্জায় যাইতে হইবে।"

অধ্যাপক মহান্তি বলিলেন—"হাঁ হাঁ—ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এ রবিবারে য়ুরোপীয় ও দেশীয় খৃষ্টানগণ একত্র হইয়া হোলি কমিউনিয়নে যোগদান করিবেন।"

রামনিধি বলিলেন—"দেশীয় গির্জ্জায় হোলি কমিউনিয়ন হয় না কেন ?"

"হইবার অবশ্য কোনও বাধা নাই, তবে মানবের ভ্রাতৃত্ব সূচিত করিবার জন্য, প্রতি বৎসর ঐ দিন য়ুরোপীয় ও দেশীয় খৃষ্টানগণ বড় গির্জ্জায় সমবেত হন।"

রামনিধি বলিলেন—"বৎসরে একদিন মাত্র ? অন্য সময় য়ুরোপীয় গির্জ্জায় দেশীয় খৃষ্টানগণের কি প্রবেশ নিষিদ্ধ ?"

কথাটা বড় রূঢ় শোনাইল। মহান্তি-পরিবারের মুখ যেন অন্ধকার হইল। মিসেস্ মহান্তি য়ুরোপীয় হইলেও, নেটিব বিবাহ করার গুরুতর অপরাধে কটকের য়ুরোপীয় সমাজে জাতিচ্যুত ছিলেন।

মহান্তি মহাশয় তাড়াতাড়ি বলিলেন—"না না—প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। ইচ্ছা করিলে দেশীয় খৃষ্টানও সাহেবদের গির্জ্জায় গিয়া উপাসনায় যোগদান করিতে পারে। অবশ্য, পোষাক পরিচ্ছদ একটু সভ্য ভব্য হওয়া আবশ্যক।"

কুমারী ডোরা বলিলেন—"বাবা, পোষাক পরিচ্ছদের এরূপ কড়া নিয়মে, যীশু যে দ্বাদশ শিষ্যকে প্রচারার্থ নানা স্থানে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা আসিলে কেহই এই সাহেবদের গির্জ্জায় প্রবেশ করিতে পাইতেন না—কারণ যীশু আদেশ দিয়াছিলেন—তোমাদের কাহারও একটির বেশী দুইটি কোট থাকিবে না, পায়ে জুতা থাকিবে না।"

মহান্তি-গৃহিণী দেখিলেন, কথাবার্ত্তার স্রোত ক্রমে অপ্রীতিকর বিষয়ের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। তাই তিনি নিপুণতার সহিত বিষয়ান্তরের অবতারণা করিলেন। ডাক্তার কৃষ্ণস্বামী অন্যের অলক্ষিতে রামনিধি বাবুর দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিলেন—তাঁহার ভাবটা যেন—"ভায়া হে, এখনও চৌকাট পার হও নাই। পার হইলে অনেক আশ্চর্য্য সংবাদ জানিতে পারিবে।"

নবম পরিচ্ছেদ

ভ্রাতৃত্বের পরিচয়

মহান্তি-পরিবারের অমায়িক সাদর ব্যবহারে রামনিধি বাবু বড় প্রীত হইলেন। ইঁহাদের বিশেষ আগ্রহে ডাকবাঙ্গলা ছাড়িয়া এখন রামনিধি বাবু মহান্তি-গৃহেই অতিথি।

রবিবার আসিল। রামনিধি বাবু সুসজ্জ হইয়া মহান্তি-পরিবারের সহিত সাহেবদের গির্জ্জায় হোলি কমিউনিউন ধর্ম্মোৎসব দেখিতে গেলেন।

অন্যান্য বৎসর যে যখন আসিত, নিজ নিজ মনোনীত স্থানে উপবেশন করিত। এ বৎসর দেখা গেল, সম্মুখের কয়েকসারি আসন, শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত। ইহা দেখিয়া দেশীয় খৃষ্টানগণ মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেন।

একে একে সাহেবেরা আসিলেন। তখন উপাসনাদি আরম্ভ হইল। উপাসনান্তে একটি পাত্র হইতে সকল খৃষ্টানকে এক এক চুমুক মদ্যপান করিতে হয়। পাত্রটি প্রথমে শ্বেতাঙ্গের সারিতে অর্পিত হইল। উপস্থিত সকল শ্বেতাঙ্গ পান সমাধা করিলে পর, সেটি দেশীয়দিগের করায়ত্ত হইল।

দেশীয় খৃষ্টানগণ কেহ কিছু বলিলেন না, কিন্তু স্পষ্টই বুঝা গেল, তাঁহারা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিতেছেন।

উৎসবান্তে সকলে বাহিরে আসিলেন। তখন এই ব্যাপারের আলোচনা হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে জটলা করিয়া দেশীয় খৃষ্টানগণ এ ব্যাপারের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। দুইজন যুবক অগ্রগামী হইয়া, গির্জ্জার পাদ্রীসাহেবের নিকট ইহার কৈফিয়ৎ চাহিলেন। পাদ্রী-

সাহেব বলিলেন—"তাহাতে দোষ কি ? জজ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, কমিশনর সাহেব, ইঁহারা সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি, সকলেই ইঁহাদের সমকক্ষতা করিতে চাহিলে চলিবে কেন ?"

যুবকেরা বলিলেন—"আচ্ছা বেশ, উহাঁরাই যেন সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি। উহাঁরা ছাড়া ত অনেক শ্বেতাঙ্গ সাহেব ছিলেন, যাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ দেশীয় খৃষ্টান সমাজে রহিয়াছেন, তবে কি কারণে তাঁহাদিগকেও পশ্চাতের আসন দেওয়া হইল। পদগৌরবের কথা তুলিবেন না, শাদা কালো বর্ণানুসারে এ প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন স্বীকার করুন।"

পাদ্রীসাহেব এ কথার কোনও সদুত্তর দিতে পারিলেন না।

গৃহে ফিরিতে ফিরিতে দেশীয় খৃষ্টানগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন—"এইরূপ ব্যবহারের জন্যই ত শিক্ষিত ভারতবাসিগণ সহজে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাহেন না। খৃষ্টের উপদিষ্ট মানবের ভ্রাতৃভাবের উত্তম পরিচয় আজ পাওয়া গেল।"*

এই ব্যাপারটি আগাগোড়া প্রত্যক্ষ করিয়া রামনিধি বাবু হৃদয়ে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। যে আশায় তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সে আশা মরীচিকার ন্যায় শূন্যগর্ভ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেদিন বাড়ী গিয়া তিনি অনেক চিন্তা করিলেন। কাহারও সহিত মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিলেন না। বাড়ীর লোকেও তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন, কারণ বুঝিতেও তাঁহাদের বাকী রহিল

* ঘটনাটি অবিকল সত্য। কটক হইতে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদিত ২০শে জুলাই ১৯০৭ তারিখের Stat of Utkal নামক সংবাদপত্রে. A Christian স্বাক্ষরিত একখানি চিঠিতে উপরোক্ত ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

না। রামনিধি বাবুর মন হইতে এই বিষাদছায়া মুছিয়া দিবার জন্য তাঁহারা অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কুমারী ডোরার বিবাহের আর সপ্তাহ মাত্র বাকী আছে। বিবাহের সময় গৃহাদি কিরূপভাবে সজ্জিত করিতে হইবে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে কোথায় বসাইতে হইবে, তাঁহাদের আহারাদির কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে, মহাস্তি-গৃহিণী এই সকল পরামর্শ রামনিধি বাবুর সহিতই বিশেষ ভাবে করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন যাবৎ আনন্দ উৎসবের আয়োজনে তাঁহার মন অনেকটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ক্রমে বিবাহের দিন সমাগত হইল। দেশীয় গির্জ্জায় গিয়া শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইল। সহরের হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বহু ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, দেশীয় খৃষ্টান বন্ধুগণ আসিয়া বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আনন্দ উৎসবে যোগদান করিলেন। হিন্দুগণ ফলমূল মাত্র, মুসলমান ও দেশীয় খৃষ্টানগণ নানা প্রকার রসনা-রসাল উপাদেয় ভোজ্য পেয়াদিতে পরিতৃপ্ত হইয়া গৃহে ফিরিলেন। সাহেবদের জন্য একটি স্বতন্ত্র তাঁবু খাটানো হইয়াছিল। বাক্স বাক্স শেরি শ্যাম্পেন আমদানি হইয়াছিল। ভাল ভাল হাভানা, ম্যানিলা চুরুট আসিয়াছিল। কিন্তু দুইজন পাদ্রীসাহেব এবং স্থানীয় ইউরেশিয়ান পোষ্টমাষ্টার ছাড়া আর কোন সাহেবই আসেন নাই। কমিশনর সাহেব লিখিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী পীড়িতা বলিয়া আসিতে অক্ষম। জজ সাহেব লিখিয়াছিলেন—সেই সময়ে স্থানান্তরে তিনি অন্য নিমন্ত্রণ পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া দুঃখের সহিত আসিতে অক্ষম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিমন্ত্রণ পত্রের কোনও উত্তর দেওয়াও আবশ্যক মনে করেন নাই। ডাক্তার সাহেব প্রথমে আসিবেন বলিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের দিন একটি রৌপ্য নির্ম্মিত ফোটো ফ্রেম

বরকন্যাকে উপহার পাঠাইয়া লিখিলেন, হঠাৎ তাঁহার গৃহে অতিথি-সমাগম হওয়াতে আসিতে পারিলেন না। শেরি শ্যাম্পেনের বাক্সগুলি অর্দ্ধমূল্যে দোকানে ফেরৎ দেওয়া হইল।

নবদম্পতি ভুবনেশ্বর ডাকবাঙ্গলায় "মধুচন্দ্র" কাল যাপন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কঁফেতি (মাঙ্গল্য) বৃষ্টির মধ্যে শকটারোহণ করিয়া অপরাহ্ন-কালে তাঁহারা যাত্রা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তন

"মিষ্টার দাস—মিষ্টার দাস—বেড়াইতে যাইবেন?" মহান্তি মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র পল আসিয়া বলিল—"চলুন না, একটু বেড়াইয়া আসি।"

রামনিধি বাবু বলিলেন—"কোন দিকে যাইবে?"

"মহানদীর তীরে। এমন সুন্দর প্রাতঃকাল ঘরে বসিয়া নষ্ট করিতে আছে?"

রামনিধি উঠিয়া বলিলেন—"চল।"

উভয়ে প্রভাতবায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইলেন। টেলিগ্রাফ আফিসের সম্মুখ দিয়া, ইংরাজপাড়া ভেদ করিয়া, নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। নদীর জল শুকাইয়া মধ্যস্থল আশ্রয় করিয়াছে। দূরে ধোপারা কাপড় কাচিতেছিল। উভয়ে বালুচর অতিক্রম করিয়া সেখানে গিয়া ধোপাদের কাপড় কাচা দেখিতে লাগিলেন। তীরে বাঁশ পুঁতিয়া, কাপড় দিয়া ঘিরিয়া, ধোপারা বায়ুরোধার্থ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে—তাহার মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ চুল্লীর উপরে ক্ষারজলে মলিন বস্ত্র সিদ্ধ হইতেছে।

পল বলিল—"উঃ—এ ধোপাদের রঙ কি কালো!"

রামনিধি বলিলেন—"তোমার চেয়ে কালো হইতে পারে, আমার চেয়ে আর বিশেষ কি এমন কালো, পল?"

রামনিধির কণ্ঠস্বরে যেন একটু তিক্ততা মিশানো ছিল। তাই পল একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—"না না, আমি সে-ভাবে বলি নাই। আপনি রাগ করিতেছেন কেন?"

রামনিধি বলিলেন—"না রাগ করি নাই। একটা কথা বলি। জান পল, আমিও একজন ধোপা?"

পল বলিল—"না, আপনি পরিহাস করিতেছেন।"

"না, পরিহাস নয়, সত্য কথা। আমিই নিজে কখনও কাপড় কাচি নাই বটে, কিন্তু আমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি এইরূপে নদীতীরে কাপড় কাচিয়া দিনপাত করিয়াছেন।"

পল গম্ভীর হইয়া বলিল—"আমি তাহা কিছুই অগৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি না। দৈহিক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয় বলিয়া কাহারও লজ্জিত হইবার কারণ নাই।"

রামনিধি বলিলেন—"ইহা নব আবিষ্কৃত নীতিশাস্ত্রের কথা। কিন্তু এখনও আমাদের দেশে এবং য়ুরোপেও, কায়িক পরিশ্রমে জীবিকা অর্জ্জন করাটা লজ্জার কথা বলিয়া পরিগণিত।"

পল বলিল—"তাহা সত্য বটে। আপনি, আমি, নব্যযুগের অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, এ ভ্রান্ত বিশ্বাস চূর্ণ করিয়া দিব।"

এইরূপ কথোপকথনে দুইজনে নদীর তীরে তীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একস্থানে চরের উপর বিস্তর জ্বালানি কাষ্ঠ জমা করা রহিয়াছে। উড়িষ্যার জঙ্গল হইতে এই কাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়া, নদীপথে ভাসাইয়া আনা হয়।

এক মাইল পথ অতিক্রান্ত হইলে, নদীর জল বেশ ঘোরালো দেখা গেল। সেখানে গভীরতা সম্ভবতঃ অধিক। প্রভাতের নবীন কিরণে নদীর জল স্বচ্ছ সবুজবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তটপ্রান্ত পাথর দিয়া বাঁধানো। সেই পাথরের উপর দুইজন কিছুক্ষণ বসিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন।

অল্প দূরেই একটি সুদীর্ঘ উচ্চ সম্ভ চুনকাম করা প্রাচীর দেখা যাইতেছিল। ঝাউ, দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষের অগ্রভাগও লক্ষিত হইল। রামনিধি বাবু বলিলেন—"উহা কোনও বড়লোকের বাগানবাড়ী বুঝি?"

পল বলিল—"না, উহা গোরস্থান। দেখিবেন? ঐদিক দিয়া ঘুরিয়া গেলে উহার গেট পাওয়া যাইবে। এটা পশ্চাৎভাগের প্রাচীর।"

রামনিধি বলিলেন—"চল না, দেখিয়া আসি।"

উভয়ে প্রাচীরের কোল দিয়া অগ্রসর হইয়া, ঘুরিয়া অপর দিকে ফটকে পৌঁছিলেন। দ্বারে দ্বারবান বসিয়া আছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া রামনিধি বাবু দেখিলেন, স্থানটি ফলে ফুলে লতায় পাতায় অতি মনোরম। ভাল ভাল গোলাপের গাছ—তাহাতে শ্বেত, পীত, রক্ত গোলাপ ফুটিয়াছে। বিচিত্রবর্ণ বিলাতী ফুলের গাছ,—পপি, ব্লু-বেল, মার্গারিটা, প্যান্সি প্রভৃতি। নানা প্রকার পাতাবাহারের গাছ। মালীগণ নানা স্থানে কার্য্যে ব্যস্ত। কেহ ফুলগাছে জল দিতেছে, কেহ ঘাস নিড়াইতেছে, কেহ শুষ্ক পত্র কুড়াইয়া স্থানান্তরিত করিতেছে।

গোরস্থানটির সর্ব্বত্র রক্তকঙ্করময় পথ নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। ছোট ফুলগাছ ছাড়া বড় ফুলগাছও আছে। কর্ণিকার, করবী, কুর্চ্চি, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি। দেবদারুর নব পত্রগুলি বায়ুভরে তর তর করিয়া কাঁপিতেছে। পাখীগণ বৃক্ষশাখায় বসিয়া কলরব

করিতেছে। সর্ব্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোথাও একটি কুটা পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিবার উপায় নাই।

কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিতে করিতে, হেড্ মালী দুইটি ফুলের তোড়া বাঁধিয়া আনিয়া দুইজনকে উপহার দিল। রামনিধি তাহাকে চারি আনা বখ্‌সিস্ করিলেন।

গোরস্থানে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুইজনে সমাধি-লিপি পাঠ করিতে লাগিলেন। দেখা গেল, শত বৎসরের পুরাতন সমাধি পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ রামনিধি বাবু বলিলেন—"আচ্ছা, এত সমাধি দেখিলাম,—দেশীয় খৃষ্টানের ত একটিও দেখিলাম না? এখানে দেশীয় খৃষ্টানেরা অমর নাকি?"

পল বলিল—"দেশীয় খৃষ্টানের গোরস্থান পৃথক। ইহার পাশেই আছে। ঐ যে দূরে দেওয়াল দেখা যাইতেছে, ঐ দেওয়ালের পর দেশীয় খৃষ্টানের গোরস্থান।"

রামনিধির বক্ষে আবার সেই পুরাতন ব্যথা দ্বিগুণ বলে বাজিয়া উঠিল। বলিলেন—"পৃথক? গোরস্থানও পৃথক?"

"হাঁ।"

"চল দেখি।"

"তেমন দেখিবার কিছুই নাই।"

"আছে বৈ কি। তোমার আমার ভাইয়েরা বোনেরা সেখানে আছে। অপমানিত লাঞ্ছিত আমাদের স্বজাতিরা যেখানে আছে। চল দেখি গিয়া।"

"আচ্ছা, চলুন।"

যাইতে যাইতে রামনিধি বলিলেন—"দেশীয় খৃষ্টান মরিলে কি এখানে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ?"

পল নতশিরে বলিল—"তা ত জানি না।"

রামনিধি বলিলেন—"আচ্ছা পল, যদি কোনও দেশীয় খৃষ্টান র‍্যাঙ্কেন কিম্বা হ্যারি ক্লার্কের বাড়ীর পোষাক পরিয়া মরে, তাহা হইলেও কি এখানে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ?"—রামনিধির স্বর তিক্ততাপূর্ণ।

পল কিছুই বলিল না, অবনত মস্তকে রামনিধির সঙ্গে চলিল।

য়ুরোপীয় গোরস্থান হইতে বাহির হইয়া দুইজনে দেশীয়দিগের গোর-স্থানে প্রবেশ করিলেন। ইহার প্রাচীর জরাজীর্ণ। বর্ষে বর্ষে বর্ষার জলে সিমেণ্ট ধুইয়া ধুইয়া ইষ্টকের মাঝে মাঝে ফাঁক হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে ভগ্ন। স্থানে স্থানে প্রাচীরের গাত্র ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ বাহির হইয়াছে। দ্বারে দ্বারবান নাই। ফটক অর্দ্ধ ভগ্ন—গোরু ছাগলের অবাধ গতি। মালী নাই—কোথাও জনপ্রাণী নাই। সর্ব্বত্র আগাছার, কাঁটা গাছের জঙ্গল। পুরাতন আগাছা শুষ্ক হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহার পাশে নূতন আগাছা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গো-ছাগের শুষ্ক বিষ্ঠা আগাছাগুলির সারের কার্য্য করিতেছে। একস্থানে একটা মৃত বিড়াল পড়িয়া রহিয়াছে। ফুলগাছের মধ্যে এখানে ওখানে কেবল কতকগুলি শেয়ালকাটার গাছ দেখা গেল।

সমাধিগুলির অবস্থাও তদ্রূপ। অধিকাংশই কাঁচা—খানিকটা মাটির ঢিবি। কাহার সমাধি নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই। ইহার অপেক্ষা একটু উচ্চদরের গুলি ইটে গাঁথা। শিরোভাগে প্রোথিত কেরোসিন তৈলের বাক্সভাঙ্গা কাঠে আলকাৎরার অক্ষরে সমাধিস্থের নাম ধাম লেখা আছে। মাত্র গুটি দশ বারো সমাধি আছে যাহা একটু ভাল করিয়া নির্ম্মিত। তাহার মধ্যে দুইটি দুইজন ইংরেজ পাদ্রীর। রামনিধি বাবু ভাবিতে লাগিলেন—দেশীয়গণের সহিত এত মাথামাথি করার

অপরাধে এই দুই পাদ্রীর প্রেতাত্মারা সম্ভবতঃ য়ুরোপীয় পরলোকে জাতিচ্যুত হইয়াছে।

দেশীয় খৃষ্টানগণের সমাধি-লিপিতে নাম অধিকাংশই বিদেশী—যথা এলিজাবেথ চক্রবর্ত্তী—জন ইজিকিয়েল মহাপাত্র—ইত্যাদি। রামনিধি ঘুরিতে ঘুরিতে দুইটি সমাধি দেখিতে পাইলেন, যাহাতে দেশীয় নামই বজায় রাখা হইয়াছে। একটিতে লেখা আছে—

IN MEMORY

OF

COOMARI SUSHI MUKHI.

অপরটিতে রহিয়াছে—

IN

LOVING MEMORY

OF

OUR SWEET LITTLE INDIRA.

রামনিধি মনে মনে বলিলেন—"তবু ভাল—তবু ভাল—স্বদেশীয় নামটা যে তোমরা বজায় রাখিয়াছ সেও ভাল।" ভাবাবেগে রামনিধি বাবুর চক্ষে জল আসিতে লাগিল।

পল বলিল—"চলুন মিষ্টার দাস—রৌদ্র বাড়িয়া উঠিল।"

রামনিধি বলিলেন—"ভাই, আমি মিষ্টার দাস নহি। আমি রামনিধি বাবু।"

দুইজনে বাহির হইলেন। রামনিধি বাবু অগ্রে অগ্রে, পল পশ্চাতে। ফটক পার হইবার সময় হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া রামনিধি বাবু বলিলেন— "দেখ পল, মৃত্যুর পরেও ইহারা শাদা কালোর ব্যবধান ভুলিতে পারে নাই। যীশু খৃষ্ট যদি আজ সহসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে

নিজ শিষ্যগণের আচরণ দেখিয়া, লজ্জায় অধোবদন হইয়া স্বর্গরাজ্যে ফিরিয়া যান।"

পল নির্ব্বাক হইয়া রামনিধি বাবুর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

বাড়ী ফিরিয়া রামনিধি বাবু দেখিলেন, তাঁহার নামে কয়েকখানি পত্র আসিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি তাঁহার মাতার জবানী লিখিত। সেখানি এইরূপ—

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়

কল্যাণপুর।

রম শুভাশীর্ব্বাদ—

বাবা রামনিধি, আমি তোমায় দশ মাস দশ দিন জঠরে ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার কি এই প্রতিফল তুমি আমায় দিতেছ? বাবা, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম, তুমি নাকি খৃষ্টান হইতে মনস্থ করিয়াছ। এই সংবাদ শুনিয়া, অন্ন জল পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতায় ছুটিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি এমন পাষাণ যে আমাদের সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করিলে না। পরদিন আবার আমরা গিয়াছিলাম, গিয়া শুনিলাম তুমি কোথায় চলিয়া গিয়াছ। সেই দিন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ধরা-শয্যা গ্রহণ করিয়াছি। দ্বারবানগণকে টাকা দিয়া অনেক কষ্টে গোবিন্দ সরকার তোমার কটকের ঠিকানা সম্প্রতি লইয়া আসিয়াছেন। তাই আজ তোমাকে পত্র লিখিতে সক্ষম হইলাম। আমার এ বৃদ্ধ শরীরে সামর্থ্য নাই, থাকিলে এখনি আবার কটকে ছুটিতাম। আর একবার তোমাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতাম। বাবা, তুমি কি খৃষ্টান হইয়াছ? যদি হইয়াই থাক, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তোমাকে জাতিতে তুলিয়া লইব, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিধান দিয়াছেন। যদি এখনও খৃষ্টান না হইয়া থাক, তবে তোমায়

মিনতি করিয়া বলিতেছি, হইও না। আমার বুকের ধন বুকে ফিরিয়া এস। তাহা যদি না আস, তবে মাতৃহত্যার পাতক তোমায় লাগিবে। তোমার পাদ্রীসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিও, মাতৃহত্যা করায় কি কোনও পুণ্য আছে? আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইয়াছি। আমার অন্ধের নয়নমণি, ফিরিয়া এস।

তোমার দুঃখিনী

মা।

লেখক—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সরকার।

পত্রপাঠ করিয়া রামনিধি বাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। তখনি কাগজ কলম লইয়া মাকে লিখিলেন—"মা, আমি এখনও খৃষ্টান হই নাই। খৃষ্টান হইবার বাসনাও আর নাই। তোমার অধম সন্তান শীঘ্রই তোমার শ্রীচরণে ফিরিয়া যাইবে।"

চিঠি ডাকে দিয়া, মহান্তি-পরিবারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, ইংরেজি পোষাক ফেলিয়া দিয়া, ধুতি চাদর পরিয়া, গোরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া সেই দিনই রামনিধি বাবু পুরী যাত্রা করিলেন। সেখানে মাথা মুড়াইয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, জগন্নাথ দর্শন করিয়া, সপ্তাহ পরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বিলাতী

মুক্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

লণ্ডনে একটি বিদ্যুৎ-আলোকিত কক্ষে একজন বঙ্গীয় যুবক একাকী বসিয়া ছিল।

কক্ষটি অনতিপ্রশস্ত। মধ্যস্থলে একটি টেবিল, তাহা গৈরিক বর্ণের "বেজ" কাপড়ে আবৃত। চারি পাশে চারিখানি চেয়ার রহিয়াছে। কিছুদূরে জানালার কাছে একটি সোফা। দেওয়ালের কাছে একস্থানে একটি পুস্তকের আলমারি—তাহার মধ্যে ডাক্তারি শাস্ত্রের অনেকগুলি পুস্তক সারিবদ্ধ রহিয়াছে। আলমারির মাথায় খানকতক "ডেলি নিউজ্" সংবাদপত্র এবং কয়েকখানা সচিত্র মাসিকপত্র গোছান আছে। অপর পার্শ্বে দেওয়ালে অগ্নিকুণ্ডের কয়লাগুলি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। কুণ্ডের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে ম্যাণ্টেল্-প্লেস্—তাহার মধ্যভাগে একটি ঘড়ি। দুই পার্শ্বে কয়েকখানি ফোটোগ্রাফ ও টুকিটাকি সৌখিন দ্রব্য সাজান আছে। ফোটোগ্রাফের মূর্ত্তিগুলি অধিকাংশই সেই দেশীয়। বাকীগুলির একখানিতে একটি বঙ্গীয় যুবতীর মুখ অঙ্কিত রহিয়াছে।

যুবকটির নাম চারুচন্দ্র চৌধুরী। সে এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, বি পরীক্ষায় সম্প্রতি উত্তীর্ণ হইয়া লণ্ডনে আসিয়াছে; আই, এম্, এস্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এই বাড়ীটি লণ্ডনের কেন্‌সিংটন নামক অংশে অবস্থিত। চারু পূর্ব্বে অনেকবার এই বাড়ীতে আসিয়া বাসা করিয়াছে।

টেবিলের নিকটে একখানি চেয়ারে চারু উপবিষ্ট। তাহার মুখে একটি পাইপ্, হস্তে একখানি সবুজরঙের সান্ধ্য-সংবাদপত্র। কিন্তু সংবাদের প্রতি চারুর বিশেষ মনোযোগ দেখা যাইতেছিল না। সে মুহুর্মুহু ঘড়ির পানে চাহিতেছিল।

তাহার কারণও ছিল। আজ শনিবার, শেষ ডিলিভারিতে ভারত-বর্ষীয় ডাক আসিবার কথা আছে। ব্রিণ্ডিসি হইতে যে দিন যে সময় ডাক এবার লণ্ডনাভিমুখে রওনা হইয়াছে, তাহাতে ঘণ্টা হিসাব করিয়া, আজ শেষ ডিলিভারিতে পত্রবণ্টন হয় কি না হয় ইহা সংশয়ের বিষয়। আজ না আসিলে আর সোমবার প্রভাতের পূর্ব্বে পত্র পাওয়া যাইবে না, কারণ সভ্য-জগতের মধ্যে লণ্ডনই একমাত্র স্থান যেখানে রবিবারে চিঠি বিলি হয় না।

পৌনে দশটা হইল। তখন দূরের গৃহদ্বারগুলিতে ডাকওয়ালার "নক্"—খট্ খট্ শব্দ—উত্থিত হইতে লাগিল। শব্দ ক্রমে নিকট হইতে নিকটে আসিতেছে। ক্রমে সেই বাড়ীর দরজাতেও শব্দ হইল। চারু নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দাসীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দাসী আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া দুয়ারে আঘাত করিল। বলিল—"ভিতরে আসিতে পারি, মহাশয় ?"

"এস।"

দরজা খুলিয়া ঈডিথ্ প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে একটি ট্রে, সেটি পত্র, প্যাকেট্ ও পার্শ্বেলে পরিপূর্ণ। সেগুলি সে চারুর সম্মুখে সন্তর্পণে নামাইয়া রাখিতে লাগিল।

চারু তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল—"Good night Edith."

"Good night, Sir"—বলিয়া দাসী প্রস্থান করিল।

চারু তখন পত্রগুলি একে একে পাঠ করিল। তাহার মধ্যে একখানিতে এইরূপ লেখা ছিল :—

কলিকাতা।

প্রিয় চারু,

এ মেলে তোমার পাস হওয়ার সংবাদ পাইয়া যে কি সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। তুমি এডিনবরা ছাড়িবার সময় লণ্ডনের ঠিকানা দাও নাই। টমাস্ কুকের কেয়ারে পাঠাইলে পাছে পত্র পৌঁছিতে দেরী হয়, তাই আমি আন্দাজ করিয়া কেনসিংটনে তোমার পূর্ব্বঠিকানাতেই দিলাম। জানি তুমি সেখানে স্থান পাইলে অন্য কোথাও যাইবে না। অহো পোলাওয়ের কি মহিমা! তোমার কারি-পোলাও-রন্ধন-নিপুণা ল্যাণ্ডলেডির জন্য কিছু মশলা আজ পার্শেল করিয়া পাঠাইলাম।

তোমার পত্র যখন আসিল, তোমার দাদা তখন কাছারিতে ছিলেন। তাই খোকাকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকেই শুভসংবাদটা বলিলাম। শুনিয়া কিন্তু সে মোটেই প্রসন্ন হইল না। কেবল মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল—"আমি ওষুধ খাব না।" তাহার বিশ্বাস বাড়ীতে ডাক্তার হইলে প্রত্যহই তাহাকে ঔষধ খাইতে হইবে।

তোমার শেষ পরীক্ষাটা হইয়া গেলে বাঁচা যায় বাবু। ঘরের ছেলে শীঘ্র ঘরে ফিরিয়া এস। আমি তোমার জন্য একটি কনে ঠিক করিতেছি।

ভাল কথা—নির্ম্মলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে তাহা তোমায় পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তাহার বরটি যে বিলাত চলিল। নরেন এই মেলেই যাইতেছে। তাহার শ্বাশুড়ী আমাকে বলিলেন—"চারুকে লেখ, সে যেন ট্রেণ থেকে তাকে নামিয়ে নিয়ে যায়। বাসা টাসা ঠিক করে দেয়। একটু দেখে শোনে।" নরেন মার্সেল্‌স্ হইয়া যাইতেছে সুতরাং

পত্র পৌঁছিবার পরদিন সে লণ্ডনে পৌঁছিবে। ডোভারে নামিয়াই তোমায় টেলিগ্রাম করিয়া দিবে। ছেলেটি যদিও বি, এ ক্লাসে পড়িতেছিল, তবু সে অত্যন্ত নিরীহ, কিছু বোকা সোকা রকমের। বিবাহের পূর্ব্বে আমাদের এ সমাজে কখনও মিশে নাই—একটু থতমত ভাবটা। বেচারি নিতান্তই হিন্দুঘরের মা-মাসী-পিসীর অঞ্চলের নিধি। লণ্ডনে হারাইয়া না যায় দেখিও।

তোমার দাদাকে রোজ বলিতেছি, "কেবল ব্যারিষ্টারি করিয়া টাকা জমাইয়া কি হইবে, চারু সেখানে থাকিতে থাকিতে আমায় একবার বিলাত দেখাইয়া আনিবে চল।" তা তোমার দাদা রাজি হন না। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। তাঁহার গুড়্‌গুড়িটাই কাল হইয়াছে। বলিলেই বলেন—"এ গুড়্‌গুড়িটে নিয়ে বিলেত যাই কি করে? ফেলেও ত যেতে পারিনে।"—তোমার নূতন ডাক্তারি বিদ্যা খাটাইয়া, গুড়্‌গুড়িতে তামাক খাওয়া মহাদোষ এই বলিয়া, খুব ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে একটা পত্র লিখিতে পার? তিনি গুড়্‌গুড়ি পরিত্যাগ না করিলে আমার বিলাত দেখার কোনও আশা নাই।

আমরা সকলে ভাল আছি। আজ তবে আসি।

তোমার স্নেহের
বউদিদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে প্রাতরাশের পর ঈডিথ্ যখন টেবিল পরিষ্কার করিতেছিল, চারু তাহাকে বলিল—"মিসেস্ জোন্সকে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি কয়েক মিনিটের জন্য আসিয়া আমার সঙ্গে কথা কহিতে পারেন কি ?"

মিসেস্ জোন্স চারুর ল্যাণ্ডলেডি। কিয়ৎক্ষণ পরে মধ্যবয়স্কা, কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গী, সহাস্যমুখী মিসেস্ জোন্স আসিয়া চারুকে শুভপ্রভাত ইচ্ছা করিয়া দাঁড়াইল।

চারু বলিল—"মিসেস্ জোন্স, এ বাড়ীতে আর কোনও ভাড়া দিবার কক্ষ আছে কি ? একটি শয়নকক্ষ ও একটি বসিবার কক্ষ দিতে পারি ?"

"বসিবার কক্ষ ত নাই মিষ্টার চৌধুরী। কেবল একটি শয়নকক্ষ আছে। ঐ যে সেদিন ডাব্লিন হইতে আইরিশ্ দম্পতি কন্যাসহ আসিলেন কি না, তাই একটি বসিবার কক্ষকে শয়নকক্ষে পরিণত করিতে হইয়াছে। সুইট্ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

"আইরিশ দম্পতি ? তাঁহারা কতদিন থাকিবেন ?"

"এখন অনেক দিন থাকিবেন, কিন্তু মেয়েটি এক সপ্তাহ পরে ইস্কুলে চলিয়া যাইবে।"

"তবে এক সপ্তাহ পরে একটি বসিবার কক্ষও ত দিতে পার ?"

"তা পারি বটে। কিন্তু দুই সপ্তাহ পর হইতে ও দুইটি কক্ষও বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। যিনি আসিবেন তিনি স্থায়ী লোক, ছুটীতে সমুদ্রতীরে গিয়াছেন।"

"তবে ঐ শয়ন-কক্ষটিই দুই সপ্তাহের জন্য দাও। একটি বন্ধু আজ ভারতবর্ষ হইতে পৌঁছিবেন। আমার বসিবার ঘরই দুইজনে ব্যবহার করিব এখন।"

"ধন্যবাদ মিষ্টার চৌধুরী। আমি যদি স্থায়ীভাবে আপনার বন্ধুকে রাখিতে পারিতাম তবে অত্যন্ত সুখী হইতাম। কিন্তু উপায় নাই।"

"ঐ শয়ন-কক্ষ ও বোর্ডিং সপ্তাহে কত লাগিবে মিসেস্ জোন্স?"

"পঁচিশ শিলিং।"

"বেশ, তবে তুমি সে কক্ষের জানালা খুলিয়া বিছানাপত্র ঠিক করিয়া রাখ। আজ ডিনারের পূর্ব্বে আমার বন্ধু আসিবেন।"

চারুকে ধন্যবাদ দিয়া মিসেস্ জোন্স চলিয়া যাইতেছিল, চারু তাহাকে ডাকিয়া বলিল—"আর শুন মিসেস্ জোন্স, ভারতবর্ষ হইতে আমার বউদিদি এই পোলাওয়ের মশলা পাঠাইয়া দিয়াছেন, লইয়া যাও।"

পার্শ্বেলটি লইয়া,—"Oh how good of her, how kind of her." বলিতে বলিতে মিসেস্ জোন্স হাস্যমুখে প্রস্থান করিল।

বৈকালে চারু যখন চা পান করিতেছিল, তখন ডোভার হইতে নরেনের টেলিগ্রাম পৌঁছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে Bus-এ আরোহণ করিয়া, "চেয়ারিং ক্রশ" ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিল।

ছয়টার সময় ডোভার ট্রেন আসিয়া পৌঁছিল। নরেনকে খুঁজিয়া লইতে বেশী বিলম্ব হইল না।

প্রথমেই নরেন বলিল—"দেখুন, ডোভারে আমার জিনিসপত্র ব্রেক্‌ভ্যানে দিলাম, কিন্তু কোনও রসিদ দিলে না। এখন সেগুলো কি দেখিয়ে ছাড়িয়ে নিই?"

চারু বলিল—"না, এখানে রসিদ টসিদ অত প্রচলিত নেই, চলুন ব্রেকভ্যানের কাছে, আপনার কোন্‌গুলো জিনিষ দেখিয়ে দিলেই পোর্টার (মুটে) গাড়ীতে তুলে দেবে এখন।"

নরেন বিস্মিত হইয়া বলিল—"বটে! ডোভারে আপনাকে টেলিগ্রাম করলাম, তারও রসিদ দিলে না। ভাবলাম আমার ছটা পেনিই আত্মসাৎ করে নিলে বুঝি।"

চারু হাসিয়া বলিল—"না, ওরকম হয় না।" বলিতে বলিতে ইহারা ব্রেকভ্যানের কাছে উপস্থিত হইল। জিনিষ লইয়া, হ্যান্‌সমে উঠিয়া চারু গাড়োয়ানকে বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিল। গাড়ী সেই লণ্ডনের, কাঠের উপর রবার-গলাইয়া-ঢালা রাস্তা দিয়া, দ্রুতবেগে ছুটিল।

পথে কথাবার্ত্তা কহিয়া, পথপার্শ্বস্থ দৃশ্যাদি দেখাইয়া, চারু নরেনের চিত্তবিনোদন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই ট্রাফাল্‌গার্ স্কোয়ার, ঐ নেলসন-কলম ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, ঐ একটু দূরে ন্যাশন্যাল গ্যালারি দেখা যাইতেছে, এই রাস্তায় His Majesty's Theatre যেখানে প্রসিদ্ধ অভিনেতা Beerbohm Tree অভিনয় করেন, এইবার পিকাডিলি দিয়া যাইতেছি, ঐ হাইড পার্ক,—ইত্যাদি বলিতে বলিতে গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

জুডিথের সাহায্যে, জিনিষপত্রসহ নরেনকে তাহার শয়নকক্ষে তুলিয়া দিয়া, চারু বলিল—"এখনও সাতটা বাজেনি। আপনি বেশ পরিবর্ত্তন করুন। সাড়ে সাতটায় ডিনার।"

নরেন বলিল—"দেখুন মিষ্টার চৌধুরী, আমার একটি অনুরোধ রাখতে হবে।"

চারু কিঞ্চিৎ কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বলুন দেখি?"

"তবে ঐ শয়ন-কক্ষটিই তুই সপ্তাহের জন্ত দাও। একটি বন্ধু আজ ভারতবর্ষ হইতে পৌছিবেন। আমার বসিবার ঘরই দুইজনে ব্যবহার করিব এখন।"

"ধন্তবাদ মিষ্টার চৌধুরী। আমি যদি স্থায়ীভাবে আপনার বন্ধুকে রাখিতে পারিতাম তবে অত্যন্ত সুখী হইতাম। কিন্তু উপায় নাই।"

"ঐ শয়ন-কক্ষ ও বোর্ডিং সপ্তাহে কত লাগিবে মিসেস্ জোন্স?"

"পঁচিশ শিলিং।"

"বেশ, তবে তুমি সে কক্ষের জানালা খুলিয়া বিছানাপত্র ঠিক করিয়া রাখ। আজ ডিনারের পূর্ব্বে আমার বন্ধু আসিবেন।"

চারুকে ধন্তবাদ দিয়া মিসেস্ জোন্স চলিয়া যাইতেছিল, চারু তাহাকে ডাকিয়া বলিল—"আর শুন মিসেস্ জোন্স, ভারতবর্ষ হইতে আমার বউদিদি এই পোলাওয়ের মশলা পাঠাইয়া দিয়াছেন, লইয়া যাও।"

পার্শ্বেলটি লইয়া,—"Oh how good of her, how kind of her." বলিতে বলিতে মিসেস্ জোন্স হাস্যমুখে প্রস্থান করিল।

বৈকালে চারু যখন চা পান করিতেছিল, তখন ডোভার হইতে নরেনের টেলিগ্রাম পৌছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে Bus-এ আরোহণ করিয়া, "চেয়ারিং ক্রশ" ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিল।

ছয়টার সময় ডোভার ট্রেন আসিয়া পৌছিল। নরেনকে খুঁজিয়া লইতে বেশী বিলম্ব হইল না।

প্রথমেই নরেন বলিল—"দেখুন, ডোভারে আমার জিনিসপত্র ব্রেকভ্যানে দিলাম, কিন্তু কোনও রসিদ দিলে না। এখন সেগুলো কি দেখিয়ে ছাড়িয়ে নিই?"

চারু বলিল—"না, এখানে রসিদ টসিদ অত প্রচলিত নেই, চলুন ব্রেকভ্যানের কাছে, আপনার কোন্‌গুলো জিনিষ দেখিয়ে দিলেই পোর্টার (মুটে) গাড়ীতে তুলে দেবে এখন।"

নরেন বিস্মিত হইয়া বলিল—"বটে! ডোভারে আপনাকে টেলিগ্রাম করলাম, তারও রসিদ দিলে না। ভাবলাম আমার ছটা পেনিই আত্মসাৎ করে নিলে বুঝি।"

চারু হাসিয়া বলিল—"না, ওরকম হয় না।" বলিতে বলিতে ইহারা ব্রেকভ্যানের কাছে উপস্থিত হইল। জিনিষ লইয়া, হ্যান্‌সমে উঠিয়া চারু গাড়োয়ানকে বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিল। গাড়ী সেই লণ্ডনের, কাঠের উপর রবার-গলাইয়া-ঢালা রাস্তা দিয়া, দ্রুতবেগে ছুটিল।

পথে কথাবার্ত্তা কহিয়া, পথপার্শ্বস্থ দৃশ্যাদি দেখাইয়া, চারু নরেনের চিত্তবিনোদন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই ট্রাফাল্‌গার্‌ স্কোয়ার, ঐ নেলসন-কলম উর্দ্ধে উঠিয়াছে, ঐ একটু দূরে ন্যাশন্যাল গ্যালারি দেখা যাইতেছে, এই রাস্তায় His Majesty's Theatre যেখানে প্রসিদ্ধ অভিনেতা Beerbohm Tree অভিনয় করেন, এইবার পিকাডিলি দিয়া যাইতেছি, ঐ হাইড পার্ক,—ইত্যাদি বলিতে বলিতে গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

জুডিথের সাহায্যে, জিনিষপত্রসহ নরেনকে তাহার শয়নকক্ষে তুলিয়া দিয়া, চারু বলিল—"এখনও সাতটা বাজেনি। আপনি বেশ পরিবর্ত্তন করুন। সাড়ে সাতটায় ডিনার।"

নরেন বলিল—"দেখুন মিষ্টার চৌধুরী, আমার একটি অনুরোধ রাখতে হবে।"

চারু কিঞ্চিৎ কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বলুন দেখি?"

অত্যন্ত বিনয়ের সহিত নরেন বলিল—"আমাকে 'আপনি' 'মশাই' বল্‌বেন না। আমাকে নিজের ছোট ভাইটি বলে মনে করবেন, স্নেহ করবেন,—আমিও আপনাকে দাদার মতন ভক্তি সম্মান করব।"

চারুর পাঁচ বৎসরকার বিলাতী শিক্ষায়, নরেনের এই উক্তিটি অসহনীয় 'ন্যাকামি' বলিয়া মনে হইল, এবং তাহার অত্যন্ত হাসি পাইল। কিন্তু সেই বিলাতী শিক্ষার বশেই মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া বলিল—"তথাস্তু। তুমি প্রস্তুত হও। দাসী এখনি দরজার বাইরে গরম জল রেখে যাবে।"

সাড়ে সাতটার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, নরেন প্রস্তুত হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য, চারু তাহার দুয়ারে গিয়া আঘাত করিল। নরেন তাড়াতাড়ি আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। তাহার মুখে একটি সিগারেট ছিল, চারুকে দেখিয়াই সেটি ফেলিয়া দিল।

নরেন তখন হাত মুখ ধুইয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রস্তুত। চারু ভিতরে গিয়া বসিয়া, কক্ষখানির চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল—"ঘর পছন্দ হয়েছে ?"

নরেন একটু সমস্যায় পড়িয়া গেল। এ ঘর পছন্দ হওয়া উচিত কি উচিত নয়, এই দ্বিধায় পড়িয়া সাবধানে বলিল—"মন্দ কি।"

চারু বলিল—"হ্যাঁ। আমিও দুই একবার এসে এ ঘরে বাস করেছি। আর কিছুতে আমার আপত্তি নেই, কেবল এই wall paper-এর designটা বড় aggressive—ওটা আমি ভারি অপছন্দ করি। আমি মিসেস্ জোন্সকে বলেও ছিলাম, কিন্তু এ সব অশিক্ষিত ল্যাণ্ডলেডিকে বোঝান শক্ত। কিম্বা হয় ত বদলাতে খরচ হবে বলে বুঝ্‌তে চায় না।"

নরেন দেওয়ালের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ভাবিল—

"কেন বেশ ত লতা পাতা আঁকা রয়েছে; মন্দটা কি?"—ইহাও মনে হইল,—আর একটু হইলেই ত সে বলিতেছিল 'সুন্দর ঘরটি'—তাহা হইলে চারু তাহাকে মনে মনে কি জানোয়ারই ঠাওরাইত! খুব রক্ষা হইয়াছে!

অন্য কথা পড়িল। সেসমুদয়ই বিলাতী আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় কথা। এক সময় নরেন জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা দাদা, ঐ যে ঝিটা আছে, ওকে ডাকতে হলে কি বলে ডাকব?"

"ওর নাম ঈডিথ্।"

"মিস্ ঈডিথ্ বলে ডাকব, না শুধু ঈডিথ্ বলব।"

"শুধু ঈডিথ্ বলবে।"—বলিয়াই একটু পরে চারু বলিল—"যেন মনে কোরোনা ঝিকে তাচ্ছিল্য করা হিসেবে 'মিস'টা বাদ দেওয়া হয়। তা মোটেই নয়। এখনও অনেক সেকালকার chivalrous spirit-এর বৃদ্ধ দেখা যায়, যাঁরা পথে ঘাটে ঝির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে টুপী স্পর্শ করে থাকেন। ওরকম দেখা হলে, কোন একটা pleasant remark করাই নিয়ম। তুমি যে ঝিকে দেখেও, তাকে notice না করে চলে যাবে, তা ভয়ানক অভদ্রতা। 'Fine afternoon, Edith.'—'Isn't it, Sir?' বলে সে চলে যাবে এখন। তোমার যদি একটু বেশী বয়স হয়ে থাকে, তবে পরিহাস করে' এমন কথাও বলতে পার—'Going to meet your young man, Edith?'—সে হয়ত বলবে—'Ain't got no young man, Sir.' বলে হেসে চলে যাবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে ডিনারের সময় হইল। নরেনকে সঙ্গে করিয়া চারু নিজের বসিবার কক্ষে লইয়া চলিল। পথে নরেন বলিল—"দেখুন, এই থ্যাঙ্কিউটা বলতে সব সময় মনে থাকে না। এই

ঈডিথ্ গরমজল দিয়ে গেল, থ্যাঙ্কিউটা বলতে ভুলে গেলাম। চলে গেলে পর মনে হল। হয় ত কি জানোয়ারই মনে করলে।"

চারু বলিল—"কিছু ভয় নেই। এখানে 'poor foreigner'এর সাত খুন মাফ্। এরা বিদেশী মাত্রকেই অত্যন্ত কৃপার চক্ষে দেখে থাকে—তা শাদা আদমি কালা আদমি নেই।"

ডিনারের পর, চারু নরেনকে হুইস্কি দিতে চাহিল কিন্তু নরেন লইল না।

চারু বলিল—"খাওনা বুঝি? সে ভালই।"

নরেন গম্ভীরভাবে বলিল—"না, আসবার সময় প্রতিজ্ঞা করে এসেছি ও সব স্পর্শ করব না।"

চারু নিজের গ্লাসে একটু হুইস্কি ও সোডা ঢালিতে ঢালিতে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কার কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছ?"

নরেন লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। চারু তাহার পাইপটি পরিষ্কার করিতে করিতে একটি গানের একচরণ সুর করিয়া বলিল—"He is married—He is married."

পাইপ ভরিতে ভরিতে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার দেখা, নির্ম্মলার সেই বালিকা মূর্ত্তি, Lorettoর গাড়ীতে চড়িয়া সেই লক্ষ্মীটির মত ইস্কুলে যাওয়া, বাড়ী ফিরিয়া ছোট ভাইদের সঙ্গে পশ্চাতের বাগানে সেই ফুটবল খেলা করা, চারুর মনে পড়িল। মনে মনে হাসিয়া সে ভাবিল—"তারই এখন এত প্রতাপ!"

কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ঈডিথ্ প্রবেশ করিয়া নরেনকে বলিল—"আপনার বাক্সের চাবিগুলি কি পাইতে পারি মহাশয়?"

শুনিয়া নরেন একটু বিস্মিত হইয়া, বাঙ্গলায় চারুকে জিজ্ঞাসা করিল—"চাবি চায় কেন?"

চারু বলিল—"তোমার বাক্স থেকে কাপড় চোপড় বের করে wardrobeএ সাজিয়ে রাখবে। খালি বাক্স সব box-roomএ নিয়ে গিয়ে জমা করে রাখবে।"

"কেন, তোরঙ্গেই আমার কাপড় থাকুক না?"

"না না। শয়নঘরে কি তোরঙ্গ পেঁটরা স্তূপাকার করে রাখা হয়? তাতে সৌন্দর্য্যহানি হবে যে।"

ঈডিথ্ চাবি লইয়া চলিয়া গেল।

কোথায় নরেনের থাকা হইবে, সেই সম্বন্ধে কথা উঠিল। নরেন বলিল—"কলকাতায় যেমন ছাত্রদের মেস্ থাকে সে রকম এখানে কিছু নেই?"

"না।"

"তবে এখানে থাকবার কি রকম বন্দোবস্ত?"

চারু বলিল—"তিন রকম বন্দোবস্ত হতে পারে। এক তুমি কোনও পরিবারে থাকতে পার; কিন্তু ভদ্রপরিবারের মধ্যে থাকতে পাওয়ার সুযোগ দুর্লভ। তাঁরা নিজের বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে যথেষ্ট সুপারিশ না পেলে রাখেন না। তুমি তাঁদের স্ত্রী পুত্র কন্যার সঙ্গে ঠিক তাদের একজন হয়ে বাস করবে, তুমি যে ভাল লোক, তা তাঁরা না জানলে তোমায় রাখবেন কেন? কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে কেউ কেউ পরিবারে ঢুকতে চেষ্টা করেছে। ঢুকে দেখে তারা নিম্নশ্রেণীর লোক, দু'এক সপ্তাহ থেকে পালিয়ে আসে। দ্বিতীয়তঃ, তুমি কোন বোর্ডিং হাউসে থাকতে পার, কিন্তু সেখানে, অনেক সময় অবাঞ্ছনীয় লোকের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হতে হয়। তৃতীয়তঃ, রুমসে থাকতে পার,—এই আমি যেমন আছি। এই একটা ধর মস্ত বাড়ী রয়েছে—এর একজন ল্যাণ্ডলেডি আছে—সেই বাড়ীর কর্ত্রী। এই আমি একটা শয়নঘর, একটা বসবার ঘর

নিয়ে আছি,—এমন আরও দু'চার জনে আছে—তাদের সঙ্গে আমার কোনই সম্বন্ধ নেই, তাদের আমি চিনিও না। আমার বসবার ঘরে ল্যাণ্ডলেডি আমার খাবার দিয়ে যায়। আমি হপ্তায় হপ্তায় ওকে পঁয়ত্রিশ শিলিং করে ফেলে দিয়ে খালাস।"

"এ তিন রকমে খরচের বিভিন্নতা কি?"

"তা বড় নেই। এই রকমই খরচ। তবে এর চেয়ে ভাল ষ্টাইলে থাকলে আরও পাঁচ সাত শিলিং বেশী লাগতে পারে। একটু কম ষ্টাইলে থাকলে দু পাঁচ শিলিং কমেও হতে পারে।"

"আপনি আমায় কোন রকম থাকতে উপদেশ দেন?"

"যদি ভদ্রপরিবারে স্থান পাও, তবে সেই খুব বাঞ্ছনীয়। আমি এই পাঁচ বৎসরের প্রায় তিন বৎসর ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে বাস করে কাটিয়েছি। পরিবারে বাস না করলে, ওদের সামাজিক রীতি নীতি ভাল করে শিক্ষা করা যায় না। আমাদের মত ভারতবর্ষীয়দের পক্ষে তার একটা মস্ত educative value আছে।"

"তবে দাদা অনুগ্রহ করে আমাকে কোনও ভদ্রপরিবারে স্থান করে দেবেন।"

চারু চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইল। আপাততঃ আগামী কল্য তাহাকে "ইনে" গিয়া ভর্ত্তি হইতে হইবে। চারু হিসাব করিয়া দেখিল, ভর্ত্তি হইবার টাকা অপেক্ষা নরেন পঞ্চাশ পাউণ্ড অধিক আনিয়াছে। বলিল —"আচ্ছা, ঐ টাকা থেকে, গোটা দুই তিন সুট তৈরি করিয়ে নাও—বাকী টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিও এখন।"

নরেন্দ্র বলিল—"দাদা, কলকাতার এই সুটে যতদিন চলে চলুক না। মিথ্যা টাকা খরচ করে কি হবে?"

চারু বলিল—"সে ভাল কথা।"

রাত্রি দশটার পর, চারুকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া নরেন শয়ন করিতে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার বাক্স তোরঙ্গ সমস্ত অন্তর্হিত। ওয়ার্ডরোব খুলিয়া দেখিল, তাহার কামিজগুলি একস্থানে, সুটগুলি একস্থানে, রুমালগুলি একটা ছোট দেরাজে, অন্য একটাতে তাহার নেকটাইগুলি, আর একটাতে তাহার কলারগুলি—এইরূপ সুশৃঙ্খলায় সজ্জিত। আলোকের নিকট কালো বনাতে সোনালি কায করা বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি টেবিল। তাহার উপর নরেনের রাইটিং কেশটি, চিঠির কাগজ, খামগুলি রক্ষিত। ম্যাণ্টেল্‌ প্লেসের উপর দেখিল, তাহার স্ত্রীর ও অন্যান্য ফোটোগ্রাফগুলি সাজান, দুই পাশে দুইটি শুভ্র "ভাজে" দুই গুচ্ছ শুভ্রবর্ণ নার্সিসস্‌ ফুল। বিছানার কাছে একটি টিপয়,—তাহার উপর বাতিদানে একটি নূতন মোমবাতি। তাহার সিগারেটের বাক্সটি বাহির করিয়া সেখানে রাখা হইয়াছে। কোথা হইতে দস্তার উপর পিতলের কাযকরা একটি অ্যাশট্রে আনিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহার চিরুণী, বুরুস প্রভৃতি দ্রব্যগুলি ড্রেসিং টেবিলের উপর সজ্জিত।

নরেন দেখিয়া শুনিয়া, তখন সেই ছোট টেবিলের কাছে বসিয়া, স্ত্রীকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। সে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিল, প্রত্যহ রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীকে একখানি করিয়া পত্র লিখিবে, মেল ডে আসিলে সাতখানি চিঠি লেফাফায় ভরিয়া একত্র রওনা করিয়া দিবে।

চারু শুনিলে ভাবিত—"সেই নির্ম্মলার এত প্রতাপ!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছয় মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। আবার আজ, কেনসিংটনের সেই কক্ষটিতে বসিয়া চারু ভারতবর্ষীয় ডাক পাইল। এবার শনিবার প্রভাতে ডাক আসিয়াছে। প্রাতরাশের সঙ্গে চারু চিঠি পাইল।

তাহার বউদিদির পত্রখানি এইরূপ :—

কলিকাতা।

ভাই চারু,

তোমার পরীক্ষা নিকট হইয়া আসিতেছে। বোধ হয় অত্যন্ত ব্যস্ত আছ। শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পরিশ্রম করিও। তুমি নিজে ডাক্তার, তোমায় বলাই বাহুল্য।

একটা বড় মজা হইয়াছে জান? তোমার দাদাকে রাজি করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—"এখন আমরা গেলে চারুর পড়া শুনোর ব্যাঘাত হবে। তার পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তখন যাওয়া যাবে।" দু মাস পরে তোমার পরীক্ষা শেষ হইবে, আমরা দেড় মাস পরে যাত্রা করিব,—তাহা হইলে ঠিক তোমার পরীক্ষার পরে গিয়া পৌঁছিব।

নির্ম্মলা বেচারির বড় অসুখ। মাসখানেক হইতে ভুগিতেছে। আজ শুনিতেছি, অসুখ খুব বাড়িয়াছে। এ মেলে সে সংবাদ পাইয়া নরেন বেচারি বোধ হয় খুব চিন্তাক্লিষ্ট হইবে। আহা তুমি যদি সময় পাও, তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিও।

বেশী বড় চিঠি লিখিলাম না। তোমার সময় নাই, পড়িবে কখন? এখন তবে আসি।

তোমার স্নেহের

বউদিদি

পত্রখানি শেষ করিয়া চারু ভাবিতে লাগিল। নরেনের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নাই। মাসখানেক পূর্ব্বে সে একবার টাকা ধার করিতে আসিয়াছিল,—তাহার পর হইতে আর কোনও সংবাদই পায় নাই।

নরেন এখন বেজ্‌ওয়াটারে রুম্‌সে থাকে। সেখানে মাস দুই তিন আছে। মিস্ ম্যানিংয়ের * সাহায্যে চারু তাহাকে প্রথমে একটি ভদ্র-পরিবারে স্থান করিয়া দিয়াছিল। প্রথম প্রথম সেখানে থাকিয়া নরেন খুব সন্তুষ্ট ছিল। ক্রমে যখন সে বেজ্‌ওয়াটারের দলে মিশিতে আরম্ভ করিল, তখন একটু একটু করিয়া তাহার চক্ষু ফুটিতে লাগিল। সে দেখিল, তাহার যেসকল বন্ধুরা রুম্‌সে থাকে, তাহারা বেশ থাকে। তাহাদিগকে প্রত্যহ প্রভাতে ঠিক সাড়ে আটটার সময় পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইয়া প্রাতরাশে নামিয়া আসিতে হয় না। দশটা, এগারটা, যখন খুসী শয্যাত্যাগ করিয়া ল্যাণ্ডলেডিকে প্রাতরাশ আনিতে হুকুম করিলেই হইল। রাত্রিবসনের উপর ড্রেসিং গাউন চড়াইয়া ব্রেক্‌ফাষ্ট খাইয়া বেলা তিনটা চারিটার সময় পোষাক পরিতে আরম্ভ করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। সন্ধ্যাবেলা যত ইচ্ছা বন্ধু লইয়া যেরূপ ইচ্ছা আড্ডা দেওয়া যাইতে পারে,—এবং অন্যত্র আড্ডা দিয়া যত রাত্রে খুসী ফিরিয়া আসিতে কোনও বিঘ্ন নাই। তাই নরেন চারি মাস কাল হ্যালাম পরিবারের মধ্যে বাস করিয়া বেজ্‌ওয়াটারে আসিয়া রুম্‌স লইয়াছে।

---

* সকলে অবগত না থাকিতে পারেন, মিস্ ম্যানিং ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের জননীস্বরূপা ছিলেন—তবে অনেক ছাত্র তাঁহার উপদেশ বা ভর্ৎসনার ভয়ে তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিত। ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের মঙ্গলার্থ এই বর্ষীয়সী মাননীয়া মহিলার যত্ন ও উদ্যম অসাধারণ ছিল। বিপদে আপদে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই তিনি উদ্ধার করিয়া দিতেন। ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মহিলা এখন পরলোকে।—লেখক।

অনেক বৎসর হইতে লণ্ডনের বেজ্ওয়াটার অংশটিই অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের বাসের স্থান। বেজ্ওয়াটারে "আর্টেজিয়ান্" নামক একটি "পব্লিক-হাউস্" বা পানালয় আছে।' যদি কখনও ভারতবর্ষীয় ছাত্রেরা বেজ্ওয়াটার হইতে উঠিয়া অন্যত্র যায়, তবে ঐ "আর্টেজিয়ানের" স্বত্বাধিকারীগণকে দেউলিয়া হইতে হইবে। তবে সর্ব্বত্র যেমন সম্মানিত ব্যতিক্রম থাকে, বেজ্ওয়াটারেও সেরূপ আছে। কর্ত্তব্য বোধে ইহা আমি এ স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

চারু সেদিন বৈকালে নরেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। টল্বট্ রোডে যে বাড়ীতে নরেন থাকিত, তাহার সম্মুখে পৌঁছিয়া দেখিল, নরেনের দ্বিতলের বসিবার কক্ষটির জানালা অল্প খোলা রহিয়াছে,—এবং তাহার মধ্যে হইতে পিয়ানো ও সঙ্গীতের শব্দ এবং হাসির গর্‌রা বাহির হইতেছে। গানের এই পদটি নরেনের কণ্ঠস্বরে শুনা গেল—

There once was a black-bird gay,
A splendid fellow was he ;
And though he went out every day,
He always came home to tea,—
To tea —to tea—to tea.

সঙ্গে সঙ্গে খুব একটা হাসির ফোয়ারাও ছুটিল।

চারু দাঁড়াইয়া একটু চিন্তা করিল। পত্নীর পীড়ার জন্য নরেনের মনে যে বিশেষ একটা দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা তাহার ঠিক ধারণা হইল না। একবার ভাবিল ফিরিয়া যাই। আবার কি ভাবিয়া দরজায় আঘাত করিল।

সে কক্ষে চারু যখন প্রবেশ করিল, তখন শুধু পিয়ানো চলিতেছে, গান বন্ধ হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই নরেন পিয়ানো ছাড়িয়া উঠিয়া

বলিল—"Hello—Hello—here's a black-bird come to tea. How d'ye do birdie ?"

পাইপ মুখে, হুইস্কির গ্লাস পার্শ্বে,—সেন, বসু, বানার্জি প্রভৃতি আরও চারি পাঁচজন লোক বসিয়াছিল—তাহারা সকলেই বলিয়া উঠিল—"Hello Chow—hello."

একজন বলিল—"Black-birdকে একটু হুইস্কি দাও—চায়ে উহার গলা শানাইবে না।"

নরেন চারুর পানে চাহিয়া বলিল—"Have a drop, old chap ?"

চারু এই প্রথম দেখিল, নরেন হুইস্কি পান করিতেছে। বলিল—"না,—ধন্যবাদ।"

একজন বলিল—"Is he a damned T—T ?"

নরেন বলিল—"Give the devil his due—he isn't *that.*—Do have a 'wee little drappie,' as the Scotch say—just to keep us company, Chow."

চারু বলিল—"না,—ধন্যবাদ। আমি ডিনারের পূর্ব্বে পান করি না।"

একজন বলিল—"What a good little boy !"

অপর একজন বলিল—"Are you married ?"

নরেন বলিল—"Heaven forbid !"

সেন বলিল—"Then why the devil are you so tic'l'r ?"

বানার্জি বলিল—"His mamma will be cross."

একজন গান ধরিল—

He is his mammie's ae bairn,
With unco folk he's weary, sir.

খুব একটা হাসি পড়িয়া গেল।

এইরূপ কিছুক্ষণ চলিলে পর একজন উঠিয়া বলিল—"I must be off, boys."

একজন বলিল—"Why in such a darned hurry ?"

বানার্জি বলিল—"Perhaps he's got an appointment to meet his girl."

পাইপ মুখে—বসু অস্পষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"Which of'em ?"

দস্তানা পরিতে পরিতে গমনোন্মুখ ব্যক্তি বলিল—"Oh shut up. I'm not like you fellows. One at a time is my motto."

সকলে হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একে একে সকলেই উঠিয়া গেল। তখন চারু ও নরেন কেবল একাকী রহিল। বাঙ্গলায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

চারু জিজ্ঞাসা করিল—"বাড়ীর খবর পেলে ?"

নরেন বলিল—"এখনি ?"

"কেন, এবার Caledonia জাহাজে ডাক এসেছে জান না ?"

"Caledoniaতে নাকি ? তবে এবার শীগ্‌গির পাওয়া যাবে। আজ রাত্রে কিম্বা কাল শনিবার সকালে চিঠি পাওয়া যেতে পারে।"

চারু বলিল—"কাল শনিবার সকালে ? কেন আজ কি তুমি শুক্রবার বলে মনে করছ নাকি ?"

নরেন বলিল—"কেন আজই ত শুক্রবার। আমি ঐ দেশের চিঠি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম—ওরা এল—এখনি শেষ করে ছটার মধ্যে ডাকে পাঠাব।"

মনের বিরক্তি মনে চাপিয়া চারু বলিল—"আজ শুক্রবার নয়, আজ শনিবার। আজ সকালে আমি দেশের চিঠি পেয়েছি।"—এই বলিয়া

উঠিয়া, কিয়দ্দূরে সোফার উপর হইতে অপঠিত দৈনিক সংবাদপত্র-খানি আনিয়া সেদিনকার বার ও তারিখ নরেনকে দেখাইয়া দিল।

নরেন বলিল—"তবে এবার মেল মিস্ করলাম!"

চারু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। নরেন বলিল—"আমার চিঠি-গুলো বোধ হয় হালামদের ওখানে এসে পড়ে আছে। তাঁরা রিডাইরেক্ট ক'রে দেবেন, সন্ধ্যাবেলা পাব বোধ হয়।"

চারুর মনে পড়িল,—নরেন প্রথম প্রথম যখন হালামদের বাড়ী গিয়াছিল, কয়েক সপ্তাহ যখন তাহারই কেয়ারে নরেনের চিঠিপত্র আসিত,—নরেন সংবাদপত্র দেখিয়া ডাক পৌঁছিবার সময় ঘণ্টা হিসাব করিয়া, চারুর কাছে আসিয়া চিঠির জন্য ধরণা দিয়া বসিয়া থাকিত। তখনকার দিনে, প্রতি মেল ডে আসিলে, সাতখানি করিয়া চিঠি তাহার স্ত্রীকে পাঠাইবার কথাও মনে পড়িল।

কিন্তু চারু কিছুই বলিল না। কি অধিকারে সে তাহাকে তিরস্কার করিবে? নরেন তাহার আত্মীয় নহে, বিশেষ বন্ধুত্বও তাহার সহিত জন্মে নাই। কি অধিকারে সে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবে?

কিয়ৎক্ষণ পরে চারু উঠিল।

নরেন অনেকক্ষণ নির্ব্বাক ছিল। এইবার বলিল—"চৌধুরী—আমার একটা কথা রাখতে হবে।"

"কি?"

"এ সব কথা বাড়ীতে লিখনা কাউকে।"

"কি সব কথা?"

"এই হুইস্কি টুইস্কির কথা।"

চারু একটু শ্লেষ করিয়া বলিল—"কেন, তাতে আর দোষ কি? আমিও ত হুইস্কি খাই—আমার বাড়ীর সকলেই জানেন।"

নরেন বলিল—"ও সব কথা ছেড়ে দাও। তুমি ভারি রাগ করেছ। For Heaven's sake—চৌ, আমায় মাফ কর।"

চারু এবার তাহার সুযোগ বুঝিল। বলিল—"বাড়ীতে লিখ্‌ব না এ প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তুমি আমায় একটি প্রতিশ্রুতি দিতে পার?"

"কি বল?"

"বেজ্‌ওয়াটার ছাড়, দলটি ছাড়, আবার হালামদের ওখানে যাও।"

"আচ্ছা—তা ছাড়ব।"

"এখনি। এই সপ্তাহে ল্যাণ্ডলেডিকে নোটিস্ দাও।"

নরেন বলিল—"Damn it—ল্যাণ্ডলেডির কাছে যে আট দশ পাউণ্ড বাকী পড়ে গেছে—সে শোধ করে ত নোটিস্ দেব?"

"কেন, তোমার সে ব্যাঙ্কের পঞ্চাশ পাউণ্ড কোথা গেল?"

"Bless my soul—সে অনেক দিন গেছে।"

চারু কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল—"আচ্ছা, তুমি নোটিস্ দাও। আমি তোমায় দশ পাউণ্ড ধার দেব।"

চারুর সঙ্গে সঙ্গে নরেন নীচে অবধি নামিয়া আসিয়াছিল। দরজার বাহিরে গিয়া বলিল—"লিখবে না ত চৌ?"

"না।"

"Honour bright?"

"Honour bright"—বলিয়া চারু নরেনের করমর্দ্দন করিয়া প্রস্থান করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নরেন হ্বালামদের ওখানে গেল বটে, কিন্তু পূর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে বাস করিতে তাহার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু চারুর ভয়ে বেজ্ওয়াটারে ফিরিয়া রুম্স লইতেও সাহস করিল না।

একদিন মিসেস্ হ্বালামকে সে বলিল—"আজ কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে থিয়েটরে যাইবার বন্দোবস্ত আছে, আজ ফিরিতে একটু দেরী হইবে।"

মিসেস্ হ্বালাম বলিলেন—"আচ্ছা বেশ; আমি দুয়ারে চাবি দিব না। হলে মোমবাতি জ্বালাইয়া রাখিব।"

এখানে বিলাতী দুয়ারের সম্বন্ধে একটু টীকা আবশ্যক। সেখানে সদর দরজা সর্ব্বদা বন্ধ থাকে। দরজায় দুইটি করিয়া চাবিকল থাকে। একটি কল খুলিতে হইলে, ভিতর হইতে হাতে টানিয়া খোলা যায়, কিন্তু বাহির হইতে খুলিতে হইলে চাবি ভিন্ন তাহা খুলে না। বাড়ীর প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের কাছে একটি করিয়া সেই চাবি থাকে। তাহার নাম 'ল্যাচ-কী'। তুমি বাড়ীর লোক, বেড়াইয়া আসিলে, তোমার পকেটে যদি 'ল্যাচ-কী' থাকে, তাহার দ্বারা তুমি কল খুলিয়া, দুয়ার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পার। যদি 'ল্যাচ-কী' না লইয়া গিয়া থাক, তবে তোমায় "নক্" করিতে হইবে, কিম্বা বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতামটি টিপিতে হইবে, দাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিবে। দ্বিতীয় যে আর একটি চাবিকল আছে, তাহা কেবলমাত্র ভিতরদিকের কল, বাহির হইতে তাহা খুলিবার উপায় নাই। এ কলটি সমস্ত দিন খোলা থাকে, গৃহস্থ শয়ন করিতে যাইবার সময় ইহা বন্ধ করিয়া দেয়। সেটি বন্ধ

থাকিলে, তুমি রাত্রে ফিরিয়া আর 'ল্যাচ-কী'র সাহায্যে দুয়ার খুলিতে পারিবে না।

নরেন সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া গেল। লণ্ডনের সমস্ত থিয়েটর যদিও রাত্রি সাড়ে এগারোটার মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়, তথাপি নরেনের ফিরিতে দুইটা বাজিয়া গেল। হলে প্রবেশ করিয়া, মোমবাতিটির পানে সে একটু বিরক্তির সহিত চাহিয়া রহিল।

বিলাতী গৃহস্থালীর বন্দোবস্তে এই মোমবাতিটি ভয়ানক জিনিষ। যদি কেহ বাহিরে থাকে, সে কখন ফিরিয়াছে, মোমবাতিটি তাহার মূক সাক্ষী। পরদিন প্রভাতে সেই মোমবাতিটি কতখানি পুড়িয়াছে দেখিয়া গৃহিণী হিসাব করিয়া লইতে পারেন, তুমি কাল কত রাত্রে গৃহে ফিরিয়াছিলে। সেই মোমবাতিটা সরাইয়া, হিসাব করিয়া অপর একটা সেখানে বসাইয়া, মিথ্যাসাক্ষীর সৃষ্টি করা যাইতে পারে বটে—কিন্তু ধরা পড়িবার ভয় আছে। দুয়ার খুলিবার শব্দটুকু, সিঁড়ি বহিয়া তোমার শয্যাকক্ষে যাওয়ার শব্দটুকু গৃহিণীকে জাগাইতে পারে। পরদিন তোমার মিথ্যা-সাক্ষী ধরা পড়িয়া যাইবে। সে দেশে যে যত বড়ই বদমায়েস হউক, মিথ্যাবাদী বা sneak বলিয়া সহজে ধরা পড়িতে কেহ চাহে না।

অত রাত্রে ফিরিবার সঙ্গত কারণাভাব,—নরেন মনে করিল, পরদিন বোধ হয় হ্যালাম্ পরিবারের মুখে অপ্রসন্নতার চিহ্ন দেখিতে পাইবে। কিন্তু প্রাতরাশের সময় কাহারও, বিশেষতঃ মিসেস্ হ্যালামের, মুখে সেরূপ কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইল না। মিসেস্ হ্যালাম্ অন্যান্য দিনেও যেমন তাহার সঙ্গে—এবং সকলেরই সঙ্গে হাস্যকৌতুকের ভাবে ব্যবহার করেন, আজও তাহাই করিলেন। সন্ধ্যাবেলা ডিনারের পর সে সকলের সঙ্গে ড্রয়িংরুমে সারা সন্ধ্যা গীত বাদ্য ও আমোদ আলাপে কাটাইল; তখনও মিসেস্ হ্যালাম্ পূর্ব্ববৎ। ক্রমে রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিল। একে একে

সকলে শয়ন করিতে গেল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে নরেন একাকী হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রতি মিসেস্ হ্যালামের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

নরেন অগ্রসর হইয়া, নত হইয়া বলিল—"শুভরাত্রি, মিসেস্ হ্যালাম্।"

মিসেস্ হ্যালাম একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন—"শুভরাত্রি। তোমার বোধ হয় খুব ঘুম পাইয়াছে মিষ্টার ঘোষ। গত রাত্রে বেশী ঘুমাইবার অবসর তুমি ত পাও নাই।"

শয়নকক্ষে গিয়া, নরেন এই নীরব ভর্ৎসনাটি হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতে লাগিল। মনে মনে তাহার অনুশোচনা উপস্থিত হইল। স্থির করিল, আর না, এবার অবধি জীবনের গতি অন্য পথে ফিরাইবে। পূর্ব্বের মত স্ত্রীকে প্রত্যহ একখানি পত্র লিখিবে। খরচপত্র বুঝিয়া সুঝিয়া করিবে। ভাল হইবে।

সপ্তাহখানেক ভাল হইয়া রহিল। টেম্প্‌লে আইনের লেক্‌চার শুনিতে যাইতে লাগিল, লাইব্রেরিতে গিয়া পড়িতে লাগিল, ডিনারের পর ড্রয়িংরুমেই থাকিত। কিন্তু এক সপ্তাহেই তাহার ক্লান্তি বোধ হইল। আমোদের নেশা আবার তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। আবার সেই দলের ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে গিয়া পড়িল—নিজেকে সামলাইতে পারিল না।

একদিন—সেদিন শুক্রবার—প্রাতরাশের পর টেম্প্‌লে যাইবার সময় মিসেস্ হ্যালাম্‌কে বলিল—"আজ আমি টেম্প্‌লেই ডিনার খাইব। পরে আর্লস্‌কোর্ট এগ্‌জিবিশন দেখিতে যাইবার ইচ্ছা আছে।"

মিসেস্ হ্যালাম্ বলিলেন—"বেশ। ট্রেনে ফিরিবে কি? না ক্যাব লইয়া আসিবে?"

নরেন বলিল—"না ট্রেনেই ফিরিব। পাঁচ পেনির স্থানে আড়াই শিলিং খরচ করিব কেন?"

মিসেস্ হ্যালাম্ বলিলেন—"আচ্ছা তোমায় টাইম টেবেল দেখিয়া বলিয়া দিতেছি শেষ ট্রেন কখন।" বলিয়া মিসেস্ হ্যালাম্ টাইম টেবেল আনিয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন—"এ দিকের শেষ ট্রেন ১১টা ৩৭ মিনিটে ছাড়িবে, ১২টা ৫ মিনিটে এখানে পৌঁছিবে।"

নরেন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া সময়টা টুকিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

টেম্প্লে যখন ডিনার শেষ হইল, তখন সন্ধ্যা ৭টা। অপর দুইজন যুবকের সহিত সে টেম্প্ল ষ্টেশন হইতে আর্লস্কোর্ট যাত্রা করিল।

প্রতি বৎসরের মধ্যে ৬।৭ মাস ধরিয়া আর্লস্কোর্টে স্থায়ীভাবে এগ্জিবিশন হইয়া থাকে। ইহা কৃষি বা শিল্প বা পশ্বাদির এগ্জিবিশন নহে। ইহা প্রধানতঃ আমোদের এগ্জিবিশন, প্রতিদিন বেলা ১১টা হইতে রাত্রি সাড়ে এগারোটা অবধি খোলা থাকে। রাত্রেই জনক বেশী। তখন সহস্র সহস্র বিদ্যুৎ-আলোক জ্বলিয়া উঠে। লণ্ডনের সর্ব্বস্থান হইতে রেলগাড়ী সহস্র সহস্র নর-নারী বোঝাই করিয়া আনিয়া এই আমোদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। ধনী আসে, দরিদ্র আসে, পণ্ডিত আসে, মূর্খ আসে, সাধু আসে, অসাধু আসে, পাদ্রী আসে, নাস্তিকও আসে। যাহার যেরূপ রুচি, যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি, সে সেইরূপ আমোদ বাছিয়া লইতে পারে।

নরেনের সাথী দুইটির নাম রায় এবং চাটার্জ্জি। ইহারা পৌঁছিয়া নানা আমোদে যোগ দিয়া বেড়াইতে লাগিল। পানশালায় প্রবেশ করিয়া মধ্যে মধ্যে তৃষ্ণানিবারণও চলিতেছে। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল।

একস্থানে একটা বৃহৎ কৃত্রিম "লেক" আছে, তাহার তট বেষ্টন করিয়া শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত অসংখ্য অসংখ্য বিদ্যুৎ-আলোক জ্বলিতেছে। সেই আলোকচ্ছটা জলে পড়িয়া জল ঝলমলায়মান।

লেকের এক প্রান্তে water-chuteএর তীব্র আমোদ চলিতেছে। তীর হইতে অনেকটা উচ্চ করিয়া একটা বেদী নির্ম্মিত আছে। সেই বেদীর উপরিভাগ হইতে জল পর্য্যন্ত ঢালুভাবে গাঁথা। সেই ঢালুস্থানের উপর দুই সেট রেল পাতা আছে। চক্রযুক্ত বোটে মানুষ বসাইয়া বেদী হইতে সেই রেলের উপর দিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। বোট নামিতে নামিতে প্রতি মুহূর্ত্তে গতিবল সংগ্রহ করিয়া প্রচণ্ডবেগে জলের উপর আসিয়া পড়িতেছে। বোট জল স্পর্শ করিয়া প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত জলের উপর দিয়া বায়ুর উপর দিয়া নাচিয়া নাচিয়া তীরবৎ বেগে অনেক দূরে গিয়া পড়িতেছে—তাহার পর আরও অনেকদূর জলের উপর দিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। গতিবেগ প্রশমিত হইলে বোটকে তীরে লাগাইয়া লোক নামাইয়া দিতেছে। আবার সেই বোট কলের সাহায্যে বেদীর উপর উঠিতেছে—আবার লোক বোঝাই হইয়া নামিতেছে। এইরূপ বহুসংখ্যক বোট এক মিনিট অন্তর একখানা করিয়া নামিতেছে এবং আরোহী স্ত্রীলোকগণের ভয়োল্লাসমিশ্রিত তীব্র চীৎকারে যেন নৈশবায়ু শাণিত তরবারি দ্বারা মুহুর্মুহু খণ্ডবিখণ্ড হইতেছে।

যুবকত্রয় water-chute অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিয়দ্দূরে কয়েকটা যুবতী লেকের রেলিং ধরিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছিল। রায় বলিল— "Let's pick up some of these girls."

চাটার্জ্জি বলিল—"Let's. একা একা ওয়াটার-শুটে কোনও fun নাই। Let's go and speak to them."

নরেন বলিল—"ননসেন্স। উহারা যদি ভাল মেয়ে হয়?"

রায় বলিল—"Oh, they are game. ওদের পোষাক দেখছ না?"

নরেন বলিল—"না-না।"

"Just for a lark" বলিয়া চাটার্জ্জি তাহাদের নিকট গিয়া হ্যাট উত্তোলন করিয়া বলিল—"Good evening."

"Good evening. How d'ye do ?" বলিয়া তাহারা হাসিয়া গলিয়া এ উহার গায়ে পড়িতে লাগিল।

রায় বলিল—"Been on the water-chute ?"

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—"Not this evening."

"Come along then" বলিয়া রায় ও চাটার্জ্জি দুইটী যুবতীকে আহ্বান করিল। নরেন হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চাটার্জ্জি নরেনের পিঠ চাপড়াইয়া তাহাদিগকে বলিল—"Wont one of you girls come with my shy little friend ?"

একজন অল্পবয়স্কা অগ্রসর হইয়া বলিল—"I'll have him." বলিয়া সে নরেনের কাছে আসিল। "Trot along, my beauty" বলিয়া নরেনকে টানিয়া লইল।

রায় ও চাটার্জ্জি নিজ নিজ সঙ্গিনীর বাহুর সহিত বাহু সম্বদ্ধ করিয়া চলিয়াছে। পশ্চাতে নরেন তাহার সঙ্গিনীর পার্শ্বে পার্শ্বে চলিয়াছে মাত্র।

এক এক শিলিং দিয়া টিকিট কিনিয়া সকলে ভিতরে প্রবেশ করিল। ইহাদের সম্মুখে বিস্তর লোক। পুলিস দুই দুই করিয়া ভীড়কে সারিবদ্ধ করিয়া দিতেছে। উপর হইতে যেমন একখানি করিয়া বোট নামিতেছে, সম্মুখ খালি হইতেছে—অমনি পশ্চাতের লোক একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছে। নরেন ও তাহার সঙ্গিনী, দলের অপর যুগলদ্বয়ের পশ্চাতে পড়িয়াছিল। নরেনের যে বোটে উঠিবার পালা আসিল, তাহার সঙ্গীরা তাহার দুই বোট পূর্ব্বে নামিয়া গিয়াছে।

বোট লম্বা ধরণের, তাহাতে অনেক সারি। প্রত্যেক সারিতে দুই-দুই-জনের বসিবার স্থান। ইহারা দুইজনে বোটে উঠিল। এখনি বোট নামিবে।

নরেনের সঙ্গিনী বলিল—"আমার বড় ভয় করিতেছে। আমার বাহু তোমার বাহুতে বদ্ধ করিয়া লও।" নরেন তাহাই করিল।

'Sit tight' বলিয়া বোট নামাইয়া দিল।

কয়েক মিনিট পরে ইহারা যখন তীরে অবতরণ করিল, তখন দলের বন্ধুরা হারাইয়া গিয়াছে। নরেন একটু খুঁজিল। তাহার সঙ্গিনী বলিল—"তাহাদের জন্য কি ভারি কাতর হইয়াছ?"

নরেন বলিল—"না।"

"আমিও না।"

তখন দুইজনে বাহুসম্বদ্ধভাবে ভীড় ছাড়িয়া চলিল।

নরেন জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম কি?"

"ক্লারা ব্রুক্‌স্।"

ক্লারা বলিল—"দেখ, ওয়াটার-শুট আমার মোটেই সহ্য হয় না। আমি ভারি নার্ভস্। আমার বুক দুড় দুড় করিতেছে।"

"তবে আসিলে কেন?"

আরক্তিম ওষ্ঠ দুখানি ফুলাইয়া, কাঁদ কাঁদ স্বরে, ক্লারা বলিল—"Oh how cruel of you! তোমারি সঙ্গলাভের জন্য।"

নরেন দেখিল, বাস্তবিকই তাহার গা কাঁপিতেছে। বলিল—"চল গিয়া কিছু পান করা যাউক। তাহা হইলে তুমি সুস্থ হইবে।"

"চল।"

দুইজনে তখন কথা কহিতে কহিতে, একটি উচ্চশ্রেণীর পানশালার অভিমুখে অগ্রসর হইল। এ পানশালাটি একটি খোলা হলের মত, তাহার ভিতর বহুসংখ্যক ছোট ছোট টেবিলের কাছে বসিয়া অনেক নর-নারী পান করিতেছে। সম্মুখের খানিকটা স্থান খোলা,—একটু বাগানের মত। সেখানে আকাশের নিম্নে এখানে ওখানে অনেকগুলি

দ্র গোলাকার মার্ব্বলমণ্ডিত টেবিল পাতা। ক্লারা ও নরেন একটু
ভূতে, অল্পালোক অন্বেষণ করিয়া বসিল। ওয়েটার আসিয়া হুকুমের
প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিল।

নরেন বলিল—"কি হুকুম করিব ?"

"ব্র্যাণ্ডি ও সোডা।"

নরেন দুই গ্লাস ব্র্যাণ্ডি আনিতে আদেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ওয়েটার রৌপ্যনির্ম্মিত ট্রের উপর দুই গ্লাস ব্র্যাণ্ডি এবং বিলখানি হাজির করিল। নরেন মূল্য দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল।

দুইজনে পান করিতে করিতে অনেক গল্প করিতে লাগিল। মেয়েটি কৃশাঙ্গী—দেখিলে বড় দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়। তাহার সোনারঙের চুলগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে পড়িয়া কপালটির কিয়দংশ ঢাকিয়াছে। মদিরার আগ্নেয় মোহ নরেনের মস্তিষ্কে যত প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই তাহার সঙ্গিনীর নীলচক্ষু দুইটি তাহার কাছে সুন্দরতর মনে হইতে লাগিল। তাহার গ্রীবাভঙ্গি, তাহার কণ্ঠস্বর যেন বড় মিষ্ট লাগিতে লাগিল।

দুইজনেরই পানপাত্র নিঃশেষিত। নরেন বলিল—"আর এক গ্লাস করিয়া হুকুম করিব ?"

ক্লারা বলিল—"আমি আর চাহিনা। আমি এক গ্লাসের বেশী stand করিতে পারি না। আর তুমি ?"

নরেন বলিল—"দেখি হিসাব করিয়া। টেম্পলে ডিনারে বোধ হয় তিন গ্লাস শ্যাম্পেন খাইয়াছি। এখানে আসিয়া কয় গ্লাস হুইস্কি খাইয়াছি ঠিক মনে নাই।" বলিয়া নরেন ওয়েটারকে ডাকিয়া নিজের জন্য আর এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি আনিতে হুকুম করিল।

সে গ্লাস যখন অর্দ্ধমাত্র শেষ হইয়াছে,—তখন কিয়দ্দূরে একব্যক্তি,

হাঁকিয়া গেল—"Half past eleven, ladies and gentlemen, closing time."

নরেন ঘড়ি খুলিয়া দেখিল—তিন মিনিট মাত্র বাকী আছে।

গ্লাস ফেলিয়া, ক্লারাকে লইয়া, ফটকের দিকে অগ্রসর হইল। বাহির হইয়া, ভীড় অতিক্রম করিলে, ক্লারা তাহাকে বলিল—"What a pity you couldn't finish your drink. My rooms are quite close by—and I've got such a nice bottle of brandy. Wont you look in and have a drop ?"

নরেন বলিল—"না—ধন্যবাদ, আমায় শেষট্রেনে ঘরে ফিরিতে হইবে।"

ক্লারা তথাপি বলিল—"What an awful baby you are! Will mamma be cross if you stay out late ? Come along, you silly dear."

নরেনের মস্তিষ্কে শয়তানের তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছে—তবু সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিল—"এখনই আমায় যাইতেই হইবে। আজ আমায় ক্ষমা কর ক্লারা।"—বলিয়া নরেন তাহার হস্তে একটি হাফ্-ক্রাউন গুঁজিয়া দিল।

ক্লারা বলিল—"কাল তবে এগ্জিবিশনে আসিবে ?"

"আসিব।"

"আজ যেখানে দেখা হইয়াছিল, কাল ঠিক সেখানে রাত্রি ৯টার সময় আসিবে ?"

"আসিব।"

নিজহস্ত প্রসারণ করিয়া ক্লারা বলিল—"Good night—Pleasant dreams."

"Then I must dream of you, Clara. Good night."—বলিয়া নরেন ট্রেন ধরিতে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া নরেন হলে দেখিল তাহার নামীয় কয়েকখানা পত্র রহিয়াছে। তখন তাহার নেশা খুব প্রবল। সেগুলিকে পাঠ করিবার অবস্থা তখন তাহার নহে। চিঠিগুলি পকেটে ফেলিয়া, দরজায় চাবি দিয়া মোমবাতিটি লইয়া সে সাবধানে শয়ন করিতে গেল।

শয়ন করিয়া যতক্ষণ জাগিয়া রহিল, ক্লারার মুখ কেবল তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সত্বর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া এক একবার আপশোষও হইতে লাগিল। ভাবিল, কাল আবার নিশ্চয় যাইবে—নিশ্চয়—নিশ্চয়।

পরদিন প্রভাতে নরেন জাগিয়া দেখিল, তাহার শরীর বড় অসুস্থ, শয্যাত্যাগ করিবার শক্তি নাই। দাসী বাহিরে মুখ ধুইবার গরম জল রাখিয়া "নক্" করিয়া গেল, তাহা শুনিয়া আবার নরেন ঘুমাইয়া পড়িল। ক্রমে সাড়ে ৮টার সময় প্রাতরাশের ঘণ্টা পড়িলে আবার সে জাগিয়া উঠিল, কিন্তু উঠিবার ক্ষমতা নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে দাসী আসিয়া বাহির হইতে বলিল—"Please Mr. Ghose, মিসেস্ হ্যালাম্ জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন, আপনি কি প্রাতরাশে নামিবেন না?"

নরেন ক্ষীণস্বরে বলিল—"নেলি, তাঁহাকে বল গিয়া আমার দেহ অসুস্থ। যেন দয়া করিয়া এক পেয়ালা চা এবং কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ আমায় পাঠাইয়া দেন।"

কয়েক মিনিট পরে দাসী আবার আসিয়া বাহির হইতে বলিল—"আপনার অসুখ শুনিয়া মিসেস্ হ্যালাম্ দুঃখিত হইয়াছেন। আপনার প্রাতরাশ আমি এই বাহিরে রাখিয়া চলিলাম।"

দাসী নামিয়া গেলে, কোনও ক্রমে নরেন উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া প্রাতরাশের ট্রে টানিয়া লইল। বিছানার কাছে টিপয়ের উপর তাহা রাখিল। কিছু খাদ্য এবং গরম চা-টার সাহায্যে নরেন কিছু সুস্থবোধ করিতে লাগিল।

সাড়ে নয়টার সময় দুয়ারে আবার টোকা পড়িল।—"May I come in, Ghose?"—বৃদ্ধ মিষ্টার হ্যালামের কণ্ঠস্বর।

"Come in."

মিষ্টার হ্যালাম্ প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"তোমার নাকি অসুখ করিয়াছে? কি অসুখ?"

"Very kind of you to come and enquire, Mr. Hallam, এমন কিছু অসুখ নাই। একটু run down মত অনুভব করিতেছি।"

কিন্তু অসুখটা যে কি, মিষ্টার হ্যালামের বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—"Gay young dog, I can see what you have been up to."—পরে একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"Bad, very bad."

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন—"ঘুমাও।"—বলিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

নরেন আবার ঘুমাইয়া পড়িল। বেলা ১২টার সময় ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিল, তখনও দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল, কিন্তু মস্তিষ্ক অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে।

একে একে তাঁহার গত রাত্রের ঘটনাগুলি মনে পড়িল। মনে পড়িয়া শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল—কি করিতে বসিয়াছিলাম! আমি ত চূড়ান্ত অধঃপতনের সীমারেখা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। লণ্ডনে যে দিন পৌঁছিয়াছিল, সেই দিন হইতে অদ্যাবধি সমস্ত ঘটনা, নিজের সমস্ত কার্য্যকলাপ, একে একে মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল।

হাঁকিয়া গেল—"Half past eleven, ladies and gentlemen, closing time."

নরেন ঘড়ি খুলিয়া দেখিল—তিন মিনিট মাত্র বাকী আছে।

গ্লাস ফেলিয়া, ক্লারাকে লইয়া, ফটকের দিকে অগ্রসর হইল। বাহির হইয়া, ভীড় অতিক্রম করিলে, ক্লারা তাহাকে বলিল—"What a pity you couldn't finish your drink. My rooms are quite close by—and I've got such a nice bottle of brandy. Wont you look in and have a drop ?"

নরেন বলিল—"না—ধন্যবাদ, আমায় শেষট্রেনে ঘরে ফিরিতে হইবে।"

ক্লারা তথাপি বলিল—"What an awful baby you are ! Will mamma be cross if you stay out late ? Come along, you silly dear."

নরেনের মস্তিষ্কে শয়তানের তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছে—তবু সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিল—"এখনই আমায় যাইতেই হইবে। আজ আমায় ক্ষমা কর ক্লারা।"—বলিয়া নরেন তাহার হস্তে একটি হাফ্-ক্রাউন গুঁজিয়া দিল।

ক্লারা বলিল—"কাল তবে এগ্জিবিশনে আসিবে ?"

"আসিব।"

"আজ যেখানে দেখা হইয়াছিল, কাল ঠিক সেখানে রাত্রি ৯টার সময় আসিবে ?"

"আসিব।"

নিজহস্ত প্রসারণ করিয়া ক্লারা বলিল—"Good night—Pleasant dreams."

"Then I must dream of you, Clara. Good night."—বলিয়া নরেন ট্রেন ধরিতে গেল।

গোলাকার মার্ব্বেলমণ্ডিত টেবিল পাতা। ক্লারা ও নরেন একটু
তে, অল্পালোক অন্বেষণ করিয়া বসিল। ওয়েটার আসিয়া হুকুমের
প্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিল।

নরেন বলিল—"কি হুকুম করিব?"

"ব্র্যাণ্ডি ও সোডা।"

নরেন দুই গ্লাস ব্র্যাণ্ডি আনিতে আদেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে
য়টার রৌপ্যনির্ম্মিত ট্রের উপর দুই গ্লাস ব্র্যাণ্ডি এবং বিলখানি হাজির
রিল। নরেন মূল্য দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল।

দুইজনে পান করিতে করিতে অনেক গল্প করিতে লাগিল। মেয়েটি
শাঙ্গী—দেখিলে বড় দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়। তাহার সোনারঙের
লগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে পড়িয়া কপালটির কিয়দংশ ঢাকিয়াছে। মদিরার
াগ্নেয় মোহ নরেনের মস্তিষ্কে যত প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই
তাহার সঙ্গিনীর নীলচক্ষু দুইটি তাহার কাছে সুন্দরতর মনে হইতে
লাগিল। তাহার গ্রীবাভঙ্গি, তাহার কণ্ঠস্বর যেন বড় মিষ্ট লাগিতে
লাগিল।

দুইজনেরই পানপাত্র নিঃশেষিত। নরেন বলিল—"আর এক গ্লাস
করিয়া হুকুম করিব?"

ক্লারা বলিল—"আমি আর চাহিনা। আমি এক গ্লাসের বেশী
stand করিতে পারি না। আর তুমি?"

নরেন বলিল—"দেখি হিসাব করিয়া। টেম্পলে ডিনারে বোধ হয়
তিন গ্লাস শ্যাম্পেন খাইয়াছি। এখানে আসিয়া কয় গ্লাস হুইস্কি খাইয়াছি
ঠিক মনে নাই।" বলিয়া নরেন ওয়েটারকে ডাকিয়া নিজের জন্য আর
এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি আনিতে হুকুম করিল।

সে গ্লাস যখন অর্দ্ধমাত্র শেষ হইয়াছে,—তখন কিয়দ্দূরে একব্যক্তি

হাঁকিয়া গেল—"Half past eleven, ladies and gentlemen, closing time."

নরেন ঘড়ি খুলিয়া দেখিল—তিন মিনিট মাত্র বাকী আছে।

গ্লাস ফেলিয়া, ক্লারাকে লইয়া, ফটকের দিকে অগ্রসর হইল। বাহির হইয়া, ভীড় অতিক্রম করিলে, ক্লারা তাহাকে বলিল—"What a pity you couldn't finish your drink. My rooms are quite close by—and I've got such a nice bottle of brandy. Wont you look in and have a drop ?"

নরেন বলিল—"না—ধন্যবাদ, আমায় শেষট্রেনে ঘরে ফিরিতে হইবে।"

ক্লারা তথাপি বলিল—"What an awful baby you are ! Will mamma be cross if you stay out late ? Come along, you silly dear."

নরেনের মস্তিষ্কে শয়তানের তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছে—তবু সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিল—"এখনই আমায় যাইতেই হইবে। আজ আমায় ক্ষমা কর ক্লারা।"—বলিয়া নরেন তাহার হস্তে একটি হাফ্-ক্রাউন গুঁজিয়া দিল।

ক্লারা বলিল—"কাল তবে এগ্‌জিবিশনে আসিবে ?"

"আসিব।"

"আজ যেখানে দেখা হইয়াছিল, কাল ঠিক সেখানে রাত্রি ৯টার সময় আসিবে ?"

"আসিব।"

নিজহস্ত প্রসারণ করিয়া ক্লারা বলিল—"Good night—Pleasant dreams."

"Then I must dream of you, Clara. Good night."—বলিয়া নরেন ট্রেন ধরিতে গেল।

ক্ষুদ্র গোলাকার মার্ব্বলমণ্ডিত টেবিল পাতা। ক্লারা ও নরেন একটু নিভৃতে, অল্পালোক অন্বেষণ করিয়া বসিল। ওয়েটার আসিয়া হুকুমের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিল।

নরেন বলিল—"কি হুকুম করিব ?"

"ব্র্যাণ্ডি ও সোডা।"

নরেন দুই গ্লাস ব্র্যাণ্ডি আনিতে আদেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ওয়েটার রৌপ্যনির্ম্মিত ট্রের উপর দুই গ্লাস ব্র্যাণ্ডি এবং বিলখানি হাজির করিল। নরেন মূল্য দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল।

দুইজনে পান করিতে করিতে অনেক গল্প করিতে লাগিল। মেয়েটি কৃশাঙ্গী—দেখিলে বড় দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়। তাহার সোনারঙের চুলগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে পড়িয়া কপালটির কিয়দংশ ঢাকিয়াছে। মদিরার আগ্নেয় মোহ নরেনের মস্তিষ্কে যত প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই তাহার সঙ্গিনীর নীলচক্ষু দুইটি তাহার কাছে সুন্দরতর মনে হইতে লাগিল। তাহার গ্রীবাভঙ্গি, তাহার কণ্ঠস্বর যেন বড় মিষ্ট লাগিতে লাগিল।

দুইজনেরই পানপাত্র নিঃশেষিত। নরেন বলিল—"আর এক গ্লাস করিয়া হুকুম করিব ?"

ক্লারা বলিল—"আমি আর চাহিনা। আমি এক গ্লাসের বেশী stand করিতে পারি না। আর তুমি ?"

নরেন বলিল—"দেখি হিসাব করিয়া। টেম্পলে ডিনারে বোধ হয় তিন গ্লাস শ্যাম্পেন খাইয়াছি। এখানে আসিয়া কয় গ্লাস হুইস্কি খাইয়াছি ঠিক মনে নাই।" বলিয়া নরেন ওয়েটারকে ডাকিয়া নিজের জন্য আর এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি আনিতে হুকুম করিল।

সে গ্লাস যখন অর্দ্ধমাত্র শেষ হইয়াছে,—তখন কিয়দ্দূরে একব্যক্তি

হাঁকিয়া গেল—"Half past eleven, ladies and gentlemen, closing time."

নরেন ঘড়ি খুলিয়া দেখিল—তিন মিনিট মাত্র বাকী আছে।

গ্লাস ফেলিয়া, ক্লারাকে লইয়া, ফটকের দিকে অগ্রসর হইল। বাহির হইয়া, ভীড় অতিক্রম করিলে, ক্লারা তাহাকে বলিল—"What a pity you couldn't finish your drink. My rooms are quite close by—and I've got such a nice bottle of brandy. Wont you look in and have a drop ?"

নরেন বলিল—"না—ধন্যবাদ, আমায় শেষট্রেনে ঘরে ফিরিতে হইবে।"

ক্লারা তথাপি বলিল—"What an awful baby you are ! Will mamma be cross if you stay out late ? Come along, you silly dear."

নরেনের মস্তিষ্কে শয়তানের তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছে—তবু সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিল—"এখনই আমায় যাইতেই হইবে। আজ আমায় ক্ষমা কর ক্লারা।"—বলিয়া নরেন তাহার হস্তে একটি হাফ্-ক্রাউন্ গুঁজিয়া দিল।

ক্লারা বলিল—"কাল তবে এগ্‌জিবিশনে আসিবে ?"

"আসিব।"

"আজ যেখানে দেখা হইয়াছিল, কাল ঠিক সেখানে রাত্রি ৯টার সময় আসিবে ?"

"আসিব।"

নিজহস্ত প্রসারণ করিয়া ক্লারা বলিল—"Good night—Pleasant dreams."

"Then I must dream of you, Clara. Good night."—বলিয়া নরেন ট্রেন ধরিতে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া নরেন হলে দেখিল তাহার নামীয় কয়েকখানা পত্র রহিয়াছে। তখন তাহার নেশা খুব প্রবল। সেগুলিকে পাঠ করিবার অবস্থা তখন তাহার নহে। চিঠিগুলি পকেটে ফেলিয়া, দরজায় চাবি দিয়া মোমবাতিটি লইয়া সে সাবধানে শয়ন করিতে গেল।

শয়ন করিয়া যতক্ষণ জাগিয়া রহিল, ক্লারার মুখ কেবল তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সত্বর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া এক একবার আপশোষও হইতে লাগিল। ভাবিল, কাল আবার নিশ্চয় যাইবে—নিশ্চয়—নিশ্চয়।

পরদিন প্রভাতে নরেন জাগিয়া দেখিল, তাহার শরীর বড় অসুস্থ, শয্যাত্যাগ করিবার শক্তি নাই। দাসী বাহিরে মুখ ধুইবার গরম জল রাখিয়া "নক্" করিয়া গেল, তাহা শুনিয়া আবার নরেন ঘুমাইয়া পড়িল। ক্রমে সাড়ে ৮টার সময় প্রাতরাশের ঘণ্টা পড়িলে আবার সে জাগিয়া উঠিল, কিন্তু উঠিবার ক্ষমতা নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে দাসী আসিয়া বাহির হইতে বলিল—"Please Mr. Ghose, মিসেস্ হ্যালাম্ জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন, আপনি কি প্রাতরাশে নামিবেন না ?"

নরেন ক্ষীণস্বরে বলিল—"নেলি, তাঁহাকে বল গিয়া আমার দেহ অসুস্থ। যেন দয়া করিয়া এক পেয়ালা চা এবং কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ আমায় পাঠাইয়া দেন।"

কয়েক মিনিট পরে দাসী আবার আসিয়া বাহির হইতে বলিল—"আপনার অসুখ শুনিয়া মিসেস্ হ্যালাম্ দুঃখিত হইয়াছেন। আপনার প্রাতরাশ আমি এই বাহিরে রাখিয়া চলিলাম।"

দাসী নামিয়া গেলে, কোনও ক্রমে নরেন উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া প্রাতরাশের ট্রে টানিয়া লইল। বিছানার কাছে টিপয়ের উপর তাহা রাখিল। কিছু খাদ্য এবং গরম চা-টার সাহায্যে নরেন কিছু সুস্থবোধ করিতে লাগিল।

সাড়ে নয়টার সময় দুয়ারে আবার টোকা পড়িল।—"May I come in, Ghose ?"—বৃদ্ধ মিষ্টার হ্যালামের কণ্ঠস্বর।

"Come in."

মিষ্টার হ্যালাম্ প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"তোমার নাকি অসুখ করিয়াছে ? কি অসুখ ?"

"Very kind of you to come and enquire, Mr. Hallam, এমন কিছু অসুখ নাই। একটু run down মত অনুভব করিতেছি।"

কিন্তু অসুখটা যে কি, মিষ্টার হ্যালামের বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—"Gay young dog, I can see what you have been up to."—পরে একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"Bad, very bad."

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন—"ঘুমাও।"—বলিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

নরেন আবার ঘুমাইয়া পড়িল। বেলা ১২টার সময় ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিল, তখনও দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল, কিন্তু মস্তিষ্ক অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে।

একে একে তাহার গত রাত্রের ঘটনাগুলি মনে পড়িল। মনে পড়িয়া শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল—কি করিতে বসিয়াছিলাম ! আমি ত চূড়ান্ত অধঃপতনের সীমারেখা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। লণ্ডনে যে দিন পৌঁছিয়াছিল, সেই দিন হইতে অদ্যাবধি সমস্ত ঘটনা, নিজের সমস্ত কার্য্যকলাপ, একে একে মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল।

তাহার হৃদয়, অনুশোচনার বৃশ্চিকদংশনে যেন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। নিজের ভূতজীবনের কথা স্মরণ করিতে করিতে সহসা নির্ম্মলার মুখখানি মনে পড়িল। বিদায়ের দিনের তাহার সেই অশ্রুসিক্ত কোমল মুখখানি। সেই বিদায়ের ক্ষণে যদি কোনও দেবতা তাহাকে তাহার ভবিষ্যজীবনের এই দৃশ্যগুলি দেখাইয়া দিত, তবে সে বিলাতে আসিতই না। নিজের উপর তখন তাহার কি অগাধ বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাস চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ এখন নিজের দুর্ব্বলতা, অপদার্থতা স্মরণ করিয়া তাহার মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। বিছানায় মুখ লুকাইয়া নরেন অনেকক্ষণ ধরিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিল। নির্ম্মলাকে ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ গত রাত্রের সেই পত্রগুলির কথা স্মরণ হইল। সে ত ভারতবর্ষীয় ডাক। উঠিয়া কোটের পকেট হইতে পত্রগুলি বাহির করিয়া আনিল। কই, এবার ত নির্ম্মলার পত্র নাই। তাহার শ্বশুরবাড়ীর কাহারও পত্র নাই। একি হইল? তবে নির্ম্মলার পীড়া কি বৃদ্ধি হইয়াছে—তাই নির্ম্মলা পত্র লিখিতে পারে নাই? নির্ম্মলা আজ দুই মাস পীড়িত, কিন্তু চিঠি ত কোনও মেলেই বন্ধ যায় নাই। যেমন করিয়া হউক অন্ততঃ দুই এক লাইনও সে লিখিয়া দিয়াছে। তবে কি নির্ম্মলা বাঁচিয়া নাই! নিজের প্রতি ধিক্কারে মনে হইল,—"যদি তাহা হয়, তবেই আমার উপযুক্ত শাস্তি হয়।" আবার বিছানায় মুখ লুকাইয়া নরেন অশ্রুপাত করিল। কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা, কিছুতেই নির্ম্মলার মৃত্যু কল্পনা করিতে চাহিল না। সে আশা করিতে লাগিল, চিঠির গোল হইয়া থাকিবে, আগামী মেলে নির্ম্মলার দুইখানি চিঠি আসিয়া পৌছিবে। ক্রমে দুর্ব্বলতাবশতঃ তাহার চিন্তা করিবার শক্তিও বিলুপ্ত হইল। আবার সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘুম ভাঙ্গিয়া শুনিল—দাসী দুয়ারে ধাক্কা দিতেছে। —"মহাশয়, আপনার জন্য একখানি টেলিগ্রাম আসিয়াছে।"

নরেন বলিল—"নেলি, দুয়ার একটু ফাঁক করিয়া ভিতরে ফেলিয়া দাও।"—দাসী তাহাই করিয়া চলিয়া গেল।

নরেন টেলিগ্রাম খুলিয়া দেখিল, চারুর নিকট হইতে আসিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আজ সন্ধ্যাবেলা নরেন গিয়া Hotel Cecilএ তাহার সহিত ডিনার খাইতে পারে কি না।

টেলিগ্রাম পড়িয়া নরেন ভাবিল, তবে নির্ম্মলা সম্বন্ধে আশঙ্কা নাই। মন্দ সংবাদ কিছু থাকিলে, চারু তাহার বাড়ীর চিঠিতে জানিতে পারিত এবং তাহাকে ভোজের উৎসবে নিমন্ত্রণ করিত না।

নিজের প্রতি বিরাগ আবার তাহার মনে উথলিয়া উঠিল। ভাবিল, "এখন আমার শরীরের উপর এল্‌কহলের শেষ ফল, অবসাদের প্রভাব, বর্ত্তমান। এই অবসন্ন অবস্থায় আমার মনে অনুতাপ প্রভৃতি যাহা উদিত হইয়াছে, আমার শোণিত আবার স্বাভাবিক সবলতা প্রাপ্ত হইলে তাহা টিকিবে কি? হয় ত আবার এ সব ভুলিব, প্রলোভনের আকর্ষণে পড়িব, অধঃপতনের সোপান অবতরণ করিতে আরম্ভ করিব। এখন আমার এরূপ অবস্থা; কিন্তু সন্ধ্যাবেলা আবার যে আর্লস্‌কোর্টে ছুটিব না, তাহা কে বলিতে পারে? নিজের প্রতি আমার আর তিল মাত্র বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধা নাই। আমার আর মুক্তি নাই, মুক্তি নাই।"—আবার সে কিয়ৎ-ক্ষণের জন্য বিছানায় মুখ লুকাইল।

চিন্তা করিয়া দেখিল, "এই যে চারু আমায় ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, এটা বড় পরিত্রাণ। আমি এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া টেলিগ্রাম করিব। সেখানে গেলে, আজ আর্লস্‌কোর্টে যাইবার পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। আজিকার মত অন্ততঃ পরিত্রাণ হইবে। তাহাই লাভ।"

এই ভাবিয়া নরেন স্নান করিতে গেল। স্নানান্তে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া চারুকে টেলিগ্রাম পাঠাইল।

* * * *

সন্ধ্যাবেলা, হোটেল সেসিলের একটি কক্ষে, চারু, তাহার দাদা ও বউদিদি এবং নির্ম্মলা বসিয়া ছিলেন। বউদিদি বলিলেন—"চারু, আমার চিঠি তুমি কখন পেলে? মার্সেল্‌স্‌ দিয়ে আসায় চিঠি তুমি একদিন আগে পাবে বলে তাড়াতাড়ি খালি দু ছত্র লিখে দিয়েছিলাম।"

চারু বলিল—"আমি আপনার চিঠি কাল রাত্রে পেলাম।"

"নির্ম্মলা আমাদের সঙ্গে আসছে তা ঘূণাক্ষরেও নরেনকে জানাওনি ত? আগে ত কিছু ঠিক ছিল না। ছাড়বার দুই একদিন আগে নির্ম্মলার মা এসে বল্লেন, 'ডাক্তার বলছে সমুদ্র যাত্রায় নির্ম্মলার শরীরে খুব উপকার হবে, তা তুমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।' নরেনকে একটা খুব pleasant surprise দেবার জন্যে নির্ম্মলাকে বারণ করে দিলাম, 'তুই নরেনকে কিছু লিখিসনে।' তোমাকেও তাই লিখিলাম, কিছু নরেনকে যেন বোলো না। কেবল কৌশলে তাকে নিয়ে এস।"

চারু ঘড়ি খুলিয়া বলিল—"আর ত দেরী নেই। সাতটা বেজেছে। এখনি নরেন এসে হাজির হবে।"

বউদিদি বলিলেন—"এ মেলে নির্ম্মলার চিঠি না পেয়ে আহা বেচারি হয় ত কত ভেবেছে। তা এখনি তার সকল কষ্টের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।"

বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। ফুটম্যান দুয়ার খুলিয়া, নত হইয়া বলিল,—"মিষ্টার ঘোষ।"

চারু নির্ম্মলার হাতখানি ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। নরেন প্রবেশ করিবামাত্র অগ্রসর হইয়া রঙ্গ করিয়া স্মিত মুখে সে বলিল—

"Allow me to introduce. Mr. Ghose—Mrs. Ghose.

ফুলের মূল্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

লণ্ডন নগরে স্থানে স্থানে নিরামিষ ভোজনশালা আছে। আমি একদিন ন্যাশ্‌ন্যাল্‌ গ্যালারিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছবি দেখিয়া নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত করিয়া ফেলিলাম। ক্রমে একটা বাজিল, অত্যন্ত ক্ষুধাও অনুভব করিতে লাগিলাম। সেখান হইতে অনতিদূরে, সেণ্ট মার্টিন্স লেনে এইরূপ একটি ভোজনশালা ছিল,—মৃদুমন্দ পদক্ষেপে তথায় গিয়া প্রবেশ করিলাম।

তখনও লণ্ডনের ভোজনশালাগুলিতে লাঞ্চের জন্য বহু লোকসমাগম আরম্ভ হয় নাই। হলে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দুই চারিটি মাত্র ক্ষুধাতুর এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে বসিয়া আছে। আমি গিয়া একটি টেবিলের সম্মুখে বসিয়া, দৈনিক সংবাদপত্রখানি উঠাইয়া লইলাম। নম্রমুখী ওয়েট্রেস্‌ আসিয়া দাঁড়াইয়া হুকুমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আমি সংবাদপত্র হইতে চক্ষু উঠাইয়া খাদ্যতালিকা হাতে লইয়া আবশ্যকমত অর্ডার দিলাম। "ধন্যবাদ, মহাশয়" বলিয়া ক্ষিপ্রগামিনী ওয়েট্রেস্‌ নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল।

এই মুহূর্তে, আমার নিকট হইতে অল্প দূরে আর একখানি টেবিলের প্রতি আমার নজর পড়িল। দেখিলাম, সেখানে একটি ইংরাজ-বালিকা বসিয়া আছে। তাহার পানে চাহিবামাত্র, সে আমার মুখ হইতে নিজ দৃষ্টি অন্যত্র ফিরাইয়া লইল। অবাক হইয়া সে আমাকে দেখিতেছিল।

ইহাতে বিশেষ কোন নূতনত্ব নাই, কারণ শ্বেতদ্বীপে আমাদের চমৎকার দেহবর্ণ টির প্রভাবে জনসাধারণ সর্ব্বত্রই মোহিত হইয়া থাকে, এবং মনোযোগের অংশ প্রাপ্যের কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রাতেই আমরা লাভ করি।

বালিকাটির বয়স ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দ্দশ বৎসর হইবে। তাহার পোষাক যেন কিছু দরিদ্রতাব্যঞ্জক। চুলগুলি অজস্রধারায় পিঠের উপর পড়িয়াছে। বালিকার চক্ষু দুইটি বৃহৎ, যেন একটু বিষণ্ণতাযুক্ত।

সে জানিতে না পারে এমনভাবে আমি মাঝে মাঝে তাহার পানে চাহিতে লাগিলাম। আমার খাদ্যদ্রব্যাদি আসিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই সে আহার সমাধা করিয়া উঠিল। ওয়েট্রেস্ আসিয়া তাহার বিলখানি তাহাকে লিখিয়া দিল। বাহির হইবার দরজার নিকট আপিস্ আছে, সেখানে বিলখানি ও মূল্য দিয়া যাইতে হয়।

বালিকা উঠিলে, আমার দৃষ্টিও তাহাকে অনুসরণ করিল। স্বস্থানে বসিয়াই আমি দেখিলাম, বালিকা তাহার মূল্য প্রদান করিয়া কর্ম্মচারিণীকে চুপি চুপি বলিতেছে—"Please Miss, ঐ যে ভদ্রলোকটি, উনি কি ভারতবর্ষীয় ?"

"আমার তাহাই অনুমান হয়।"

"উনি কি সর্ব্বদা এখানে আসেন ?"

"বোধ হয় না। আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ নাই।"

"ধন্যবাদ"—বলিয়া মেয়েটি আমার দিকে ফিরিয়া, আর একবার চকিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এইবার কিন্তু আমি বিস্মিত হইলাম। কেন ? ব্যাপার কি ? আমার সম্বন্ধে তাহার এই কৌতূহল দেখিয়া তাহার সম্বন্ধেও আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। আহার শেষ হইলে ওয়েট্রেস্‌কে আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ঐ যে মেয়েটি ওখানে বসিয়াছিল, তাহাকে তুমি জান ?"

"না মহাশয়, আমি ত বিশেষ জানি না, তবে প্রতি শনিবারে এখানে লাঞ্চ খাইয়া থাকে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছি।"

"শনিবার ছাড়া অন্য কোনও বারে আসে না ?"

"না, আর ত কখনও দেখি না।"

"ও যে কে তাহা তুমি কিছু অনুমান করিতে পার ?"

"বোধ করি কোনও দোকানে কর্ম্ম করে।"

"কেন বল দেখি ?"

"হয় ত সামান্য কিছু উপার্জ্জন করে, অন্য দিন লাঞ্চ খাইবার পয়সা কুলায় না, শনিবারে সাপ্তাহিক বেতন পায়, তাই একদিন আসে।"

কথাটা আমার মনে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বালিকাটির সম্বন্ধে কৌতূহল আমার মন হইতে দূর হইল না। এমন করিয়া আমার সংবাদ লইল কেন ? ভিতরে এমন কি রহস্য আছে, যাহার জন্য আমার সম্বন্ধে উহার এত ঔৎসুক্য ? তাহার সেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট, চিন্তাপূর্ণ, বিষাদভরা মূর্ত্তি আমার মনে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। আহা, কে বালিকা ? আমার দ্বারায় তাহার কি কোনও উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে ? রবিবার দিন লণ্ডনের সমস্ত দোকান পাট বন্ধ। সোমবার দিন প্রাতরাশের পর আমি বালিকার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। সেণ্ট মার্টিন্স লেনের কাছাকাছি রাস্তাগুলিতে, বিশেষতঃ ষ্ট্রাণ্ডে

অনেক দোকানে অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কোনও একটা দোকানে প্রবেশ করিলে, অন্ততঃ কিছু না কিছু ক্রয় করিতে হয়।* অনাবশ্যক নেকটাই, রুমাল, কলারের বোতাম, পেন্সিল, ছবিপোষ্টকার্ড প্রভৃতি আমার ওভারকোটের পকেটে স্তূপাকার হইয়া উঠিল, কিন্তু কোথাও বালিকার সন্ধান পাইলাম না।

সপ্তাহ কাটিয়া গেল, শনিবার আসিল। আমি আবার সেই নিরামিষ ভোজনাগারে উপস্থিত হইলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি, সেই টেবিলে বালিকা ভোজনে বসিয়াছে। আমি সেই টেবিলের নিকটে গিয়া, তাহার সম্মুখের চেয়ারখানি দখল করিয়া বলিলাম—"Good afternoon."

বালিকা সঙ্কোচের সহিত বলিল—"Good afternoon, Sir."

একটি আধটি কথা দিয়া আরম্ভ করিয়া, আমি ক্রমে জমাইয়া তুলিতে লাগিলাম। বালিকা এক সময় জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি ভারতবর্ষীয়?"

"হাঁ।"

---

* ইহা কেবলমাত্র চক্ষুলজ্জার খাতিরে নহে, কতকটা দয়াধর্ম্মের অনুরোধেও বটে। লণ্ডনে প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পুরুষ Shop-walkers আছে। তাহাদের কর্ত্তব্য খরিদ্দারকে যথাবিভাগে পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং সাধারণভাবে কায কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করা। যদি কোনও খরিদ্দার কোনও বিভাগ হইতে জিনিষ দেখিয়া, কিছু না কিনিয়া ফিরিয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ সেই Shop-walker দোকানের ম্যানেজারের নিকট রিপোর্ট করিয়া দিয়া থাকে—"Miss অমুকের বিভাগ হইতে একজন ক্রেতা ফিরিয়া গিয়াছে।" এইরূপ রিপোর্ট হইলে সেই কর্ম্মচারিণীর কৈফিয়ৎ তলব হয়। প্রথম প্রথম সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। বারম্বার এইরূপ রিপোর্ট হইলে জরিমানা হয়, কর্ম্মচ্যুতিও হইতে পারে। এই সকল shop-girls অত্যন্ত সামান্য বেতনে কর্ম্ম করিয়া থাকে। জিনিষ অপছন্দ হইলেও তাহাদের চক্ষুর মিনতি উপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসা দুঃসাধ্য।—লেখক।

"আমায় ক্ষমা করিবেন,—আপনি নিরামিষভোজী?"

উত্তর না দিয়া বলিলাম—"কেন বল দেখি?"

"আমি শুনিয়াছি ভারতবর্ষীয় লোকেরা অধিকাংশই নিরামিষ ভোজন করে।"

"তুমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কথা কেমন করিয়া জানিলে?"

"আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভারতবর্ষে সৈন্য হইয়া গিয়াছেন।"

আমি তখন উত্তর করিলাম,—"আমি প্রকৃত নিরামিষভোজী নহি—তবে মাঝে মাঝে আমি নিরামিষ ভোজন করিতে ভালবাসি বটে।"

শুনিয়া, বালিকা যেন কিঞ্চিৎ নিরাশ হইল।

জানিলাম, এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছাড়া বালিকার আর কোনও পুরুষ অভিভাবক নাই। ল্যাম্বেথে বৃদ্ধা বিধবা মাতার সহিত সে বাস করে।

জিজ্ঞাসা করিলাম - "তোমার দাদার নিকট হইতে পত্রাদি পাও?"

"না, অনেক দিন কোনও পত্র পাই নাই। সেই জন্য আমার মা অত্যন্ত চিন্তিত আছেন। তাঁহাকে লোকে বলে, ভারতবর্ষ সর্প, ব্যাঘ্র ও জ্বররোগে পরিপূর্ণ। তাই তিনি আশঙ্কা করিতেছেন আমার ভ্রাতার কোনওরূপ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে। সত্যই কি ভারতবর্ষ সর্প, ব্যাঘ্র ও জ্বররোগে পরিপূর্ণ, মহাশয়?"

আমি একটু হাসিলাম। বলিলাম—"না। তাহা হইলে কি মানুষ সেখানে বাস করিতে পারিত?"

বালিকা একটি মৃদুরকমের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বলিল—"মা বলেন, যদি কোনও ভারতবাসীর সাক্ষাৎ পাই, তবে সকল কথা জিজ্ঞাসা করি।" বলিয়া, অনুনয়পূর্ণ নেত্রে আমার পানে চাহিল।

আমি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম। বাড়ীতে মার কাছে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে তাহার সাহস হইতেছে না। অথচ ইচ্ছা আমি একবার যাই।

এই দীন, বিরহকাতর জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। দরিদ্রের কুটীরের সাক্ষাৎ পরিচয়লাভের অবসর আমার কখনও ঘটে নাই। দেখিয়া আসিব এ দেশে তাহারা কিরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করে, কিরূপভাবে চিন্তা করে।

বালিকাকে বলিলাম—"চল না,—আমাকে তোমাদের বাড়ী লইয়া যাইবে? তোমার মার নিকট আমায় পরিচিত করিয়া দিবে?"

এ প্রস্তাবে বালিকার দুইটি চক্ষু দিয়া যেন কৃতজ্ঞতা উছলিয়া উঠিল। বলিল—"Thank you ever so much,—it would be so kind of you. এখন আসিতে পারিবেন কি?"

"আহ্লাদের সহিত।"

"আপনার কোনও কার্য্যের ক্ষতি হইবে না ত?"

"না,—মোটেই না। আজ অপরাহ্নে আমার সময় সম্পূর্ণ আমার নিজের।"

শুনিয়া বালিকা পুলকিত হইল। আহার সমাধা করিয়া আমরা দুইজনে উঠিলাম। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার নামটি কি জানিতে পারি?"

"আমার নাম অ্যালিস্ মার্গারেট্ ক্লিফর্ড।" রঙ্গ করিয়া বলিলাম—"ওঃ হো—তুমিই Alice in Wonderlandএর অ্যালিস্ বুঝি?"

বিস্ময়ে বালিকা চক্ষু স্থির করিয়া রহিল। বলিল—"সে কি?"

আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। মনে করিতাম, এমন কোনও

ইংরাজ বালিকা নাই যে Alice in Wonderland নামক সেই অদ্বিতীয় শিশুরঞ্জন পুস্তকখানি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে নাই।

বলিলাম—"সে একখানি চমৎকার বহি আছে। পড় নাই?"

"না, আমি ত পড়ি নাই।"

বলিলাম—"তোমার মাতা যদি আমায় অনুমতি করেন, তবে আমি তোমাকে সে বহি একখানি উপহার দিব।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, সেণ্ট মার্টিন্স চর্চ্চের পাশ দিয়া চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্ট্র্যাণ্ড দিয়া হুহু করিয়া বৃহদাকার দ্বিতল অমনিবস্‌গুলি উভয় দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। ক্যাবেরও সংখ্যা নাই। টেলিগ্রাফ আফিসের সম্মুখে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া বালিকাকে বলিলাম—"এস, আমরা এইখানেই ওয়েষ্টমিনষ্টার বসের জন্য অপেক্ষা করি।"

বালিকা বলিল,—"চলিয়া যাইতে আপনার আপত্তি আছে কি?"

আমি বলিলাম—"কিছু মাত্র না। কিন্তু তোমার কষ্ট হইবে না?"

"না, আমি ত রোজই চলিয়া বাড়ী যাই।"

কোথায় সে কর্ম্ম করে, এইবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাইলাম। ইংরাজি হিসাবে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাটা নিয়ম নহে, কিন্তু সকল নিয়মেরই ফাঁকি আছে কি না। যেমন, রেলগাড়ীতে উঠিয়া, সহযাত্রীকে "কোথায় যাইতেছেন মহাশয়?" জিজ্ঞাসা করা ভয়ানক পাপ, তবে, "অধিকদূর যাইবেন কি?" ইহা জিজ্ঞাসা করিতে দোষ নাই। সহযাত্রী ইচ্ছা করিলে বলিতে পারে, "আমি অমুক স্থান অবধি যাইব।" ইচ্ছা না করিলে বলিতে পারে, "না এমন বেশী দূর নয়।" আমার প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া হইল, তাহারও পর্দ্দা বজায় রহিল।—সেই

হিসাবে আমি বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ দিকে তুমি প্রায়ই আস বুঝি?"

বালিকা বলিল—"হাঁ, আমি সিভিল সার্ভিস ষ্টোসে টাইপ রাইটারের কায করি। রোজ সন্ধ্যাবেলা বাড়ী যাই। আজ শনিবার বলিয়া শীঘ্র ছুটি পাইয়াছি।"

আমি তাহাকে বলিলাম—"চল, ষ্ট্র্যাণ্ড দিয়া না গিয়া এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট দিয়া যাওয়া যাউক। ভীড় কম!" বলিয়া, তাহার বাহুধারণ করিয়া সাবধানতার সহিত রাস্তা পার করিয়া দিলাম।

টেমস নদীর উত্তর কূল দিয়া এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট নামক রাস্তা গিয়াছে। চলিতে চলিতে বলিলাম—"তুমি কি সচরাচর এই রাস্তা দিয়াই যাও?"

বালিকা বলিল—"না। এ রাস্তায় যদিও ভীড় কম, তথাপি ময়লা কাপড় পরা লোকের সংখ্যা অধিক। আমি তাই ষ্ট্র্যাণ্ড এবং হোয়াইট্‌-হল দিয়াই বাড়ী যাই।"

আমি মনে মনে এই অশিক্ষিতা দরিদ্রা বালিকার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম। ইংরাজ জাতির সৌন্দর্য্য প্রিয়তার নিকট আমার আত্মপরাজয় ইহাই প্রথমবার নহে।

কথোপকথনে আমরা ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্রিজের নিকটবর্ত্তী হইলাম। আমি বলিলাম—"তোমাকে কি অ্যালিস্ বলিয়া ডাকিব, না মিস্ ক্লিফর্ড বলিব?"

মৃদু হাস্য করিয়া বালিকা বলিল—"আমি ত এখনও যথেষ্ট বড় হই নাই। আমাকে যাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকিতে পারেন। লোকে আমাকে ম্যাগি বলিয়া ডাকে।"

"তুমি কি বড় হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত?"

"হ্যাঁ।"

"কেন বল দেখি ?"

"বড় হইলে আমি কর্ম্ম করিয়া অধিক উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইব। আমার মা বৃদ্ধ হইয়াছেন।"

"তুমি যে কর্ম্ম কর, তাহা তোমার মনঃপূত ?"

"না। আমার কর্ম্ম বড় যন্ত্রের মত। আমি এমন কর্ম্ম করিতে চাহি যাহাতে আমার মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়। যেমন সেক্রেটারির কায।"

হাউসেস্ অব পার্লামেণ্টের নিকট পুলিসপ্রহরী পদচারণা করিতেছে। তাহা দক্ষিণে রাখিয়া, ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্রিজ পার হইয়া আমরা ল্যাম্বেথে গিয়া পড়িলাম। ইহা দরিদ্রের পল্লী। ম্যাগি বলিল—"আমি যদি কখনও সেক্রেটারি হইতে পারি, তবে মাকে এ পাড়া হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অন্যত্র লইয়া যাইব।"

ছোটলোকের ভীড় অতিক্রম করিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার প্রথম নামটি ছাড়াইয়া দ্বিতীয় নামটি তোমার ডাক-নাম হইল কেন ?"

ম্যাগি বলিল—"আমার মার প্রথম নামও অ্যালিস্, তাই আমার পিতা আমার দ্বিতীয় নামটিই সংক্ষিপ্ত করিয়া ডাকিতেন।"

"তোমার পিতা তোমাকে ম্যাগি বলিতেন, না ম্যাগ্‌সি বলিয়া ডাকিতেন ?"

"যখন আদর করিয়া ডাকিতেন, তখন ম্যাগ্‌সি বলিয়াই ডাকিতেন। আপনি কি করিয়া জানিলেন ?"

রহস্য করিয়া বলিলাম—"হাঁ হাঁ। আমরা ভারতবর্ষীয় কি না, আমাদের যাদুবিদ্যা ও ভূত ভবিষ্যৎ অনেক বিষয় জানা আছে।"

বালিকা বলিল—"তাহা আমি শুনিয়াছি।"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"বটে! কি শুনিয়াছ?"

"শুনিয়াছি ভারতবর্ষে অনেক লোক আছে যাহারা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। তাহাদিগকে ইয়োগী (Yogi) বলে। কিন্তু আপনি ত ইয়োগী নহেন।"

"কেমন করিয়া জানিলে ম্যাগি, আমি ইয়োগী নহি?"

"ইয়োগীগণ মাংস ভক্ষণ করে না।"

"তাই বুঝি তুমি প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি নিরামিষভোজী কি না?"

বালিকা উত্তর না দিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল।

ক্রমে আমরা একটি সঙ্কীর্ণ গৃহদ্বারের নিকট পৌঁছিলাম। পকেট হইতে ল্যাচ-কী বাহির করিয়া ম্যাগি দরজা খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিল—"আসুন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমি প্রবেশ করিলে ম্যাগি দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সিঁড়ির নিকট গিয়া একটু উচ্চস্বরে বলিল—"মা, তুমি কোথা?"

নিম্ন হইতে শব্দ আসিল—"আমি রান্নাঘরে রহিয়াছি বাছা—নামিয়া আইস।"

এখানে বলা আবশ্যক, লণ্ডনের রাজপথগুলি ভূমি হইতে উচ্চ হইয়া থাকে। রান্নাঘর প্রায়ই রাস্তার সমতলতা হইতে নিম্নে হয়।

মার স্বর শুনিয়া, আমার প্রতি চাহিয়া ম্যাগি বলিল,—"Do you mind?"

আমি বলিলাম,—"Not in the least. চল।

সিঁড়ি দিয়া বালিকার সঙ্গে আমি তাহাদের রান্নাঘরে নামিয়া গেলাম। দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ম্যাগি বলিল—"মা, একটি ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

বৃদ্ধা আগ্রহসহকারে বলিলেন—"কৈ তিনি ?"

আমি ম্যাগির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সস্মিত মুখে প্রবেশ করিলাম। বালিকা পরস্পর পরিচয় করাইয়া দিল—"ইনি মিষ্টার গুপ্ত। ইনি আমার মা।"

"How do you do ?"—বলিয়া আমি করপ্রসারণ করিয়া দিলাম।

মিসেস্ ক্লিফর্ড বলিলেন—"ক্ষমা করিবেন। আমার হাত ভাল নয়।" বলিয়া নিজহস্ত প্রসারণ করিয়া দেখাইলেন, তাহাতে ময়দা লাগিয়া রহিয়াছে। বলিলেন—"আজ শনিবার, তাই কেক্ প্রস্তুত করিতেছি। সন্ধ্যাবেলা লোক আসিয়া ইহা কিনিয়া লইয়া যাইবে, রাত্রে রাজপথে ইহা বিক্রয় হইবে। এইরূপ করিয়া কষ্টে আমরা জীবিকা-নির্ব্বাহ করি।"

দরিদ্রপল্লীতে শনিবার রাত্রিটা মহোৎসবের ব্যাপার। পথে পথে আলোকময় ঠেলা গাড়ীতে করিয়া অসংখ্য লোক পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। রাজপথে এই সন্ধ্যায় ভীড় সকল দিন অপেক্ষা অধিক। শনিবারেই দরিদ্রগণের একটু খরচপত্র করিবার দিন, কারণ সেই দিনই তাহারা সাপ্তাহিক বেতন পাইয়া থাকে।

ড্রেসারের * উপর ময়দা, চর্ব্বি, কিসমিস, ডিম্ব প্রভৃতি কেক্ প্রস্তুতের উপকরণগুলি সজ্জিত রহিয়াছে। টিনের আধারে সদ্য পক্ক কয়েকটি কেকও রহিয়াছে।

---

* রান্নাঘরের টেবিলের নাম ড্রেসার।—লেখক।

মিসেস্ ক্লিফর্ড বলিলেন—"গরীব মানুষের পাকশালায় বসা কি আপনার প্রীতিকর হইবে? আমার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। ম্যাগি, তুই ইঁহাকে বসিবার ঘরে লইয়া যা। আমি এখনি আসিতেছি।"

আমি বলিলাম—"না না। আমি এখানে বেশ বসিতে পারিব। আপনি বেশ কেক্ তৈয়ারি করিতেছেন ত।"

মিসেস্ ক্লিফর্ড সস্মিতভাবে আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

ম্যাগি বলিল—"মা বেশ টফি তৈয়ারি করেন। খাইয়া দেখিবেন?"

আমি আহ্লাদের সহিত সম্মতি জানাইলাম। ম্যাগি একটা কবার্ড খুলিয়া একটি টিনের কৌটাপূর্ণ টফি আনিয়া হাজির করিল। আমি কয়েকটি খাইয়া সুখ্যাতি করিতে লাগিলাম।

কেক্ তৈয়ারি করিতে করিতে মিসেস্ ক্লিফর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভারতবর্ষ কিরূপ দেশ মহাশয়?"

"সুন্দর দেশ।"

"বাস করিবার পক্ষে নিরাপদ কি?"

"নিরাপদ বৈ কি। তবে এদেশের মত ঠাণ্ডা নহে, কিছু গরম দেশ।"

"সেখানে নাকি সর্প ও ব্যাঘ্র অত্যন্ত অধিক? তাহারা মানুষকে বিনাশ করে না?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"ও সব কথা বিশ্বাস করিবেন না। সর্প ও ব্যাঘ্র জঙ্গলে থাকে, তাহারা লোকালয়ে থাকে না। দৈবাৎ লোকালয়ে আসিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।"

"আর জ্বর?"

"জ্বর ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও একটু বেশী বটে—সর্ব্বত্র নহে—এবং সব সময়েও নহে।"

"আমার পুত্র পঞ্জাবে আছে। সে সৈনিক পুরুষ। পঞ্জাব কেমন স্থান মহাশয়?"

"পঞ্জাব উত্তম স্থান। সেখানে জ্বর কম। স্বাস্থ্য খুব ভাল।"

মিসেস্ ক্লিফর্ড বলিলেন—"আমি শুনিয়া সুখী হইলাম।"

তাঁহার কেক্ তৈয়ারি শেষ হইল। কন্যাকে বলিলেন—"ম্যাগি, তুই মিষ্টার গুপ্তকে উপরে লইয়া যা। আমি হাত ধুইয়া চা প্রস্তুত করিয়া আনিতেছি।"

ম্যাগি অগ্রে অগ্রে, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহাদের বসিবার ঘরটিতে প্রবেশ করিলাম। আসবাবপত্র অতি সামান্য এবং স্বল্পমূল্য। মেঝের উপর কার্পেটখানি বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে ছিন্ন। কিন্তু সমস্তই অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

ম্যাগি কক্ষে আসিয়া পর্দ্দাগুলি সরাইয়া জানালাগুলি খুলিয়া দিল। একটি কাচে আবৃত পুস্তকের কেস্ ছিল, আমি দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিসেস্ ক্লিফর্ড চায়ের ট্রে হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে রন্ধনশালার সমস্ত চিহ্ন অন্তর্হিত। চা পান করিতে করিতে আমি ভারতবর্ষের গল্প করিতে লাগিলাম।

মিসেস ক্লিফর্ড তাঁহার পুত্রের একখানি ফোটোগ্রাফ্ দেখাইলেন। ইহা ভারতবর্ষ-যাত্রার পূর্ব্বে তোলা হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রের নাম ফ্রান্সিস্ অথবা ফ্র্যাঙ্ক। ম্যাগি একখানি ছবির বহি বাহির করিল। তাহার জন্মদিন উপলক্ষে তাহার দাদা এখানি পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে সিমলা-শৈলের অনেকগুলি অট্টালিকা এবং স্বাভাবিক দৃশ্যের ছবি রহিয়াছে। ভিতরের পৃষ্ঠায় লেখা রহিয়াছে—"To Maggie on her birthday, from her loving brother Frank."

মিসেস্ ক্লিফর্ড বলিলেন—"ম্যাগি, সেই আংটিটা মিষ্টার গুপ্তকে দেখা না।"

আমি বলিলাম—"তোমার দাদা পাঠাইয়াছেন নাকি? কৈ ম্যাগি, কি রকম আংটি দেখি?"

ম্যাগি বলিল—"সে একটি যাদুযুক্ত অঙ্গুরীয়। একজন ইয়োগী সেটি ফ্র্যাঙ্ককে দিয়াছিল।" বলিয়া আংটি বাহির করিয়া দিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি ইহা হইতে ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন?"

Crystal gazing নামক একটা ব্যাপারের কথা অনেক দিন হইতে শুনিয়াছিলাম। দেখিলাম আংটিতে একটি স্ফটিক বসান রহিয়াছে। হাতে করিয়া সেটি দেখিতে লাগিলাম।

মিসেস্ ক্লিফর্ড বলিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক ওটি পাঠাইবার সময় লিখিয়াছিল, সংযত মনে ঐ স্ফটিকের পানে চাহিয়া দূরবর্ত্তী যে কোনও মানুষের বিষয়ে চিন্তা করিবে, তাহার সমস্ত কার্য্যকলাপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইয়োগী ফ্র্যাঙ্ককে এই কথা বলিয়াছিল। বহুদিন ফ্র্যাঙ্কের কোনও সংবাদ না পাইয়া আমি ও ম্যাগি অনেকবার উহার প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। আপনি একবার দেখুন না। আপনি হিন্দু, আপনি সফল হইতে পারেন।"

দেখিলাম কুসংস্কার শুধু ভারতবর্ষেই আবদ্ধ নহে। অথচ ইহা যে কিছুই নয়, একটা পিতলের আংটি এবং একটুকরা সাধারণ কাচমাত্র, তাহাও এই জননী ভগ্নীকে বলিতে মন সরিল না। তাহারা মনে করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের ফ্র্যাঙ্ক সেই বহুদূর স্বপ্নবৎ ভারতবর্ষ হইতে একটি অভিনব অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্য তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছে,—সে বিশ্বাসটুকু ভাঙ্গিয়া দিই কি প্রকারে?

মিসেস্ ক্লিফর্ড ও ম্যাগির আগ্রহাতিশয় দর্শনে অঙ্গুরীয়টি হাতে লইয়া স্ফটিকের প্রতি অনেকক্ষণ দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রহিলাম। অবশেষে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলাম—"কৈ, আমি ত কিছু দেখিলাম না।"

মাতা, কন্যা, উভয়েই একটু দুঃখিত হইল। বিষয়ান্তরের প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য বলিলাম—"ঐ যে একটি বেহালা রহিয়াছে দেখিতেছি, ওটি তোমার বুঝি ম্যাগি ?"

মিসেস্ ক্লিফর্ড বলিলেন—"হাঁ। ম্যাগি বেশ বাজাইতে পারে। একটা কিছু বাজাইয়া শুনাইয়া দেনা ম্যাগি।"

ম্যাগি তাহার মাতার প্রতি রোষকটাক্ষ করিয়া বলিল—"Oh, Mother !"

আমি বলিলাম—"ম্যাগি, একটা বাজাও না। আমি বেহালা শুনিতে বড় ভালবাসি। দেশে আমার একটি বোন্ আছে, সেও তোমারই মত এত বড় হইবে, সে আমায় বেহালা বাজাইয়া শুনাইত।"

ম্যাগি বলিল,—"আমি যেরূপ বাজাই, তাহা মোটেই শুনিবার উপযুক্ত নহে।"

আমার পীড়াপীড়িতে শেষে ম্যাগি বাজাইতে স্বীকৃত হইল। বলিল—"আমার ভাণ্ডারে অধিক কিছুই নাই। কি শুনিবেন ?"

"আমিই ফরমাস করিব ? আচ্ছা তাহা হইলে তোমার Music-case লইয়া এস—কি কি আছে দেখি।"

ম্যাগি একটি কালো চামড়ায় নির্ম্মিত পুরাতন মিউজিক-কেস্ বাহির করিল। খুলিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে অধিকাংশ স্বরলিপিই অকিঞ্চিৎকর, যথা, "Goodbye Dolly Grey," "Honeysuckle and the Bee" প্রভৃতি। কয়েকটি রহিয়াছে যাহা যথার্থ ই ভাল জিনিষ, যদিও ফ্যাশান হিসাবে বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে—যথা, "Annie

Laurie," "Robin Adair," "The Last Rose of Summer" ইত্যাদি। দেখিলাম কয়েকটি স্কচ গানও রহিয়াছে। আমি স্কচ গানের বড়ই পক্ষপাতী। তাই "Blue-bells of Scotland" নামক স্বরলিপিটি বাছিয়া আমি ম্যাগির হস্তে দিলাম।

ম্যাগি বেহালায় বাজাইতে লাগিল, আমি মনে মনে সুর করিয়া গানটি গাহিলাম—

"Oh where—and oh where—is my
Highland laddie gone."

বাজান শেষ হইলে ম্যাগিকে ধন্যবাদ দিয়া আমি অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলাম। মিসেস্ ক্লিফর্ড বলিলেন—"ম্যাগি কখনও উপযুক্ত শিক্ষা পাইবার সুযোগ পায় নাই। যাহা শিখিয়াছে, তাহা নিজের যত্নে শিখিয়াছে মাত্র। যদি কখনও আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় তবে উহাকে lessons লওয়াইবার বন্দোবস্ত করিব।"

কথাবার্ত্তা শেষ হইলে বলিলাম—"ম্যাগি, আর কিছু বাজাও না।"

এখন ম্যাগির সঙ্কোচ তিরোহিত হইয়াছে; বলিল—"কি বাজাইব নির্দ্দেশ করুন।"

আমি তাহার স্বরলিপিগুলির মধ্যে খুঁজিতে লাগিলাম। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল গান সৌখিন সমাজে আদৃত, তাহার কোনটিই দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম, সে সকল গানের প্রতিধ্বনি এখনও এ দরিদ্র-পল্লীতে প্রবেশ করে নাই।

খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ একটি যথার্থ উচ্চশ্রেণীর স্বরলিপি হাতে পাইলাম। এটি Gounod কর্ত্তৃক বিরচিত Faust নামক Opera হইতে Flower song. গান হাতে তুলিয়া অনুরোধ করিলাম—"এইটি বাজাও।"

ম্যাগি বাজাইল। শেষ হইলে, আমি কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়ে মৌন হইয়া রহিলাম। Culture নামক জিনিষটা ইউরোপীয় সমাজের কত নিম্নস্তর অবধি প্রবেশ করিয়াছে, ইহাই আমার বিস্ময়ের বিষয়। ম্যাগি এই কঠিন স্বরলিপিটিও সুন্দর বাজাইল—অথচ সে একটি নিম্নশ্রেণীর বালিকা-মাত্র। ভাবিলাম, কলিকাতার কোনও দিগ্‌গজ ব্যারিষ্টার বা প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ানের এই বয়সের কন্যা, গুনোর ফাউষ্ট হইতে একটি সঙ্গীত যদি এমন সুন্দরভাবে বাজাইতে পারিত, তবে সমাজে ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইত।

ম্যাগিকে ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এটিও কি তুমি নিজে শিখিয়াছ?"

"না। এটি আমি নিজে নিজে শিখিতে পারি নাই। আমাদের গির্জ্জার মিনিষ্টারের কন্যার নিকট আমি এটি শিখিয়াছি। আপনি কখনও এ অপেরা শুনিয়াছেন?"

আমি বলিলাম—"না। আমি অপেরায় কখনও ফাউষ্ট শুনি নাই। তবে গইটের ফাউষ্টের ইংরাজি অনুবাদ লাইসীয়মে অভিনয় দেখিয়াছি বটে।"

"লাইসীয়মে? যেখানে আর্ভিং অভিনয় করেন?"

"হাঁ। তুমি কখনও আর্ভিংএর অভিনয় দেখিয়াছ?"

ম্যাগি দুঃখিতভাবে বলিল—"না, আমি কোন ওয়েষ্ট এণ্ড থিয়েটরে কখনও যাই নাই। আর্ভিংকে কখনও দেখি নাই। ছবির দোকানের জানালায় তাঁহার ফোটোগ্রাফ্ দেখিয়াছি মাত্র।"

"এখন আর্ভিং লাইসীয়মে Merchant of Venice অভিনয় করিতেছেন। মিসেস্ ক্লিফর্ড আর তুমি যদি একদিন এস, তবে আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তোমাদিগকে লইয়া যাই।"

মিসেস্‌ ক্লিফর্ড ধন্যবাদের সহিত সম্মতি জানাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি সান্ধ্য-অভিনয় দেখিতে ইচ্ছা করেন, না অপরাহ্নের অভিনয়?"

এখানে লণ্ডনের থিয়েটর সম্বন্ধে একটু টীকা আবশ্যক। কলিকাতার থিয়েটরের মত, আজ অমুক নাটকের অভিনয়ে "হৈ হৈ শব্দ রৈ রৈ কাণ্ড,"—কাল নাটকান্তরে "হাসির হর্‌রা, গানের গর্‌রা, আমোদের ফোয়ারা" উপস্থিত হয় না। প্রথমতঃ, সেখানে থিয়েটরে প্রতি রাত্রেই অভিনয় হইয়া থাকে (রবিবার ছাড়া)। ইহা ব্যতীত কোনও থিয়েটরে শনিবারে, কোনটাতে বা বুধবারে, কোনটাতে বা শনি ও বুধ উভয় বারেই "ম্যাটিনে" অর্থাৎ অপরাহ্ন-অভিনয়ও হইয়া থাকে। একটি নাটক কোনও থিয়েটরে আরম্ভ হইলে, প্রতিদিন তাহারই অভিনয় হয়। যতদিন অবধি দর্শকের অভাব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এইরূপ চলে। এইরূপে কোনও নাটক দুই মাস বা ছয় মাস—বা লোকপ্রিয় Musical comedy হইলে, এমন কি দুই বা তিন বৎসর অবধি অবিচ্ছেদে অভিনীত হইতে থাকে।

মিসেস্‌ ক্লিফর্ড বলিলেন—"আমার শরীর ভাল নহে। অপরাহ্ন-অভিনয়ই সুবিধা। এক শনিবারে, ম্যাগির ছুটির পর একত্র যাওয়া যাইতে পারে।"

আমি বলিলাম—"উত্তম। সোমবার দিন গিয়া, সামনের যে শনি-বারের জন্য পাই, সেই শনিবারের টিকিট কিনিয়া রাখিয়া আপনাকে তারিখ জানাইব।"

ম্যাগি বলিল—"কিন্তু মিষ্টার গুপ্ত, আপনি যেন অধিক মূল্যের টিকিট কিনিবেন না। তাহা যদি কেনেন তবে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইব।"

আমি বলিলাম—"না, অধিক মূল্যের টিকিট কিনিব কেন? আপার সার্কেলের টিকিট কিনিব এখন। আমি ত আর একজন ভারতবর্ষীয় রাজা নহি।—ভাল কথা, তুমি Merchant of Venice পড়িয়াছ?"

"মূল নাটক পড়ি নাই। স্কুলে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে Lamb's Tales হইতে গল্পাংশ কতকটা উদ্ধৃত ছিল। তাহাই পড়িয়াছি।"

"আচ্ছা, আমি তোমায় মূল নাটক একখানি পাঠাইয়া দিব। বেশ করিয়া পড়িয়া রাখিও। তাহা হইলে অভিনয় বুঝিবার সুবিধা হইবে।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। আমি ইহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সোমবার দিন বেলা দশটার সময় লাইসীয়মের বক্স-অফিসে গিয়া কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আগামী শনিবার অপরাহ্ন-অভিনয়ের জন্য আমাকে তিনখানা আপার সার্কেলের টিকিট দিতে পারেন?"

কর্ম্মচারী বলিল—"না মহাশয়, এখন সামনের দুই শনিবার দিতে পারি না। সমস্ত আসন বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।"

"তৃতীয় শনিবার?"

"সেদিন দিতে পারি।"—বলিয়া সে ব্যক্তি সেই তারিখ অঙ্কিত একটি প্ল্যান বাহির করিল। দেখিলাম সে তারিখেও আপার সার্কেলের অনেক আসন বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সেই সেই আসনের নম্বরগুলি নীল পেন্সিল দিয়া কাটা রহিয়াছে।

প্ল্যানখানি হাতে লইয়া, খালি আসনগুলি হইতে বাছিয়া পরস্পর সংলগ্ন তিনটি আসন পছন্দ করিয়া, তাহার নম্বর কর্ম্মচারীকে বলিয়া দিলাম। সেই নম্বরযুক্ত তিনখানি টিকিট ক্রয় করিয়া বার শিলিং মূল্য দিয়া চলিয়া আসিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে আরও কয়েকবার ম্যাগির সহিত গিয়া তাহার মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি। মধ্যে ম্যাগিকে একদিন জু-গার্ডেনে লইয়া গিয়াছিলাম। সেখানে Indian Rajah নামক হস্তীর পৃষ্ঠে অন্যান্য বালকবালিকার সহিত ম্যাগিও আরোহণ করিয়াছিল। হাতী চড়িয়া তাহার খুসীর আর সীমা নাই।

এখনও পর্য্যন্ত কিন্তু তাহার ভ্রাতার কোনও সংবাদ আসে নাই। একদিন মিসেস্ ক্লিফর্ডের অনুরোধক্রমে ইণ্ডিয়া আফিসে গিয়া সংবাদ লইলাম। শুনিলাম যে রেজিমেণ্টে ফ্র্যাঙ্ক আছে,—তাহা এখন সীমান্ত-সমরে নিযুক্ত। এই কথা শুনিয়া অবধি মিসেস্ ক্লিফর্ড অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন।

একদিন প্রভাতে ম্যাগির নিকট হইতে একখানি পোষ্টকার্ড পাইলাম। সে লিখিয়াছে—

প্রিয় মিষ্টার গুপ্ত,

আমার মা অত্যন্ত পীড়িত। আমি আজ এক সপ্তাহ কাল কর্ম্মস্থানে যাইতে পারি নাই। আপনি যদি একবার দয়া করিয়া আসেন তবে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইব। ম্যাগি।

আমি যে পরিবারে বাস করিতাম, তাঁহাদিগের নিকট পূর্ব্বেই ম্যাগি ও তাহার জননী সম্বন্ধে গল্প করিয়াছিলাম। আজ প্রাতরাশের সময় টেবিলে এই সংবাদ উল্লেখ করিলাম।

গৃহিণী আমাকে বলিলেন—"তুমি যখন যাইবে, সঙ্গে কিছু অর্থ লইয়া যাইও। মেয়েটি এক সপ্তাহ কর্ম্ম করে নাই, বেতনও পায় নাই। তাহারা বোধ হয় অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছে।"

প্রাতরাশের পর, আমি কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া ল্যাম্বেথ যাত্রা করিলাম। তাহাদের বাড়ীতে পৌছিয়া দরজায় ঘা দিলাম। ম্যাগি আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

তাহার চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। চক্ষু কোটরগত। আমাকে দেখিয়াই বলিল—"Oh, thank you Mr. Gupta. It is so kind—"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ম্যাগি, তোমার মা কেমন আছেন?"

ম্যাগি বলিল—"মা এখন নিদ্রিত। তিনি অত্যন্ত পীড়িত। ডাক্তার বলিয়াছে, ফ্র্যাঙ্কের সংবাদ না পাইয়া, দুশ্চিন্তায় পীড়া এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হয় ত তিনি বাঁচিবেন না।"

আমি ম্যাগিকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম। নিজের রুমাল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলাম।

ম্যাগি একটু সুস্থ হইয়া বলিল—"আপনার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

আমি বলিলাম—"কি ম্যাগি?"

"বসিবার ঘরে আসুন, বলিব।"

পাছে আমাদের পদশব্দে পীড়িতা বৃদ্ধা জাগরিত হন, তাই আমরা সাবধানে বসিবার কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলাম। মাঝখানে দাঁড়াইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি ম্যাগি?"

ম্যাগি আমার মুখের পানে আকুল নেত্রে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল। আমি প্রতীক্ষা করিলাম। শেষে ম্যাগি কিছু না বলিয়া, দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া, নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

আমি বড় বিপদে পড়িলাম। এ বালিকাকে আমি কি বলিয়া সান্ত্বনা দিই?—ইহার ভ্রাতা সীমান্ত-সমরে, জীবিত কি মৃত তাহা ভগবানই

জানেন। পৃথিবীতে একমাত্র সম্বল মাতা। সে মাতা চলিয়া গেলে ইহার দশা কি হইবে? এই যৌবনোন্মুখী বালিকা এই লণ্ডনে দাঁড়াইবে কোথা?

আমি জোর করিয়া ম্যাগির মুখ হইতে তাহার হস্তাবরণ খুলিয়া দিলাম। বলিলাম—"ম্যাগি, কি বলিবে বল। আমার দ্বারায় যদি তোমাদের কিছুমাত্র উপকার হয়, তাহা করিতে আমি পরাঙ্মুখ হইব না।"

ম্যাগি বলিল—"মিষ্টার গুপ্ত—আমি যাহা প্রস্তাব করিব, তাহা শুনিয়া আপনি কি ভাবিবেন জানি না। তাহা যদি অত্যন্ত গর্হিত হয়,—তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

"কি? কি প্রস্তাব?"

"গত কল্য সারাদিন মা খালি বলিয়াছেন, মিষ্টার গুপ্ত আসিয়া যদি সেই স্ফটিকের প্রতি কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি করেন, তবে হয় ত ফ্র্যাঙ্কের কোনও সংবাদ বলিতে পারেন। তিনি ত হিন্দু বটেন। আমি তাই আপনাকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম।"

"তুমি যদি ইচ্ছা কর, সে অঙ্গুরীয় লইয়া এস,—আমি অবশ্যই পুনর্ব্বার চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

ম্যাগি আকুল স্বরে বলিল—"কিন্তু এবারেও যদি নিষ্ফল হয়?"

আমি ম্যাগির মনের ভাব বুঝিলাম, বুঝিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

ম্যাগি বলিল—"মিষ্টার গুপ্ত, আমি পুস্তকে পড়িয়াছি, হিন্দুজাতি অত্যন্ত সত্যপরায়ণ। আপনি যদি স্ফটিক অবলোকন করিবার পর মাকে কেবলমাত্র বলেন,—ফ্র্যাঙ্ক ভাল আছে, জীবিত আছে—তাহা হইলে কি নিতান্ত মিথ্যা হইবে? বড় অন্যায় হইবে?"

এই কথা বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতে লাগিল।

আমি কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, আমি

পুণ্যাত্মা নহি—এ জীবনে আমি অনেক পাপ করিয়াছি। আজ এই পাপটিও করিব। এইটিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা লঘু পাপ হইবে।

প্রকাশ্যে বলিলাম—"ম্যাগি, তুমি চুপ কর। কাঁদিও না। কৈ সে অঙ্গুরীয়, দাও একবার ভাল করিয়া দেখি। কিছু যদি না দেখিতে পাই, তবে তুমি যেরূপ বলিতেছ সেইরূপই করিব। তাহা যদি অন্যায় হয়, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

ম্যাগি আমাকে অঙ্গুরীয় আনিয়া দিল। আমি সেটি হাতে লইয়া তাহাকে বলিলাম,—"যাও তুমি দেখ তোমার মা জাগিয়াছেন কি না।"

প্রায় পনেরো মিনিট পরে ম্যাগি ফিরিয়া আসিল। বলিল—"মা জাগিয়াছেন। আপনার আগমন সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছি।"

"আমি এখন গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পারি ?"

"আসুন।"

বৃদ্ধার রোগশয্যার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার হস্তে তখনও সেই অঙ্গুরীয়। তাঁহাকে সুপ্রভাত জানাইয়া বলিলাম—"মিসেস্ ক্লিফর্ড, আপনার পুত্র ভাল আছেন, জীবিত আছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধা তাঁহার উপাধান হইতে মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিলেন। বলিলেন—"আপনি স্ফটিকে ইহা দেখিলেন কি ?"

আমি অসঙ্কোচে বলিলাম—"হাঁ মিসেস্ ক্লিফর্ড। আমি স্ফটিকেই ইহা দেখিলাম।"

বৃদ্ধার মস্তক আবার উপাধানের সহিত মিলিত হইল। তাঁহার চক্ষু-যুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি শুধু অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন—"God bless you—God bless you."

* * * *

মিসেস্ ক্লিফর্ড সে যাত্রা আরোগ্যলাভ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমার দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় ঘনাইয়া আসিল। একবার ইচ্ছা হইল ল্যাম্বেথে গিয়া ম্যাগি ও তাহার জননীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া আসি। কিন্তু সে পরিবার এখন শোকসন্তপ্ত। সীমান্ত-যুদ্ধে ফ্র্যাঙ্ক নিহত হইয়াছে। মাসখানেক হইল কালো বর্ডার দেওয়া চিঠিতে ম্যাগিই এ সংবাদ আমাকে লিখিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখিলাম, যে সময় আমি মিসেস্ ক্লিফর্ডকে বলিয়াছিলাম তাঁহার পুত্র ভাল আছে—জীবিত আছে, তাহার পূর্ব্বেই ফ্র্যাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছে। এই সকল কারণে মিসেস্ ক্লিফর্ডের নিকট আমার আর মুখ দেখাইতে লজ্জা করিতে লাগিল। তাই আমি একখানি পত্র লিখিয়া ম্যাগি ও তাহার মাতার নিকট বিদায় বার্ত্তা জানাইলাম।

ক্রমে লণ্ডনে আমার শেষ রজনী প্রভাত হইল। আমি অন্য দেশ-যাত্রা করিব। পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে প্রাতরাশে বসিয়াছি,—এমন সময় বহির্দ্বারে শব্দ উত্থিত হইল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দাসী আসিয়া বলিল—"Please Mr. Gupta,—মিস্ ক্লিফর্ড আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

আমার প্রাতরাশ তখনও শেষ হয় নাই। বুঝিলাম ম্যাগি আমার নিকট বিদায়গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। পাছে তাহার কর্ম্মস্থানে যাইতে বিলম্ব হইয়া যায়, তাই আমি তখনি গৃহকর্ত্রীর অনুমতি লইয়া টেবিল ছাড়িয়া উঠিলাম। হলে গিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া ম্যাগি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

নিকটেই পারিবারিক লাইব্রেরির কক্ষ ছিল, তাহার মধ্যে ম্যাগিকে লইয়া গিয়া বসাইলাম।

ম্যাগি বলিল—"আপনি আজ চলিলেন ?"

"হাঁ ম্যাগি, আজই আমার যাত্রা করিবার দিন।"

"দেশে পৌঁছিতে আপনার কয়দিন লাগিবে ?"

"দুই সপ্তাহের কিঞ্চিৎ অধিক লাগিবে।"

"কোন্ স্থানে আপনি থাকিবেন ?"

"আমি পঞ্জাব সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়াছি—কোন্ স্থানে আমাকে থাকিতে হইবে, সেখানে না পৌঁছিলে জানা যাইবে না।"

"সেখান হইতে সীমান্ত কি অধিক দূর ?"

"না অধিক দূর নহে।"

"দেরা-গাজীখাঁর নিকট ফোর্ট মন্‌রোতে ফ্র্যাঙ্কের সমাধি আছে।"—কথাগুলি বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষু দুইটি ছল ছল করিল।

বলিলাম—"আমি যখন ওদিকে যাইব, তখন অবশ্যই তোমার ভ্রাতার সমাধি দর্শন করিয়া তোমায় পত্র লিখিব।"

ম্যাগি বলিল—"কিন্তু আপনার কষ্ট ও অসুবিধা হইবে না ?"

"কি কষ্ট ? কি অসুবিধা ? আমি যেখানে থাকিব, সেখান হইতে দেরা-গাজীখাঁ ত অধিক দূর হইবে না। আমি নিশ্চয় একবার সুবিধা মত গিয়া, তোমায় পরে সব জানাইব।"

ম্যাগির মুখখানি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে আমাকে ধন্যবাদ দিল,—তাহার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়। নিজের পকেট হইতে একটি শিলিং বাহির করিয়া আমার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—"আপনি যখন যাইবেন, তখন অনুগ্রহ করিয়া এক শিলিং দিয়া কিছু ফুল ক্রয় করিয়া আমার ভ্রাতার সমাধির উপর সাজাইয়া আসিবেন।"

ভাবের আবেগে আমি চক্ষু নত করিয়া রহিলাম।

ভাবিলাম, বালিকার এই বহুকষ্টার্জ্জিত শিলিংটি ফিরাইয়া দিই।

বলি, আমাদের দেশে ফুল যেখানে-সেখানে অজস্র পরিমাণে পাওয়া যায়, পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না।

কিন্তু আবার ভাবিলাম। এই যে ত্যাগের সুখটুকু, ইহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করি কেন? এই যে বহুশ্রমলব্ধ শিলিংটি ইহার দ্বারায় বালিকা যেটুকু সুখ স্বচ্ছন্দতা ক্রয় করিতে পারিত, প্রেমের নামে সে তাহা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সে ত্যাগের সুখটুকু মহামূল্য—সে সুখটুকু লাভ করিলে উহার বিরহতপ্ত হৃদয় কিয়ৎ পরিমাণে শীতল হইবে। তাহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করিয়া কি ফল হইবে? এই ভাবিয়া আমি সেই শিলিংটি উঠাইয়া লইলাম।

বলিলাম—"ম্যাগি, আমি এই শিলিং দিয়া ফুল কিনিয়া তোমার ভ্রাতার সমাধির উপর সাজাইয়া দিব।"

ম্যাগি উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"আমি আর আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব? আমার কর্ম্মস্থানে যাইবার বেলা হইল। Good bye;—পত্রাদি যেন পাই।"

আমি উঠিয়া ম্যাগির হস্তখানি নিজ হস্তে লইলাম। বলিলাম—"Good bye Maggie—Heaven bless you";—বলিয়া তাহার হাতখানি স্বীয় ওষ্ঠের নিকট তুলিয়া তাহাতে একটি চুম্বন করিলাম।

ম্যাগি চলিয়া গেল।

চক্ষের দুই ফোঁটা জল রুমালে মুছিয়া, বাক্স-তোরঙ্গ গোছাইতে উপরে উঠিয়া গেলাম।

পুনর্মূষিক

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মকাল। বারীন্দ্রনাথের সান্ধ্যভোজন শেষ হইয়া গিয়াছে—আটটা বাজিয়াছে—কিন্তু এখনও লণ্ডনে সুস্পষ্ট দিবালোক। জুন মাসে রাত্রি নয়টার পূর্ব্বে অন্ধকার হয় না।

বারীন্দ্রনাথ বেজ্‌ওয়াটারে থাকিত, আইন পড়িত—অন্ততঃ আইন পড়িবার জন্যই তাহার খুড়ামহাশয় তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। সে দুই বৎসর আসিয়াছে,—কিন্তু এখনও কোনও পুস্তকাদি ক্রয় করিবার কিম্বা আইনের বক্তৃতা শুনিবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। সম্প্রতি সে একটি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এবার দেশ হইতে টাকা আসিলেই সে দুই একখানি আইনের বহি ক্রয় করিবে এবং গ্রীষ্মের বন্ধের পর টার্ম আরম্ভ হইলেই রীতিমত লেক্‌চার শুনিতে যাইবে। অধিক কি, সে আজ দুই সপ্তাহ কোনও থিয়েটরে যায় নাই এবং গত রবিবার মিস্ ম্যানিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে।

ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া টেবিল পরিষ্কার করিতে লাগিল। সিগারেট মুখে বারীন্দ্র বলিল—

"মিসেস্ ব্রাউন।"

"কি মহাশয়?"

"আমাকে দশ শিলিং ধার দিতে পার?"

এপ্রন্-বস্ত্রে হাত মুছিতে মুছিতে মিসেস্ ব্রাউন বলিল—"দশ শিলিং? মিষ্টার চাটার্জ্জি, আমি বড় দুঃখিত হইলাম। আমার কাছে ত

নাই। তিন সপ্তাহ আপনার বিল বাকী পড়িয়া গিয়াছে—সেইজন্য আমাকে অনেক কষ্টে চালাইতে হইতেছে। দুধওয়ালা দাম লইতে আসিয়াছিল, তিনবার ফিরাইয়া দিয়াছি। মাংসবিক্রেতাকে—”

বারীন্দ্র বাধা দিয়া বলিল—“মিসেস্ ব্রাউন!”

“মহাশয়?”

“ও সব আমাকে বলিয়া কোন ফল আছে কি? দেখ, আগামী সপ্তাহে দেশ হইতে আমার টাকা আসিবে। কুড়ি পাউণ্ড আসিবে, এক আধ টাকা নয়। তোমার বিশ্বাস না হয়, এই দেখ আমার বাড়ীর চিঠি।”

বলিয়া, পকেট হইতে একখানা বাঙ্গলা চিঠি বাহির করিয়া বারীন্দ্র সগর্ব্বে মিসেস্ ব্রাউনের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তাহার পর মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

মিসেস্ ব্রাউন পত্রখানা লইয়া, আলোকের নিকট ধরিয়া, উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া দুই মিনিট কাল নিরীক্ষণ করিল। শেষে বলিল—“এ কোন্ ভাষা মহাশয়?”

“কোন্ ভাষা কি? বাঙ্গলা—বাঙ্গলা—পড়িতে পারিতেছ না?”

“বাঙ্গলা? Dear me!—তা, আমি কি বাঙ্গলা জানি মহাশয়?”

“বাঙ্গলা জান না?”

“না মিষ্টার চাটার্জ্জি।”

“I see—আমি মনে করিতাম তুমি বাঙ্গলা জান বুঝি। আচ্ছা, সেই স্থানটা তোমায় অনুবাদ করিয়া শুনাইতেছি।”

বলিয়া, বারীন্দ্র উঠিয়া ল্যাণ্ডলেডির নিকট গেল। পত্রখানি হাতে লইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া বলিল—

"এই দেখ,—এই লেখা রহিয়াছে—'এখানে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। বরফের সের একটাকা করিয়া।'—দেখিতেছ ত?"

মিসেস্ ব্রাউন সংশয়ের সহিত বলিল—"দেখিতেছি বটে।"

বারীন্দ্র বলিল—"ইহার অনুবাদ—I am sending you twenty pounds next week—দেখ, এখন বিশ্বাস হইল ত? যাও, তোমার কাছে না থাকে, তোমার স্বামীর নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়া দাও। আগামী সপ্তাহে দিব্য একখানি ভারি গোছের চেক পাইবে।"

মিসেস্ ব্রাউন কিঞ্চিৎ চিন্তা করিল। শেষে বলিল—"এখনি চাই, কি? কাল সকালে দিলে হইবে না?"

বারীন্দ্র প্রবলভাবে মস্তক নাড়িয়া বলিল—"The idea! দেখ আজ রাত্রি নয়টার সময় মিস্ ম্যানিংয়ের Soireeতে আমার নিমন্ত্রণ আছে। আমি কি সান্ধ্যবেশ পরিয়া, সাধারণ লোকের মত অম্‌নিবসে আরোহণ করিয়া যাইব? আমার ক্যাব্ চাই।"

"কোথায় যাইবেন বলিলেন মহাশয়?"

"মিস্ ম্যানিংয়ের Soireeতে। 'Soiree' কাহাকে বলে জান?"

"কখনও শুনি নাই ত।"

"ইভনিংপার্টি শুনিয়াছ? সেই তাই। ফরাসী ভাষায় 'সোয়ারি' বলে।"

সবিস্ময়ে মিসেস্ ব্রাউন বলিল—"Dear me!"

"যাও যাও যাও। আমি ততক্ষণ সান্ধ্যবেশ পরিধান করিয়া আসি।"

"আচ্ছা যাই।"

"আর, আমার এই বসিবার ঘরে খানকতক বিস্কুট আর একটু হুইস্কি রাখিয়া দিও। সেখানে সুন্দরী মহিলাগণের সহিত প্রেমালাপ

করিয়া আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া আসিব। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইবে। বুঝিলে?"

"আচ্ছা, রাখিয়া দিব এখন।"

মিসেস্ ব্রাউন অন্তর্হিত হইয়া গেল। বারীন্দ্রও গুণ গুণ স্বরে গান করিতে করিতে সান্ধ্যবেশ পরিধান করিবার জন্য নিজ শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি নয়টার পর, বারীন্দ্রনাথের ক্যাব্ আসিয়া ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিট্যুটের সম্মুখে দাঁড়াইল।

ইহা একটি প্রকাণ্ড বৃহৎ অট্টালিকা। ইহার বহু বিভাগ আছে, অনেক হল আছে। "জাহাঙ্গীর হলে" মিস্ ম্যানিংয়ের সান্ধ্যমিলন-সভা সমবেত। মিস্ ম্যানিং মাঝে মাঝে এইরূপ মিলন-সভা আহ্বান করিয়া থাকেন। লণ্ডন-প্রবাসী সকল ভারতবর্ষীয়গণেরই নিমন্ত্রণ হয়। বহু-সংখ্যক ভারতহিতৈষী তদ্দেশবাসী পুরুষ ও মহিলারও নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। কিছু আমোদ প্রমোদেরও বন্দোবস্ত থাকে। এই সভার উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষীয়গণের সহিত তথাকার বিশিষ্ট সমাজের পরিচয় সাধন করিয়া দেওয়া।

ক্যাব্ হইতে অবতরণ করিয়া বারীন্দ্রনাথ উপরে উঠিয়া গেল। সিঁড়ি হইতেই আলোকের উচ্ছ্বাস তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। নর-নারীর মৃদু-আলাপের গুঞ্জনধ্বনিও তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ভিতরে গিয়া দেখিল, সেই সুপ্রশস্ত হল বহুজনাকীর্ণ। মহিলাগণের পরিচ্ছদের পারিপাট্য নয়নলোভনীয়। দেখিল, একস্থানে একজন ভারতবর্ষীয়

মহারাজা, প্রাচ্যবেশে সুসজ্জিত হইয়া কয়েকটি পুরুষ ও মহিলার সহিত সদালাপ করিতেছেন। অন্যত্র, ভারতবর্ষের একজন অবসরপ্রাপ্ত লেফ-টেনেণ্ট গভর্ণর, একটি পার্শী ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত হাস্যালাপে নিযুক্ত। অধিকাংশ লোকেই দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন—ইতস্ততঃ পদচারণা করিয়াও বেড়াইতেছেন। এখানে ওখানে কয়েকখানি মখমল মণ্ডিত দীর্ঘাসনও রহিয়াছে—কেহ কেহ সেখানে গিয়াও বসিতেছেন।

বারীন্দ্র প্রবেশ করিয়া প্রথমে মিস্ ম্যানিংকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎপরে, হলের এক স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। মিস্ ম্যানিংয়ের পরিধানে একটি কৃষ্ণবর্ণ মহার্ঘ্য পরিচ্ছদ। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রশান্ত, প্রফুল্ল ও হাস্যোদ্ভাসিত। তাঁহার শুক্ল কেশগুচ্ছ বিদ্যুতের আলোকে অপূর্ব্ব শোভাযুক্ত।

বারীন্দ্রের সহিত করমর্দ্দন করিয়া তিনি বলিলেন—"তুমি আসিয়াছ দেখিয়া সুখী হইয়াছি।" আরও দুইচারিটি এইরূপ স্নেহগর্ভ সম্ভাষণ করিয়া তিনি বারীন্দ্রকে কয়েকটি পুরুষ ও মহিলার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন।

বারীন্দ্র দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কয়েক মিনিট আলাপ করিল। এমন সময় হলের এক প্রান্তে বেহালার শব্দ উত্থিত হইল। একজন ইংরাজ মহিলা, সার্ এডুইন্ আর্ণল্ড্ রচিত একটি ভারতবর্ষীয় কবিতার অনুবাদ সুরসংযোগে গান করিলেন।

ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে করিতে বারীন্দ্র দেখিল তাহার একটি বন্ধু, ভুবনচন্দ্র দত্ত, একজন বর্ষীয়সী ইংরাজ মহিলার সহিত আলাপ করিতেছে। বারীন্দ্রকে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মহিলাটির নিকট পরিচিত করিয়া দিল—"মিষ্টার চাটার্জ্জি—মিস্ টেম্পল্।"

মিস্ টেম্পল্ একটি দীর্ঘাসনে বসিয়া ছিলেন। তিনি বারীন্দ্রকে বলিলেন—"আসুন,—আমার কাছে উপবেশন করুন।"

বারীন্দ্র উপবেশন করিয়া বলিল—"আপনি কতক্ষণ আসিয়াছেন ?"

"আমি আসিয়াছি আধ ঘণ্টা হইবে। আপনার নামটি কি ভাল শুনিতে পাইলাম না।"

বারীন্দ্র বলিল—"আমার নাম চাটার্জ্জি।"

"চাটার্জ্জি ? চাটার্জ্জি ? চট্টোপাধ্যায় ? আপনি ব্রাহ্মণ ?"

"তাহাই বটে। আপনি সব জানেন দেখিতেছি।"—বলিয়া বারীন্দ্রনাথ হাস্য করিল।

মিস্ টেম্পল্ তাহার কৌতুকহাস্য মোটেই লক্ষ্য না করিয়া স্বীয় যুগ্মহস্ত প্রাচ্যভাবে ললাটের নিকট উত্তোলন করিয়া বলিলেন—"নমস্কার।"

হাসিতে হাসিতে বারীন্দ্রনাথও বলিল—"নমস্কার—নমস্কার। আপনি এ সব শিখিলেন কোথা ?

ভুবন দত্ত বলিল—"মিস্ টেম্পল্ যে সম্প্রতি ভারতভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন।"

বারীন্দ্র বলিল—"Oh, how interesting! কতদিন আপনি ভারতবর্ষে ছিলেন ?"

"ছয় মাস।"

"আপনার এই সময় আমোদে কাটিয়াছিল ত ?"

বৃদ্ধা গম্ভীরভাবে বলিলেন—"আমি আমোদ করিতে যাই নাই। শিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম।"

মিস্ টেম্পলের এই ভাব দেখিয়া ও এই কথা শুনিয়া বারীন্দ্র মনে মনে কিঞ্চিৎ কৌতুক অনুভব করিল। কিন্তু মৌখিক গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিল—"আমি শুনিয়া সুখী হইলাম। এদেশের অধিকাংশ

লোকেই আমোদের উদ্দেশে ভারতভ্রমণ করিতে যান। ভারতবর্ষের বহুসহস্র বৎসরের জ্ঞান গরিমার সন্ধান তাঁহারা পান না।"

মিস্ টেম্পল্ বলিলেন—"আপনি যথার্থ বলিয়াছেন। আমার সৌভাগ্যবশতঃ দুই চারিটি মহাৎ-মার সহিত সেখানে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা তাঁহাদের মুখে শুনিয়া আমি ধন্য হইয়া আসিয়াছি।"

বারীন্দ্র পরম ধার্ম্মিক সাজিয়া বলিল—"হিন্দুধর্ম্ম জগতের শীর্ষস্থানীয় ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃত সাহিত্য এই দুইটিই আমাদের চিরগৌরবের বিষয়।"

মিস্ টেম্পল্ বলিলেন—"আপনি কি সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন?"

"সামান্য।"

"আমি সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়াছি। সে ধ্বনি যেমন মধুর তেমনই গম্ভীর। আপনি দুই একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করুন না।"

বারীন্দ্র বলিল—"আচ্ছা, শ্রবণ করুন—

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেনভর্ত্তুঃ
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু।"

বলিয়া বারীন্দ্র নিস্তব্ধ হইল।

মিস্ টেম্পল্ বলিলেন—"কি সুন্দর! কি সুন্দর! মিষ্টার চাটার্জ্জি, এ শ্লোকটি কি কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আবৃত্তি করিলেন?"

বারীন্দ্র তাহার সঙ্গী ভুবন দত্তের প্রতি চাহিয়া, একটু হাস্য করিয়া বলিল—"ঠিক ধর্ম্মগ্রন্থ বলিতে পারি না। ইহা দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থের প্রথম শ্লোক।"

মিস্ টেম্পল্ উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—"বটে! বটে! এ শ্লোকের ভাবার্থটি কি?"

পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বারীন্দ্র বলিল—"ইহার ভাবার্থটি অত্যন্ত দুরূহ। এক কথায় বুঝাইয়া বলা অসম্ভব। তবে আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রতিপাদক দুই একটি যুক্তি ইহাতে আছে।"

"গ্রন্থখানির নাম কি মিষ্টার চাটার্জ্জি?"

"মেঘদূত।"

মিস্ টেম্পল্ তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"মেঘা ডিউটা? By কালি ডাসা।"

কথা কয়েকটি শুনিবামাত্র বারীন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। সে মনে মনে প্রমাদ গণিল। ভাবিল, তবে বোধ হয় মিস্ টেম্পল্ সংস্কৃতে অভিজ্ঞা—মেঘদূত কোনও সময়ে পাঠ করিয়া থাকিবেন। তাহার সকল চালাকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

অবস্থা দেখিয়া, বারীন্দ্রকে একা ফেলিয়া ভুবন দত্ত চট করিয়া সরিয়া পড়িল।

এদিকে তৎক্ষণাৎ উত্তর না দিলেই নয়। বারীন্দ্র বলিল—"হাঁ, কালিদাস প্রণীত মেঘদূতই বটে।"

মিস্ টেম্পল্ বলিলেন—"আহা, আমি যদি সংস্কৃত জানিতাম! ঐ গ্রন্থ যদি পাঠ করিতে পারিতাম!"

শুনিয়া বারীন্দ্র হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। বুঝিল, বিপদাশঙ্কা অমূলক।

মিস্ টেম্পল্ বলিতে লাগিলেন—"আমি মনে করিয়াছিলাম মেঘদূত একখানি কাব্যগ্রন্থ।"

বারীন্দ্র উৎসাহের সহিত বলিল—"হাঁ মিস্ টেম্পল্, উহা কাব্যগ্রন্থও বটে। উচ্চ অঙ্গের কাব্যমাত্রই দর্শন। আর সুন্দর দার্শনিকতত্ত্বমাত্রই কবিতা।"

এই সময় হলের অপর প্রান্তে টুং টাং করিয়া পিয়ানো বাজিয়া উঠিল। একটি ভদ্রলোক গান ধরিলেন।

গান শেষ হইলে বারীন্দ্র মিস্ টেম্পল্‌কে বলিল—"আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাইতেছে। আপনাকে কিছু পানীয় আনিয়া দিব কি?"

মিস্ টেম্পল্ বলিলেন—"চলুন, আমি আপনার সঙ্গেই যাইতেছি।"

বারীন্দ্র স্বীয় বাহুতে তাঁহার বাহু সম্বদ্ধ করিয়া যে কক্ষে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল সেখানে লইয়া গেল।

সেখানে কতিপয় মহিলা চা, কফি প্রভৃতি পান করিতেছেন। তাঁহাদের সহচর পুরুষগণ তাঁহাদের সেবায় ব্যস্ত।

বারীন্দ্র মিস্ টেম্পল্‌কে একটি আসনে উপবেশন করাইয়া বলিল—"অপনাকে কি আনিয়া দিব? চা না কফি?"

মিস্ টেম্পল্ বলিলেন—"বড় গরম। ঠাণ্ডা কিছু আনিয়া দিন।"

"ক্লারেট্ কপ্?"*

"না না। উহাতে মাদকদ্রব্য মিশ্রিত আছে। আমি ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া অবধি আর ওসব স্পর্শ করি না।"

মনে মনে হাসিয়া, প্রকাশ্যে বারীন্দ্র বলিল—"তবে একটু হোম্ মেড্ লেমনেড্?" †

"ধন্যবাদ।"

মিস্ টেম্পল্‌কে শীতল করিয়া, বারীন্দ্র তাঁহাকে পুনশ্চ হলে ফিরাইয়া আনিল। মিস্ টেম্পল্ বলিলেন—"আজ রাত্রি হইয়াছে—আমি গৃহে চলিলাম। আপনার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইলাম। আপনি

* ক্লারেটমিশ্রিত এক প্রকার সরবতের নাম "Claret cup."

† গ্যাসবিহীন লেমনেডের নাম "Home made lemonade."

মাঝে মাঝে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। এই লউন আমার কার্ড।"

বারীন্দ্র তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া, নিজের কার্ড একখানি দিল। বলিল—"আপনি কি একা আসিয়াছেন?"

"হাঁ।"

"আমি নীচে আপনাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিতে পারি কি?"

"না,—ধন্যবাদ। আপনি কষ্ট করিবেন না।"

"কষ্ট কি? আমার তাহা অত্যন্ত আনন্দের কারণ হইবে।"

"বহু ধন্যবাদ। আচ্ছা, তবে আসুন।"

বারীন্দ্র ভাবিয়াছিল, একটা ভাড়াটিয়া ক্যাব্ ডাকিয়া মিস্ টেম্পল্কে উঠাইয়া দিবে। অবতরণ করিয়া রাস্তায় পৌঁছিয়া দেখিল—একটি প্রকাণ্ড নিজস্ব জুড়িগাড়ী মিস্ টেম্পলের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দেখিয়া বারীন্দ্রের মন বিস্ময় ও সম্ভ্রমে আপ্লুত হইয়া উঠিল; কারণ লণ্ডনে যে সে লোকে এরূপ গাড়ী ব্যবহার করিতে সক্ষম হয় না।

গাড়ীতে উঠিবার সময় মিস্ টেম্পল্ বলিলেন—"কাল অপরাহ্নে আপনার কোথাও কোন কায আছে কি?"

"না।"

"তবে কাল আসিয়া আমার সহিত চা পান করিবেন?"

"ধন্যবাদ। অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত।"

বারীন্দ্রকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া মিস্ টেম্পল্ গাড়ীতে উঠিলেন। নিমেষের মধ্যে গাড়ী অদৃশ্য হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতরাশের পর বারীন্দ্রের ল্যাণ্ডলেডি তাহাকে বলিল—"গতরাত্রে সেথানে আপনার আনন্দে কাটিয়াছিল ত মহাশয় ?"

একটু মজা করিবার অভিপ্রায়ে, বারীন্দ্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"হাঁ মিসেস্ ব্রাউন।"

ল্যাণ্ডলেডি বলিল—"অমন নিশ্বাস ফেলিলেন যে ?"

ভণ্ডামি করিয়া বারীন্দ্র বলিল—"মিসেস্ ব্রাউন, আমার অবস্থা বড় সঙ্কটাপন্ন।"

"কেন, কি হইয়াছে ?"

"গত রাত্রে আমি প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি।"

ল্যাণ্ডলেডি শুনিয়া উচ্চহাস্য করিল। বলিল—"ভাল, ভাল, সে ত সুখের কথা। মেয়েটি কি অত্যন্ত সুন্দরী ?"

"হাঁ মিসেস্ ব্রাউন, মারাত্মক রকম সুন্দরী।"

"How interesting ! বলুন মহাশয়, সব কথা আমাকে বলুন।"

"কি বলিব ? কথা খুঁজিয়া পাই না।"

মিসেস্ ব্রাউন মৃদুহাস্য করিয়া বলিল—"প্রথম প্রণয়ের সময় ঐরূপই হয় বটে।"

বারীন্দ্র চেয়ারে উচ্চ হইয়া বসিয়া বলিল—"মিসেস্ ব্রাউন, তোমার সঙ্গে কেহ কখনও প্রেমে পড়িয়াছিল ?"

মিসেস্ ব্রাউন রুষ্ট হইয়া বলিল—"কেন মহাশয় ? আমি কি কাহারও প্রণয় উদ্রেক করিবার উপযুক্ত নহি ?"

"না, না, তা বলিতেছি না। শুধু জিজ্ঞাসা করিতেছি, রাগ কর কেন ?"

"কেহ যদি আমার সঙ্গে প্রণয়ে পড়ে নাই, তবে আমার বিবাহ হইল কেমন করিয়া মহাশয় ?"

"তাও ত বটে। তুমি যে বিবাহিতা রমণী, আমি তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। তোমায় দেখিলে ত গিন্নিবান্নি বলিয়া মনে হয় না।"

মনে মনে খুসী হইয়া মিসেস্ ব্রাউন বলিল—"আপনি যথার্থ বলিয়াছেন। আমাকে কেহ কেহ বলে বটে যে, আমার আসল বয়স অপেক্ষা আমাকে অনেক ছোট দেখায়। আচ্ছা আমার বয়স কত, আপনি বলুন ত।"

মিসেস্ ব্রাউনের বয়স যে পঞ্চাশৎ বর্ষের উপরে উঠিয়াছে, সে বিষয়ে কোনও দর্শকের ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। বারীন্দ্র রঙ্গ দেখিবার জন্য বলিল—"কত ? ত্রিশ ?"

মিসেস্ ব্রাউনের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল—"না, কিছু বেশী হইয়াছে। আপনার প্রণয়িণীর নাম কি মহাশয় ?"

"মিস্ টেম্পল্।"

"আপনার প্রতি তাঁহার কিরূপ ভাব ?"

"কি জানি, তাহা ত বলিতে পারি না ; তবে তিনি আজ আমায় চা পান করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।"

"বেশ বেশ। I wish you a happy afternoon." বলিয়া ল্যাণ্ডলেডি প্রস্থান করিল।

পাইপ মুখে করিয়া বারীন্দ্র ভাবিতে লাগিল। গত কল্য তাহার মেঘদূতের শ্লোক লইয়া কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া হাসি পাইল। আর যাহাই হউক, মিস্ টেম্পল্ লোকটি যথেষ্ট অদ্ভুত বটে। আজ ঘণ্টা দুই আগে বাহির হইয়া ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে গোটাকতক "আসল" ধর্ম্মশাস্ত্রের সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করিয়া লইয়া

যাইবে। যোগশাস্ত্র সম্বন্ধেও দুই চারিটা বোল সংগ্রহ করিয়া লইয়া মিস্ টেম্পল্‌কে অভিভূত করিয়া ফেলিবে।

বেলা চারিটা বাজিলে ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে বাহির হইয়া, ক্যাব লইয়া বারীন্দ্র মিস্ টেম্পলের গৃহে উপস্থিত হইল। বাড়ীটি পোর্টল্যাণ্ড প্লেসে অবস্থিত। এখানে অনেক ধনবান ব্যক্তি বাস করেন।

বারীন্দ্র ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিল। ক্রমে, মিস্ টেম্পল্ প্রবেশ করিয়া প্রাচ্য প্রথায় তাহাকে অভিবাদন করিলেন।

মিস্ টেম্পল্ বসিয়া বলিলেন—"দেওয়ালে ঐ ছবিখানি দেখিতেছেন? উনি আমার গুরু।"

বারীন্দ্র দেখিল, মুদিতনেত্র যোগাসনস্থ অর্দ্ধনগ্নকলেবর একটি বাঙ্গালী মূর্ত্তি। নিম্নে ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা রহিয়াছে—"স্বামী যোগানন্দ।"

যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে কথা পাড়িয়া, নিজ সদ্য উপার্জ্জিত বিদ্যা প্রকাশ করিয়া বারীন্দ্র মিস্ টেম্পল্‌কে চমৎকৃত করিয়া দিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি স্বামীজির নিকট যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে কোনও উপদেশ লইয়াছেন কি?"

"না, কারণ অভ্যাস করিবার অধিকার আমার এখন নাই। স্বামীজী বলিয়াছেন, তিন বৎসর কাল নিরামিষ ভোজন করিয়া শুদ্ধাচারে থাকিলে, আমাকে তিনি শিখাইবেন। তিনি আমাকে প্রত্যহ গঙ্গাজল পান করিতে বলিয়াছিলেন,—কিন্তু এখানে পাইব কোথায়? আমি অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও পরিস্কৃত জল এখানে পান করিয়া থাকি, তাহাতে কোনও আধ্যাত্মিক অপকার না হইতে পারে।"

বারীন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল—"গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য অতি অসাধারণ। আপনি Mark Twainএর More Tramps Abroad পুস্তক পাঠ করিয়াছেন ?"

"না।"

"সে পুস্তকে Mark Twain ভারতবর্ষে নিজের ভ্রমণ বর্ণনা করিয়াছেন। বারাণসীতে একটি ইউরোপীয় সিভিল সার্জ্জনের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। ডাক্তার সাহেব Mark Twainকে গঙ্গাজল সম্বন্ধীয় একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয় বলিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়জনক।

মিস্ টেম্পল্ কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলেন—"কি রকম ?"

"লেখা আছে, ঐ ডাক্তার এক সময়ে একটা পাত্রে গঙ্গাজল ও অন্য পাত্রে কূপজল লইয়া একটা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পাত্রের মধ্যে কিছু কিছু কলেরার বীজাণু নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। ৪৮ ঘণ্টা পরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত সমস্ত বীজাণু মরিয়া গিয়াছে। কূপজলের বীজাণুগুলি বহু সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে।"

ইহা শুনিয়া মিস্ টেম্পল্ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। আরও দুই চারিটা সংস্কৃত শ্লোক এবং গল্প বলিয়া বারীন্দ্র তাঁহাকে একেবারে আত্মহারা করিয়া ফেলিল।

ছয়টা বাজিল, বারীন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য উঠিল। মিস্ টেম্পল্ বলিলেন—"আগামী শনিবার সন্ধ্যায় আপনার কোনও কার্য্য আছে কি ?"

"না।"

"তবে, সেদিন আসিয়া আমার সঙ্গে ডিনার খাইবেন ?"

"ধন্যবাদ। অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত আসিব।"

"আমি কিন্তু নিরামিষভোজী। অপনি মাংসভোজন করেন ?"

"করি বটে।"

"তবে ত আপনার কষ্ট হইবে।"

"না মিস্ টেম্পল্, আমার কোন কষ্ট হইবে না। আমার হিন্দুসংস্কার নিরামিষ ভোজনেরই পক্ষপাতী। তবে এ দেশে আসিয়া স্বাস্থ্যের অনুরোধে মাংসভোজন করিতে হয়।"

মিস্ টেম্পল্ উত্তেজিতভাবে বলিলেন—"ভুল। মহাভুল। মাংসভোজন না করিলে এ দেশে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না, ইহা একটি কুসংস্কার মাত্র। এই দেখুন, আমি ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া অবধি আজ ছয় মাসকাল নিরামিষ ভোজন করিতেছি। আমার কি স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে ?"

বারীন্দ্র বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল—"বলেন কি ! তবে আমিও এবার অবধি নিরামিষ ভোজন করিব। তাহাই আমার তৃপ্তিজনক।"

টেম্পল্ শুনিয়া খুসী হইলেন। বলিলেন—"শনিবার ৭টার সময়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শনিবার আসিল। বারীন্দ্র সান্ধ্যবেশ পরিধান করিয়া প্রস্তুত হইল। তাহার ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া বলিল—"মিষ্টার চাটার্জ্জি, আজ কি আপনি বাহিরে ডিনার খাইবেন নাকি ? আমায় ত পূর্ব্বে বলেন নাই।"

বারীন্দ্র বলিল—"মিসেস্ ব্রাউন, আমি বলিতে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল ছিল।"

ল্যাণ্ডলেডি বলিল—"প্রেমে পড়িলে মানুষের ঐ রকমই হয়। আপনার প্রণয়িনীর গৃহে নিমন্ত্রণ বুঝি ?"

"হাঁ মিসেস্ ব্রাউন। নহিলে দেখিতেছ না, এত সাবধানতার সহিত বেশবিন্যাস করিব কেন? আমাকে দেখিতে কেমন দেখাইতেছে বল দেখি?"

মিসেস্ ব্রাউন বলিল—"Stunning. আপনি যদি আজ প্রোপোজ্ করেন, তবে তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না।"

"মিসেস্ ব্রাউন, কি বলিয়া প্রোপোজ্ করিতে হয় আমাকে শিখাইয়া দিতে পার? আচ্ছা, তুমি যখন মিষ্টার ব্রাউনকে প্রোপোজ্ করিয়াছিলে, কি বলিয়াছিলে?"

এই কথায় অগ্নিশর্ম্মা হইয়া মিসেস্ ব্রাউন বলিল—"মহাশয়! মহাশয়! প্রোপোজ্ করিয়াছিলাম কি আমি?"

ঈষৎ হাস্য করিয়া বারীন্দ্র বলিল—"তবে কে?"

"স্ত্রীলোক কখন প্রোপোজ্ করে? মিষ্টার ব্রাউন আমাকে প্রোপোজ্ করিয়াছিলেন।"

বারীন্দ্র বলিল—"I see—আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমিই বুঝি করিয়াছিলে। আচ্ছা, তিনি কি বলিয়াছিলেন?"

"শুনিবেন? আচ্ছা তবে বলি।" বলিয়া মিসেস্ ব্রাউন জানালার নিকট একটি সোফায় উপবেশন করিল।

"একদিন আমরা হাইড্পার্কে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। একটি গাছতলায় দুইটি চেয়ার ছিল, আমরা দুই জনে সেখানে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম।"—

বাধা দিয়া বারীন্দ্র বলিল—"হাইড্পার্কে—একাকী—একটি যুবক বন্ধুর সঙ্গে তুমি বেড়াইতে গিয়াছিলে? বিনা chaperon এ? তোমার পিতামাতা জানিতেন?"

হাসিয়া ল্যাণ্ডলেডি বলিল—"না, আমার পিতামাতা জানিতে

পারেন নাই। তাঁহারা অত্যন্ত কড়া ছিলেন। এমন কি 'engaged হইবার পরেও বিনা শ্যাপেরোনে আমাদিগকে বাহির হইতে দিতেন না।"

"তবে তুমি লুকাইয়া গিয়াছিলে?"

মৃদু হাস্য করিয়া মিসেস্ ব্রাউন বলিল—"হাঁ মহাশয়।"

দুই হস্ত উপরে উঠাইয়া বারীন্দ্র বলিল—"Holy Moses! Oh, naughty Mrs. Brown! I *am* shocked."

বারীন্দ্রের ভাব দেখিয়া প্রৌঢ়া ল্যাণ্ডলেডি কিয়ৎক্ষণ হাস্য করিল। পরে বলিল—"আচ্ছা, আপনি যদি অত shocked হইয়া থাকেন, তবে আর বলিব না।"

"না, বল। আমি শিখিয়া যাই।"

মিসেস্ ব্রাউন বলিতে লাগিল—"গল্প করিতে করিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আমি বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিলাম। মিষ্টার ব্রাউন বলিলেন, 'বস বস, একটা কথা আছে।' বসিলে বলিলেন—'মেরি, আমাকে তুমি বিবাহ করিবে?' আমি ত প্রথমে কিছুতেই রাজি হই না। শেষে তিনি ঘাসের উপর হাঁটু পাতিয়া বসিয়া বলিলেন—'মেরি, তুমি যদি আমায় বিবাহ না কর, তবে আমি সৈন্য হইয়া বিদেশে চলিয়া যাইব, এবং যুদ্ধ করিয়া মরিব'।"

বারীন্দ্র বলিল—"কি সর্ব্বনাশ! তখন তুমি কি করিলে?"

"কি আর করি মহাশয়, বাধ্য হইয়া সম্মতি দিলাম।"

বারীন্দ্র বলিল—"আহা! আমার প্রণয়িনী কি তোমার মত কোমল-হৃদয়া হইবেন? আমি তাঁহাকে বলিব, তুমি যদি আমায় বিবাহ না কর তবে আমি ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতা বার-লাইব্রেরীতে বসিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করিব।"

পোর্টল্যাণ্ডপ্লেসে ডিনারের পর বারীন্দ্রের পক্ষে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল।

মিস্ টেম্পলের সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে বারীন্দ্র বসিয়া আছে। আজ এই বৃদ্ধার মুখমণ্ডল কিছু চিন্তাযুক্ত।

দাসী আসিয়া কফি দিয়া গেল। কফি পান করিতে করিতে মিস্ টেম্পল্ বলিলেন—"আজ কয়েক দিন হইতে আমার মনে একটা চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে। আমি আপনাকে কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন যদি জিজ্ঞাসা করি, তবে আপনি ক্ষমা করিবেন?"

বারীন্দ্র একটু সাবধানতার সহিত বলিল—"যদি কোন আপত্তিজনক প্রশ্ন না থাকে, তবে অবশ্যই আমি আহ্লাদের সহিত উত্তর দিব।"

মিস্ টেম্পল্ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"আপনার পিতামাতা জীবিত নাই, ইহা পূর্ব্বেই আপনি বলিয়াছেন। আপনি কি বিবাহিত?"

"না।"

"আপনার এখানকার ব্যয় কে বহন করেন?"

"আমার পিতৃব্য আমার খরচ দেন।"

"আইন-ব্যবসায়ের প্রতি আপনার বিশেষ অনুরাগ আছে?"

"না।"

"এ কয়দিন আপনার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আপনার প্রবল অনুরাগ।"

বারীন্দ্র মনে মনে হাস্য করিল।

মিস্ টেম্পল্ বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"দেখুন, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি। এই ধর্ম্ম আমি য়ুরোপে প্রচার করিতে বাসনা করি। আমার বিস্তর অর্থ আছে। আমি সেইজন্য আজ আপনার নিকট একটি প্রস্তাব করিব। এই উদ্দেশ্যে আমি আপনার সহায়তা

চাই। আমি একজন শিক্ষিত হিন্দু-যুবককে পোষ্যপুত্রস্বরূপ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি হইবেন?"

বারীন্দ্র নিরুত্তর রহিল।

মিস্ টেম্পল্ বলিলেন—"এখনি আপনার উত্তর আমি চাহি না। আপনি ভালরূপ চিন্তা করিয়া আমায় উত্তর দিবেন। যদি স্বীকার করেন—তবে আপনাকে অনন্যকর্ম্মা হইয়া, প্রথমে হিন্দুশাস্ত্র ও ইউরোপীয় ভাষাগুলি ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। দুই তিন বৎসর পরে, আপনাকে লইয়া আমি ইউরোপে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে বাহির হইব।"

বারীন্দ্র বলিল—"আমি চিন্তা করিয়া পরে আপনাকে উত্তর দিব।"

মিস্ টেম্পল্ বলিলেন—"আমার আর কেহ নাই। আমার সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারী আপনি হইবেন। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, আপনার সমস্ত ব্যয় আমি নির্ব্বাহ করিব, এবং সপ্তাহে দশ গিনি করিয়া আপনাকে পকেট খরচ দিব। আপনাকে কঠোর অধ্যয়নে রত হইতে হইবে, এবং শুদ্ধাচারী হিন্দুর ন্যায় থাকিতে হইবে।"

বারীন্দ্রের মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল। বলিল—"আচ্ছা এক সপ্তাহের পরে আপনাকে উত্তর দিব।"—বলিয়া, সে রাত্রির মত বিদায় গ্রহণ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তিন মাস কাটিয়াছে। বারীন্দ্র মিস্ টেম্পলের পোষ্যপুত্র হইয়া তাঁহার গৃহে বাস করিতেছে। তাঁহার নাম এখন "বারীন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি-টেম্পল্।"

বারীন্দ্র এক হিসাবে বেশ সুখে আছে। পূর্ব্বে তাহার টাকা কড়ির অত্যন্ত টানাটানি ছিল, এখন আর তাহা নাই। বণ্ড ষ্ট্রীট ভিন্ন অন্য কোথাও এখন আর সে সুট তৈয়ারি করায় না। অমনিবসে আরোহণ করা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। উৎকৃষ্ট হাভানা ভিন্ন অন্য চুরুট মুখে করে না। বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া যখন থিয়েটরে যায়, তখন তিন চারি গিনি মূল্যে প্রায়ই বক্স লইয়া থাকে।

কিন্তু তাহার অসুবিধা, আহার ও অধ্যয়নে। সে যখন ভণ্ডামি করিয়া বলিয়াছিল, তাহার হিন্দুসংস্কার নিরামিষ খাদ্যেরই পক্ষপাতী, তখন ভাবে নাই যে, তাহার হিন্দুজিহ্বা একদিন এরূপভাবে দণ্ডিত হইবে। নিরামিষ খাদ্য রসনার তৃপ্তিদায়ক করিতে হইলে বিশেষ নিপুণতার আবশ্যক। সে নিপুণতা ইংরাজ রাঁধুনীর নাই। মিস্ টেম্পলের টেবিলে দুগ্ধমিশ্রিত 'হোয়াইট্ সস্' আবৃত যে সকল নিরামিষ খাদ্য উপস্থিত হয় তাহা প্রায়ই অখাদ্য।—বারীন্দ্রের দ্বিতীয় অসুবিধা,—তাহার আলস্যচর্চ্চার অবসর একেবারেই নাই। সপ্তাহে তাহাকে দুই দিন ফরাসী ও দুই দিন জর্ম্মন ভাষা অধ্যয়ন করিতে হয়;—তাহার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া মিস্ টেম্পল্ স্বয়ংও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। সপ্তাহে যে দুই দিন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়া হিন্দু শাস্ত্র চর্চ্চা করিবার কথা, সেই দুই দিনই তাহার আরামে কাটে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়া মনোরম উপন্যাসাদি সে পাঠ করে। অথবা সেখানে না গিয়া অন্য কোথাও বেড়াইতে যায়।

তিন মাস কাল মিস্ টেম্পলের সহিত বাস করিয়া, অর্থের স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও বারীন্দ্র একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নূতন নূতন এই বৃদ্ধার সঙ্গ তাহার কৌতুকজনক মনে হইত। কিন্তু কৌতুক রসটা এমনি জিনিষ, একটু পুরাতন হইলেই বিস্বাদ হইয়া পড়ে। ডিনারের পর যে সন্ধ্যাগুলি তাহার মিস্ টেম্পলের সহিত কাটাইতে হইত, তাহা কষ্টে কাটিতে লাগিল। এই জন্য সে প্রায়ই থিয়েটরে যাইত। মিস্ টেম্পল্ তাহাতে মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইতেন বটে, কিন্তু প্রকাশ্য বাধা দিতেন না। তবে জাতিচ্যুতির ভয়ে তাহাকে বাহিরে ডিনার খাইতে দিতেন না, বাড়ীতেই বারীন্দ্রকে ডিনার খাইয়া বাহির হইতে হইত।

আজ লণ্ডনে বড় ধুম। ঐতিহাসিক পুরাতন "গেয়িটি থিয়েটর" ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়া হইয়াছে। আজ রাত্রে "নিউগেয়িটি থিয়েটর" প্রথম খুলিবে। "অর্কিড" নামক একটি নূতন গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হইবে। বারীন্দ্র বহু পূর্ব্ব হইতে একটি বক্স লইয়া রাখিয়াছিল।

অভিনয় আরম্ভ হইলে দেখা গেল, বারীন্দ্রের বক্সে তাহার তিন জন বন্ধু সমবেত। একটি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভুবন দত্ত, অপর দুইটি পুরুষ নহে। তাহাদের বেশে জমক আছে কিন্তু পারিপাট্য (refinement) নাই। তাহাদের ভাষায় মাধুর্য্য আছে কিন্তু শালীণতা নাই। স্ত্রীলোক হইলেও, মহিলা বলিয়া তাহাদিগকে ভ্রম করিবার কাহারও সম্ভাবনা অল্প।

তিন ঘণ্টা অভিনয়ের পর নাটক সমাপ্ত হইল। ইহারা তখন বাহির হইয়া রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়াইল। বারীন্দ্র প্রস্তাব করিল—"Let's go and have some supper at the Troc."

'Troc' অর্থাৎ Trocodero, লণ্ডনের একটি উচ্চশ্রেণীর ভোজনালয়। ট্রকোডেরোতে ভোজন করা সৌখীনতার একটি বিশেষ লক্ষণ। থিয়েটর-

ফেরৎ ধনশালী ব্যক্তিরা সেখানে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া গৃহে বা ক্লবে যান। এই লোভনীয় প্রস্তাব শুনিয়া একজন যুবতী বলিল—"You *are* a dear."

অন্যজন বলিল—"I like their champagnes awf'ly."

গাড়ী লইয়া ইহারা ট্রকোডেরোতে উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব হইতে একটি টেবিল বারীন্দ্র রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিল। সেখানে গিয়া চারিজনে উপবেশন করিল।

মূল্যবান রৌপ্য পাত্রে ভরিয়া বিবিধ খাদ্য আসিল। বরফের বালতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত শ্যাম্পেনের বোতল আসিল। সান্ধ্যবেশধারী ওয়েটারগণ নিঃশব্দপদসঞ্চারে ভোক্তাগণের সেবায় তৎপর। মহিলাগণের পরিচ্ছদের শোভায় ভোজনশালা ঝলমলায়মান। উপরে অদৃশ্য স্থানে যন্ত্রিগণ বসিয়া বিবিধ বাদ্যযন্ত্রালাপ করিতেছে। পুরুষ ও রমণীগণের অবিশ্রাম গল্পের গুঞ্জন ধ্বনি, মুহুর্মুহুঃ হাস্য ও শ্যাম্পেনের কর্ক খুলিবার শব্দ বাদ্যযন্ত্রধ্বনির সহিত মিলিয়া স্থানটিকে উৎসবময় করিয়া তুলিয়াছে।

এদিকে ইহাদের পানাহার ও হাস্যামোদ চলিতে লাগিল। হলের অপর প্রান্তে, ইহাদের অদৃশ্যে দুইটি বর্ষীয়সী মহিলা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ইহাঁদের মধ্যে একজন মিস্ টেম্পল্।

তাঁহারা বসিয়া দুই পেয়ালা কফি আনিতে হুকুম করিলেন। কফি পান করিতে করিতে গল্প করিতে লাগিলেন। মিস্ টেম্পল্ তাঁহার সঙ্গিনীকে বলিলেন—"অদ্যকার এ কন্সার্টে আপনাদের অনাথাশ্রমের জন্য কত টাকা উঠিল?"

অন্য মহিলাটি বলিলেন—"অনেকগুলি আসনই পূর্ণ হইয়াছিল। বোধ হয় দুই শত গিনির উপরে উঠিয়া থাকিবে।"

"সকল যন্ত্রিগণই বেশ সুন্দর বাজাইয়াছিলেন, বিশেষতঃ যিনি শোপেঁয়া (Chopin) হইতে কয়েকটি বাজাইলেন, তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।"

"আঁপনি ত আসিতেন না,—আমিই ত আপনাকে টানিয়া আনিলাম।"

কফি পান করিতে করিতে মিস্ টেম্পল্ বলিলেন—"আমি আপনাদের এ কনসার্টের জন্য টিকিট কিনিয়া রাখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আজ যে ইহা হইবে, তাহা মোটেই আমার স্মরণ ছিল না। আপনি না গেলে আমার আসা হইত না।"

কফি পান শেষ করিয়া ইঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় হলের অপর প্রান্তে মিস্ টেম্পলের দৃষ্টি পড়িল।

কয়েক মুহূর্ত্ত বদ্ধদৃষ্টি হইয়া সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া, শেষে তিনি পকেট হইতে নিজ চশমাখানি বাহির করিয়া চক্ষে লাগাইলেন।

যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বার্দ্ধক্যরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডল প্রলয়ের আকাশের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল।

সঙ্গিনীকে বলিলেন—"আমায় এক মিনিটের জন্য ক্ষমা করিবেন, আমি আসিতেছি।"

বলিয়া, তিনি মৃদু মৃদু পদক্ষেপে হলের অপর প্রান্তে গিয়া, বারীন্দ্রের অত্যন্ত নিকটে দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাহা নিমেষমাত্রকালের জন্য।

তাঁহাকে দেখিয়াই বারীন্দ্র ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"Good evening." তাহার সম্মুখে প্লেটে নিষিদ্ধ খাদ্য, পার্শ্বে ফেনমণ্ডিত তরল স্বর্ণের ন্যায় মদিরা।

"Good evening. Don't let me interrupt you."—বলিয়াই মিস্ টেম্পল্ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সেই রাত্রে বারীন্দ্র যখন গৃহে ফিরিল, তাহার পূর্ব্বেই মিস্ টেম্পল্ শয়ন করিতে গিয়াছেন।

সমস্ত রাত্রি সে অনিদ্রায় কাটাইল।

পর দিন প্রভাতে, প্রাতরাশের সময় শুনিল, মিস্ টেম্পল্ তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই,—তাঁহার শরীর অসুস্থ।

বেলা দুইটা বাজিলে, লাঞ্চ খাইবার জন্য ভোজন কক্ষে প্রবেশ করিয়া শুনিল, মিস্ টেম্পল্ তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই।

একাকী নীরবে সে লাঞ্চ খাইল। উঠিবার সময় দাসী একখানি পত্র আনিয়া বারীন্দ্রের হাতে দিল। মিস্ টেম্পলের হস্তাক্ষর।

তাহাতে লেখা আছে :—

"কল্য রাত্রে যাহা দেখিলাম, তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়াছি। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অদ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। আমি আর তোমার মুখ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না। অদ্য তুমি এ বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। তিন মাসে তোমার যে সময়ের ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণ স্বরূপ এই পত্র মধ্যে তোমায় একশত পাউণ্ডের এক খানা চেক দিলাম।

এড্না টেম্পল্।"

জিনিষ পত্র গোছাইয়া, ক্যাব ডাকিয়া সন্ধ্যার মধ্যে বারীন্দ্র বেজ্ওয়াটারে ফিরিয়া আসিল।

প্রবাসিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

জুন মাস। বালসূর্য্যের কনকরশ্মিতে লণ্ডন নগর উদ্ভাসিত। পথে পথে পুষ্প-বালিকারা রাশি রাশি ফুল বিক্রয় করিতেছে। একখানি ফোর-হুইলারে চড়িয়া, মালপত্র সহ দুইজন বঙ্গীয় যুবক টেম্‌স্‌ নদীর একটি জেটিতে উপনীত হইল। অদ্য বেলা বারোটার সময় এই ঘাট হইতে এডিনবরা অভিমুখে একখানি জাহাজ ছাড়িবে। যুবক দুইটি গ্রীষ্মাবকাশে তথায় বেড়াইতে যাইতেছে।

একজনের নাম হেমচন্দ্র দত্ত। সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-জন প্রতিভাশালী ছাত্র ছিল। বিলাতে আসিয়া, কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ সম্মানের সহিত উপাধিলাভ করিয়া, গত বৎসর সিভিল সার্ভিস্‌ পরীক্ষাতেও কৃতকার্য্য হইয়াছে। আগামী নভেম্বর মাসে দেশে ফিরিবে। অপর যুবকটির নাম অতুলচন্দ্র মিত্র। সে ধনীর সন্তান। আজ ছয় বৎসর বিলাতে আছে—এখনও পাস-টাস বিশেষ কিছুই করিতে পারে নাই। দেশ হইতে আসিবার সময় ইহার অভিভাবকেরা বলিয়া দিয়াছিলেন, বিলাতে পৌঁছিয়া সিভিল সার্ভিসের জন্যও চেষ্টা করিবে, বারেও নাম লেখাইবে। সিভিল সার্ভিসে কৃতকার্য্য হও উত্তম; না হও, ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিবে। অতুলচন্দ্র বিলাতে আসিয়া সিভিল সার্ভিসের জন্য "চেষ্টা" করিতে লাগিল, কিন্তু আজি কালি করিয়া বারে ভর্ত্তি হওয়া আর হইল না। বারে ভর্ত্তি হইবার প্রাবেশিক ফী দেড়-সহস্র পরিমাণ রজতনির্ম্মিত পক্ষিশাবক যাহা আনিয়াছিল ইতিমধ্যে

ক্রমে তাহাদের পক্ষোদ্ভেদ হওয়াতে সেগুলি উড়িয়া গেল। তিন বৎসর অতীত হইল। অতুলচন্দ্র উপর্য্যুপরি দুইবার সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় ফেল করিল। তাহার পিতামাতা লিখিলেন, তবে এইবার ব্যারিষ্টারির সনন্দ লইয়া শীঘ্র ফিরিয়া আইস। তখন অতুল বাড়ীতে লিখিতে বাধ্য হইল, ব্যারিষ্টারির জন্য এখনও ভর্ত্তি হওয়াও হয় নাই। টাকা চাই।—ব্যারিষ্টারির পড়াও তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও পরীক্ষাদি দিবার কোনই আয়োজন অতুলচন্দ্র করিয়া উঠিতে পারে নাই। সে বলে লণ্ডন বড়ই চিত্তবিক্ষেপকর। তাই খানকতক চক্‌চকে নূতন বহি কিনিয়া লইয়া, দুই মাসের জন্য এডিনবরায় যাইতেছে। সেখানে নির্জ্জনে ভাল করিয়া পাঠ অভ্যাস করিবে, এই মহৎ সঙ্কল্প এখন তাহার মনে জাগরূক।

গাড়ীখানি জেটির কাছে পৌঁছিল। দুইজনে নামিয়া, মুটিয়ার সাহায্যে জিনিষপত্রগুলি জাহাজে তুলিল। নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ক্যাবিনে জিনিষ গোছাইয়া উভয়ে উপরে ডেকে গেল। তখন বেলা দশটা মাত্র। আরোহী অতি অল্পসংখ্যকই আসিয়াছে। অনেকে জিনিষপত্র অগ্রিম জাহাজে পাঠাইয়া দিয়াছে, নিজেরা যথাসময়ে আসিবে।

যুবক দুইজন সিগারেট মুখে করিয়া ডেকের উপর ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে লাগিল। হঠাৎ একস্থানে স্তূপীকৃত কতকগুলি বাক্স-পেঁটরার মাঝে, একটা জিনিষ হেমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অতুল সে সময়ে কিয়দ্দূরে, জাহাজের রেলিং ধরিয়া যাত্রিগণের আগমন নিরীক্ষণ করিতেছিল। হেম ডাকিয়া বলিল—"ওহে অতুল, দেখ দেখ।"

অতুল উৎসুক হইয়া নিকটে আসিল। হেম দেখাইল, একটি তোরঙ্গের আঙটায় লেবেল বাঁধা রহিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে—"Miss Roy."

অতুল বলিল—"মিস্ রায় কে বিলেতে এসেছেন আমি ত ঠিক করতে পারছিনে ?"

হেম বলিল—"আমিও ত শুনিনি।"

তখন দুইজনে কলিকাতাস্থ রায়-পরিবারগণের একে একে নামোল্লেখ করিয়া আন্দাজ করিতে লাগিল, কিন্তু কোনও কূলকিনারা পাইল না।

অতুল বলিল—"চল একবার সমস্ত জাহাজটা ঘুরে দেখি, মানুষটা কি রকম।"

হেম বলিল—"এত লোকের মাঝে চিন্‌তে পারবে ?"

অতুল বলিল—"শত শত কুমুদ কহ্লারের মধ্যে একটি পদ্ম যদি ফুটে থাকে, তবে কি তাকে বেছে বের করা শক্ত ?"

হেম হাসিয়া বলিল—"কি অবিচার ! এমন সুন্দর সুন্দর ইংরেজের মেয়েরা হ'ল কুমুদ কহ্লার, আর তোমার বাঙ্গালীর মেয়ে হল পদ্ম ?"

"নিশ্চয়। 'কোথায় এমন মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে।' রবি ঠাকুরের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে না কিসে পড়েছিলাম।"

হেম অতুলের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"ধন্য তোমার বাঙ্গালা-সাহিত্যজ্ঞান! ধন্য তোমার স্বজাতিপ্রীতি!"

অতুল বলিল—"চল, একটু খুঁজে দেখা যাক্।"—দুইজনে তখন জাহাজের নানাস্থানে খুঁজিল, কিন্তু একখানি সুস্নিগ্ধ, সলজ্জ, শ্যামবর্ণ মুখ কোথাও দেখা গেল না। দুইজনে হতাশ হইয়া আবার ডেকে ফিরিয়া আসিল।

হঠাৎ অতুল বলিল—"দেখ একটা জিনিষ বড় ভুল হয়ে গেছে।"

"কি ?"

"এক বোতল ব্রাণ্ডি আনা হয় নি। দুই চার ডোজ্ নির্জ্জলা ব্রাণ্ডি সমুদ্রপীড়ার অতি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। জাহাজে পাওয়া যাবে বোধ হয়, দেখি।"—বলিয়া অতুল অদৃশ্য হইল।

কিয়ৎক্ষণ কাটিল। অতুল আর আসে না দেখিয়া হেমচন্দ্র তাহার উদ্দেশে নিম্নে অবতরণ করিল। অতুলের ক্যাবিনে গিয়া দেখিল, দ্বার বন্ধ। আঙ্গুলের গাঁট দিয়া বারকতক হেম দরজায় ঘা মারিল। ভিতর হইতে অতুল বলিল—"Come in."

হেম দ্বার খুলিয়া দেখিল, অতুল বসিয়া আছে, নিকটে খোলা ব্রাণ্ডির বোতল—গেলাস হাতে করিয়া অতুল প্রতিষেধক সেবন করিতেছে।

অতুল বলিল—"Just in good time—এস একটু খাও।"

হেম চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া বলিল,—"না তুমি খাও। আমি খাব না।"

"কেন?"

"আমি কি কখনও খাই, যে খাব?"

"হানি কি? Don't be so girlish, Hem.—ঐ তোমার দোষ! একটু খেলে তোমার জাত যাবে না। 'ঔষধার্থে সুরাং পীবেৎ'—এ কথা শাস্ত্রেই আছে।"

হেম হাসিয়া বলিল—"কোন্ শাস্ত্রে পড়লে? কালিদাসের বৈরাগ্য-শতকে, না জয়দেবের রামায়ণে?"

"রামায়ণ যদি পড়তে ত জানতে পারতে,—সীতা, রাম—তাঁরাও—মদ বলব না, কথাটা শুনতে খারাপ—আসব পান করতেন।"

"তা তুমিও আসব পান কর, আমি যাই।"

"যাবে কোথা? বস না। বসলেও কি তোমার জাত যাবে? নাও, একটা সিগারেট ধরাও।"

হেম উপবেশন করিল। সিগারেটের বাক্স হেমের সম্মুখে ধরিয়া অতুল গাহিল—

"এস সখা, কাছে বোস,
বসিতে কি আছে দোষ?
তুমি যারে ভালবাসো—

By Jove—ভুলেই যাচ্ছিলাম। মিস্ রায়ের কোনও পাত্তা পেলে?"

"না।"

অতুল এক আউন্স পরিমাণ প্রতিষেধক পান করিয়া বলিল—"দেখ হেম, আমার বোধ হচ্চে, এই মিস্ রায়ের সঙ্গে দেখা হলেই আমি প্রেমে পড়ে যাব।"

হেম কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া বলিল—"খপর্দ্দার। আমি প্রেমে পড়ে যাব বলে আগেই ঠিক করে রেখেছি।"

অতুল বলিল—"তা হতেই পারে না—আমি পড়বো।"

"বাঃ—আমি প্রথম আবিষ্কার করলাম তাঁর লাগেজ।"

"তাই বলে কি তোমার অধিকার জন্মে গেল না কি? তা হলে যে কুলিটা তোরঙ্গ এনেছে তারই ত দাবী সব চেয়ে বেশী হয়।"

"সে ত আর উমেদার নয়, যারা উমেদার তার মধ্যে কার অধিকার বেশী দেখ। আমি লাগেজ আবিষ্কার করেছি—তুমি কি করেছ?"

অতুল বলিল—"মিস্ রায় নিশ্চয়ই আমাকে পছন্দ করবেন।"

হেম বলিল—"নিশ্চয়ই না। আমাকে পছন্দ করবেন।"

অতুল নিজ গুম্ফপ্রান্তদ্বয় মুচড়াইয়া বলিল—"দেখ দেখি আমার কেমন গোঁফ্।"

হেম খাপ হইতে সোনার চশমা বাহির করিয়া পরিয়া বলিল—"দেখ দেখি আমার কেমন চশমা।"

"All right—let's have a toss up"—বলিয়া অতুল পকেট হইতে একটা পেনি বাহির করিল। "Heads, I win—tails, you lose" বলিয়া পেনিটা তর্জ্জনীর উপর রাখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে সজোরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিল। পেনি মেঝেতে আসিয়া পড়িল। অতুল তখন ঝুঁকিয়া দেখিয়া বলিল—"Tails you lose—যাক্—আমারই জিৎ হয়েছে।" *

হেম কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আচ্ছা তবে তুমিই তাঁকে বিয়ে কোরো।"

এমন সময় জাহাজ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। উভয়ে বাহির হইয়া ডেকের উপর আরোহণ করিল। সেখানে অনেক নর-নারী একত্র ছিল, কিন্তু কোন শ্যামাঙ্গিনীর দর্শন পাওয়া গেল না। জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

*"পেনির যেদিকে ইংলণ্ডরাজলক্ষ্মী ব্রিটানিয়ার মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে তাহাকে heads, এবং যেদিকে সলাঙ্গুল সিংহ ও ইউনিকর্ণের মূর্ত্তি আছে, সেই উল্টা দিকটাকে tails বলে। তর্ক স্থলে একজন heads অপর জন tails গ্রহণ করিয়া উপরোক্ত মত পেনি ফেলিয়া দেয়,—মাটিতে ফেলিয়া যাহার দিক্‌টা উঁচু হইয়া থাকে তাহারই জয়। এখানে অতুল চালাকি করিয়া উভয় দিকটাই নিজে গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী। ইহা একটি পুরাতন পরিহাস। বাঙ্গালাতেও এরূপ একটা পরিহাস আছে—"দাদা, হয় আমি নেমন্তন্ন খেতে যাই, তুমি ঠাকুরপূজো কর; নয় তুমি ঠাকুরপূজো কর, আমি নেমন্তন্ন খেতে যাই।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটা বাজিয়াছে। লণ্ডনের নগরসীমা বহুক্ষণ অতিক্রম করিয়া জাহাজ এখন দুই পার্শ্বে যব ও সর্ষপের ক্ষেত্র রাখিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে। ক্রমেই নদীর প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। ঘণ্টাখানেক পরেই জাহাজ সাগরসঙ্গমে উপস্থিত হইবে।

যাত্রিগণ পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"Are you a good sailor?"—অর্থাৎ আপনি সমুদ্রপীড়ায় সহজে আক্রান্ত হন না ত? এমন সময় ঢং ঢং করিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঘণ্টা বাজিল।

অতুল ও হেম দুইজনে ভোজনকক্ষে নামিয়া গেল। একটু নিরিবিলি খুঁজিয়া দুইজনে স্থান গ্রহণ করিয়াছে, এমন সময়ে দুইটি মহিলা প্রবেশ করিলেন। একটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; অপরটি বিংশতি বর্ষীয়া হইবেন। যিনি বর্ষীয়সী তিনি ইংরাজললনা সন্দেহ নাই,—কিন্তু যিনি যুবতী, তাঁহার সম্বন্ধে সন্দেহ। তাঁহার গাত্রবর্ণ ইংরাজদিগের মত অত শাদা ধব্‌ধবে নহে—যেন ইতালীয় বা স্পেনদেশীয়গণের মত। চুল কালো।

অতুল ও হেমের নিকট দিয়াই ইঁহারা চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় অতুল দেখিল, বর্ষীয়সী মহিলাটির হস্তে একটি স্বর্ণকঙ্কণ, তাহাতে বঙ্গদেশীয় শিল্পকরের কারুকার্য্য অভ্রান্তরূপে বর্ত্তমান। অতুল ও হেমের মধ্যে পরস্পর চোখে চোখে টেলিগ্রাফ হইয়া গেল।

ইঁহারা চলিয়া গেলে হেম বলিল—"ঐ মেয়েটি মিস্ রায়.ন'ন ত?"

"আমার ত তাই সন্দেহ হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ের গায়ের রঙ কি এত পরিষ্কার হয়? এ ত প্রায় য়ুরোপীয়দের মত—শুধু তাদের মত চোখ্‌ ঝল্‌সানো শাদা নয়—দিব্যি স্নিগ্ধ গৌরকান্তি।"

"কি জানি। কিন্তু আর একটা সন্দেহের বিষয় রয়েছে। বাঙ্গালীর মেয়েরা ত কখনও বিলেতে গাউন পরে আসেন না,—শাড়ী পরে আসেন।"

"আমার বোধ হয় অনেক দিন এ দেশে আছেন।"

"য়ুরোপীয় মহিলাটি বোধ হয় মিস্ রায়ের গভর্ণেস (শিক্ষয়িত্রী) হতে পারেন।"

"ওঁর হাতে বাঙ্গলা বালাটি লক্ষ্য করেছিলে?"

"করেছিলাম। মিস্ রায় উপহার দিয়ে থাকবেন—আশ্চর্য্য কি?"

অতুল ও হেম এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে আহার সমাধা করিল। মাঝে মাঝে কক্ষের অপর প্রান্তে অনুমিত মিস্ রায়ের প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

আহার সমাধা হইলে দুইজনে ডেকে উঠিয়া দুইটি বৃহৎ চুরুট ধরাইল। ঐ দূরে সমুদ্র দেখা যাইতেছে,—তাহার তরঙ্গায়িত সুনীল দেহময় শুভ্র ফেনপুঞ্জ নৃত্য করিতেছে। দুইখানি ডেক-চেয়ারে বসিয়া একদৃষ্টে দুইজনে তাহাই দেখিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত মহিলা দুইজনও ডেকে আসিয়া পৌঁছিলেন। অতুল ও হেম যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া তাঁহারা দূরস্থিত সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অতুল ও হেম তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"Won't you take these chairs, ladies?"

প্রবীণা বলিলেন—"না—না—বসুন। আপনাদের কেন আমরা বঞ্চিত করিব?"

অতুল বলিল—"চেয়ারের অভাব কি? আপনারা বসুন, আমরা অন্য চেয়ার আনিয়া বসিতেছি।"

"বহু ধন্যবাদ"—বলিয়া মহিলা দুইজন উপবেশন করিলেন। একস্থানে জাহাজের অনেক চেয়ার গাদা করা ছিল, অতুল চট্ করিয়া তাহার মধ্যে হইতে দুইখানি টানিয়া আনিল।

প্রবীণা বলিলেন—"আপনারা কি এই প্রথম এডিনবরায় যাইতেছেন ?"

অতুল বলিল—"এই প্রথম। আর, আপনারা ?"

"আমরা ত এডিনবরারই লোক। আমার মেয়ে লীলা লণ্ডনে কেন্‌সিংটন্ কলেজ অব্ মিউজিকে পড়িতেছিল, এ বৎসর পাঠ সাঙ্গ হইল, তাই আমি উহাকে লইতে আসিয়াছিলাম।"

"ইনিই আপনার কন্যা বুঝি ?"

"হ্যাঁ, আমার আরও একটি কন্যা একটি পুত্র আছে। তাহারা এডিনবরাতে। আমার ছেলেটি য়ুনিভার্সিটিতে প্রোফেসার। আপনারা ইংলণ্ডে কত দিন আসিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?"

"আমার ছয় বৎসর হইল। আর আমার বন্ধু মিষ্টার দত্ত চারি বৎসর আসিয়াছেন।"

শুনিয়া মহিলাটি বলিলেন—"দত্ত !—আপনি কি বাঙ্গালী ? আপনারা দুইজনেই কি বাঙ্গালী ?"

হেম বলিল—"আমরা দুইজনেই বাঙ্গালী। ইহার নাম মিষ্টার মিত্র।"

"I *am* so glad—কলিকাতায় আমাদের অনেক আত্মীয় বন্ধু আছেন। আমার স্বামী বাঙ্গালী ছিলেন।"

হেম ও অতুল যুগপৎ বলিয়া উঠিল—"বটে! বলেন কি! তবে আপনাকে আমাদের স্বজাতীয়া বলিয়া আমরা দাবী করিতে পারি।"

"অন্ততঃ আমার কন্যা লীলাকে পারেন। ও কলিকাতাতেই জন্মিয়াছিল। আমার স্বামী এডিনবরায় যখন ডাক্তারি পড়িতেন, সেই সময়

আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার পর পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া আমাকে কলিকাতায় লইয়া যান। সেখানে আমরা পাঁচ বৎসর ছিলাম। তাহার পর তাঁহার মৃত্যু হয়।"—বলিয়া মিসেস্ রায় চক্ষু আনত করিলেন।

কথা ফিরাইবার জন্য মিস্ রায় বলিলেন—"আপনারা কি good sailors ?"

অতুল বলিল—"সমুদ্র শান্ত থাকিলে আমি অসাধারণ good sailor —আর, আমার বন্ধুও তাই।"

এ কথা শুনিয়া সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন। হেম বলিল—"আপনি কেমন ?"

"আমিও আপনাদেরই মত। মা খুব good sailor—নয় মা ?"

মিসেস্ রায় বলিলেন—"না—না—গর্ব্ব করিতে নাই। ইহা আমি বারম্বার দেখিয়াছি, সমুদ্র যাত্রার পূর্ব্বে যে নিজেকে good sailor বলিয়া দর্প করে, সেই প্রথমে পড়ে। তবে এ পথটা তেমন তরঙ্গসঙ্কুল নহে। যখন The Wash এর কাছাকাছি পৌছিব, তখন ঢেউ একটু বেশী হইবে বটে। কিন্তু সে পথটুকু পার হইতে ঘণ্টা দুই লাগিবে।"

এই প্রকার নানা কথোপকথনে সন্ধ্যা সমাগত হইল। রাত্রি-ভোজনের জন্য প্রস্তুত হইতে সকলে উঠিলেন। মিসেস্ রায় বলিলেন—"আমরা যেখানে খাইতে বসি,—আপনারাও সেই টেবিলে আসিয়া যোগদান করুন না ?"

হেম ও অতুল বলিল—"ধন্যবাদ। সে ত আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হইবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পর দিন প্রভাতে প্রাতরাশের পর জাহাজ The Wash এর সম্মুখীন হইল। জাহাজ যাই দুলিতে আরম্ভ করিল, অমনি যাত্রিগণ একে একে রণে ভঙ্গ দিয়া ক্যাবিনে গিয়া সটান শুইয়া পড়িলেন। ডেকের উপর চলা দুষ্কর। সিঁড়ি দিয়া নামা দুষ্কর। যথেষ্ট প্রতিষেধক করা সত্বেও অতুল আগেই কাৎ হইয়াছে। ক্রমে হেমও পড়িল। কেবল দুই চারিজন ইংরাজ পুরুষ তখনও ডেকের উপর বিচরণ করিতে লাগিলেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় টেবিলের অনেক আসনই শূন্য।

বেলা চারিটা বাজিলে জাহাজ যখন ইয়র্কশায়ারের সম্মুখীন হইল, তখন জাহাজের দোলানী বন্ধ হইল। যাত্রিগণ একে একে ডেকে আসিয়া দর্শন দিতে লাগিলেন। সকলেই যেন কতদিনের রোগশয্যা হইতে উঠিয়াছেন। রায়-মাতা ও কন্যা হস্তে উপন্যাস ও কুশনাদি লইয়া ক্যাবিন হইতে বাহির হইলেন। হেম ও অতুল তাহা দেখিয়া, তাঁহাদের বোঝা নিজেরা বহন করিয়া, ডেকে লইয়া গিয়া, চেয়ার ভাল জায়গায় রাখিয়া ইঁহাদের বসাইয়া দিল। সমুদ্রের তাজা হাওয়ায় ক্রমে ইঁহারা সুস্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মুখে হাসি ফুটিল—কথা বাহির হইল।

চায়ের ঘণ্টা হইলে হেম ও অতুল বলিল—"আপনারা নামিবার কষ্ট করিবেন না। আপনাদের চা প্রভৃতি আমরা আনিয়া দিতেছি।"

মিস্ রায় বলিলেন—"I am famishing. Get me plenty of bread-and-butter, please, Mr. Mitra, and some fruits."

অতুল বলিল—"All right, bread-and-butter-Miss,* you shall have them."

মিস্ রায় বলিলেন—"I am *not* a bread-and-butter-Miss."

অতুল বলিল—"Yes, you are."

"No, I *aint.*"—বলিয়া মিস্ রায় অতুলকে হস্তস্থিত উপন্যাসখানির দ্বারায় আঘাত করিলেন।

নীচে গিয়া হেম বলিল—"কি হে! এরই মধ্যে বেশ জমিয়ে তুলেছ!"

অতুল নিজ গুম্ফপ্রান্ত দুই হস্তে মুচড়িয়া বলিল—"কেবল এই গোঁফ যোড়াটির গুণে দাদা।"

গ্রীষ্মকালে "রাত্রি" নয়টা পর্য্যন্ত দিবালোক থাকে। অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে জাহাজ বন্দরে পৌঁছিবার কথা। কিন্তু Wash পার হইতে দুই ঘণ্টার স্থানে চারি ঘণ্টা বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। রাত্রি হইলে জাহাজকে বন্দরে ঢুকিতে দিবে না। প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। রাত্রি সমাগমের পূর্ব্বে পৌঁছে কি না পৌঁছে এই বলিয়া যাত্রিগণ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন।

যখন দূরে তীরভূমি দেখা গেল, তখন অন্ধকার হয় হয়। ক্রমে রাত্রি আসিল। লীথ্ বন্দরের আলোকমালা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। কল্য প্রভাতে ভিন্ন জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিতে পাইবে না।

রাত্রি কাটিল। প্রভাতে উঠিয়া যাত্রিগণ প্রাতরাশ সমাধা করিলেন। মিসেস্ রায় বিদায়ের প্রাক্কালে অতুল ও হেমকে বলিলেন—"আপনারা কোথায় থাকিবেন?"

---

* অল্পবয়স্কা যুবতীগণকে পরিহাস করিয়া Bread-and-butter-Miss বলা হয়। বালকবালিকাগণকে রুটি মাখনই বেশী খাইতে দেওয়া হয়, মাংসাদি কম, ইহা হইতেই এ পরিহাসের উৎপত্তি।

"আপাততঃ কোনও হোটেলে উঠিব। তাহার পর রুম্‌স্‌ খুঁজিয়া লইব।"

"আমাদের ওখানে মাঝে মাঝে আপনাদিগকে দেখিতে পাইলে সুখী হইব। এই লউন আমাদের ঠিকানা। এ কার্ডে At Home on Saturday evenings লেখা আছে বলিয়া শনিবার অবধি অপেক্ষা করিবেন না। যেদিন ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা আসিবেন।"—বলিয়া হেম ও অতুলকে একখানি করিয়া কার্ড দিলেন।

লীথ্‌ বন্দর হইতে রেলপথে এডিনবরায় যাইতে হয়। বস্তুতঃ লীথ্‌ এডিনবরারই উপনগর মাত্র। জাহাজ হইতে নামিয়া, রেলপথে কয়েক মিনিটে ইঁহারা এডিনবরায় পৌঁছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একটি মাস কাটিয়া গিয়াছে। মার্চ্চমণ্ট রোডের একটি বাড়ীতে রুম্‌স্‌ লইয়া হেম ও অতুল বাস করিতেছে। রায়-পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা ইহাদের খুব বাড়িয়া গিয়াছে—বিশেষতঃ হেমের। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ প্রায়ই হয়।

আজ রবিবার বেলা সাড়ে দশটার সময়, রাত্রিবসনের উপর ড্রেসিং-গাউন পরিয়া অতুল নিজ শয়ন-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। বসিবার-কক্ষে গিয়া দাসীর জন্য ঘণ্টা বাজাইল।

দাসী আসিলে অতুল জিজ্ঞাসা করিল—"মিষ্টার দত্ত কি প্রাতরাশ শেষ করিয়াছেন?"

"হাঁ মহাশয়, তিনি আজ অন্য দিনের অপেক্ষা শীঘ্রই প্রাতরাশ শেষ করিয়া কোথায় বাহির হইয়াছেন।"

এমন সময় নিকটস্থ গির্জ্জায় ঢং ঢং করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। অতুল বলিল—"আজ রবিবার বুঝি,—গির্জ্জায় ঘণ্টা বাজিতেছে।"

দাসী বলিল—"হাঁ মহাশয়, আজ রবিবার। এ বাড়ীর সকলেই গির্জ্জায় গিয়াছেন। আপনার প্রাতরাশ শেষ হয় নাই বলিয়া আমি শুধু আছি।"

"ওঃ—আমার জন্য তুমি গির্জ্জায় যাইতে পাও নাই? আমি বড় দুঃখিত হইলাম। আচ্ছা, আমার খাবার দিয়া তুমি যাও—অপেক্ষা করিতে হইবে না।"

"ধন্যবাদ মহাশয়,"—বলিয়া ঝি একটি ট্রে ভরিয়া প্রাতরাশের দ্রব্য-সম্ভার আনিয়া দিল। সেগুলি টেবিলে সাজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

অতুলের মুখে সিগারেট। খাদ্যের নিকট চেয়ার সরাইয়া আনিয়া এক পেয়ালা চা ঢালিয়া লইল। অন্য মনে অল্প অল্প করিয়া চাটুকু পান করিতে লাগিল।

আপন মনে অতুল বলিতে লাগিল—"আর কিছু নয়, হেম গির্জ্জায় গিয়াছে। গত রবিবারেও গিয়েছিল। হঠাৎ তার এমন ধর্ম্মে মতি হ'ল কি করে? Cherchez la femme—বুঝেছি—কুমারী লীলার 'প্রেয়ার বুক' বহন করবার লোভেই তাঁরা রাতারাতি এমন ধার্ম্মিক হয়ে উঠেছেন।"

এক পেয়ালা চা শেষ হইল। খাবারের বিবিধ পাত্রগুলির ঢাকনি খুলিয়া খুলিয়া অতুল দেখিতে লাগিল। শেষে দুইটি ডিম মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহাই খাইল। কল্য রাত্রে থিয়েটারের পর কোথায় গিয়াছিল,

তিনটার সময় বাড়ী ফিরিয়াছে—সেই জন্য শরীর কিছু খারাপ,—খাইতে ইচ্ছা নাই।

আর এক পেয়ালা চা খাইয়া অতুল টেবিল ছাড়িয়া উঠিল। নূতন সিগারেট ধরাইয়া, জানলার কাছে চেয়ার টানিয়া বসিয়া হেম সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল।

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি ঘটনা স্মরণ করিয়া অতুল সিদ্ধান্ত করিল—হেম যে লীলার সহিত প্রেমে পড়িয়াছে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। আর লীলা?—লীলাও হেমের অনুরাগিনী। ইহাও অতুল বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে অস্ফুটস্বরে অতুল বলিয়া উঠিল—"What the devil does he mean by it? Will he marry the girl?"

ভাবিল—হেম যেরূপ শীতল প্রকৃতি ও হিসাবী লোক, ও যে নিছক্ প্রেমের জন্য বিবাহ করিতে রাজি হইবে, ইহা ত বিশ্বাস হয় না। Love in a cottage উহার কুষ্ঠীতে লেখা নাই। সিভিল সার্ভিস্ পাশ করিয়াছে, দেশে ফিরিয়া গেলে বিলাতফেরৎ-সমাজে হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে। বিবাহযোগ্যা কন্যাগণের মাতারা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিবেন। নীলামের ডাকে সর্ব্বোচ্চ দরে হেম নিজেকে বিক্রয় করিবে। কোনও ধনকুবেরের একটি কালো মেয়ে এবং পাঁচ অঙ্কের একখানি চেক্ হেম বিবাহ করিবে। বেচারি মিস্ রায়—আমি বাস্তবিক তোমার জন্য দুঃখিত। সুন্দরী মিস্ রায়, সুগায়িকা, সুশিক্ষিতা, কোমলহৃদয়া মিস্ রায়,—তোমার সবই ভাল, কিন্তু তুমি দরিদ্র বিধবার মেয়ে। তোমার হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তোমার মার ক্যাশ্‌বাক্সটি শূন্য। কোনো আশা না—কোন আশা করিও না।

এগারোটা বাজিল। অতুল তখন ভাবিল—"যাক্‌গে, পরের চিন্তা করে কি হবে, নিজের চিন্তা কিছু করা যাক্।"—মনে পড়িল, এডিনবরায় দুই মাস নিরিবিলিতে আইন অধ্যয়ন করিবে বলিয়া খানকতক বহি কিনিয়া আনিয়াছিল, সেগুলির এখনও পাতা কাটাও হয় নাই। উঠিয়া গিয়া বহিগুলি তোরঙ্গ হইতে বাহির করিয়া আনিল। সেগুলি নাড়িতে চাড়িতে লাগিল এবং ভাবিল,—আজ পাতা কাটিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া দিই। তাহার পর হঠাৎ মনে হইল—আজ যে রবিবার—অনধ্যায়। যদিও আমি খৃষ্টান নহি—তথাপি যস্মিন দেশে যদাচারঃ—ওগুলো মানিয়া চলাই ভাল। আজ থাক্—শরীরটাও ভাল নাই। বিদ্যারম্ভে গুরুশ্রেষ্ঠঃ—একেবারে বৃহস্পতিবার দিন আরম্ভ করা যাইবে।—সরস্বতী আবার তোরঙ্গরূপ জেলে "রিম্যাণ্ডেড্" হইলেন।

বারোটা বাজিল। বসিয়া বসিয়া আর ভাল লাগিল না। পাড়ার গির্জ্জায় উপাসনা শেষ হইয়া গিয়াছে। পথে দলে দলে নরনারী, বালকবালিকা তাহাদের পোষাকী কাপড় পরিয়া গির্জ্জা হইতে বাড়ী ফিরিতেছে। অতুল উঠিয়া বেশ-পরিধান করিয়া বেড়াইতে বাহির হইল। নগরের মধ্যস্থলে প্রিন্সেস্ গার্ডেন্‌স্ নামক বিস্তীর্ণ মনোহর উদ্যান আছে,—সেইখানে গিয়া বায়ুসেবন করিতে লাগিল। কিয়ৎপরে গাছের ছায়ায় একটি বেঞ্চিতে বসিয়া সিগারেট ধরাইল।

এমন সময় দেখা গেল, কিছু দূরে মিস্ রায়কে লইয়া হেমচন্দ্র আসিতেছে। অতুল অপেক্ষা করিল, ক্রমে ইহারা নিকটে আসিলেন। তখন অতুল দাঁড়াইয়া মিস্ রায়ের প্রতি টুপী উত্তোলন করিল। সুপ্রভাত জ্ঞাপন করিয়া বলিল—"আপনারা কি গির্জ্জা ফেরৎ নাকি?"

হেম বলিল—"হাঁ। গির্জ্জার গরমে মিস্ রায় মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া-

ছিলেন। তাই উপাসনান্তে ইহাকে একটু শীতল বায়ু সেবন করাইতে আনিয়াছি।"

অতুল বলিল—"শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। এখন আপনি কেমন আছেন মিস্ রায়?"

লীলা বলিলেন—"ধন্যবাদ, এখন বেশ আছি। আপনি কখনও গির্জ্জায় যান না বুঝি?"

অতুল বলিল—"গির্জ্জায়? হাঁ, যাই বৈ কি। প্রতি বৎসর ক্রিস্‌মাস্‌ডের দিন যাই।"

মিস্ রায় হাসিয়া বলিলেন—"যাহারা রবিবারে দুই বেলা গির্জ্জায় যায় না, একবার মাত্র যায়, গ্ল্যাডষ্টন্ তাহাদিগকে শ্লেষ করিয়া oncer বলিয়াছিলেন। আপনি দেখিতেছি once-a-yearer."

অতুল বলিল—"আত্মার পরিত্রাণের জন্যই ত গির্জ্জায় যাওয়া? তা, আমার আত্মা আছে কি না সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ, মিস্ রায়! তাই গির্জ্জায় যাওয়ার চাড় হয় না।"

লীলা বলিলেন—"আপনার আত্মা পরহস্তগত নয় ত?"

"তাহা হইলেও ত বুঝিতাম, যেখানে হউক কোথাও আছে। যাহাদের আত্মা পরহস্তগত, তাহারা ত নিয়মিতরূপেই গির্জ্জায় যায় দেখিতে পাই।"—বলিয়া অতুল হেমচন্দ্রের দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করিল। হেম যেন তাহা শুনিয়াও শুনিল না। কুমারী লীলার গণ্ডস্থল, কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তেই তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন। বলিলেন—"এখানে দাঁড়াইয়া কি হইবে,—আসুন না, একটু বেড়ান যাক্।"

অতুল উত্তরের মুখপানে সশঙ্কভাবে দৃষ্টিপাত করিল। পরে, হেমের

দিকে চাহিয়া দুষ্টামি করিয়া বলিল—"Thanks—but shall I not be intruding ?"

হেম বলিল—"অবশ্যই না।"

তিনজনে নানা কথোপকথন করিতে করিতে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। হেম ও অতুল দুই দিকে—মিস্ রায় মধ্যস্থলে। ভারতবর্ষের অনেক কথা হইতে লাগিল। অতুল বলিল—"মিস্ রায়, ভারতবর্ষ আপনার দেখিতে ইচ্ছা করে না ?"

"করে না আবার ? খুব করে। ছেলেবেলায় আমি কলিকাতায় ছিলাম—তাহাই ছায়াবৎ আমার স্মরণ হয়। আমি ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য—নদী, বন, পাহাড় এ সব কিছুই দেখি নাই। সেই সব আমার দেখিতে ইচ্ছা করে। আচ্ছা, ভারতবর্ষের কি ফুল ভাল, গোটা কতক নাম করুন না।"

অতুল বলিল—"বেলা, যুঁই, গন্ধরাজ, বকুল, টগর—"

হেম বলিল—"কুমুদ, কহ্লার, পদ্ম, কেতকী, কামিনী—"

মিস্ রায় বলিলেন—"কামিনী ? সে কি রকম ফুল ?"

অতুল বলিল—"ছোট শাদা ফুল, রাত্রে ফুটে, গন্ধটুকু বড় মৃদু—অথচ বড় মিষ্ট—তাই ইহার নাম কামিনী অর্থাৎ Lady-flower."

লীলা বলিলেন—"Lady-flower ? কি সুন্দর নাম! আচ্ছা, মিষ্টার মিত্র, এ দেশের ও আমাদের দেশের ফুলের মধ্যে প্রভেদ কি ?"

অতুল বলিল—"আপনার কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে, আমার অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, যেহেতু আপনি ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া উল্লেখ করিলেন।"

লীলা বলিলেন—"নিশ্চয়ই। আমার পিতা বাঙ্গালী। আমার নিজের

জন্ম ভারতবর্ষে। আমি সে দেশকে স্বদেশ বলিয়া মনে করিব না ত কোন্ দেশকে করিব? আমি ত প্রবাসিনী।"

অতুল বলিল—"প্রার্থনা করি, ভারতবর্ষের দুহিতাকে একদিন ভারতবর্ষে দেখিয়া সুখী হইব।"—হেমের দিকে ফিরিয়া বলিল—"তুমি আমার সহিত এ প্রার্থনায় যোগদান কর না হেম?"

হেম বলিল—"অবশ্য।"—কিন্তু তাহার স্বরটা অতুলের মত হাস্য-বিকশিত নহে—যেন অপরাধীর মত।

অতুল বলিল—"আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—এ দেশীয় ও ভারতবর্ষীয় ফুলে তফাৎ কি। এ দেশীয় ফুল অধিকাংশই চটকদার কিন্তু গন্ধশূন্য। ভারতবর্ষীয় ফুল দেখিতে তত বাহারে না হউক—কিন্তু সৌরভে ভরপুর। তেমন মিষ্ট গন্ধ এ দেশে কোনও ফুলে নাই।"

মিস্ রায় বলিলেন—"কেন, ভায়োলেট্স—লিলিজ্ অব্ দি ভ্যালি?"

"আমাদের মনে ধরে না। আপনি একবার ভারতবর্ষীয় ফুল আঘ্রাণ করিলে আপনারও মনে ধরিবে না।"

এই সময় কুমারী রায় ঘড়ি খুলিয়া বলিলেন—"একটা বাজিয়াছে। আমাদের গৃহে আজ মধ্যাহ্ন-ভোজন করিতে মিষ্টার দত্ত প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মিষ্টার মিত্র,—আপনাকেও অনুরোধ করিবার জন্য মা এখানে নাই, সেজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, আপনিও যদি আসেন তবে মা অত্যন্ত খুসী হইবেন।"

অতুল বলিল—"বহু ধন্যবাদ মিস্ রায়—কিন্তু অদ্য আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে।"

হেম বলিল—"এস না। আহারাদির পর বৈকালে মিলিয়া বেশ আটলা করা যাইবে। মিস্ রায় গাহিবেন।"

মিস্ রায় বলিলেন—"মিষ্টার মিত্র আমার গান মোটে পছন্দ করেন না।"

অতুল বলিল—"পছন্দ করি কি না হেমকে জিজ্ঞাসা করুন—কিন্তু—"

কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া লীলা বলিলেন—"পছন্দ করেন—'কিন্তু'। আপনার কিন্তু-ওয়ালা পছন্দ আমি চাই না—যান।"

অতুল বলিল—"আপনার গানে কিন্তু নয়। কিন্তু আজ রবিবার। আপনারা ভয়ঙ্কর ধার্ম্মিক পরিবার। রবিবারে তাস খেলেন না—ধর্ম্ম-সঙ্গীত ভিন্ন অন্য কিছু গাওয়া পাপ মনে করেন। আমার কেমন কু-অভ্যাস, ধর্ম্ম-সঙ্গীত শুনিলেই আমার হাই উঠিতে থাকে। রবিবার নয় এমন একদিন আসিয়া আপনার গান শুনিব। বর্ণস্ রচিত গুটিকতক প্রেমের সঙ্গীত অনুগ্রহ করিয়া গাহিবেন। ইংরাজি এবং স্কচ সুরে কি আশ্চর্য্য প্রভেদ! ইংরাজি সুরের সঙ্গে বাঙ্গলা সুর কিছুই মেলে না। কিন্তু স্কচ সুরগুলি শুনিলে বাঙ্গলা রাগিণী মনে পড়ে। বর্ণসের গানে আমি মুগ্ধ হইয়া যাই।"

লীলা বলিলেন—"বর্ণসের কোন্ কোন্ গান আপনি বেশী ভালবাসেন?"

"কোন্‌টার নাম করিব? অনেক আছে। সেইটি—

Ye banks and braes o' bonnie Doon

কি সুন্দর সুর—ঠিক যেন বাঙ্গলার মত।"

হেম বলিল—"জানেন মিস্ রায়, আমাদের দেশের একজন কবি, ঠিক এই সুরে এই ভাবের একটি বাঙ্গলা গান রচনা করিয়াছেন।"

মিস্ রায় বলিলেন—"কি গানটি, বলুন না।"

"আপনি ত বাঙ্গলা বুঝিবেন না।"

"তবু কথাগুলি শুনি।"

হেম মৃদুস্বরে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিল—

"ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায়;
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে বহিয়ে যায়।
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়,—
না জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়।"*

বর্ণনের চিরপরিচিত সুর। শুনিয়া মিস্ রায় থাকিতে পারিলেন না— গুন্ গুন্ করিয়া হেমের সহিত সুর দিতে লাগিলেন।

গান শেষ হইলে অতুল বলিল—"Avaunt, ye sinners!— রবিবারে আপনারা প্রেমের গান গাহিলেন?"—বলিয়া প্রচুর হাস্য করিয়া, টুপী তুলিয়া অতুল বিদায় গ্রহণ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আরও এক মাস অতীত হইয়াছে। সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে অতুল ও হেম বেশ-পরিধান করিয়া বাহির হইল। আজ মিসেস্ রায় তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। দুই মাস এডিনবরা বাসের পর, আগামী কল্য বেলা দশটায় গাড়ীতে ইহারা লণ্ডন-যাত্রা করিবে। তাই আজ সন্ধ্যায় বিদায়-ভোজ।

সেদিন অন্য আর কেহ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিল না। মিসেস্ রায়ের পুত্র এবং অপর কন্যাটিও স্থানান্তরে।

---

*. শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত।

আহারের পর সকলে আসিয়া ড্রয়িংরুমে বসিলেন। রায়-গৃহিণী বলিলেন—"মিষ্টার দত্ত, কলিকাতায় আমাদের যে আত্মীয় আছেন, তাঁহাদের শিশুদিগের জন্য কিছু উলের জিনিষ তৈয়ারি করিয়াছি। আপনাকে যদি একটি পার্শেলে করিয়া সেইগুলি দিই, আপনি লইয়া গিয়া তাঁহাদের দিতে পারেন না?"

"অবশ্যই পারি। অতি আহ্লাদের সহিত।"

"আপনার কোন অসুবিধা হইবে না ত?"

"কিছুমাত্র না।"

"আপনি কোন্ মাসে লণ্ডন হইতে গৃহ-যাত্রা করিবেন?"

"নভেম্বর মাসে।"

"তবে ত আর তিন মাস আছে। গৃহ-যাত্রার পূর্ব্বে আর কি একবার এডিনবরায় আসিবেন না?"

"ইচ্ছা আছে। এই দুই মাসে আপনারা আমাকে যে পরিমাণ আদর যত্ন করিয়াছেন, বিদায়ের পূর্ব্বে যদি একবার দেখা না করিয়া যাই, তাহা হইলে অকৃতজ্ঞতার কায হইবে।"

মিসেস্ রায় বলিলেন—"Very good of you to think so."

কুমারী লীলা আজ সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় হইতে আনন্দ যেন আজ কোথায় অন্তর্হিত। মাঝে মাঝে হাসিতেছেন বটে, কিন্তু বেশ বুঝা যায় তাহা চেষ্টাকৃত হাসি।

অতুল বলিল—"আজ মিস্ রায়ের গুটিকতক বাছা বাছা গান আমরা শুনিয়া যাইব।"

মিস্ রায় বলিলেন—"বেশ, কিন্তু আপনাকেও আজ গাহিতে হইবে।"

"যে গাহে তাহাকে বলুন। হেম গাহিবে।"

"উনি ত গাহিবেনই। কিন্তু আজ আপনার গান না শুনিয়া ছাড়িতেছি না।"

কুমারী লীলা পিয়ানোয় বসিলেন। একটি—দুইটি—তিনটি—অনেকগুলি গান হইল। তখন হেম একটি বাঙ্গলা গান গাহিল।

অতুল বলিল—"মিস্ রায়, আপনার Bonnie Prince Charlie গানটি একবার শুনিব।"

ইংরাজের ইতিহাসে যিনি Young Pretender নামে অভিহিত, স্কটল্যাণ্ডে তাঁহার নাম আজিও Bonnie Prince Charlie. এখনও সে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক আছে যাহারা মনে করে, Prince Charlieই তাহাদের প্রকৃত রাজা ছিলেন;—এখন তাঁহার বংশধর যদি কোথাও থাকেন, তবে তিনিই স্কটল্যাণ্ড-সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী। এখনও প্রত্যহ স্কটল্যাণ্ডের মাঠে, নদীতীরে, গিরিশিরে, উপত্যকাভূমিতে—Bonnie Prince Charlie সম্বন্ধে শত শত গাথা গীত হইয়া থাকে।

মিস্ রায় পিয়ানোর নিকট বসিয়া যে গানটি গাহিলেন তাহার রাফ্রাঁ অর্থাৎ প্রত্যেক কলির শেষে ধুয়া আছে—

Charlie's my darling—my darling—my darling.

মিস্ রায় সুন্দরভাবে ধ্বনির সহিত সমস্ত হৃদয় মিশাইয়া দিয়া গানটি গাহিতেছিলেন। যখন তৃতীয় কলির রাফ্রাঁ শেষ হইল, অনুচ্চ পরিহাসে অতুল তখন হেমকে বলিল—"I say Hem, wouldn't you like to be Charlie?" হেম চুপি চুপি বলিল—"Shut up"—কুমারী রায় শুনিতে পান ইহা অবশ্যই অতুলের অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু লীলা সেই মুহূর্ত্তে পিয়ানোর উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া অনতিদূরে উপবিষ্ট ইহাদের পানে চাহিলেন এবং তাঁহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। তিনি

সহসা গান বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে অতুল বড়ই অপ্রতিভ হইল। হেম বলিল—"থামিলেন যে?"

মিস্ রায় বলিলেন—"তিনটা verse (কলি) ত গাহিলাম, আর কেন?"

হেম ও অতুল বাকীটুকু শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন মিস্ রায় হাসিয়া আবার গাহিতে বসিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের মত আর হইল না। গানে সে প্রাণসঞ্চার আর করিতে পারিলেন না। যেন সুরলয়টুকু বজায় রাখিয়া গ্রামোফোন বাজিয়া গেল।

গান শেষ করিয়া মিস্ রায় বলিলেন—"মিষ্টার মিত্র, আজ আপনাকে গাহিতেই হইবে। কিছুতেই ছাড়িব না।"

অতুল বুঝিল, এইমাত্র কৃত-অপরাধ মিস্ রায় ক্ষমা করিয়াছেন। মনে অত্যন্ত আরাম পাইয়া বলিল—"কি গান গাহিব?"

হেম বলিল—"তোমার একটা হাসির গান গাও না।"

"হাসির গান? শুনিয়া আপনারা হাসেন যদি?"

কুমারী লীলা বলিলেন—"হাসিব বৈ কি! হাসির গানে হাসিব না?"

অতুল বলিল—"তার চেয়ে বরং একটা করুণরসের গান গাই। আপনারা হাসিবেন, সে আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমার মনে হইবে, গানের জন্য নহে, গানে আমার অক্ষমতা দেখিয়া আপনারা হাসিতেছেন। আমি একটি নিরাশ প্রণয়ের—করুণরসের গান গাই।"

মিসেস্ রায় বলিলেন—"আশা করি আপনি নিজে একজন নিরাশ প্রণয়ী নহেন।"

কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অতুল বলিল—"হাঁ মিসেস্ রায়—আমিও একজন নিরাশ প্রণয়ী! একদিন সন্ধ্যাকালে, একটি বাগানে আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা একজন বালিকাকে অর্পণ

করিয়াছিলাম। সে নিষ্ঠুর উপেক্ষার সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া গেল। সেই অবধি আমার জীবন শ্মশানতুল্য হইয়া গিয়াছে।"

কুমারী রায় বলিলেন—"তাইত! এ ঘটনা কোথায় ঘটিল? এখানে, না লণ্ডনে?"

"এখানেও নয়, লণ্ডনেও নয়। দেশে,—দেশে মিস্ রায়। আমার বয়স তখন দশ বৎসর—তাহার বয়স সাত।"—বলিয়া যেন অশ্রুরোধ করিবার জন্য অতুল চক্ষে রুমাল দিল।

শুনিয়া সকলের মহা হাসি। কুমারী রায় বলিলেন—"রুমালখানি নিংড়াইয়া ফেলুন—নিংড়াইয়া ফেলুন—ওখানি চোখের জলে অত্যন্ত ভিজিয়া উঠিয়াছে।"

অতুল শুষ্ক রুমালখানি লইয়া সজোরে নিংড়াইতে আরম্ভ করিল।

মিসেস্ রায় বলিলেন—"কৈ, মিষ্টার মিত্রের গান হইল কৈ? গল্পে গল্পে আসল কথা ভুলিয়া যাইতেছি।"

লীলা বলিলেন—"হাঁ মিষ্টার মিত্র, এইবার গান।"

অতুল তখন পিয়ানোর নিকট বসিয়া যে গানটি গাহিল তাহার ভাবানুবাদ এই :—

কহিল নায়ক তিতি অশ্রুনীরে,
বিদায়—বিদায়—বালা;
আর না আসিবে এ অভাগা-জন
জানাতে হৃদয়-জ্বালা।
কতদিনকার আশালতা মোর
ছিন্ন হইল আজি;
শুকাইয়া গেল, ফুটেছিল যত
বাসনা-কুসুম-রাজি।

এমন কোমল তনুখানি তব,
এমন মধুর হাসি ;
কে জানিত ছিল, হৃদয়ে তোমার
কেবল গরল রাশি !
আজি হতে মোর জীবন হইল
মরু সাহারা প্রায়—
অটুট যাতনা চিরনিশি দিন
কেমনে সহিব হায় !
কহিল নায়িকা— এ ঘোর যাতনা
রহিবে না নিরবধি,
সর্ব্বরোগহর বীচামের পিল
খাও কিছু দিন যদি ।

গান শুনিয়া মহিলাদের হাসি আর থামে না। কুমারী লীলা বলিতে লাগিলেন—"Dear, oh dear! Oh,—I never!—Just fancy her prescribing Beecham's pills for her lover,—of all things in the world!"

হাসির তরঙ্গ থামিলে হেম বলিল,—"একবার একটা গির্জ্জার লোকেদের সঙ্গে বীচাম কোম্পানী কি চাতুরী খেলিয়াছিল জানেন না বুঝি ?"

মহিলারা বলিলেন—"না,—কি হইয়াছিল ?"

"কোনও পল্লীগ্রামে একটি dissenting chapel ছিল,—তাহারা উপাসনাপ্রণালী ও সঙ্গীতাদিতে প্রচলিত প্রথা অবলম্বন করিত না। তাহাদের নিজের মনের মত একখানি ধর্ম্ম-সঙ্গীতের বহিও ছাঁপানো ছিল। উপাসনায় সময় লোকের হাতে হাতে সেই বহি প্রতি রবিবারে

দেওয়া হইত। কালক্রমে বহিগুলি ছিঁড়িয়া গেল, কিন্তু সে গির্জ্জার এমন সঙ্গতি ছিল না যে বহিখানি পুনর্মুদ্রিত করিয়া লয়। ইহা শুনিয়া বীচাম কোম্পানি বলিল—'আমরা ছাপাইয়া দিতেছি, কিন্তু বহিতে আমাদের ঔষধের বিজ্ঞাপন একটু আধটু দিয়া দিব।' গির্জ্জার কর্ত্তৃপক্ষ উীকনগণ ভাবিলেন, মলাটে কি শেষ পৃষ্ঠায় যদি উহাদের একটু বিজ্ঞাপনই থাকে, তাহাতে ক্ষতিটা কি ?—বিশেষ যখন বিনামূল্যে পাওয়া যাইতেছে। তাঁহারা ধন্যবাদের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বহি ছাপিয়া আসিল। প্রথম দিন উপাসনার সময় সেই ব'হ হইতে একটি ধর্ম্মসঙ্গীত হইতেছে। উপাসকগণ সমস্বরে কয়ারের সহিত যোগদান করিয়াছেন। যীশু খৃষ্টের মহিমা গান হইতে হইতে, হঠাৎ শেষ কলিতে বীচামের পিলের গুণানুবাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। গান থামিয়া গেল। গির্জ্জাসুদ্ধ লোক অবাক। তখন দেখা গেল, বহি খানিতে প্রত্যেক সঙ্গীতের শেষে, পিলের প্রশংসাপূর্ণ একটি করিয়া নবরচিত কলি তাহারা যুড়িয়া দিয়াছে।"

আবার হাসি পড়িয়া গেল। আরও দুই একটি গান হইলে, মিসেস্ রায় বলিলেন—"মিষ্টার মিত্র—আমায় একটু অনুগ্রহ করিবেন ?"

"বলুন। আমি আপনার আজ্ঞাবহ।"

"মিষ্টার দত্তের হাতে কলিকাতায় যে জিনিষগুলি পাঠাইব, তাহা নীচে ভোজন-কক্ষে রহিয়াছে। সেগুলি প্যাক করিতে আমায় সাহায্য করিবেন ?"

"অতি আনন্দের সহিত। চলুন।"

"চলুন। মিষ্টার দত্ত নিশ্চয়ই আমাদিগকে আধঘণ্টার জন্য ক্ষমা করিবেন। লীলা তুমি দুই একটা গানটান শুনাইয়া মিষ্টার দত্তকে ততক্ষণ entertain কর।"—বলিয়া দুইজনে বাহির হইয়া গেলেন।

হেমের সহিত একা হইবামাত্র, লীলার হাসি গল্প কোথায় উড়িয়া গেল। তিনি নীরবে, অবনত মস্তকে গানের বহিখানির পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। হেম তাঁহাকে কোনও কথা বলিলে তিনি ঘাড় নাড়িয়া বা একাক্ষরযুক্ত শব্দে উত্তর দিতে লাগিলেন।

কুমারীর এই ভাবান্তর দেখিয়া হেম বলিল—"আপনি আজ গান গাহিয়া বড় শ্রান্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক, আমরা বড় স্বার্থপর। নিজেদের আনন্দের জন্য আপনাকে কষ্ট দিয়াছি।"

লীলা একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"আপনি আর দুই একটি গান গাহিয়া অন্যকে আনন্দ বিতরণ করুন—তাহা হইলে আপনার আত্মগ্লানি কমিয়া যাইবে।"

হেম বলিল—"কি গান গাহিব? বাঙ্গলা না ইংরাজি?"

"বাঙ্গলা আমি কি বুঝিব? ইংরাজি গান।"

হেম তখন পিয়ানোর কাছে বসিয়া বর্ণস্ রচিত "My love is like a red red rose" নামক বিখ্যাত গানটি গাহিল। আমরা নিম্নে তাহার একটি অক্ষম বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম।—

আমার সে প্রিয়তমা লোহিত গোলাপ যেন,
নবীন বসন্তে বিকশিত;
আমার সে প্রিয়া যেন মধুর রাগিণী খানি,
সুধাস্বরে তানলয়ে গীত।
কত যে সুন্দরী তুমি হে মোর প্রেয়সী বালা,
প্রেম মোর কত যে গভীর!
সকল সিন্ধুর জল না শুকাবে যত দিন,
তত দিন প্রেম র'বে স্থির।

যত দিন সিন্ধুজল নাহি যাবে শুকাইয়া
রৌদ্রতাপে না গলিবে গিরি ;
ততদিন এই প্রেম রহিবে রহিবে স্থির,
শত শত জন্মান্তর ঘিরি।
বিদায় এখন তবে দেহ সখি কিছু দিন,
হে আমার একমাত্র প্রিয়া ;—
সহস্র যোজন পথ দূরে যদি চলে যাই—
তবু—তবু—আসিব ফিরিয়া।

গানের শেষ দুইটি চরণ—হেম বারম্বার গাহিতে লাগিল—

Sae fare thee weel, my only love,
And fare thee weel awhile,
And I shall come again, my love,
Though it were ten thousand mile,
Though it were ten thousand mile, my love,
Though it were ten thousand mile—
And I shall come again, my love,
Though it were ten thousand mile.

বণসের সুর যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া কক্ষময় লুটাইতে লাগিল।

গান শেষ হইলে হেম দেখিল, মিস্ রায় জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছেন। হেম ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট গিয়া বলিল—"আপনার কি বেশী গরম বোধ হইতেছে ?"

"না, বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে; তাই একটু দেখিতেছি।

হেম বলিল—"একি আর জ্যোৎস্না! যদি জ্যোৎস্না কোথাও উঠে ত ভারতবর্ষে। সে জ্যোৎস্না আপনার দেখিতে ইচ্ছা করে না?"

মিস্ রায় বলিলেন—"করে বৈ কি।"

হেম বলিল—"মিস্ রায়,—অনেক দিন হইতে আপনাকে একটি কথা বলিব বলিব মনে করিয়াছি—কিন্তু বলিতে পারি নাই। আমি যেদিন হইতে আপনাকে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতেই ভালবাসিয়াছি। আমি আপনাকে কত ভালবাসিয়াছি তাহা আপনি জানেন না। আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে আপনি কি স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন? আজ আমার হৃদয় আপনার পদপ্রান্তে রাখিলাম—আপনি কি প্রত্যাখান করিবেন?"

মিস্ রায় জানালা ধরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। হেম বুঝিল, তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। তখন সে তাঁহার কটিদেশে হস্ত বেষ্টন করিয়া, তাঁহাকে নিকটে টানিয়া লইল। মিস্ রায় নিজ অশ্রুসিক্ত মুখখানি হেমের স্কন্ধে স্থাপন করিলেন। হেম বলিল—"মিস্ রায়—লীলা—বল, আমায় সুখী করিবে? ভারত-বর্ষের দুহিতাকে ভারতবর্ষে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার সৌভাগ্য কি আমাকে দিবে না? বল—হাঁ। বল—বল।"

অশ্রুসিক্ত স্বরে লীলা বলিলেন—"হাঁ"।

হেম তখন লীলার মুখখানি তুলিয়া সযত্নে অশ্রু মুছাইয়া দিল। তাহার পর, প্রিয়ার অধরবৃন্ত হইতে প্রণয়ের প্রথম কুসুম অবচয়ন করিয়া লইল।

অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিল। বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। দ্বার খুলিয়া মিসেস্ রায় ও অতুল প্রবেশ করিলেন।

হেম লীলার সহিত বাহুসম্বদ্ধ হইয়া সহাস্যমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর

হইয়া বলিল—"মিসেস্ রায়, অদ্য আপনার কন্যা আমাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন। আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

এ কথা শুনিয়া রায়-গৃহিণী কয়েক মুহূর্ত্তকাল নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার মুখে সুখের হাসি ফুটিয়া উঠিল, চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

অতুল শুনিয়াই দুই হাত ছুড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"Don't—don't Mrs. Roy—don't bless them. Stop thief—fire—murder."

অতুলের রঙ্গভঙ্গের বিষয় সকলেই অবগত ছিলেন। মিসেস্ রায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে? ব্যাপার কি?"

অতুল উত্তেজিত স্বরে বলিল—"মিসেস্ রায়, ঐ হেমকেই জিজ্ঞাসা করুন। জাহাজ ছাড়িবার আগেই toss up হইয়া গিয়াছিল—আমিই জিতিয়াছিলাম। আমারই অধিকার মিস্ রায়কে বিবাহ করিবার। বলুক হেম।"

হেম ও লীলা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

মিসেস্ রায় বলিলেন—"কিন্তু তুমি ত লীলাকে woo কর নাই। যে woo করিয়াছে সে win করিয়াছে।"

অতুল ঘাড় বাঁকাইয়া, গালের উপর একটি অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া চিন্তা করিয়া কহিল—"সে কথা ঠিক। ঐটা আমার বড়ই ভুল হইয়া গিয়াছে। কথামালার খরগোস্ ও কচ্ছপের গল্প হইল আর কি। ঘুমাইয়া পড়িয়া আমি হারিয়া গেলাম। আচ্ছা, তবে হেমেরই জিৎ। All right, good luck to you Hem, old chap. My best, my very bestest congratulations."—বলিয়া হেমের হাত ধরিয়া ভয়ানক ঝাঁকানি দিতে লাগিল।

দশ হাজার মাইল নহে—চারি শত মাইল অতিক্রম করিয়া হেম দুই মাস পরে আবার লণ্ডন হইতে এডিনবরায় ফিরিয়া আসিল। শুভদিনে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, অতুলই "নিতবর" হইয়াছিল।"

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

(১৩১৬, জ্যৈষ্ঠের "প্রবাসী" হইতে উদ্ধৃত)

ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর

আপনার বৈশাখের পত্রিকাখানিতে "প্রত্যাবর্ত্তন" উপন্যাসটি পাঠ করিয়া আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমাদের দেশের এক্ষণকার এই অদ্ভুত উল্টা-সভ্যতার উহা একটি সুন্দর দর্পণ—ফটোগ্রাফ বলিলে আরও ঠিক হয়।

সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরচিত ঐ উপন্যাসটির প্রথম পরিচ্ছেদের নাম একাদশীতত্ত্ব! এই ক্ষুদ্র নামটিতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভিতরের নিগূঢ় কথাটি আমার চক্ষের সাম্নে প্রত্যক্ষবৎ দেখা দিতেছে। একাদশী যে পদার্থটা কি তাহা দেশশুদ্ধ লোক সবাই জানে; বিশেষতঃ আমাদের দেশের বিধবা রমণীরা বিশেষরূপে তাহার মর্ম্ম অবগত আছেন। একাদশী যে কি তাহাই সবাই জানে, কিন্তু একাদশীতত্ত্ব যে কি তাহা মূর্খলোকের ধ্যানের অগোচর; তাহা আমাদের দেশের নূতন শাস্ত্রকারগণের নূতন আবিষ্কার। যেমন কাল এবং যেমন দেশ তাহার তেমনই তত্ত্ব। প্রবাদই আছে "হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী"। পূর্ব্বতন কালে আমাদের দেশের অন্বেষ্যতত্ত্ব ছিল—আত্মতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্ব ইত্যাদি; অধুনাতন পাশ্চাত্য দেশের অন্বেষ্য-তত্ত্ব—উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ক্রমবিকাশতত্ত্ব ইত্যাদি। কিন্তু ও-সকল তত্ত্ব আমাদের দেশের অভিনব শ্রেণীর উঠন্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর গ্রাহ্যের

মধ্যেই আসে না;—ও-সকল সারতত্ত্ব ইঁহাদের নিকটে ছাপতত্ত্ব, যেহেতু grapes are sour! ইঁহাদের উচ্চ দৃষ্টিতে বারোয়ারিতত্ত্ব, শিখাধারণতত্ত্ব, একাদশীতত্ত্ব, এই সকল তত্ত্বই তত্ত্ব। এই সকল নূতন তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তারা শেষে যখন প্যাঁচে পড়েন তখন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানতত্ত্বের দোহাই দিতে অগত্যা বাধ্য হ'ন; তার সাক্ষী :—

রামনিধি বাবু বলিলেন—"আচ্ছা, শরীরে রস শুকিয়ে নেওয়াই যদি দরকার, তবে ফলমূল খেলে রস শুকোয় আর পাঁউরুটি গল্‌দাচিংড়ি ভাজায় শুকোয় না এর মানে কি? আমার ত পাঁউরুটির চেয়ে ফলমূলই ভিজে মনে হয়।"

কার্ত্তিক বাবু বলিলেন—"ওটা চিকিৎসা-শাস্ত্রের কথা। মেডিকেল্ কলেজে ঢুকে চিকিৎসা-শাস্ত্রের যখন চর্চ্চা করব তখন নিশ্চয়ই এরও একটা কারণ বের করে ফেলব দেখে নেবেন।"

কার্ত্তিক বাবুকে আমি বলি এই যে, তিনি মেডিকেল কালেজে ঢুকিয়া যখন প্রোফেসার সাহেবকে দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষার সদ্‌ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন প্রোফেসার সাহেব তাঁহাকে বলিবেন—"লঘুপাক পোষ্টাই সামগ্রী যথা পরিমাণে যথা সময়ে ভোজন, যথা পরিমাণে যথা সময়ে নিদ্রা, যথা পরিমাণে যথা সময়ে চিত্তবিনোদন এবং ব্যায়ামাদি—এই সকল ব্রত অনুষ্ঠান কর—তাহা হইলেই তোমার শরীর যথেষ্ট সুস্থ এবং সবল হইবে; একাদশী করিতে হইবে না"—এটা তিনি দেখে নেবেন। আর যদি দিশী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে সুবিজ্ঞ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিবেন,—"স্বাস্থ্য লাভের উপায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন তাহাই সর্ব্বথা অবলম্বনীয়। ভগবদ্‌গীতায় স্পষ্ট লেখা আছে—'যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা,' উপযুক্ত আহার বিহার,

উপযুক্ত কর্ম্ম চেষ্টা, উপযুক্ত নিদ্রা জাগরণ, ইহাই স্বাস্থ্য-রক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়; একাদশী করিতে হইবে না”—এটাও তিনি দেখে নেবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—ভট্টাচার্য্য সংবাদ। সেক্‌স্‌পিয়রের শাইলক্ যেমন প্রকৃত প্রস্তাবেই ইহুদি, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভট্টাচার্য্য তেমনি প্রকৃত প্রস্তাবেই ভট্টাচার্য্য। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শাস্ত্রমতে বামনাই-রক্ষাই চিত্তশুদ্ধির সোপান। কিন্তু যোগশাস্ত্রের মতে চিত্তপ্রসাদের সোপান আর একতর সামগ্রী—যথা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা—ইহাই চিত্তপ্রসাদের সোপান। মৈত্রী কি? না পরের সুখে সুখী হওয়া; করুণা কি? না পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া; মুদিতা কি? না পরের অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যে অনুমোদন; উপেক্ষা কি? না পরের অনুষ্ঠিত অসৎ-কর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ পাপীর প্রতি পাপাচরণ না করা। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচরণে মৈত্রীর বিশেষ কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না; তিনি গ্রামস্থ ধোপার শ্রীবৃদ্ধিতে সুখী হওয়া দূরে থাকুক—অন্তর্জ্বালায় জ্বলিতেছেন; আবার, বেচারী রামনিধি বাবুর দুঃখে দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক—“যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল” বলিয়া আহ্লাদে গদ গদ! সৎকার্য্যের অনুমোদন করা দূরে থাকুক—রামবাবু বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন ইহা তাঁহার চক্ষের বিষ। অসৎকার্য্যের প্রতি উপেক্ষা করা দূরে থাকুক, রামনিধি বাবু যে আত্মগোপন করিয়াছেন তাহার প্রতিফল দিবার জন্য তিনি লালায়িত। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন্ ধর্ম্মটা হিন্দু ধর্ম্ম? ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শাস্ত্রানুমোদিত পরশ্রীদর্শনজনিত অন্তর্দাহটা হিন্দু ধর্ম্ম, না যোগশাস্ত্রের অনুমোদিত মৈত্রী করুণাদির সাধনটা হিন্দু ধর্ম্ম? যাঁহারা তেলেজলে মিশাইয়া নূতন শাস্ত্রানুযায়ী নূতন হিন্দু ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিবার বৃথা চেষ্টায় অহর্নিশি ব্যাপৃত, তাঁহাদের মতে দুইই হিন্দু ধর্ম্ম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—আইন প্রসঙ্গ। আইনের রাজবল যদি শক্ত বাঁধ না হইত, তাহা হইলে আমাদের দেশে ঈর্ষাদ্বেষ-জনিত দলাদলি, এবং তাহার আনুষঙ্গিক ভ্রান্ত প্রমত্ত এবং মূঢ় কার্য্য সকলের স্রোত দেশময় কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাব ধারণ করিত, এই পরিচ্ছেদে তাহা সুন্দর সপ্রমাণ করা হইয়াছে; আর সেই সঙ্গে এক্ষণকার বিদ্যালয়ের বালকদিগের যে কিরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা হয়, তাহাও ইঙ্গিতচ্ছলে বলা হইয়াছে। যোগশাস্ত্রের মতে যদি মৈত্রীকরুণাদির সাধন ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট সোপান হয়, আর, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শাস্ত্রানুসারে পরশ্রীকাতরতা, বিপন্ন ব্যক্তির উপর অত্যাচার অর্থাৎ মড়া'র উপরে খাঁড়ার ঘা, এবং আইন শক্ত জিনিস্ বলিয়া আইনের সংঘর্ষ হইতে ব্রহ্মণ্যদেবকে দূরে সরাইয়া রাখা, এই গুলিই হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, তবে কে এমন ধর্ম্মজ্ঞান-বর্জ্জিত যে, যোগশাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী আচার ব্যবহারগুলিকে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের কোটায় নিক্ষেপ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শাস্ত্রানুযায়ী অধম আচার ব্যবহারগুলিকে সেরা হিন্দু ধর্ম্ম বলিয়া বক্ষ পাতিয়া আলিঙ্গন করিবে - দুগ্ধ দিয়া কেউটে সাপ পোষণ করিবে? কিন্তু দুঃখের কথা কি আর বলিব, আমাদের দেশের অনেকানেক অর্দ্ধশিক্ষিত লোক তাহাই করেন। বিশেষতঃ আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর বালকেরা উচ্চ অঙ্গের হিন্দু শাস্ত্রের কোনো ধারই ধারেন না; তাঁহাদের মতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শাস্ত্রই পরাকাষ্ঠা হিন্দু শাস্ত্র। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা শুনিয়া কাজেই রামনিধি বাবুর সহবাসী বালকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে খেপিয়া উঠিল। তাহাদের যদি কিঞ্চিৎমাত্রও ধর্ম্মজ্ঞান থাকিত, তবে রামনিধি বাবুর জাতীয় হীনাবস্থার প্রতি তাহাদের বৈরিতার পরিবর্ত্তে দয়ারই উদ্রেক হইত; আর, তাহা হইলে, রামনিধি বাবুর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা না দিয়া, আপনাদের মধ্যে চুপি চুপি মন্ত্রণা

করিয়া এরূপ একটা সুব্যবস্থা করিত, যাহাতে আপনাদের সামাজিক পদবীও লাঘব না হয়, অথচ রামনিধি বাবুরও মনে আঘাত না লাগে। তাঁহারা যদি কাজের লোক হইতেন, তবে তাহাই করিতেন। কিন্তু তাঁহারা কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানশূন্য; এই জন্য বীরত্ব প্রকাশের আর জায়গা পাইলেন না—যে ব্যক্তি জাতীয় হীনাবস্থার মর্ম্মবেদনায় অন্তরে মরিয়া রহিয়াছে, তাহারই উপরে যত তাঁহাদের বীরত্বের গর্ব্ব আস্ফালন—অথচ রাজ্যের আইন কণ্ঠস্থ করিয়াও পুলিসের ভয়ে জড়সড়। বালকদিগের জ্ঞান-শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা যে কিরূপ অবশ্য-প্রয়োজনীয় বিষয়, তাহা ইহা অপেক্ষা স্পষ্টাক্ষরে দেখানো যাইতে পারে না।

পরপরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে, রামনিধি বাবু বিপদে পড়িয়া ইংরাজীতে যাহাকে বলে "from the frying pan to the fire" সেইরূপ এক ফাঁদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আর এক ফাঁদে পা দিয়া চারিদিক কিরূপ অন্ধকার দেখিয়াছিলেন, তাহাই আনুপূর্ব্বিক যথাবিহিতক্রমে বিবৃত করা হইয়াছে; আর সেই সঙ্গে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্ম যে অধর্ম্মপ্রদান ভণ্ডামিরই আর এক নাম তাহাও দেখানো হইয়াছে বিলক্ষণ! উপন্যাসটির শেষাংশ পাঠ করিয়া আমার মনে হইল যে, যাঁহারা মিষ্টর অমুক সাহেব বলিয়া সম্ভাষিত হওয়াকে পরম পুরুষার্থ মনে করেন তাঁহাদের বুদ্ধি মনের কি অন্ধকারাচ্ছন্ন শোচনীয় অবস্থা।

মরুভূমির মাঝখানে ফলপুষ্পশোভিত উপবন দেখিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত পরিব্রাজক যেরূপ তৃপ্তিসুখ অনুভব করে, প্রভাত বাবুর উপন্যাসটি পাঠ করিয়া আমি সেইরূপ সুখানুভব করিলাম। অনেকানেক উপন্যাস অনভিজ্ঞ বালকদিগের পঠদ্দশায় তাহাদের চক্ষে ধূলিমুষ্টি প্রদান করিয়া তাহাদের একগুণ অন্ধতাকে দশগুণ করিয়া তোলে। এ উপন্যাসটি পাঠ করিলে যাহার চক্ষু আছে, তাঁহার চক্ষু ফুটিবে, তাহাতে আর সন্দেহ

মাত্র নাই ;—তবে, যাহার চক্ষু নাই তাহার নিকটে দিনও যা রাত্রিও সবই সমান। লেখক মহাশয় যদি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন, তবে "প্রত্যাবর্ত্তন" নামটির পরিবর্ত্তে আর একটি নাম যাহা আমার মনে উদিত হইয়াছে, তাহা বলিতে কোনো হানি নাই—তাহা এই :—"ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর" অর্থাৎ বাঙ্গালীটোলার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও যেমন; আর, ইংরাজটোলার পাদরী সাহেবও তেম্নি—এ বলে আমায় খ্যাখ্‌-ও বলে আমায় খ্যাখ্‌।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থ

নব-কথা। দ্বিতীয় সংস্করণ। ইহাতে প্রথম সংস্করণের চারটি গল্প আছে, তাহা ছাড়া পাঁচটি অতিরিক্ত গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এ সংস্করণের সমালোচনায় "বঙ্গবাসী" বলেন—"এই গ্রন্থে কয়েকটি গল্প আছে। প্রভাতকুমার গল্প রচনায় সাহিত্যে শ্রেষ্ঠাসন গ্রহণ করিয়াছেন। সহজ ও সরল ভাষায় গল্প লিখিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ। গল্পগুলি পুরাতন, কিন্তু যখনই পড়া যায় তখনই মনে হয় 'নিতুই নব'। * * স্বভাবনিঃসৃত মধুর রসস্রাব সর্ব্বত্রই। ছোট ফটোতে পূর্ণাঙ্গ পুষ্ট চরিত্র। গল্পের বাঁধনে শ্লেষের কশাঘাতে শিক্ষার সম্ভোগ অবশ্যম্ভাবী। কোথাও কোথাও মতের পার্থক্য আছে; কিন্তু রচনার মুন্সিয়ানা স্বীকারে আমরা মুক্তকণ্ঠ।"

নবপর্য্যায় **সুলভ সমাচার** লিখিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত প্রভাতবাবু এখন সর্ব্বপ্রধান ছোট গল্প লেখক বলিলেও হয়। তাঁহার নব-কথার দ্বিতীয় সংস্করণ যে এতদিন পরে প্রকাশিত হইল, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। এই সংস্করণে পাঁচটি নূতন গল্প সংযোজিত হইয়াছে। প্রভাতবাবুর গল্প পড়িয়া সকলেই স্বীকার করিবেন তিনি একজন উচ্চদরের আর্টিষ্ট। আমরা মুক্তকণ্ঠে প্রভাতবাবুর ছোট গল্পগুলির প্রশংসা করিতেছি। তিনি গল্পলেখায় সিদ্ধহস্ত। তাঁহার এই নব-কথা পাঠকসমাজে বিশেষ সাদরে গৃহীত হইবে।"

হিতবাদী বলেন—"বাঙ্গলাভাষায় ছোটগল্প লেখকগণের মধ্যে যে প্রভাতবাবু সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহার নব-কথার দ্বিতীয় সংস্করণ এত বিলম্বে বাহির হওয়া বাঙ্গালী পাঠকগণের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে; এতদিনে এ পুস্তকের চার পাঁচটি সংস্করণ হওয়া উচিত ছিল।"

"নব-কথা" সুন্দর পুরু এন্টিক কাগজে ছাপা। ৩১২ পৃষ্ঠা। মূল্য কাগজের মলাট ১৷৷০, স্বর্ণাঙ্কিত কাপড়ে বাঁধা ১৷৷৵০

ষোড়শী। দ্বিতীয় সংস্করণ। ষোলটি গল্প—নানা রসে পরিপূর্ণ। প্রথম সংস্করণের সমালোচনায় প্রবীণ সমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় নবপর্য্যায় "বঙ্গদর্শনে" এই পুস্তকের একটি রহস্য-সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন—"গ্রন্থের নাম ষোড়শী। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। তা, 'ষোড়শী' আমার কাছে কেন? এইরূপ কৈফিয়তের উত্তর দিবার জন্যই যেন ভূমিকার প্রথমেই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—এই গ্রন্থে আমার ষোলটি গল্প প্রকাশিত হইল, তাই ইহার নাম রাখিলাম "ষোড়শী"। * * * সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই ষোড়শী, রূপসী লইয়া-ঘটনা-গ্রন্থন। * * * 'ষোড়শী'র গ্রন্থকার প্রভাতবাবু (বড় দুঃখের বিষয় যে, তাঁহাকে চিনি না) বেশ ভাবুক, সামাজিক অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ, লিখনপটু; তাঁহার লেখায় সুন্দর ভঙ্গি আছে; ফল্গুস্রোতের মত বিদ্রূপের গতি আছে।"

Modern Review লিখিয়াছিলেন—

"* * The author is well known to Bengalee readers as one of the most successful writers of short stories. His style has an indefinable charm, and his pen a lightness of touch all his own. His diction is chaste and simple. The plots are attractive and ingenious, and keep hold of the reader's attention till he reaches the last sentence with a feeling of regret that the stories are not longer. A vein of refined humour is another rare characteristic of his writings. Even when he indulges in rollicking fun, as in the 'Strong Son-in-law', there is not the slightest coarseness or vulgarity in his humour. The stories can be read again and again with pleasure without any fear of their getting hackneyed."

"ষোড়শী"র মূল্য, কাগজের মলাট ১৸৹, স্বর্ণাঙ্কিত কাপড়ে বাঁধা ১৷৹

১৩১৬ অগ্রহায়ণের "প্রবাসী" ১ম সংস্করণ **দেশী ও বিলাতী** সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন :—

"বাঙ্গলায় ছোট গল্প লেখেন অনেকে, কিন্তু তাহা ছোট মাত্র, তাহাতে ছোট গল্পের আর্ট কিছুমাত্র থাকে না। এই আর্টে যাঁহারা সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রবি বাবু শ্রেষ্ঠ; তারপরই প্রভাত বাবু একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। তাঁহার ভাবা

প্রেম হাস্যরসে মধুর ও সহজভাবে লঘু; রচনার মধ্যে আগাগোড়া আগ্রহ জাগাইয়া রাখিবার মত আয়োজন যথেষ্ট থাকে, ঘটনার মধ্যে একটা বৈচিত্র্য থাকে এবং উপসংহারে একটি অখণ্ডতা ও জমাটের ভাব দেখা যায়। সব চেয়ে সুন্দর তাঁহার নিপুণ পর্য্যবেক্ষণ শক্তি—তিনি জানা কথাই নূতন করিয়া বলিয়া প্রাণের মধ্যে পৌছিয়া দেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে এই সকল গুণগুলিই আছে; অধিকন্তু রচনা অধিক পরিপক্ক হইয়াছে। এই গ্রন্থের নিশ্চয়ই সর্ব্বত্র সমাদর হইবে।"

"দেশী ও বিলাতী"র মূল্য কাগজের মলাট ১৷৷০, স্বর্ণাঙ্কিত কাপড়ে বাঁধা ১৸০

প্রভাত বাবুর ছোট গল্প সম্বন্ধে

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিমত

* * * হাসির হাওয়ায়, কল্পনার ঝোঁকে, পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই। ছোট গল্প লেখায় পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জ্জুন, তোমার গাণ্ডীব হইতে তীরগুলি ছোটে যেন সূর্য্যের রশ্মির মত—আর কেহ কেহ আছে যাহারা মধ্যম পাণ্ডবের মত, গদা ছাড়া যাহাদের অস্ত্র নাই, সেটা বিষম ভারি, তাহা মাথার উপর আসিয়া পড়ে, বুকের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে না। * * *

রমাসুন্দরী। বৃহৎ সামাজিক উপন্যাস। ইহা দেড় বৎসর ধরিয়া "ভারতী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পটির শেষাংশের ঘটনাস্থান কাশ্মীর। ইহা পাঠ করিলে কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুপম সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইবে। রমাসুন্দরীর সমালোচনায় 'প্রবাসী' লিখিয়াছেন—

"প্রভাতবাবু ছোট গল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত। নভেল রচনাতেও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় এই রমাসুন্দরী দিয়াছে। * * লেখকের মানব-চরিত্র, দেশ ও প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি অতি চমৎকার * * প্রত্যেক পাত্র পাত্রীর কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গি, সুন্দর স্বাভাবিক হইয়াছে।

রমার সরল অকুতোভয় মধুময় মনটি, রাজলক্ষীর সচঞ্চল ব্যবহার, কমলা দেবীর মাতৃত্ব ও শিবপূজা, নবগোপালের স্বাধীনচিত্ততা; হিন্দুস্থানী দরোয়ানের তুলসীকৃত রামায়ণ পাঠ, কান্তিবাবু, রায়গৃহিণী ও সীতানাথের চরিত্র প্রভৃতি এবং সর্ব্বোপরি পাণ্ডা মুকুন্দলালের বিচিত্র বাঙ্গলাভাষা জ্ঞান, নিপুণ সূক্ষ্মদর্শনের ফল। * * বইখানির মধ্যে সরস পরিহাস ও রসিকতা সর্ব্বত্র ব্যক্ত বা প্রচ্ছন্নভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। এক এক স্থান পড়িতে পড়িতে হৃদয় ভাবের প্রাবল্যে ভরিয়া উঠে। সর্ব্বোপরি লেখকের স্বদেশপ্রীতি এই বইখানির মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা এই বইখানি না পড়িয়াছেন তাঁহারা একবার পড়িয়া দেখিলে সুখী ও উপকৃত হইবেন।"

Bengalee সংবাদপত্র লিখিয়াছেন—The writer evidently shows a power of vivid and picturesque presentation with a true insight into some aspects of our social life. As he himself says in the preface, he anticipated one of the most important changes which have come in the wake of the present national awakening—the advent of a spirit of resistance to oppressions in whatever form it may be sought to be excercised. * * Some of the characters are very well developed while there are one or two which would remind one of the author of *Kapal Kundala.* Altogether the book is truly entertaining and we may well recommend it to the notice of our readers.

রমাসুন্দরীর মূল্য কাগজের মলাট ১।০, স্বর্ণাঙ্কিত কাপড়ে বাঁধাই ১৷৷০।

(যন্ত্রস্থ—শীঘ্র প্রকাশিত হইবে)

সচিত্র গল্প-লহরী

"নব-কথা", "ষোড়শী" ও "দেশী ও বিলাতী" হইতে সাবধানে নির্ব্বাচন, পরিবর্জ্জন ও সংশোধন করিয়া, বালকবালিকাদিগের সুন্দর সচিত্র বিশেষ সংস্করণ। অনুমান দুই শত পৃষ্ঠার পুস্তক হইবে।

উপরোক্ত সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা ২০১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে; ২২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউসে; এবং নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রকাশকগণের নিকট প্রাপ্তব্য—

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং ৬৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।